গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল

Research Methods and Techniques

প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী

(বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক, স্নাতকোত্তর,
এম. ফিল. ও পিএইচ. ডি. গবেষকদের জন্যে প্রণীত)

গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল

(Research Methods and Techniques)

ড.আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী
প্রফেসর, আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ও
সাবেক ডীন, থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল
ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী
মোবা : ০১৭৬৬১৬৫৬০৪, ০১৫৫২-৪৪০৮৪১ ফোন : ০৭১-৬২২১৬
e-mail : drsaif.siddiqi@gmail.com

প্রকাশকঃ ড. শরীফা সুলতানা হাসানাত
রাহিন-রাশাদ প্রকাশনী
২/৩,এ ব্লক(বর্ধিতাংশ), হাউজিং, কুষ্টিয়া।

গ্রন্থস্বত্ব
সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০১৩
দ্বিতীয় সংস্করণঃ জুন ২০১৪

প্রাপ্তিস্থান ঃ
১. কক্ষ নং-২৪৪ আল-কুরআন বিভাগ, ইবি, কুষ্টিয়া।
২. জাহিদ/আব্দুল মান্নান, আল-কুরআন বিভাগ অফিস, ইবি, কুষ্টিয়া।
৩. কামাল বুক স্টল, ইবি ক্যাম্পাস, কুষ্টিয়া।
৪. জাহিদ, আরবী বিভাগ অফিস, ঢাবি।
৫. ড.ইফতেখারুল আলম মাসউদ, আরবী বিভাগ, রাবি।
৬. ড.নুরুল আমীন নূরী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, চবি।

মাহফুজ কম্পিউটারস
৩৮/৩, কম্পিউটার কমপ্লেক্স, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবা : ০৯১১-৪৭৬৫৭৭, ০১৭৫৩-১৯৭৯২১
e-mail : mahfuz_cmputer@yhoo.com

মূল্য ঃ অফসেট ৪০০.০০ টাকা (সিডিসহ ৫০০.০০ টাকা)
সাদা ৩৫০.০০ টাকা (সিডিসহ ৪৫০.০০ টাকা) $ 20.00 Only.

GOBESHONA PODDHATI O KAUSHOL (Research Methods and Techniques) By Dr.A.B.M.Saiful Islam Siddiqi and Published by Dr. Sharifa Sultana Hasanat, Rahin-Rashad Publicationk, 2/3, A Block (Ext) Housing, Kushtia, Bangladesh.

www.pathagar.com

সূচীপত্র

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	১৫-২০
	প্রথম অধ্যায়	২১-৪১
১.	**গবেষণা**	২২
২.	গবেষণা পরিচিতি	২২
৩.	গবেষণার লক্ষ্য	২৬
৪.	গবেষণার উদ্দেশ্য	২৬
৫.	গবেষণার গুরুত্ব	২৭
৬.	গবেষণার উপকারিতা	২৮
৭.	গবেষণার বৈশিষ্ট্য	২৮
৮.	উত্তম গবেষণার বৈশিষ্ট্য	২৯
৯.	গবেষণার প্রকারভেদ	২৯
১০.	**শিক্ষামূলক গবেষণা**	৩২
১১.	বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক গবেষণা	৩২
১২.	টিউটোরিয়াল/ অ্যাসাইনমেন্ট	৩৩
১৩.	টিউটোরিয়াল/অ্যাসাইনমেন্টের রূপরেখা	৩৪
১৪.	টার্মপেপার	৩৪
১৫.	টিউটোরিয়াল/অ্যাসাইনমেন্ট/টার্মপেপারের প্রয়োজনীয়তা	৩৫
১৬.	অভিসন্দর্ভ/থিসিস	৩৬
১৭.	ডিপ্লোমা	৩৬
১৮.	ডিসারটেশন/স্নাতকোত্তর থিসিস	৩৬
১৯.	ডিসারটেশন/স্নাতকোত্তর থিসিসের বৈশিষ্ট্য	৩৭
২০.	স্নাতকোত্তর থিসিসের উপকারিতা	৩৭
২১.	এম.ফিল. থিসিস	৩৮
২২.	পিএইচ.ডি. থিসিস	৩৮
২৩.	অ্যাসাইনমেন্ট, টার্মপেপার ও থিসিসের পার্থক্য	৩৯

www.pathagar.com

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
২৪.	বিশেষ শিক্ষামূলক গবেষণা	৩৯
২৫.	প্রবন্ধ	৪০
২৬.	সংক্ষিপ্তসার	৪১
২৭.	নিবন্ধ	৪১
	দ্বিতীয় অধ্যায়	৪২-৬০
২৮.	গবেষণা প্রস্তাবপত্র/সিনোপসিস	৪৩
২৯.	গবেষণা প্রস্তাবপত্র/সিনোপসিস পরিচিতি	৪৩
৩০.	গবেষণা প্রস্তাবের উদ্দেশ্য	৪৪
৩১.	গবেষণা প্রস্তাবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য	৪৪
৩২.	গবেষণার নকশা	৪৫
৩৩.	গবেষণার পরিসর	৪৬
৩৪.	গবেষণার প্রস্তাবপত্রে অন্তর্ভুক্ত বিষয়	৪৮
৩৫.	গবেষণার শিরোনাম	৪৯
৩৬.	শিরোনামের প্রকারভেদ	৫০
৩৭.	শিরোনামের বৈশিষ্ট্য	৫০
৩৮.	গবেষণার ভূমিকা	৫২
৩৯.	গবেষণা সমস্যার বিবৃতি	৫৩
৪০.	গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য	৫৫
৪১.	সংশ্লিষ্ট গবেষণার উল্লেখ	৫৬
৪২.	গবেষণার উদ্দেশ্য	৫৬
৪৩.	গবেষণা পরিভাষার সংজ্ঞা	৫৬
৪৪.	অনুমিত সিদ্ধান্ত/গবেষণা হাইপোথেসিস	৫৭
৪৫.	গবেষণার পদ্ধতি	৫৭
৪৬.	সময় বন্টন	৫৮
৪৭.	বাজেট	৫৯
৪৮.	থিসিসের সংগঠন	৫৯
৪৯.	ফলাফল	৫৯

www.pathagar.com

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
৫০.	সুপারিশ	৬০
৫১.	তথ্যপঞ্জী	৬০
	তৃতীয় অধ্যায়	৬১-১০০
৫২.	গবেষক	৬২
৫৩.	গবেষক পরিচিতি	৬২
৫৪.	গবেষকের গুণাবলী	৬২
৫৫.	গবেষকের দায়িত্ব	৬৬
৫৬.	উত্তম তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন	৬৬
৫৭.	যথাযথ শিরোনাম নির্ধারণ	৬৬
৫৮.	রেজিস্ট্রেশনের জন্যে আবেদন	৬৭
৫৯.	এম.ফিল. কোর্সে যোগদান	৬৮
৬০.	এম.ফিল. প্রথম পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ	৬৮
৬১.	পিএইচ.ডি. কোর্সে যোগদান	৬৯
৬২.	গবেষকের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান	৬৯
৬৩.	তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	৭৪
৬৪.	ফাইল সংরক্ষণ	৭৫
৬৫.	ফাইল শ্রেণীকরণ	৭৬
৬৬.	তথ্য সংগ্রহের নিয়ম	৭৬
৬৭.	পরিকল্পনা মাফিক চলা	৭৬
৬৮.	ডায়েরী ব্যবহার	৭৬
৬৯.	সিনোপসিস সাথে রাখা	৭৭
৭০.	গবেষণার নিয়ম মেনে চলা	৭৭
৭১.	গবেষণা শুরুর নিয়ম	৭৭
৭২.	অধ্যায় শুরুর নিয়ম	৭৮
৭৩.	কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা	৭৮
৭৪.	সময়ের গুরুত্ব দেয়া	৭৯
৭৫.	টার্গেট নির্ধারণ	৭৯

www.pathagar.com

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
৭৬.	সময় নির্ধারণ	৭৯
৭৭.	সময়ের সদ্ব্যবহার	৭৯
৭৮.	ছুটি নিয়ে গবেষণা	৮০
৭৯.	নিয়মানুযায়ী পড়ালেখা করা	৮১
৮০.	বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়ন	৮১
৮১.	বিষয়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নাম্বার জানা	৮১
৮২.	পড়ার নিয়ম মেনে চলা	৮৪
৮৩.	লেখার নিয়ম মেনে চলা	৮৬
৮৪.	কার্ডের ব্যবহার জানা	৮৬
৮৫.	অনুবাদের নিয়ম মেনে চলা	৮৭
৮৬.	মৌখিক পরীক্ষা	৮৮
৮৭.	মৌখিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য	৮৮
৮৮.	মৌখিক পরীক্ষার পরামর্শ	৮৯
৮৯.	সমকালীন যন্ত্র-পাতির ব্যবহার জানা	৯০
৯০.	কম্পিউটারে বিশেষ জ্ঞান থাকা	৯১
৯১.	ইন্টারনেটের ব্যবহার জানা	৯১
৯২.	আল-মাকতাবাতুশ শামেলার ব্যবহার জানা	৯১
৯৩.	কম্পোজে সাবধানতা অবলম্বন	৯২
৯৪.	অটো-সংশোধন করা	৯২
৯৫.	প্রুফ দেখা	৯২
৯৬.	গবেষণায় বিধি-নিষেধ	৯৩
৯৭.	গবেষণায় বর্জনীয়	৯৩
৯৮.	গবেষণা শিরোনাম অভিন্ন হওয়া	৯৩
৯৯.	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা হওয়া	৯৪
১০০.	অন্যের বক্তব্য হুবহু উপস্থাপন করা	৯৪
১০১.	গবেষণায় ফাঁকি দেয়া	৯৪
১০২.	বেশী বেশী বন্ধু গ্রহণ করা	৯৫

www.pathagar.com

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
১০৩.	বেশী বেশী ক্লাবে গমন করা	৯৫
১০৪.	বিনোদনে জড়ানো	৯৫
১০৫.	ধৈর্য্য হারানো	৯৬
১০৬.	থিসিস জমাদানের পূর্বে করণীয়	৯৬
১০৭.	থিসিস জমাদানের পরে করণীয়	৯৭
১০৮.	থিসিস প্রেরণের বিষয়ে খোঁজ-খবর, রাখা	৯৭
১০৯.	মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি	৯৭
১১০.	মৌখিক পরীক্ষার পরে করণীয়	৯৭
১১১.	থিসিস সংশোধন করা	৯৮
১১২.	সংযোজন-বিয়োজন করা	৯৮
১১৩.	প্রবন্ধ রচনা করা	৯৮
১১৪.	তত্ত্বাবধায়কের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা	৯৯
১১৫.	পান্ডুলিপি তৈয়ার	৯৯
	চতুর্থ অধ্যায়	১০১-১২
১১৬.	তত্ত্বাবধায়ক	১০২
১১৭.	তত্ত্বাবধায়ক পরিচিতি	১০২
১১৮.	তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলী	১০৩
১১৯.	তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব	১০৫
১২০.	ভাল গবেষক নির্বাচন	১০৫
১২১.	বিষয় সম্পর্কে ন্যুন্যতম জ্ঞান থাকা	১০৬
১২২.	আবেদন পত্র যাঁচাই	১০৭
১২৩.	সিনোপসিসের সঠিকতা যাঁচাই	১০৮
১২৪.	গবেষকের তথ্যাবলী সংরক্ষণ	১০৮
১২৫.	আবেদনের দিন থেকেই গবেষণা শুরু করা	১০৮
১২৬.	অভিভাবকসুলভ আচরণ করা	১০৮
১২৭.	বন্ধুর মত আচরণ করা	১০৮
১২৮.	গবেষককে যথাযথ সময় দেয়া	১০৯

www.pathagar.com

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
১২৯.	যথাসময়ে গবেষকের কাজ করে দেয়া	১০৯
১৩০.	গবেষককে গবেষণামুখী করার চেষ্টা করা	১০৯
১৩১.	যথাসময়ে থিসিস মূল্যায়ণ কমিটি গঠন	১১০
১৩২.	যথাসময়ে থিসিস পরীক্ষা কমিটি গঠন	১১০
১৩৩.	যথাসময়ে থিসিসের রিপোর্টর প্রদান	১১০
১৩৪.	থিসিসের যথাযথ রিপোর্ট প্রদান	১১১
১৩৫.	গবেষণার সময় রাগান্বিত না হওয়া	১১১
১৩৬.	নিরপেক্ষতা বজায় রাখা	১১২
১৩৭.	কাজের অগ্রগতির তদারকি করা	১১২
১৩৮.	নৈতিকতা বিষয়ে সজাগ থাকা	১১২
১৩৯.	গবেষককে আপ্যায়নে সাধ্যমত চেষ্টা করা	১১২
	পঞ্চম অধ্যায়	১১১৩০-৩৪
১৪০.	**গবেষণা অভিসন্দর্ভ/থিসিস**	১১৪
১৪১.	থিসিস পরিচিতি	১১৪
১৪২.	থিসিসের মৌলিক বিষয়	১১৪
১৪৩.	থিসিসের পরিকল্পনা	১১৫
১৪৪.	শিরোনাম পৃষ্ঠা	১১৬
১৪৫.	ভেতরের পৃষ্ঠা	১১৮
১৪৬.	কৃতজ্ঞতা	১১৮
১৪৭.	সূচীপত্র	১১৯
১৪৮.	ভূমিকা	১১৯
১৪৯.	অধ্যায়বিন্যাস	১২১
১৫০.	গবেষণার মূল পাঠ্য	১২৪
১৫১.	উপসংহার বা ফলাফল	১২৪
১৫২.	সুপারিশ	১২৫
১৫৩.	পরিশিষ্ট	১২৫
১৫৪.	আখ্যা পৃষ্ঠা	১২৬

www.pathagar.com

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
১৫৫.	থিসিস প্রস্তুতের নিয়মাবলী	১২৬
১৫৬.	পৃষ্ঠা নাম্বার ব্যবহার	১২৯
১৫৭.	পৃষ্ঠা সংখ্যা	১২৯
১৫৮.	থিসিস কম্পোজ	১৩০
১৫৯.	ফন্ট	১৩০
১৬০.	স্পেস	১৩১
১৬১.	শব্দ বিভাজন পদ্ধতি	১৩২
১৬২.	কাগজের সাইজ	১৩৩
১৬৩.	মার্জিন	১৩৩
১৬৪.	থিসিস ফটোকপি	১৩৩
১৬৫.	থিসিস বাঁধাই	১৩৪
	ষষ্ঠ অধ্যায়	১৩৫-৪২
১৬৬.	সেমিনার	১৩৬
১৬৭.	সেমিনার পরিচিতি	১৩৬
১৬৮.	সেমিনারের প্রকারভেদ	১৩৬
১৬৯.	সেমিনারের বিষয়বস্তু	১৩৭
১৭০.	সেমিনারের প্রয়োজনীয়তা	১৩৭
১৭১.	সেমিনারের প্রবন্ধ লেখার নিয়ম	১৩৭
১৭২.	সেমিনার কখন করতে হয়	১৩৮
১৭৩.	সেমিনার অনুষ্ঠানের পূর্বে করণীয়	১৩৯
১৭৪.	সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা	১৪১
১৭৫.	সেমিনার অনুষ্ঠানের পরে করণীয়	১৪২
	সপ্তম অধ্যায়	১৪৩-৪৯
১৭৬.	উৎস	১৪৪
১৭৭.	উৎস পরিচিতি-	১৪৪
১৭৮.	তথ্য পরিচিতি	১৪৪
১৭৯.	উৎস-এর প্রকারভেদ	১৪৪

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮০.	উৎস-এর ব্যবহার	১৪৭
১৮১.	উৎস সংগ্রহ পদ্ধতি	১৪৭
১৮২.	পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি	১৪৭
১৮৩.	সাক্ষাৎকার পদ্ধতি	১৪৮
১৮৪.	পরোক্ষ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি	১৪৮
১৮৫.	প্রশ্নমালা পদ্ধতি	১৪৮
১৮৬.	প্রশ্নপত্র প্রস্তুতের নির্দেশাবলী	১৪৯
১৮৭.	যান্ত্রিক পদ্ধতি	১৪৯
১৮৮.	কেস স্টাডি পদ্ধতি	১৪৯
	অষ্টম অধ্যায়	১৫০-৬৩
১৮৯.	গবেষণা উদ্ধৃতি	১৫১
১৯০.	উদ্ধৃতি পরিচিতি	১৫১
১৯১.	উদ্ধৃতি কখন দিতে হয়	১৫১
১৯২.	উদ্ধৃতি প্রদানের পদ্ধতি	১৫২
১৯৩.	টীকা পরিচিতি	১৫৪
১৯৪.	টীকার প্রকারভেদ	১৫৪
১৯৫.	টীকার ব্যবহার	১৫৪
১৯৬.	টীকার ব্যবহারের গুরুত্ব	১৫৬
১৯৭.	টীকা ব্যবহারের প্রচলিত রীতি	১৫৬
১৯৮.	পত্রিকার রেফারেন্স ব্যবহারের নিয়ম	১৫৭
১৯৯.	আরবী গ্রন্থের সংকেত নমুনা	১৫৮
২০০.	টীকায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ	১৫৯
২০১.	টীকায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপের নিয়ম	১৬২
	নবম অধ্যায়	১৬৪-৮৩
২০২.	বানান রীতি	১৬৫
২০৩.	তৎসম শব্দ	১৬৫
২০৪.	তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ	১৬৫

www.pathagar.com

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
২০৫.	বিবিধ	১৬৮
২০৬.	ণ-ত্ব বিধান	১৬৯
২০৭.	ষত্ব-বিধান	১৭২
২০৮.	কিছু ইংরেজী-বানান	১৭৫
২০৯.	চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ	১৭৫
২১০.	আরবী বানানরীতি	১৭৬
২১১.	এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি	১৭৮
২১২.	ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের অনুলিখন	১৮০
২১৩.	ইসলামী বিশ্বকোষ লেখার রীতি	১৮২
২১৪.	আল-কুরআন বিশ্বকোষ প্রণয়নের নীতিমালা	১৮৩
	দশম অধ্যায়	১৮৪-৯০
২১৫.	বিরাম চিহ্ন	১৮৫
২১৬.	বিরাম চিহ্ন পরিচিতি	১৮৫
২১৭.	একনযরে বিরাম চিহ্নের	১৮৫
২১৮.	আরবী প্রতিবর্ণায়ণ	১৮৮
২১৯.	বাংলা প্রতিবর্ণায়ণ	১৮৯
২২০.	আল-কুরআন বিশ্বকোষে আল-কুরআনের আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়ন	১৯০
	একাদশ অধ্যায়	১৯১-৯৮
২২১.	গ্রন্থপঞ্জী	১৯২
২২২.	গ্রন্থপঞ্জী পরিচিতি	১৯২
২২৩.	গ্রন্থপঞ্জীর আবশ্যকতা	১৯৩
২২৪.	গ্রন্থপঞ্জীর উদ্দেশ্য	১৯৪
২২৫.	লেখক গ্রন্থপঞ্জী	১৯৪
২২৬.	গ্রন্থপঞ্জী ও গ্রন্থসূচীর পার্থক্য	১৯৪
২২৭.	গ্রন্থপঞ্জী লেখার পদ্ধতি	১৯৪১৯৪
২২৮.	গ্রন্থপঞ্জী বিন্যাস পদ্ধতি	১৯৮১৯৮

www.pathagar.com

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
	দ্বাদশ অধ্যায়	১৯৯-২১০
২২৯.	হিজরী সালকে খ্রীষ্টাব্দে পরিণত করার পদ্ধতি	২০০
২৩০.	হিজরী/খ্রীষ্টাব্দ সালের তালিকা	২০১
২৩১.	খলীফাদের নাম ও খিলাফতকাল	২০৮
	ত্রয়োদশ অধ্যায়	২১১-২২
২৩২.	গবেষণার ইতিহাস	২১২
২৩৩.	বাংলাদেশে গবেষণা	২১২
২৩৪.	গবেষণা পদ্ধতির ইতিবৃত্ত	২১৩
	চতুর্দশ অধ্যায়	২২৩-২৯
২৩৫.	এম.ফিল./পিএইচডি-এর সংক্ষিপ্ত নীতিমালা	২২৯
	পঞ্চদশ অধ্যায়	২৩০
২৩৬.	বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জী	২৩১
২৩৭.	তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থ	২৩২
২৩৮.	উলূমুল-কুরআন বিষয়ক গ্রন্থ	২৩৫
২৩৯.	ইজাযুল-কুরআন বিষয়ক গ্রন্থ	২৪০
২৪০.	আল-কুরআনে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ	২৪২
২৪১.	দাওয়াহ বিষয়ক গ্রন্থ	২৪৩
২৪২.	উলূমূল-হাদীস বিষয়ক গ্রন্থ	২৪৭
২৪৩.	হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ	২৪৮
২৪৪.	ইলমুল-জারহ ওয়াততাদীল বিষয় গ্রন্থ	২৪৯
২৪৫.	ইতিহাস বিষয়ক আরবী গ্রন্থ	২৫০
২৪৬.	সীরাত বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী	২৫৪
২৪৭.	গবেষা পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী	২৫৯
২৪৮.	ফিকহ উসূলুল ফিক্হ বিষয়ক গ্রন্থ	২৬৯
২৪৯.	আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী	২৭০
২৫০.	আরবী প্রবাদ বিষয়ক গ্রন্থ	২৭৩

www.pathagar.com

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
২৫১.	বাংলা/ইংরেজী ভাষায় আরবী গ্রন্থ	২৭৬
২৫২.	অভিধানপঞ্জী	২৭৭
২৫৩.	বাংলা ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থ	২৭৮
২৫৪.	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ	২৮১
২৫৫.	ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থ	২৮২
২৫৬.	বাংলা প্রবাদ বিষয়ক গ্রন্থ	২৮৪
২৫৭.	বাংলাদেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ	২৮৫
২৫৮.	দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ	২৮৬
	ষোড়শ অধ্যায়	৩৯৪
২৫৯.	পরিশিষ্ট	২৯৫
২৬০.	অনাপত্তি প্রত্যয়ন পত্রের আবেদনের নমুনা কপি	২৯৫
২৬১.	অনাপত্তি প্রত্যয়ন পত্র-এর নমুনা কপি	২৯৬
২৬২.	কোর্সে যোগদান পত্র	২৯৭
২৬৩.	শিরোনাম পরিবর্তনের আবেদন পত্র	২৯৮
২৬৪.	তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তনের আবেদন পত্র	২৯৯
২৬৫.	বিভাগ পরিবর্তনের আবেদন পত্র	৩০০
২৬৬.	সময় বৃদ্ধির আবেদন পত্র	৩০১
২৬৭.	গবেষকের ঘোষণা পত্রের নমুনা কপি (বাংলা)	৩০২
২৬৮.	গবেষকের ঘোষণা পত্রের নমুনা কপি (আরবী)	৩০২
২৬৯.	তত্ত্বাবধায়কের ঘোষণা পত্রের নমুনা কপি (বাংলা)	৩০৩
২৭০.	তত্ত্বাবধায়কের ঘোষণা পত্রের নমুনা কপি (আরবী)	৩০৪
২৭১.	কৃতজ্ঞতা (বাংলা)	৩০৫
২৭২.	কৃতজ্ঞতা (আরবী)	৩০৭
২৭৩.	সেমিনারের চিঠির নমুনা কপি	৩০৯
২৭৪.	প্রবন্ধের কভার পৃষ্ঠার নমুনা	৩১০
২৭৫.	সেমিনারের প্রবন্ধের নমুনা	৩১১
২৭৬.	সেমিনারের প্রবন্ধের আলোচনার নমুনা কপি	৩১৯

www.pathagar.com

ক্রমিক	আলোচ্য বিষয়	পৃষ্ঠা
২৭৭.	থিসিসের কভার পৃষ্ঠার নমুনা কপি (বাংলা)	৩২৪
	থিসিসের কভার পৃষ্ঠার নমুনা (ইংরেজী)	৩২৫
২৭৮.	থিসিসের কভার পৃষ্ঠার নমুনা (আরবী)	৩২৬
২৭৯.	এম.ফিল./পিএইচ.ডি. থিসিস মূল্যায়নের সম্মতিপত্রের নমুনা কপি	৩২৭
২৮০.	পিএইচ.ডি.মৌখিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণী পত্রের নমুনা কপি	৩২৮
২৮১.	এম.ফিল./পিএইচ.ডি. থিসিস মূল্যায়নের নমুনা কপি	৩২৯
২৮২.	এম.ফিল. পরীক্ষা কমিটির মৌখিক পরীক্ষা ও সমন্বিত রিপোর্টের নমুনা কপি	৩৩১
২৮৩.	পিএইচ. ডি. পরীক্ষা কমিটির মৌখিক পরীক্ষা ও সমন্বিত রিপোর্ট প্রেরণের নমুনা কপি	৩৩২
২৮৪.	গবেষক তথ্যাবলী	৩৩৩
২৮৫.	সহায়ক গ্রন্থাবলী	৩৩৪

www.pathagar.com

ভূমিকা

গো+এষণা=গবেষণা। বিশেষ ব্যক্তিদের নির্ধারিত বিষয়ের বিশেষ অধ্যয়নের ফসল হলো গবেষণা। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে এভাবে বলা যায় যে, অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের নির্ধারিত বিষয় থেকে নতুন এবং সঠিক কিছু আবিষ্কার করার নাম হলো গবেষণা। এ কাজটি বিশেষ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে সম্ভব নয়; বিধায় আমি বিশেষ ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করেছি।

আমাদের দেশে যত গবেষণা হয়েছে, সেগুলো দেশ জাতির উন্নয়নে তত কাজে লাগছে না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে- সঠিক বিষয় নির্বাচন করতে না পারা, গবেষণার বিষয়বস্তু যুগোপযোগী না হওয়া, পদ্ধতি অনুযায়ী গবেষণা না হওয়া, তত্ত্বাবধায়কের সঠিক দিক নির্দেশনা না থাকা, গবেষণা বিষয়ে গবেষকদের স্পষ্ট ধারণা না থাকা, তথ্য-উপাত্ত যথাযথ না পাওয়া, প্রাতিষ্ঠানিক বা সরকারের যথাযথ আনুকূল্য না পাওয়া এবং গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রকাশিত না হওয়া।

এছাড়া কোন কোন তত্ত্বাবধায়ক গবেষণা তত্ত্বাবধান করেন ঠিকই কিন্তু গবেষকগণ গবেষণা করতে গিয়ে কি কি ভুল করেন? কেন করেন? কেন অভিসন্দর্ভ তথ্যবহুল হয় না? যথাসময়ে গবেষণা কেন শেষ হয় না? বার বার সময় বৃদ্ধির পরও কেন তরী তটে ভিড়ে না? গবেষণায় কেন সময় বেশী লাগে? গবেষক কেন গবেষণা করতে ভয় পায়? গবেষক তত্ত্বাবধায়কের সম্পর্ক কেন অবনতি ঘটে? কেন গবেষকগণ কূলে নৌকো ভিড়ানোর সময় গবেষণা ছেড়ে চলে যান? এসব বিষয়ে কোন কোন তত্ত্বাবধায়ক যেমন গুরুত্ব দেন না। তেমনি কিভাবে গবেষণায় অগ্রসর হওয়া যায়? কিভাবে অল্প শ্রমে বেশী কাজ করা যায়? কিভাবে সহজে তথ্য সংগ্রহ করা যায়? কিভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হয়? এ বিষয়েও তাঁরা তেমন কোন সুপরামর্শ দেন না।

আবার এমন অনেক গবেষককে দেখা যায় যারা রেজিস্ট্রেশন পেতে যত তৎপর রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পর গবেষণার ব্যাপারে তাদের তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় না। এমনও দেখা যায়, আদৌ তিনি গবেষণা করবেন কিনা? কোন অসুবিধা আছে কিনা? তথ্য পাচ্ছেন কিনা? তথ্য পেলেও তা বুঝতে পারছেন কিনা? এ ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ককে অবহিত করেন না।

এ বিষয়গুলো সামনে রেখেই **"গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল (Research Methods and Techniques)"** গ্রন্থটির অবতারণা। গ্রন্থটিতে গবেষণা বিষয়ে আলু-থালুভাবে অগোছালো কিছু পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এটি গবেষকদের কতটুকু উপকারে আসবে জানি না। তবে দুধের সাধ কিছুটা হলেও ঘোলে মিটতে পারে অন্তত এতটুকু আশা করতে পারি।

www.pathagar.com

গ্রন্থটিতে আমার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯৮২-৮৯ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, ১৯৯৫-৯৮ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ফেলো হিসেবে শিক্ষা ছুটি নিয়ে পিএইচ.ডি. গবেষণা, ১৯৯১ হতে অদ্যাবধি ইবিতে শিক্ষকতা, ২০০২ হতে প্রায় দু'ডজন গবেষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান, সমপরিমাণ গবেষকের পরোক্ষ তত্ত্বাবধান, ২০০১-২০০৪ পর্যন্ত বিভাগীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন, একাডেমিক কমিটি, ২০০৪ হতে বোর্ড অব এডভান্সড এণ্ড স্টাডিজ কমিটির সদস্য এবং জানুয়ারী ২০১২ হতে জানুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত ডীন হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার সাথে পরিচিত হবার সুযোগ এসেছে। এ দীর্ঘ সময়ে গবেষণায় কতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে গবেষকদেরকে দিতে পেরেছি সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে গবেষণা বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকায় অনেক সমস্যার সম্মূখীন হয়েছি সেটা সত্য কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসে সাধারণত ৫/৭টি পিএইচ.ডি. সেমিনার হয়ে থাকে। ক্লাশ/পরীক্ষা/মিটিং না থাকলে সেমিনারে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আলোচকদের আলোচনা শুনা এবং সুযোগ পেলে দু'চার মিনিট গবেষককে দু/একটি পরামর্শ দেয়া বলতে গেলে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। আর অনুষদের ডীন হওয়ার পর, সেমিনার গুলোতে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরো সময় উপস্থিত থেকে স্বেচ্ছায়, অনিচ্ছায় প্রবন্ধ সম্পর্কে পরামর্শমূলক দু'চার কথা আলোচনা করতে তো হয়েছেই। সেখানে একটি বিষয় আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে যে, সাধারণ কিছু বিষয়ে আমাদের সম্যক জ্ঞান না থাকায় একই ভুল বার বার হচ্ছে।

কোন এক সেমিনারে এ সব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্যে উপস্থিত শিক্ষকদের কাছে একটি প্রস্তাব রাখি। প্রস্তাবটি ছিল অনুষদীয় সম্মানিত বিজ্ঞ শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে 'Research Methodology'-এর উপর একটি গ্রন্থ রচনা করা। কিন্তু আশানুরূপ সাড়া না পেয়ে আমি নিজেই এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করি। এরপর থেকেই মূলতঃ এ গ্রন্থটির চিন্তা-ভাবনা।

সম্প্রতি একটি সেমিনার শেষ করে বাসায় ফিরে লাঞ্চ শেষে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম আর পত্রিকায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হলো আজকের সেমিনারে পরামর্শমূলক যে কথাগুলো বললাম এগুলো লিখিতাকারে থাকলে কেমন হয়? যেই ভাবা সেই কাজ। পত্রিকাটি ফেলে দিয়ে কাগজ নিয়ে বসে পড়লাম। এলোমেলোভাবে ৪২টি পয়েন্ট লিখেও ফেললাম। পরদিন ঐ পয়েন্টগলোর উপর দু'চার কথা যা মনে আসতে লাগল, তা দিয়েই ৭/৮পৃষ্ঠা ভরে গেল। এতে মনে প্রচন্ড শক্তি পেলাম। কিন্তু ইতোমধ্যে পঞ্চাশোর্ধ কমিটির আহবায়ক/সভাপতি/সদস্য হিসেবে কোন কোন দিন ২/৩টি সেমিনারসহ ৪/৫টি সভায় উপস্থিত হওয়া ছাড়াও বিভাগের ক্লাশ পরীক্ষা এবং সারা দেশের প্রায় তের শ' ফাযিল/কামিল মাদ্রাসার অধিকাংশ বিষয় আমার অনুষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় নানা কাজে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যস্ত থাকতে হচ্ছিল।

www.pathagar.com

তাই একদিন কলম হাতে নিলে দু দিনই বিরতি চলছিল। যে পৃষ্ঠাগুলো লেখা হয়েছে তা এভাবে বিরতি দিয়েই লিখেছি। আমি জানি এদিয়ে প্রকৃত গবেষকদের হয়তো কোন লাভ হবে না, কিন্তু আমার মত আনাড়ি গবেষকগণ কিছুটা হলেও উপকৃত হবেন।

গ্রন্থটি ছোট্ট হলেও এতে ষোলটি অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে। **প্রথম অধ্যায়** গবেষণা বিষয়ে। এতে গবেষণা-পরিচিতি, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, উপকারিতা, প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য বিষয়ে আলোচনা করা রয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়** গবেষণা প্রস্তাবপত্র/ সিনোপসিস বিষয়ে। এতে গবেষণা সিনোপসিস পরিচিতি, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব, উপকারিতা, শিরোনাম পরিচিতি ও শিরোনামের প্রকারভেদ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় গবেষক বিষয়ে। এতে গবেষক পরিচিতি, গুণাবলী, দায়িত্ব, থিসিস জমা দানের পূর্বে/পরে করণীয়, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের নিয়মাবলী এবং গবেষকের করণীয়, বর্জনীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় তত্ত্বাবধায়ক বিষয়ে। এতে তত্ত্বাবধায়ক পরিচিতি, তাঁর গুণাবলী ও দায়িত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় থিসিস বিষয়ে। এতে থিসিস পরিচিতি, থিসিস লেখার প্রচলিত রীতি, থিসিস কম্পোজ, থিসিস ফটোকপি ও থিসিস বাঁধাই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সেমিনার বিষয়ে। এতে সেমিনার পরিচিতি, সেমিনারের প্রয়োজনীয়তা, সেমিনারের বিষয়বস্তু, সেমিনারের প্রবন্ধ লেখার নিয়ম, সেমিনারের সময়, সেমিনারের চিঠি, সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর পর্যালোচনা বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় উৎস বিষয়ে। এতে উৎস পরিচিতি ও প্রকারভেদ, উৎসের ব্যবহার এবং উৎস সংগ্রহের পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায় গবেষণা উদ্ধৃতি বিষয়ে। এতে গবেষণা উদ্ধৃতি পরিচিতি, উদ্ধৃতি দেয়ার নিয়ম, টীকা পরিচিতি, টীকার প্রকারভেদ, টীকার ব্যবহার, টীকা ব্যবহারের গুরুত্ব, টীকা ব্যবহারের প্রচলিত রীতি, পত্রিকার রেফারেন্স ব্যবহারের নিয়ম, টীকায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ, টীকায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপের নিয়ম বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

নবম অধ্যায় বানানরীতি বিষয়ে। এতে বাংলা বানানরীতি, ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান, ইংরেজী বানানরীতি, আরবী বানানরীতি এবং বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

দশম অধ্যায় বিরাম চিহ্ন বিষয়ে। এতে বিরাম চিহ্ন পরিচিতি ও বিরাম চিহ্নের ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। **একাদশ অধ্যায়** গ্রন্থপঞ্জী বিষয়ে। এতে গ্রন্থপঞ্জী পরিচিতি, গ্রন্থপঞ্জীর আবশ্যকতা, গ্রন্থপঞ্জীর উদ্দেশ্য, লেখক গ্রন্থপঞ্জী, গ্রন্থপঞ্জী ও গ্রন্থসূচীর পার্থক্য এবং গ্রন্থপঞ্জী লেখার নিয়ম বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায় হিজরী/খ্রীষ্টাব্দ বিষয়ে। এতে হিজরী/খ্রীষ্টাব্দ সাল লেখার নিয়ম, ১/৬২২- ১৫৪১/২১২০ পর্যন্ত হিজরী/খ্রীষ্টাব্দ সালের তালিকা, খলীফাদের নাম ও কার্যকাল উল্লেখিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায় বাংলাদেশে গবেষণা এবং গবেষণা পদ্ধতির ইতিহাসের বিকাশ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। **চতুর্দশ অধ্যায়** এম.ফিল./পিএইচ.ডি. নীতিমালা বিষয়ে যৎকিঞ্চিত আলোচনা করা রয়েছে।

পঞ্চদশ অধ্যায় ২৪টি বিষয়ের উপর সহস্রাধিক গ্রন্থের তালিকা দেয়া হয়েছে। যাতে গবেষকগণ সিনোপসিস লেখার সময় এগুলোর সহায়তা নিতে পারেন। বিষয়গুলো হলো- মযহাব ভিত্তিক তাফসীর (৪৯টি), উলূমুল কুরআন (৫৯টি), ইযাযুল কুরআন (২৫টি), আল-কুরআনে বিজ্ঞান (১৪টি), দাওয়াহ (৫৫টি), হাদীস (২৭টি), তারীখ ইলমিল হাদীস (১০টি), ইলমূল জারহ ওয়াত তাদীল (৪১টি), সীরাত (৯৯টি), গবেষণা পদ্ধতি (১৬৩টি) ফিকহ অসূলুল ফিকহ (১৩টি), ইসলামের ইতিহাস (আরবী) (৪১টি), আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (৪৭টি), আরবী প্রবাদ (৩৪টি), বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় আরবী গ্রন্থাবলী (৩৫টি), আরবী অভিধান (২৫টি), বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (১১টি), বাংলা ভাষাতত্ত্ব (৫০টি), বাংলার লোক সাহিত্য (৬২টি), বাংলা প্রবাদ (২১ টি), বাংলাদেশের ইতিহাস (১৮টি) এবং দর্শন (৯৯টি)।

ষোড়শ অধ্যায় পরিশিষ্ট বিষয়ে। এতে চাকুরীরতদের বেলায় অনাপত্তি প্রত্যয়নপত্রের আবেদনের নমুনা, অনাপত্তি প্রত্যয়ন পত্রের নমুনা, কোর্সে যোগদান পত্রের নমুনা, শিরোনাম পরিবর্তনের আবেদন পত্রের নমুনা,তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তনের আবেদন পত্রের নমুনা, বিভাগ পরিবর্তনের আবেদন পত্রের নমুনা, সময় বৃদ্ধির আবেদন পত্রের নমুনা, গবেষকের ঘোষণাপত্র (আরবী ও বাংলা)-এর নমুনা, তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন পত্র (আরবী ও বাংলা) -এর নমুনা, কৃতজ্ঞতাপত্র (আরবী ও বাংলা)-এর নমুনা, সেমিনারের চিঠির নমুনা, সেমিনারের প্রবন্ধের নমুনা, সেমিনারের প্রবন্ধের সমালোচনা নমুনা, থিসিসের কভার পৃষ্ঠার নমুনা (বাংলা, ইংরেজী ও আরবী) থিসিস মূল্যায়নের সম্মতিপত্রের কপি, মৌখিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারনী পত্রের নমুনা, থিসিস মূল্যায়নের নমুনা কপি,সমন্বিত রিপোর্টের নমুনা, সমন্বিত রিপোর্ট প্রেরণের নমুনা কপি, এক নযরে গবেষণা এবং গবেষকের তথ্যাবলীর নমুনা কপি প্রদান করা হয়েছে।

গ্রন্থটি শুরুর সময় কোন গ্রন্থের সহযোগিতা নেইনি। নিজের মনে যা এসেছে তাই লিখেছি। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মনে হলো আর কিছু বিষয় এরসাথে যুক্ত করলে মন্দ হয় না। তাই হাতের কাছে থাকা গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে দু'চারটি গ্রন্থ যেমন- ১. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণায় ইসলামী দিকদর্শন ২. অধ্যাপক আব্দুল মতিন-এর শিক্ষা সহায়িকা ৩. ড. আসাদ রুস্তম-এর মুস্তালাহুত তারীখ ৪. ড. হাসান উসমান-এর মানহাজুল বহছ আত তারীখী।

www.pathagar.com

৫. ড. আহমদ শালাবী-এর কাইফা তুকতাব বহছান আও রিসালাতান ৬. ড. সুরাইয়া মালহাস-এর মানহাজুল বহুছ ৭. ড. আব্দুল মুনঈম খাফাজী ও ড. আব্দুল আজীজ শওক-এর কাইফা তুকতাব বহছান জামিইয়্যান ৮. ড. আব্দুর রহমান ওমায়রা-এর আযওয়াউ আলাল বাহছ ওয়াল মাসাদির ৯. ড. মোহাম্মদ ইব্রাহীম-এর নামাযিজু ফিল ইমলাই ওয়াত তারক্বীমি ১০. ড. এ. কে. এম. ইয়াকুব আলী-এর মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প ১১. ড. শাহজাহান তপনের থিসিস ও অ্যাসাইনমেন্ট লিখন পদ্ধতি ও কৌশল ১২. ড. খুরশিদ আলমের বাংলা বানানের নিয়ম ১৩. মোঃ আনসার আলী খানের প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ১৪. ড. মীর ফখরুজ্জামানের পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান ১৫. Iftekhar Uddin Ahamed-এর Basic Methodology in Business Research ১৬. Alim Al-Ayyub Ahamed-এর Research Methodology in Education থেকে আরো প্রয়োজনীয় দু'দশটি বাক্য জুড়ে দেয়ায় গ্রন্থটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি এসব গ্রন্থের গ্রন্থকারদেরকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের ঠিকানা না জানা থাকার কারণে তাদের থেকে অনুমতি নেয়া সম্ভব হয়নি। আশা করছি অগ্রজ লেখকগণ বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

গ্রন্থটির পরিমার্জনে সহায়তা করেছেন আমার সহকর্মী প্রফেসর ড. মোঃ লোকমান হোসেন, প্রুফ দেখায় সহযোগিতা করেছেন আমার সহধর্মীনী ড. শরীফা সুলতানা হাসানাত, অনুজ এম. এস. ইসলাম শফিক (সহযোগী অধ্যাপক, পিপলস ইউনিভারসিটি, ঢাকা) এবং গ্রন্থটি বিন্যাসে সহযোগিতা করেছেন আমার স্নেহাস্পদ ফেলো ও সহকর্মী ড. খান মোহাম্মদ ইলিয়াস। আমি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের কাজের অবমূল্যায়ন করতে চাইনে।

মাহফুজ কম্পিউটারের স্বত্তাধিকার স্নেহাস্পদ মোয়াজ্জেম হোসেন গ্রন্থটির প্রকাশনার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় স্কন্ধে নিয়ে আমাকে চির ঋণী করেছে। তার এ ঋণ অপরিশোধ্য।

মানুষ ভুল-ক্রটির উর্ধে নয়। আমার লেখাতেও ক্রটি-বিচ্যুতি থাকবে এটি অস্বাভাবিক কিছু না। পাঠক সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করছি। ক্রটি-বিচ্যুতিসহ যে কোন পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে এবং সেগুলো পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনেরও প্রতিশ্রুতি রলো। **"গবেষণায় ইসলামী পদ্ধতি"** বিষয়ে আমার আরেকটি ছোট্ট পাণ্ডুলিপি সমাপ্তির পথে। গবেষক ও পাঠকদের হাতে শীঘ্র তুলে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে তওফীক কামনা করছি এবং পাঠকদের কাছে দুআ চাচ্ছি। এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু গবেষকদের কাজে লাগলে আমার শ্রম স্বার্থক হবে। আল্লাহ এটি কবুল করুন। (আমিন)

- লেখক

www.pathagar.com

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আল-হামদুলিল্লাহ। আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে **"গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল (Research Methods and Techniques)"** গ্রন্থখানি পাঠকমহলে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। গ্রন্থটি বাজার জাত করার জন্য কোন বুক স্টলে দেয়া হয়নি এর পরেও মাত্র ছ'মাসে গ্রন্থটির সহস্র কপির সবই প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। গ্রন্থটি বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ মহলের প্রচুর প্রসংশাও কুড়িয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে মানের দিক থেকে গ্রন্থটি ততো উন্নত না হলেও নিম্নের বৈশিষ্টগুলোই পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১. গবেষণা বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণসহ বাংলা ভাষায় এধরণের গ্রন্থ এই প্রথম।
২. গবেষণা বিষয়ের পরিভাষাগুলো বাংলার সাথে সাথে ইংরেজী ও আরবীতে দেয়া রয়েছে।
৩. এতে গবেষক ও পাঠকদের একেবারে মনের কথাগুলো সাবলিল ভাষায় নির্দিধায় বলার চেষ্টা করা হয়েছে।
৪. এতে গবেষণা, গবেষক ও তত্ত্বাবধায়কসহ বিভিন্ন বিষয়ে আট শতাধিক পদ্ধতি ও কৌশল উল্লেখ আছে।
৫. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. পিএইচ.ডি. গবেষক ছাড়াও গ্রন্থটির প্রায় সকল অধ্যায় স্নাতক / স্নাতকোত্তর কোর্সে পাঠ্যভুক্ত। (যেমন– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজী অনুষদভুক্ত আল-কুরআন বিভাগে নিয়মিত কোর্স স্নাতক সম্মান ৪র্থ বর্ষে ৪১৫ নং কোর্স, দাওয়াহ বিভাগের ৪৮০৪ নং কোর্স, আল-হাদীস বিভাগের ৪২৫ নং কোর্স, এমফিল ১ম পর্বে আল-কুরআন বিভাগে ৬০১ নং কোর্স, দাওয়াহ বিভাগের ১০১ নং কোর্স এবং আল-হাদীস বিভাগের ৬০১ নং কোর্স, সান্ধ্যকালীন ১ বছর মেয়াদী ৫২৬ নং কোর্স, ২ বছর মেয়াদী ৫৪৬ নং কোর্স এবং মাদ্রাসায় ফাযিল শ্রেণীর তিন বিভাগের স্নাতক সম্মান ৪র্থ বর্ষে ৪০৫ নং কোর্সের আড়াই হাজার শিক্ষার্থীর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত কোর্স।)

গ্রন্থটির বিষয়ে যে কোন ধরণের গঠণমূলক সমালোচনা ও পরামর্শ প্রদানের জন্য পাঠকদের কাছে সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। সে সাথে গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা

গবেষণা পরিচিতি/গবেষণার লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

গবেষণার গুরুত্ব/গবেষণার উপকারিতা

গবেষণার বৈশিষ্ট্য/উত্তম গবেষণার বৈশিষ্ট্য

গবেষণার প্রকারভেদ

শিক্ষামূলক গবেষণা

বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক গবেষণা

টিউটোরিয়াল/অ্যাসাইনমেন্ট

টিউটোরিয়াল/অ্যাসাইনমেন্টের রূপরেখা

টার্ম পেপার

টিউটোরিয়াল/অ্যাসাইনমেন্ট ও টার্ম পেপারের প্রয়োজনীয়তা

অভিসন্দর্ভ/থিসিস/ডিপ্লোমা

ডিসারটেশন/এমএ থিসিস

ডিসারটেশন/এমএ থিসিসের বৈশিষ্ট্য

ডিসারটেশন/এমএ থিসিসের প্রয়োজনীয়তা

এম.ফিল./পিএইচ.ডি.

অ্যাসাইনমেন্ট, টার্ম পেপার ও থিসিসের পার্থক্য

ব্যক্তিগত শিক্ষামূলক গবেষণা

প্রবন্ধ/সংক্ষিপ্তসার/নিবন্ধ

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

গবেষণা/Research/البحث।

গবেষণা/Research/البحث। পরিচিতি

সাধারণ অর্থে গবেষণা হল সত্য ও জ্ঞানের অনুসন্ধান। কোন সত্য বা বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াই গবেষণা। অর্থাৎ কোন নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের জন্য বৈজ্ঞানিক ও সুসংবদ্ধ অনুসন্ধানকে গবেষণা বলা হয়। এক কথায় গবেষণা হলো বিশেষ যৌক্তিক নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত এক প্রকার জ্ঞান অন্বেষণ।

গবেষণার উৎপত্তি

জ্ঞানের জগতে কোন বিষয় সম্পর্কে কি কেন এবং কিভাবে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরই হলো গবেষণা। গবেষণার ইংরেজী Research। এখানে *Re* এর সাথে Search যুক্ত হয়ে Research হয়েছে। Re অর্থ বারবার বা পূণ:পূণ করা। আর Search অর্থ খোঁজ করা, অনুসন্ধান করা। Oxford সহ সকল ইংরেজী অভিধানে Research শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে গভীরভাবে ও যত্নসহকারে অধ্যয়ন, সত্যানুসন্ধান, সূক্ষ্ম ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, কোন বিষয়ের তদন্ত, গভীরভাবে কোন বিষয়ের সুনির্দিষ্ট তথ্যানুসন্ধান ইত্যাদি। আর Research শব্দটির প্রতিটি বর্ণ ব্যাখ্যা করলে নিম্নরূপ অর্থ পাওয়া যায়।

- R-Rational ways of thinking বা যুক্তিযুক্ত চিন্তন পদ্ধতি।
- E-Expert and exhaustive treatment বা সুদক্ষ ব্যাপক আলোচনা।
- S- Search for solution বা সমাধানের অনুসন্ধান।
- E- Exactness যথার্থতা বা নির্ভুলতা।
- A-Analytical analysis of adequate data বা পর্যাপ্ত উপাত্তের গাণিতিক বিশ্লেষণ।
- R-Relationship of facts বা সত্য বা ঘটনার পারম্পর্য বা সম্পর্ক।
- C- Careful recording বা সতর্কতাসহ রেকর্ডকরণ।

  Critical observation বা সুক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ।

www.pathagar.com

Constructive attitude বা গঠনমুলক মনোভাব।

Condensed and compactly stated generalization বা সুসংগতভাবে বিবৃত সার্বিকীকরণ।

- H- Honesty বা সততা।

  Hard work বা কঠোর পরিশ্রম।

আরবীতে البحث শব্দটি গবেষণা/**Research**-এর প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী অভিধানবেত্তাগণ এর বিভিন্ন অর্থ করেছেন। যেমন-

১. **ইবন মনযূরের** মতে, البحث শব্দের অর্থ মাটির অভ্যন্তর হতে কোন জিনিস খুঁজে বের করা ও কোন বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য জিজ্ঞাসা করা।
২. **রাগিব আল ইস্পাহানীর** মতে البحث অর্থ উন্মুক্ত করা (الكشف), খোঁজ বা অনুসন্ধান করা (الطلب)।
৩. **সাইয়্যেদ শরীফ আল-জুরজানীর** মতে البحث শব্দের অর্থ অনুসন্ধান (التفحص) বা অন্বেষণ করা (التفتيش)।
৪. **ড. ফরীদ আল-আনসারীর** মতে অদৃশ্য বিষয়ের অন্বেষণ হলো البحث।
৫. আর **আল-কুরআনেও** এ শব্দটি খোঁজ করা, গভীরভাবে অনুসন্ধান করার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

فَبَعَثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ۔

অর্থ ঃ তখন আল্লাহ একটি কাক পাঠান, সে মাটির অভ্যন্তরে খুঁজতে লাগল ভাইয়ের লাশ কিভাবে লুকাবে তাকে তা দেখিয়ে দেয়ার জন্য। (৫ ঃ ৩১)

আল-কুরআনে এ শব্দটির সমার্থক শব্দ হিসাবে বিভিন্ন আয়াতে يَتَدَبَّرُ يُدَبِّرُ ও تَتَفَكَّرُ يَتَفَكَّرُ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে-

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

অর্থ ঃ তবে তারা কি কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? যদি কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ হতে আসত তাহলে এতে অনেক বিপরীত মতামত পাওয়া যেত। (৪ ঃ ৮২)

আরো ইরশাদ হচ্ছে- أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

অর্থ ঃ তবে তারা কি কুর'আন নিয়ে গবেষণা করে না না কি তাদের অন্তরে তালা লাগানো রয়েছে? (৪৭ ঃ ২৪)

يَتَدَبَّرُ يَدَّبَّرُ শব্দগুলো আল-কুরআনের ১০ ঃ ৩, ৩১; ১৩ ঃ ৬; ৩২ ঃ ৫; ৪ ঃ ৮২; ২৩ ঃ ৬৮; ৩৮ ঃ ২৯ ও ৭৯ ঃ ৫ এ ৮ টি আয়াতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আরো ইরশাদ হচ্ছে- كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

অর্থ ঃ এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা/গবেষণা করতে পার। (২ঃ ২১৯, ২৬৬ ও ৬ঃ৫০)

এছাড়াও التفكر শব্দটি ২ঃ২১৯, ২৬৬; ৩ঃ১৯১;৬ঃ৫০; ৭ঃ১৭৪, ১৭৬;১০ঃ ২৪; ১৩ঃ৩; ১৬ঃ১১, ৪৪, ৬৯; ৩০ঃ৮, ২১; ৩৪ঃ৪৬; ৩৯ঃ৪২; ৪৫ঃ১৩ ও ৫৯ঃ২১ আল-কুরআনের এ ১২টি আয়াতসহ আরো বহু আয়াতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর أُولِي الأَبْصَارِ দ্বারা গবেষকদেরকে বুঝানো হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে- فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ

অর্থঃ হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা! তোমরা গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা কর। (৫৯ ঃ ২) আরো ৩ ঃ ১৩ ও ২৪ ঃ ৪৪।

عِبْرَةً ও اعْتِبَارُ শব্দ দুটি আল-কুরআনের ৩ ঃ ১৩; ১২ ঃ ৪৩, ১১১; ১৬ ঃ ৬৬; ২৩ ঃ ২১; ২৪ ঃ ৪৪; ও ৬৯ ঃ ২২ এ ৭ টি আয়াতসহ আরো বহু আয়াতে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা বা গবেষণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এছাড়াও يُبْصِرُونَ শব্দটি আল-কুরআনের ২১ ঃ ৩, ১৭; ২৭ ঃ ৫৪; ২৮ ঃ ৭২; ৪৩ ঃ ৫১; ৫১ ঃ ২১; ৫২ ঃ ১৫; ৫৬ ঃ ৮৫; ৬৮ ঃ ৫; ৬৯ ঃ ৩৮ ও ৩৯ এই মোট ১১টি আয়াতে এবং تُبْصِرُونَ শব্দটি আল-কুরআনের ৭ঃ১৭৯, ১৯৫, ১৯৮; ১০ ঃ ৪৩; ১১ ঃ ২০; ৩২ ঃ ২৭; ৩৬ ঃ ৯, ৬৬; ৩৭ঃ১৭৫, ১৭৯ ও ৬৮ ঃ ৫ এই মোট ১১টি আয়াতে গভীর দৃষ্টি তথা গবেষণা অর্থই বুঝানো হয়েছে।

উপরের আরবী ইংরেজী ভাষার বিভিন্ন অভিধান এবং আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের মর্ম হতে গবেষণা বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বললে আমরা এভাবে বলতে পারি যে, গবেষণা হলো–

১. গভীরভাবে অনুসন্ধান করা।
২. বিশেষভাবে খোঁজ করা।

www.pathagar.com

৩. অনস্তিত্বকে অস্তিত্বে আনা।
৪. অনুদঘাটিত বিষয়গুলোকে উদঘাটন করা।
৫. অনাবিস্কৃত বিষয়কে আবিস্কৃত করা।
৬. আবৃত বিষয়কে উন্মোচিত করা।
৭. বিক্ষিপ্ত বিষয়কে সুসংঘবদ্ধ করা।
৮. অপূর্ণাঙ্গ বিষয়কে পূর্ণাঙ্গতা দান করা।
৯. নাতিদীর্ঘ বিষয়কে দীর্ঘ করা।
১০. বিস্তারিত বিষয়কে সংক্ষেপ করা।
১১. অবিন্যাস্ত বিষয়কে বিন্যস্ত করা।
১২. বিচ্ছিন্ন বিষয়কে অবিচ্ছিন্নাকারে উপস্থাপন করা।
১৩. ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জিনিস একত্রিত করণ।
১৪. ভুল বিষয়গুলোকে সংশোধিতকারে উপস্থাপন করা।
১৫. অজানা বিষয়কে জনসমাজের জানার জন্য উপস্থাপন করা।
১৬. অনালোচিত বিষয়গুলোকে আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে নুতনভাবে উপস্থাপন করা।

গবেষণার পারিভাষিক অর্থ

অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে গুঢ় রহস্য উদঘাটন করাই গবেষণা। এ অর্থেই কেউ কেউ আরো ব্যাপক অর্থে এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

১. **ড. আব্দুর রহমান উমায়রা ও ড. ইয়াহইয়া ওহায়ব আল জাববুরী** বলেন, البحث : طلب الحقيقة وتقصيها وإذاعتها بين الناس (কোন বিষয়ের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে তা জনসমক্ষে প্রকাশ করাকে বলে গবেষণা।)
২. ***গ্রীন (Green)*** বলেন- "*Research is definable as the use of standarized procedure in the search for knowledge.*"
৩. **ফ্রান্সিস রুমেল (*Rumel*)** বলেন- "*Research is a careful inquiry or examination to discover new information or relationships and to verify existing knowledge*"
৪. ***Marry E. Macdonal*** বলেন-"*Research may be defined as systematic investigation intended to add to available knowledge in a form that is communicable and verifiable*"

৫. ***Richard M. Grinnell*** বলেন- *"Research is a structured inquiry that utilizes acceptable scientific methodology to solve problems and creates new knowledge that is generally applicable"*

৬. **রেডমান (*Redman*)**-এর মতে "নতুন আহরণের সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টাকে গবেষণা বলে।"

৭. **রাস্ক (*Rusk*)** বলেন, "গবেষণা হল একটি অভিমত, মানস কাঠামোর একটি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিভঙ্গি। গবেষণা সে সব প্রশ্নের অবতারণা করে যার অবতারণা এর আগে কোনদিন হয়নি এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির মাধ্যমে এ সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজে।"

৮. **জন ডব্লিউ বেষ্ট** বলেন যে, "বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা বিশ্লেষণের আরো আনুষ্ঠানিক, সুসংবদ্ধ, ব্যাপক প্রক্রিয়াকে গবেষণা হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে।"

৯. ***Wabster's New International Dictionary***-তে আছে- *"Researach is careful of critical inquiry or examination in seeking facts or principles diligent investigation in order to as certain something".*

১০. **Cambridge Advanced Learners Dictionary** তে গবেষণা সম্পর্কে বলা হয়েছে Research *(pl. researches) a detailed study of a subject, or to study a subject thoroughly, especially in order to discover (new) information or reach a (new) understanding.*

১১. ***The Advanced Learners Dictionary of Current English*** তে আছে- "গবেষণা হলো জ্ঞানের যে কোন শাখায় নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপক ও সযত্ন তথ্যানুসন্ধান।"

গবেষণার লক্ষ্য/Aims of Research/أهداف البحث

বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগে প্রশ্নসমূহের উত্তর অনুসন্ধানই গবেষণার লক্ষ্য।

গবেষণার উদ্দেশ্য/Objectives of Research/موضوع البحث

গবেষণার উদ্দেশ্য বহুবিধ। নিম্নে এর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো-

১. সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠ সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা।

২. সংগৃহীত তথ্যকে বিচার বিশ্লেষণ করা।

৩. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সাধারণীকরণ করা।

www.pathagar.com

৪. যুগের চাহিদানুযায়ী গবেষণা করা।
৫. গবেষণায় আউট পুট বের করা।
৬. গবেষণায় প্রস্তাবনা পেশ করা।
৭. কোন ঘটনার সাথে পরিচিত হওয়া এবং সে বিষয়ে অভিজ্ঞতার্জন করা।
৮. কোন ব্যক্তি, দল গোষ্ঠীর বৈশিষ্টের সঠিক চিত্র অঙ্কন করা।
৯. প্রাচীন কোন বিষয়কে যাচাই বাছাইপূর্বক নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা।
১০. প্রচলিত জ্ঞানের সাথে নতুন কিছু সংযোজন করা।
১১. নতুন আবিস্কৃত বিষয়ের পদ্ধতিসমূহ জনসমক্ষে উপস্থাপন করা।
১২. প্রচলিত জ্ঞানের উন্নতিকল্পে বোধগম্য ও যাচাই সাপেক্ষে নুতন জ্ঞান আহরণে অবদান রাখা।
১৩. সংজ্ঞা বা সূত্রের সাহায্যে অথবা অন্য কোনভাবে কোন ঘটনা বা তথ্যকে বিস্তারিতভাবে বিশেষিত উপায়ে উপস্থাপন করা।

গবেষণার গুরুত্ব/Significance of Research/أهمية البحث

গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। গবেষণার মাধ্যমেই অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা এবং অদেখাকে দেখা যায়। মানুষ জন্মগতভাবে অনুসন্ধিৎসু। সে সব সময় জানতে চায় তার নিজকে এবং বিশ্বকে। সে নিজে কোথা থেকে কিভাবে এলো, এ বিশ্ব কিভাবে সৃষ্টি হলো, এ বিশ্ব সৃষ্টি না হলে কি হতো, হওয়াতে কি লাভ হয়েছে ইত্যাদি বিষয় সবসময় তাকে তাড়িত করে। এ তাড়না থেকেই মানুষ গবেষণায় আগ্রহী হয়ে উঠে।

আল-কুরআন ও আল-হাদীসে গবেষণার গুরুত্ব বিষয়ে বহু দিক নির্দেশনা রয়েছে। গবেষণা একটি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি যার সাহায্যে বস্তুনিষ্ঠ ও সঠিক তথ্য আহরণ করা যায়, এর বিচার বিশ্লেষণ করা যায় এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এটি কোন সমস্যা বিশ্লেষণের হাতিয়ার বিশেষ। সমস্যার প্রকৃতি কার্য কারণ, প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আমাদের দেশে নিম্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গবেষণার গুরুত্ব নেই বললেই চলে। এমনকি উচ্চতর পর্যায়েও গবেষণার গুরুত্ব খুব কম। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোন কোন বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা তাদের পাঠ্যক্রমের অংশ হিসাবে একটি গবেষণার প্রতিবেদন তৈরী করে থাকে; কিন্তু এটি তত মানের হয় না। অথচ এসকল পর্যায় থেকেই গবেষণার হাতে খড়ি হওয়া উচিত, যাতে শিক্ষার্থীরা গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে এবং এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব শিক্ষার্থী শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করবে শিক্ষকতায় তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা একটি অপরিহার্য বিষয়। শিক্ষার্থীদেরকে দক্ষ করতে হলে একজন শিক্ষককে অবশ্যই শিক্ষার নানা দিক নিয়ে গবেষণা করতে হবে। এতে শুধু শিক্ষকই উপকৃত হবেন না; শিক্ষার্থীরাও অনেক সমস্যার সমাধান করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

গবেষণার উপকারিতা/Advantages of Research/فوائد البحث

গবেষণা করে কি হয় তা এক কথায় উত্তর দেয়া কঠিন। বরং বলা যায় গবেষণায় কি না হয়। গবেষণার মাধ্যমে গবেষক নির্ধারিত যে বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে থাকেন, অন্য কারো পক্ষে সে জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। নির্ধারিত বিষয় ছাড়াও যে কোন বিষয়ের উপর কিছু লেখা বা করার যোগ্যতা অর্জিত হয় গবেষণার মাধ্যমে। এছাড়া গবেষকের সে বিশেষ উদ্ভাবিত জ্ঞানটি দেশ জাতির উন্নয়নের কাজে লাগে। গবেষক সঠিক বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তার জীবনের সঠিক বিষয়ের উদ্ভাবনী শক্তি বাড়িয়ে দেয়। যে শক্তি অন্যদেরকে বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানবান করতে সহযোগিতা করে।

গবেষণার বৈশিষ্ট্য/Charactaristics of Research/مميزات البحث

যেমন তেমন করে গবেষণা করলেই গবেষণা হয় না। গবেষণার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। সেগুলোর কিছু হলো-

১. গবেষণা কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিবেদিত হতে হবে।
২. গবেষণার বিষয়বস্তু বিশেষ বিষয়ে হতে হবে।
৩. তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হবে।
৪. সংগৃহীত উপাত্তকে পরিমাণগত বা সংখ্যাগতভাবে সুসংগঠিত করবে।
৫. গবেষণা পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পরীক্ষালব্ধ সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।
৬. গবেষণা যুক্তিযুক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক হবে।
৭. গবেষণায় গোড়ামী পরিত্যাজ্য হবে।
৮. গবেষণা সর্বদা নিরপেক্ষ হবে।
৯. গবেষণায় সত্যের প্রকাশ ঘটবে।
১০. গবেষণার ফলাফল নিরপেক্ষভাবে সতর্কতার সাথে রেকর্ড ও বর্ণনা করতে হবে।
১১. সতর্কতা ও নিরপেক্ষতার সাথে সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সার্বিকীকরণ করতে হবে।
১২. গবেষণা পদ্ধতিগত ও সঠিক অনুসন্ধান হতে হবে।
১৩. গবেষণা সাধারণ নীতি আবিস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করবে।

www.pathagar.com

উত্তম গবেষণার বৈশিষ্ট্য/Charactaristics of Good Research/ مميزات البحث الجيد

গবেষণা সব সময় ভাল হবে এটি সকল গবেষকের কাছে সবাই আশা করে। কিন্তু উত্তম গবেষণার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো সম্পর্কে গবেষকের ধারণা না থাকার কারণে তাঁর গবেষণা ভাল হয়না। নিম্নে উত্তম গবেষণার কিছু বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো–

১. উত্তম গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা, ধারণা (Concept) সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হবে।
২. গবেষণার পদ্ধতি যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হবে।
৩. উত্তম গবেষণার ফলাফল যতটুকু সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক হবে।
৪. গবেষণার উপাত্তের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
৫. গবেষণার উপাত্ত সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।
৬. উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা সতর্কতার সাথে যাচাই করতে হবে।
৭. গবেষককে তার গবেষণার কর্মধারা, ডিজাইন, সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা নিঃসংকোচে প্রকাশ করতে হবে।

গবেষণার প্রকারভেদ /Types of Research / أنواع البحث

স্থান-কাল-পাত্রভেদে গবেষণার বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। বিভিন্ন প্রকার গবেষণার উল্লেখ করা হলো।

১. **মৌলিক গবেষণা/Basic or Fundamental Research/ البحث الذاتي**

জ্ঞানার্জনের জন্যে গবেষণাই মৌলিক গবেষণা। একে বিশুদ্ধ গবেষণাও বলে। এধরণের গবেষণায় সাধারণতঃ নতুন কোন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় এবং বর্তমানে প্রচলিত তত্ত্বের উন্নয়ন হয়। জ্ঞান আহরণই মৌলিক গবেষণার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

২. **ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা/Applied Research / البحث التطبيقي**

বাস্তব কোন সমস্যা সমাধান বা কোন কর্মসূচী প্রণয়ণ বা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত গবেষণাই ফলিত বা ব্যবহারিক গবেষণা। কারো মতে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করার গবেষণাকে ব্যবহারিক গবেষণা বলে। কারো মতে বিজ্ঞানসম্মত নানা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের সমস্যা সমাধানের জন্য যে গবেষণা করা হয় তাই ব্যবহারিক গবেষণা। দেশ, জাতি এবং সমাজের উদ্ভূত সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান বের করাই ফলিত গবেষণার মূল লক্ষ্য।

www.pathagar.com

৩. **তথ্য নির্ভর গবেষণা/Source-Based Research/البحث المدلل**

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে কৃত গবেষণাই তথ্য নির্ভর গবেষণা।

৪. **সামাজিক গবেষণা/Social Research/البحث الاجتماعي**

যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যুক্তি ও প্রণালীবদ্ধ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন তথ্য আবিস্কার, পুরাতন তথ্যের সত্যতা যাচাই, তাদের পর্যায়ক্রমে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়, কারণ ব্যাখ্যা ও যে প্রাকৃতিক নিয়মে তা পরিচালিত হয় সে সব বিশ্লেষণ করাই সামাজিক গবেষণা।

৫. **ঐতিহাসিক গবেষণা/Historical Research/ البحث التاريخي**

ইতিহাস নির্ভর গবেষণাই ঐতিহাসিক গবেষণা। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগে অতীতের ঘটনাবলীর বর্ণনা বিশ্লেষণ করাই ঐতিহাসিক গবেষণা।

৬. **বর্ণনামূলক গবেষণা/Descriptive Research/ البحث البياني**

মানব জীবনের কোন বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং অনুসন্ধানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে সঠিক দিক নির্দেশণায় বর্ণিত গবেষণাই বর্ণনামূলক গবেষণা। কারো কারো মতে সামাজিক গবেষণাই বর্ণনামূলক গবেষণা।

৭. **পরীক্ষামূলক গবেষণা/Experimetal Research/ البحث التجريبي**

ল্যাবরেটরীতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষা নির্ভর গবেষণাই পরীক্ষামূলক গবেষণা।

৮. **গুণবাচক গবেষণা/Qualitative Research/البحث الوصفي**

পরিসংখ্যানিক গবেষণা পদ্ধতির আলোকে যখন কোন দল বা গোষ্ঠীর গুণবাচক চালক উপাত্ত বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করে তখন তাকে গুণবাচক গবেষণা বলে।

৯. **বাহির গবেষণা/Outer Research/البحث الخارجي**

মাঠে-ময়দানে,গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে পরিচালিত গবেষণাই বাহির গবেষণা।

১০. **কর্মমুখী গবেষণা/Action Research/ البحث التنفيذي**

কোন সমস্যার কার্যকরী সমাধানের জন্য উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত গবেষণাই কর্মমুখী গবেষণা।

www.pathagar.com

১১. কৌশলগত গবেষণা/Technological Research/البحث التكنولوجي

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নানা কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য কৃত গবেষণাই কৌশলগত গবেষণা ।

১২. মূল্যায়ণ গবেষণা/Evaluation Research/ البحث التقيمي

কোন কর্মসূচী বা কার্যক্রমের কার্যকারিতা, সার্থকতা বা প্রভাব মূল্যায়নের জন্য কৃত গবেষণাই মূল্যায়ন গবেষণা ।

পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে গবেষণার প্রকারভেদ বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে । যেমন-

১. **ক্ষেত্র হিসাবে ঃ** ক্ষেত্র হিসাবে গবেষণা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে । যেমন-
   - ক. শিক্ষামূলক গবেষণা ।
   - খ. ঐতিহাসিক গবেষণা ।
   - গ. সাহিত্যিক গবেষণা ।
   - ঘ. বিজ্ঞান সম্মত গবেষণা ।
   - ঙ. সামাজিক গবেষণা ও
   - চ. দর্শনমূলক গবেষণা ।

২. **পদ্ধতি হিসাবে ঃ** পদ্ধতি হিসাবে গবেষণা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে । যেমন-
   - ক. ঐতিহাসিক গবেষণা
   - খ. বর্ণনামূলক গবেষণা
   - গ. পরীক্ষামূলক গবেষণা
   - ঘ. জরীপ গবেষণা ।

৩. **স্থান হিসাবে ঃ** স্থান হিসাবে গবেষণা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে । যেমন-
   - ক. মাঠ পর্যায়ে গবেষণা ও
   - খ. পরীক্ষাগারে গবেষণা ।

৪. **রিপোর্ট প্রকৃতি হিসাবে ঃ** রিপোর্ট প্রকৃতি হিসাবে গবেষণা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে । যেমন-
   - ক. পরিসংখ্যাণমূলক গবেষণা ও
   - খ. পদ্ধতিমূলক গবেষণা ।

৫. **ধরণ হিসাবে :** ধরণ হিসাবে গবেষণা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে । যেমন-
   - ক. সিদ্ধান্তমূলক গবেষণা ও
   - খ. অনুসন্ধানমূলক গবেষণা ।

www.pathagar.com

৬. **প্রবেশ পথ হিসাবে** ঃ প্রবেশ পথ হিসাবে গবেষণা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যেমন-

ক. একক প্রবেশ পথমূলক গবেষণা ও

খ. একাধিক প্রবেশপথ বিশিষ্ট গবেষণা।

৭. **গবেষক হিসাবে** ঃ গবেষক হিসাবে গবেষণা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যেমন-

ক. একক গবেষণা ও

খ. যৌথ গবেষণা।

৮. **মান হিসাবে** ঃ মান হিসাবে গবেষণা কয়েক প্রকার হয়ে থাকে। যেমন-

ক. একাডেমিক বা শিক্ষামূলক গবেষণা (স্নাতকোত্তর, এম.ফিল. ও পিএইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জনের জন্য গবেষণা)।

খ. একাডেমিক বিশেষ গবেষণা।

গ. বিশেষ কোন সংস্থা বা শিক্ষামূলক সম্মেলনে উপস্থাপিত গবেষণা।

শিক্ষামূলক গবেষণা/Academic Research/ البحوث الاكادمية

শিক্ষামূলক গবেষণা কয়েক প্রকার হতে পারে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক গবেষণা ও বিশেষ শিক্ষামূলক গবেষণা ।

বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক গবেষণা/Research of Universities/ البحوث الجامعية

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরণের গবেষণা কাজের লিখিত রূপকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যেমন-

১. টিউটোরিয়াল/Tutorial বা অ্যাসাইনমেন্ট/Assignment (البحث الصفي)

২. টার্ম পেপার/Term Paper/الرسالة الموقتة ।

৩. থিসিস বা অভিসন্দর্ভ /Thesis/الرسالة ।

টিউটোরিয়াল/Tutorial/البحث الصفي/বা অ্যাসাইনমেন্ট/ Assignment

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নির্ধারিত অথচ স্বল্প সময়ের জন্য একক বা গ্রুপভিত্তিক গবেষণাই টিউটোরিয়াল। টিউটোরিয়াল-এর বিভিন্নরকম সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন-

www.pathagar.com

Cambridge Advanced Learners Dictionary-তে উল্লেখ আছে-

Tutorial: *A period of study with a tutor involving one student or a small group.*

Oxford Dictionary তে উল্লেখ আছে-

Tutorial: *A period of teaching in a university that involves discussion between an individual student or a small group of students and a tutor.*

অ্যাসাইনমেন্ট (Assignment)

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার অংশ হিসাবে কৃত বিশেষ গবেষণা কাজই অ্যাসাইনমেন্ট। ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে অ্যাসাইনমেন্ট-এর বিভিন্নরকম সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন-

Assignment:

- ***A piece of work given to someone, typically as part of their studies or job.***
- ***A job that someone is sent somewhere to do a foreign/diplomatic assignment.***
- ***Someone who is on assignment is doing a particular job or piece of work, usually in a specified place where they have been sent for a period of time.***
- ***The process of giving a particular job or piece of work to someone, or of sending people to chosen places to do jobs.***

টিউটোরিয়াল/অ্যাসাইনমেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার প্রথম সবক। যে সবক তাঁর কোর্স শিক্ষক হাতে কলমে শিখিয়ে দেন। কোর্স সংশ্লিষ্ট যে কোন ছোট্ট বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীকে ৫-১০নাম্বারের উপর লিখতে দেন। শিক্ষার্থী বিষয়টিকে কতটুকু বুঝেছে এবং বুঝে কতটুক হৃদয়ঙ্গম করে নিজের মতো করে উপস্থাপন করতে পেরেছে সে বিষয়টিই এখানে দেখা বা যাচাই করা হয়। ৫-১০ পৃষ্ঠার এই গবেষণায় ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরিয়ে দেয়া হয়। এখানেই একজন শিক্ষার্থী গবেষণার হাতে খড়ি হয়।

www.pathagar.com

এভাবেই শিক্ষার্থীগণ স্নাতক (সম্মান) ১ম বর্ষ হতে ৪র্থ বর্ষ পর্যন্ত চার বছরে প্রতি কোর্সে একাধিক টিউটোরিয়াল রচনা করে গবেষণার কিছু নিয়ম-কানুন আয়ত্ব করে গবেষণার প্রথম ধাপ উৎরাতে চেষ্টা করে থাকে।

অবশ্য কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কোন বিভাগে সম্মান শেষ বর্ষে গবেষণা পদ্ধতি **(Research Methodology/مناهج البحث)**-এর একটি কোর্স পাঠ্যভূক্ত রয়েছে। টিউটরিয়াল/ অ্যাসাইনমেন্টের পরিধি সীমিত। অ্যাসাইনমেন্টের সমস্যা লেখার সময় সাধারণত প্রয়োজনীয় তথ্যসমুহ গ্রন্থাগারে বিদ্যমান বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা থেকে সংগ্রহ করলেই হয়।

টিউটোরিয়াল/এ্যাসাইনমেন্টের রূপরেখা

টিউটোরিয়াল/এ্যাসাইনমেন্টের রূপরেখার সর্বজন স্বীকৃত কোন কাঠামো নেই। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই তাদের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী এগুলো করিয়ে থাকে। এরপরেও একজন শিক্ষার্থী সহজে যাতে টিউটোরিয়াল/এ্যাসাইনমেন্ট লিখতে পারে তাই নিচে একটি রূপরেখা দেয়া হল।

১. **ভূমিকা** ঃ এতে গবেষণার একটি সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকবে। টিউটোরিয়াল/ এ্যাসাইনমেন্টে ব্যবহৃত পরিভাষা (Term) গুলোর সংজ্ঞা তাৎপর্য ও পটভূমি থাকবে এবং সমস্যা বা সীমাবদ্ধতা এখানে লিখতে হবে। এখানে আনুসাঙ্গিক বই-পত্রের পর্যালোচনা থাকতে পারে, সমস্যা বা বিষয়টির পরিধি বর্ণিত হতে পারে। ভূমিকায় গবেষণা সম্পর্কিত মোটামুটি একটি ধারণা থাকবে।

২. **টিউটোরিয়াল/অ্যাসাইনেন্টের মূল অংশ** ঃ এই অংশে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বিষয়টির উত্তরণ ঘটবে। ভূমিকায় বর্ণিত সমস্যাটি প্রগতিশীল সমাধানের জন্য এখানে প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

৩. **উপসংহার** ঃ এখানে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়। এতে সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ থাকতে পারে। এ ছাড়া পরবর্তী পর্যালোচনা গবেষণার জন্য এখানে সুপারিশ থাকতে পারে।

টার্ম পেপার (Term Paper)

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার অংশ হিসাবে শিক্ষার্থী কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ে লিখিত দীর্ঘ রচনাই টার্ম পেপার। টার্ম পেপার -এর বিভিন্নরকম সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন-

Cambridge Advanced Learners Dictionary-তে উল্লেখ আছে-

Term Paper *: The main report written by a student for a particular class or subject in the middle of each school term.*

www.pathagar.com

Oxford Dictionary তে উল্লেখ আছে-

Term Paper *: A Long piece of written work that a student does on a subject that is part of a course of study.*

টার্ম পেপার অ্যাসাইনমেন্টের তুল ়ায় বড় । টার্ম পেপারের সমস্যা লেখার সময় সাধারণত প্রয়োজনীয় তথ্যসমুহ গ্রন্থাগারে বিদ্যমান বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা থেকে সংগ্রহ করলেই হয় ।

স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে অ্যাসাইনমেন্ট ও টার্ম পেপারের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । এ সব কোর্সে শিক্ষার্থীদেরকে তাদের পছন্দমত বিষয় বাছাই করে টার্ম পেপার রচনা করতে বলা হয় । বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী তার বিষয় শিক্ষকের সাথেও পরামর্শ করতে পারেন । যেভাবেই বিষয় নির্বাচিত হোক না কেন, শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ কর্ম সম্পর্কে পুর্বেই একটি পরিকল্পনা তৈরী করতে হয় । এই পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত থাকে নির্বাচিত সমস্যার সংজ্ঞা, সমস্যাবলীর সীমায়িতকরণ, সময়সূচী, উৎস, তথ্য, গ্রন্থপঞ্জী এবং টার্ম পেপারের রূপরেখা ।

টিউটোরিয়াল/অ্যাসাইনমেন্ট ও টার্ম পেপারের প্রয়োজনীয়তা

১. টার্ম পেপার পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্ব প্রদান করে ।

২. গবেষণায় হাতে খড়ি হয় ।

৩. 'কোন বিশেষ পাঠ্য বিষয়কে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়তে উৎসাহিত করে ।

৪. আনুষাঙ্গিক বই, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, গবেষণা প্রবন্ধ বিস্তারিতভাবে পড়ে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নির্বাচন করতে পারে ।

৫. কোন বিষয় সম্পর্কে লেখক তার নিজস্ব চিন্তাধারা প্রয়োগ করে তার চিন্তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য ও যুক্তি প্রদান এবং বিভিন্ন মতামত মূল্যায়ন করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে ।

৬. শিক্ষার্থীরা স্বাধীন পাঠে অনুপ্রাণিত হয় এবং আত্মবিশ্বাস অর্জন করে ।

৭. ভবিষ্যতে বড় ধরণের গবেষনণায় উৎসাহিত হয় ।

www.pathagar.com

থিসিস বা অভিসন্দর্ভ/Thesis/الرسالة

কোন গবেষক বিশ্ববিদ্যালয় হতে কোন উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য লিখিত দীর্ঘ রচনার নাম থিসিস বা অভিসন্দর্ভ। থিসিসের পরিধি টার্ম পেপারের তুলনায় বিস্তৃত। থিসিসের সমস্যা লেখার সময় সাধারণত প্রয়োজনীয় তথ্যসমুহ গ্রন্থাগারে বিদ্যমান বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা থেকে শুধু সংগ্রহ করলেই হয়না, এর জন্য আরো বেশী তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়। থিসিসের স্তর অনুযায়ী এর বিভিন্ন নামকরণ করা হয়ে থাকে। যেমন-

- ডিসারটেশন/এমএ থিসিস
- ডিপ্লোমা
- এম.ফিল.
- পিএইচ. ডি.

ক. ডিপ্লোমা গবেষণা/Diploma Research/بحوث الدبلوم

উচ্চ শিক্ষার স্তরে শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা হতে ভিন্ন ধরণের বিশেষ বিষয়ে অনেক কিছু শিখতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীর নিকট হতে ডিপ্লোমা স্তরে নির্দিষ্ট কোন পাঠ অথবা সমাপনী বর্ষের পূর্বে একটি গবেষণা পত্র রচনা করতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। সাধারণত এসব গবেষণার ধরণ অন্যান্য গবেষণা হতে বিস্তৃত হয়ে থাকে। এসব গবেষণার পরিধি পাঠের চাহিদা, ডিপ্লোমা ডিগ্রী অর্জনের নির্ধারিত সময় অনুযায়ী নির্ণিত হয়। ডিপ্লোমা গবেষণা শিক্ষার্থীকে স্বীয় বিষয়বস্তুর আঙ্গিকে গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিতি প্রদান করে এবং পরবর্তীকালে মাস্টার্স, এম.ফিল. ও পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর স্তরে গবেষণার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলে।

খ. ডিসারটেশন (Dissertation)/স্নাতকোত্তর থিসিস/MA Thesis/رسالة الماجستير

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার অংশ হিসাবে শিক্ষার্থী কর্তৃক বিশেষ বিষয়ে লিখিত রচনাই ডিসারটেশন। ডিসারটেশন-এর বিভিন্নরকম সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন-

Cambridge Advanced Learners Dictionary-তে উল্লেখ আছে-

Dissertation: *A long piece of writing on a particular subject, especially one that is done as a part of a course at college or university.*

www.pathagar.com

Oxford Dictionary-তে উল্লেখ আছে-

A Long piece of writing on a particular subject, espasially one writtten for a university degree.

শিক্ষার্থী স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ৪ বছরে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে সেটাই পরীক্ষা করা হয় স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে। এখানে প্রতি কোর্সের ৫-১০ নাম্বারের টিউটোরিয়াল ছাড়াও তাকে এক বা একাধিক কোর্স/পত্রের পরিবর্তে (থিসিস গ্রুপে) ১০০ নাম্বারের (বিভাগ বিশেষ এর তারতম্য হতে পারে) ৫০ বা তদুর্ধ পৃষ্ঠার একটি গবেষণা পত্র নির্ধারিত একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রচনা করতে হয়। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে যে অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করতে হয় তাই মাস্টার্স থিসিস। এ স্তরের গবেষণা শিক্ষার্থীকে পরবর্তীকালে এম. ফিল. ও পিএইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জনে জন্য প্রস্তুত করে। অভিসন্দর্ভটি শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন স্তরে তত্ত্বাবধায়কের বিভিন্ন পরামর্শ অনুযায়ী সম্পাদন করতে হয়।

স্নাতকোত্তর থিসিসের বৈশিষ্ট্য

অন্যান্য গবেষণা হতে মাস্টার্সের গবেষণা কিছু ব্যতিক্রমধর্মী। নিম্নে মাস্টার্সের গবেষণা কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো-

১. নির্ধারিত কোন সমস্যার সমাধান বের করা।
২. জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন একটি শাখায় নতুন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা।
৩. গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জনে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।
৪. স্বল্প সময়ে স্বল্প পরিসরে গবেষণা সম্পাদন করা।
৫. শিক্ষার্থীর মেধা মননশীলতা সম্পর্কে নতুন চিন্তা-চেতনা প্রদান করা।
৬. পরবর্তীকালে এম.ফিল. পিএইচ. ডি. স্তরে থিসিস রচনায় সুযোগ্য করে গড়ে তোলা।

স্নাতকোত্তর থিসিসের উপকারিতা

বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীকে যেসব গবেষণা কর্ম সম্পাদন করে তাতে তার জন্য কিছু উপকারিত রয়েছে। যেমন-

১. উচ্চতর গবেষণায় আগ্রহী হয়।
২. পরবর্তী উচ্চ ডিগ্রী অর্জনে গবেষকের যোগ্যতা অর্জিত হয়।
৩. গবেষক গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে অভ্যস্ত হয়।

www.pathagar.com

৪. চিন্তাপ্রসূত ফলাফল সম্পর্কে অবগত হতে পারে।

৫. পাঠাভ্যাসে উৎসাহিত হয়।

৬. দায়িত্ব বোধ সৃষ্টি হওয়ায় কঠোর পরিশ্রম হয়।

৭. গবেষকের মেধা ও যোগ্যতার বিকাশ ঘটে।

৮. গবেষক চিন্তা-গবেষণা করতে আগ্রহী হয়।

৯. বিভিন্ন তথ্য নতুন নতুন উপাত্ত অর্জনে সামর্থবান হয়।

১০. সেমিনারে অর্জিত বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

১১. বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্য সুশৃংখলভাবে সজ্জিত করতে প্রয়াস পায়।

১২. সমস্যার সমাধান করতে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে সংকলন ও সংগ্রহ করতে অভ্যস্থ হয়।

১৩. নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের তথ্যসূত্র সম্পর্কে অবহিত হতে পারে।

গ. এম.ফিল. থিসিস/M.Phill. Thesis/رسالة الماجستير في الفلسفة

এম. ফিল. (M.Phill.)-এর পূর্ণ রূপ হলো Master of Philosophy। এটি গবেষণার তৃতীয় ধাপ। এটি ৩ বছরের কোর্স। গবেষক স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে গবেষণায় কতটুকু অগ্রসর হয়েছে সেটাই যাঁচাই করা হয় এম.ফিল. প্রোগ্রামে। এম. ফিল. ১ম পর্বে গবেষককে নির্ধারিত কোর্সের পরীক্ষা দিতে হয়। ২য় পর্বে নির্ধারিত একজন শিক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ১০০ বা তদুর্ধ পৃষ্ঠার (বিভাগ বিশেষ এর তারতম্য হতে পারে) একটি গবেষণা পত্র রচনা করতে হয়।

ঘ. পিএইচ.ডি. থিসিস/Ph.D.Thesis/رسالة الدكتوراه

Ph. D.-এর পূর্ণ রূপ হলো Doctor of Philosophy। এটি গবেষণার চতুর্থ ধাপ। এম.ফিল. ডিগ্রী অর্জন করার পর (কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ বছরের স্নাতক (সম্মান) সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীরা সরাসরি) এ প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশন নিতে হয়। এটি ২-৫ বছরের কোর্স। গবেষক এম.ফিল. প্রোগ্রামে গবেষণার কতটুকু শিখেছেন সেটাই যাঁচাই করার শেষ ধাপ এটি। এখানে তাকে ২০০ (ক্ষেত্রবিশেষ এর তারতম্য হতে পারে) বা তদুর্ধ পৃষ্ঠার একটি গবেষণা পত্র নির্ধারিত এক/একাধিক শিক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে রচনা করতে হয়।

www.pathagar.com

অ্যাসাইনমেন্ট, টার্ম পেপার ও থিসিসের পার্থক্য

অ্যাসাইনমেন্ট, টার্ম পেপার ও থিসিসের মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।

১. থিসিস ও টার্ম পেপারের তুলনায় অ্যাসাইনমেন্টের পরিধি সীমিত।

২. টার্ম পেপারের তুলনায় থিসিসের পরিধি বিস্তৃত।

৩. অ্যাসাইনমেন্ট ও টার্ম পেপারের সমস্যা লেখার সময় সাধারণত প্রয়োজনীয় তথ্যসমুহ গ্রন্থাগারে বিদ্যমান বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা থেকে সংগ্রহ করলেই হয়।

৪. টার্ম পেপার ও থিসিস লেখার ব্যাপারে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হলেও অনেক সময় টার্ম পেপারের বিষয়ের উপর নির্ভর করে সে নিয়ম পালন করা সম্ভব হয় না।

৫. অ্যাসাইনমেন্টের কাঠামো নির্ভর করে সম্পুর্ণভাবে মুল বিষয়ের উপর। কেননা কোন কোন অ্যাসাইনমেন্টে ভূমিকা লেখার প্রয়োজন থাকে। আবার কোন কোন বিষয়ে ভূমিকা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

৬. তিনটি মুল অংশ ও অনেকগুলো ছোট ছোট অংশ নিয়ে টার্ম পেপার বা দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা হয়। কিন্তু অ্যাসাইননেন্টের মত আকারে ছোট প্রবন্ধ লেখার সময় নামকরণ, পৃষ্ঠা, সূচীপত্র, চিত্রের তালিকা ইত্যাদি থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।

বিশেষ শিক্ষামূলক গবেষণা/Special Academic Research/ البحوث الاكاديمية المتخصصة

কোন কোন সময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষামূলক গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন সংস্থার সাথে গবেষণা বিষয়ক চুক্তি সম্পাদনা করে থাকে। তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষকবৃন্দ পাঠদানের পাশাপাশি ঐ সংস্থায় গবেষণা কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তেমনিভাবে শিক্ষকগণ তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন বিষয়ে নতুন নতুন সমস্যা সমাধানে ব্যাপক গবেষণার গুরুত্ব প্রদান করে থাকেন। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক ও গবেষকদের সহযোগিতার জন্য গবেষণা প্রবন্ধ সম্বলিত গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করে থাকেন। জ্ঞানের পরিধি বিস্তারের ক্ষেত্রে এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হতে কোর্সের সমাপনী বর্ষে গবেষণা পত্র রচনা করতে বা কোন প্রকল্প উপস্থাপন করতেও বলা হয়ে থাকে। এগুলোই হলো- বিশেষ শিক্ষামূলক গবেষণা।

www.pathagar.com

প্রবন্ধ/Article/ المقالة

সমসাময়িক কোন সমস্যার সমাধানকল্পে নির্ধারিত বিষয়ে গবেষণা করে সে বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলে এবং দিক-নির্দেষণামূলক প্রস্তাব রেখে যে রচনা লিখা হয় তাই প্রবন্ধ। প্রবন্ধের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন-

Cambridge Advanced Learners Dictionary-তে উল্লেখ আছে-]

Article: *A piece of writing on a particular subject in a newspaper or magazine.*

Oxford Dictionary-তে উল্লেখ আছে-

Article: *A piece of writing about a particular subject in a news paper or magazine.*-

প্রবন্ধের মূল কপিতে প্রবন্ধকারের নাম না থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধকারের নাম, পরিচিতি আলাদা কভার পৃষ্ঠায় হওয়া উচিৎ।

সংক্ষিপ্তসার/Abstract/التلخيص)

১৫০-২০০ শব্দের মধ্যে মূল বিষয়টির উপস্থাপনকে সংক্ষিপ্তসার (Abstract) বলে। সংক্ষিপ্তসার-এর বিভিন্নরকম সংজ্ঞায় ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে উল্লেখ আছে-

Describes an argument or discussion that is general and not based on particular examples.

Oxford Dictionary-তে উল্লেখ আছে- *Abstract is a short piece of writing containing the main ideas in a document.*

সংক্ষিপ্তসার প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এটি আধুনিক সংযোজন। অত্যন্ত মিতব্যয়ী উপায়ে খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে অন্তর্ভূক্ত তথ্যকে Abstract বলে। এটিও এক ধরনের ভূমিকা। তবে এটি ভূমিকার চেয়ে ছোট এবং ২০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ভূমিকারও নির্যাস কথা এতে লিখতে হয়। ভাল একটি Abstract ২০০-৫০০ শব্দের মধ্যে হতে পারে। আন্তর্জাতিক মানের কোন সাময়িকীতে লেখা বা Article প্রকাশ করতে হলে সে লেখার সংক্ষিপ্তসার বা Abstract দিতে হয়।

মোট কথা Abstract বলতে বুঝায় কোন লেখার সারাংশ বা বিবলিওগ্রাফিক তথ্য সম্বলিত সংক্ষিপ্তসার। সংক্ষিপ্তসারে লেখার বিষয় বস্তু, পরিধি, ফলাফল সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়। পাঠক বা গবেষক পুরো বিষয়বস্তু সম্পর্কে বুঝতে সক্ষম হয়। এতে করে প্রচুর সময় ও শ্রম রক্ষা পায়। একে Annotation (A literary texts makes them more accessible)-ও বলা যেতে পারে।

www.pathagar.com

সংক্ষিপ্তসার-এর আরেকটি ইংরেজী হলো Summary। ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে Summary-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে- *Summary is a short clear description that gives the main facts or ideas about something.* তবে গবেষণা ক্ষেত্রে এ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয় না।

সংক্ষিপ্তসার (Abstract)-এর বৈশিষ্ট্য

১. সংক্ষিপ্ত আকারে লেখার বিষয়বস্তু পাঠকের বোধগম্য ও অধ্যয়নের উপযোগী হবে।
২. এটি কাল্পনিক না হয়ে বিশ্বাসযোগ্য মৌলিক বিষয়ের হবে।
৩. মূল বিষয় আলোচনার অন্তর্ভূক্ত থাকবে।
৪. রচনা পদ্ধতি অতীতকালের আলোকে হতে হবে।
৫. শব্দ চয়নে মিতব্যয়ী হতে হবে।
৬. এতে অতিরঞ্জিত ও অহেতুক বর্ণনা থাকবে না।
৭. এর ধারাবাহিকতা বর্ণনাক্রমিকভাবে সাজাতে হবে।
৮. বিষয়বস্তুতে অবোধগম্য বিষয় সংক্ষিপ্তসারে বুঝিয়ে দিতে হবে।
৯. আলোচনায় নতুন তথ্য, যন্ত্র, চিত্র, প্রতীক, সূত্র ও উপাত্তের ব্যবহার প্রয়োজন অনুসারে হবে।

নিবন্ধ/Entry/التعليق।

প্রবন্ধের চেয়ে ছোট রচনা হলো নিবন্ধ। এর বিভিন্নরকম সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন-

Cambridge Advanced Learners Dictionary-তে উল্লেখ আছে-

Oxford Dictionary তে উল্লেখ আছে-

নিবন্ধ *(Written Information) an item, for example of piece of Information, that is written or printed in a dictionary, an account book, a diary etc.(Oxford Dictionary)*

সাধারণত পত্রিকা/বিশ্বকোষ/অভিধান/ডায়েরীর ক্ষেত্রে নিবন্ধ পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা প্রস্তাবপত্র/সিনোপসিস

গবেষণা প্রস্তাবপত্র/সিনোপসিস পরিচিতি

গবেষণা প্রস্তাবের উদ্দেশ্য

গবেষণা প্রস্তাবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

গবেষণার নকশা

গবেষণার সীমানা বা পরিসর

গবেষণার প্রস্তাবপত্রে অন্তর্ভুক্ত বিষয়

গবেষণার শিরোনাম

শিরোনামের প্রকারভেদ

শিরোনামের বৈশিষ্ট্য

গবেষণার ভূমিকা

গবেষণার সমস্যার বিবৃতি

যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য

গংশ্লিষ্ট গবেষণার উল্লেখ

গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার পরিভাষার সংজ্ঞা

অনুমিত সিদ্ধান্ত/ গবেষণা হাইপোথেসিস-

গবেষণার পদ্ধতি/সময় বন্টন/বাজেট

থিসিসের সংগঠন

ফলাফল/সুপারিশ/তথ্যপঞ্জী

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা প্রস্তাবপত্র/Research Proposal/ Synopsis/خطة البحث

গবেষণা প্রস্তাবপত্র/সিনোপসিস পরিচিতি

গবেষণার Master Plan-কে বলা হয় গবেষণা প্রস্তাব। গবেষণা প্রস্তাব গবেষণার প্রাথমিক ধারণা। গবেষণা কর্মের পুরো বিষয়টি ৫০০-১০০০ শব্দের মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে গবেষণা প্রস্তাবে উল্লেখ থাকবে। বিশেষ বিশেষ দিক নির্দেশনা সম্বলিত গবেষণা নক্সাটিই (Master Plane) গবেষণা প্রস্তাব। সিনোপসিস-এর সংজ্ঞা বিষয়ে ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে উল্লেখ আছে-

Synopsis is a short description of the contents of something such as a film or book.

যে কোন কাজ করার পূর্বে তা কিভাবে শুরু করতে হবে, কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটা গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনাই হোক, আর গবেষণা প্রতিবেদন তৈরী হোক অথবা গ্রন্থ রচনা হোক। উন্নত পরিকল্পনা ছাড়া যে কোন কাজ সুষ্ঠরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আর থিসিসের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে হলে পুর্বেই একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা করা একান্ত আবশ্যক। থিসিসের ক্ষেত্রে এ সুষ্ঠ পরিকল্পনাকে বলা হয় সিনোপসিস। সিনোপসিসে উল্লেখিত মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী থিসিস/প্রতিবেদন লিখতে হয়। তবে সিনোপসিসে উল্লেখিত মূল পরিকল্পনা অনুযায়ীই যে হুবহু থিসিস/প্রতিবেদন রচিত হবে এমনটি নয়। থিসিস/প্রতিবেদন রচনার সময় এর কিছু ব্যতিক্রম হতে পারে। সিনোপসিস তৈরীর সময় অনেক বিষয়ই অজানা থাকার কারণে কোন পরিচ্ছেদ বাদ পড়লে তা গবেষণার সময় সংযুক্ত করা যাবে। আবার থিসিস/প্রতিবেদন সুন্দরভাবে রচনা করার জন্য সিনোপসিসে উল্লেখিত কোন কোন পরিচ্ছেদ বাদও যেতে পারে। কিন্তু সিনোপসিসে অনুল্লে-খিত এমন বিষয় সংযুক্ত করা যাবে না, যা শিরোনামের মূলধারাকে পরিবর্তন করে ফেলে।

www.pathagar.com

প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী/গবেষকদের গবেষণার কাজে অনুমতি প্রদানের পূর্বে প্রস্তাবিত গবেষণার কাঠামো একটি প্রস্তাবপত্র আকারে জমা দিতে হয়। গবেষণা প্রস্তাবনায় কি কি বিষয় থাকবে এবং কি কি বিষয় আলোচনায় আসবে এ বিষয়ে গবেষকের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় অনেক সময় গবেষক তার গবেষণা প্রস্তাবপত্রে যা তা লিখে জমা দিয়ে থাকেন। অপরদিকে কোন কোন তত্ত্বাবধায়কও অধিক ব্যস্ততার বা অবহেলার কারণে অথবা এতদবিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় গবেষক যেভাবে গবেষণা প্রস্তাবনা জমা দেন তিনিও সেভাবে সিগনেচার দিয়ে থাকেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্তরে এটি যাচাই বাছাইয়ে বাদ পড়ে যায়। যার প্রস্তাবপত্র বাছাইতে টিকে যায় এবং চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয় কেবল সে শিক্ষার্থী/গবেষকই গবেষণার কাজে যোগদান করতে পারেন।

গবেষণা প্রস্তাবের উদ্দেশ্য/Objectives of Research Proposal/ Synopsis/أهداف خطة البحث

প্রস্তাবিত নির্দেশনা অনুযায়ী সকল গবেষণা কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে বিধায় গবেষণা প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বহুবিধ। এখানে গবেষণা প্রস্তাবের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হলো ঃ

১. গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়া।

২. গবেষণার অস্পষ্টতাসমূহ দূরীকরণে সাহায্য করা।

৩. উত্থাপিত প্রশ্নাবলীর উত্তর পাওয়ার উদ্দেশ্যেই গবেষণা প্রস্তাব তৈরী করা।

গবেষণা প্রস্তাবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য/Importance & Significance of Research Proposal/ Synopsis/ أهمية خطة البحث

গবেষণা প্রস্তাব হল গবেষণার সুষ্ঠু পরিকল্পনা। এটি গবেষণা কর্ম শুরুর পূর্বেই তৈরী করতে হয়। যে সব উদ্দেশ্য নিয়ে একজন গবেষক কোন গবেষণা করেন, সেসব উদ্দেশ্য ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে গবেষণার পূর্বে একটি ভাল প্রস্তাব তৈরী করে নিতে হয়। যেমন কোন প্রকৌশলী কোন ভবন নির্মাণের পূর্বেই মাস্টার প্লান তৈরী করে সে অনুযায়ী ভবন নির্মাণ করেন। এবং মাস্টার প্লান তৈরীতে সমস্যা হলে বিল্ডিং নির্মাণেও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অনুরূপ গবেষণার পূর্বেই সঠিক গবেষণা প্রস্তাব প্রণয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা প্রস্তাব প্রণয়নে যে কোন ত্রুটিই গবেষণা কর্মকে ব্যহত করতে পারে। তাই গবেষণাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে যতটুকু সম্ভব একটি সুন্দর গবেষণা প্রস্তাব প্রণয়নই একজন প্রকৃত গবেষকের যথার্থ সফলতা।

www.pathagar.com

গবেষণার নকশা/Research Design/ ترتيب البحث

গবেষণার নকশা বাছাইয়ে থাকে মূলত গবেষণা পরিচালনার সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি বা কৌশল নির্বাচন। গবেষণাকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. **পরীক্ষণমূলক গবেষণা (Experimental Research) ঃ** পরীক্ষণমূলক গবেষণা প্রধানত বিজ্ঞানের বিষয়সমূহে হয়ে থাকে।

খ. **বিশেষণমূলক গবেষণা (Analytical Research) ঃ** আর বিশেষণমূলক গবেষণা হয় কলা ও সমাজ বিজ্ঞান সম্পর্কীত বিষয়সমূহে। গবেষণার নকশার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত থাকে-

১. **অনুমিত সিদ্ধান্তের বিবৃতি ঃ** কোন গবেষণার সম্ভাব্য ফলাফলকে অনুমিত সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে। অনুমিত সিদ্ধান্ত একাধিক হতে পারে। অতীতের গবেষণার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যার সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকতে হবে।

২. **অনুমিতির বর্ণনাঃ** প্রত্যেক গবেষণার ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু অনুমিতি থাকে। এদের সুস্পষ্ট বর্ণনা দিতে হবে।

৩. **গবেষণার সীমাবদ্ধতা ঃ** থিসিসের জন্য বরাদ্দ সময়, তথ্য অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন প্রতিকূলতা ইত্যাদি বিবেচনা করে গবেষণাকে সীমায়িত করতে হয়। এসব সীমাবদ্ধতাকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে।

৪. **ব্যবহৃত শব্দের সংজ্ঞা ঃ** গবেষণায় ব্যবহৃত নতুন Term-এর সংজ্ঞা অবশ্যই দিতে হবে। কারণ এসব সংজ্ঞার উপর ফলাফলের ব্যাখ্যা নির্ভর করে।

৫. **সমগ্রক এবং নমুনার বর্ণনা ঃ** সমগ্রক বলতে অনুসন্ধান ক্ষেত্রের সমগ্র জিনিস, আর নমুনা হল সমগ্রকের এমন একটি অংশ, যা অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচন করা হয় এবং যার মধ্যে সমগ্রের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে। এর সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকতে হবে।

৬. **ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ ঃ** গবেষণার কাজে কি পরিমাণ ত্রুটি গ্রহণযোগ্য এবং কি পরিমাণ গ্রহণযোগ্য নয় তার ব্যাখ্যা দিতে হবে।

৭. **নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা ঃ** পরীক্ষণমূলক গবেষণায় পরীক্ষকের হাতিয়ার সমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

www.pathagar.com

গবেষণার পরিসর/Scope of Research/مجال البحث

গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারিত নয়। পৃথিবীর সকল কিছুই গবেষণার বিষয়বস্তু। একজন গবেষকের পক্ষে সকল বিষয়ে গবেষণা সম্ভব নয়। তাই একজন গবেষককে এর বিষয়বস্তু যেমন নির্ধারণ করতে হবে,তেমনি এর সীমানাও নির্ধারণ করতে হবে। গবেষণায় এ সীমা না থাকলে কখনো গবেষণা সমাপ্ত হবে না। তাই গবেষককে তার কাজের সুবিধার্থে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

সময়ের সীমাবদ্ধতা/Limitatin of Time/محدود الوقت

গবেষণার পূর্বে গবেষককে অবশ্যই তাঁর গবেষণার সময় নির্ধারিত বিষয়বস্তুর সীমা নির্ধারণ করতে হবে। অন্যথায় একজন গবেষকের পক্ষে কয়েক শতাব্দীব্যাপী বিষয়বস্তুর উপর গবেষণা করতে তাঁর সারা জীবন চলে যাবে। যেমন "কুরআন চর্চা"। বিষয় শিরোনাম অত্যন্ত চমৎকার। কিন্তু এর ব্যাপকতা অনেক বেশী। এ বিষয়ে গবেষণা করা সমূদ্রকে ঝিনুকে ভরার মতো কঠিন। তাই এখানে সময় নির্ধারণ করতে হবে। তাহ লে গবেষণা কাজ অনেকটা সহজ হবে।

স্থানগত সীমাবদ্ধতা /Limitatin of Space / محدود المجال

গবেষককে অবশ্যই তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণের পূর্বে স্থান নির্ধারণ করতে হবে। অন্যথায় একজন গবেষকের পক্ষে সময় নির্ধারণ না করার জন্য যেমন গবেষণায় অসুবিধায় পতিত হতেন, তেমনি স্থান নির্ধারণ না করার কারণে একই অসুবিধায় পতিত হবেন। যেমন "কুরআন চর্চা"। বিষয় শিরোনাম অত্যন্ত চমৎকার কিন্তু কোন দেশ বা কোন শহরের, সেটা নির্দিষ্ট করতে হবে।

ভাষাগত সীমাবদ্ধতা /Limitatin of Language / محدود اللغة

গবেষককে অবশ্যই তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণের পূর্বে স্থান-কালের সাথে সাথে ভাষার মধ্যেও সীমাবদ্ধ করতে হবে। অন্যথায় একজন গবেষকের পক্ষে স্থান ও কাল নির্ধারণ না করার জন্য যেমন অসুবিধায় পতিত হতেন, তেমনি ভাষা নির্ধারণ না করার কারণে একই অসুবিধায় পতিত হবেন। যেমন "কুরআন চর্চা"। বিষয় শিরোনাম অত্যন্ত চমৎকার। কিন্তু কোন ভাষায় কুরআন চর্চা? সারা বিশ্বে তো শতাধিক ভাষায় কুরআন চর্চা হচ্ছে।

www.pathagar.com

গুণগত সীমাবদ্ধতা (Limitatin of Quality) محدود الصفة

গবেষককে গবেষণার পূর্বে অবশ্যই তাঁর গবেষণার নির্ধারিত বিষয়বস্তুটি বিশেষ একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে হবে। অন্যথায় গবেষককে গবেষণার সময় চরম ভোগান্তিতে পড়তে হবে। যেমন গবেষক যদি তাঁর বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেন "জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী ঃ জীবন ও কর্ম"। তাহলে তো ঐ গবেষকের এ বিষয়ের উপর গবেষণা করতে তাঁর সারা জীবন চলে যাবে। কেননা জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতীর বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ সংখ্যা হলো পাঁচ শতাধিক। তাঁর এমন এমন গ্রন্থ আছে, যার একটির উপর একাধিক পিএইচ.ডি. ডিগ্রী সম্পন্ন হতে পারে। এজন্য গবেষককে তাঁর জীবনের একটি দিক অর্থাৎ তিনি যেসব গুণে গুণান্বিত তার যে কোন একটি দিক নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

নির্বাচনী সীমাবদ্ধতা /Limitatin of Selection/ محدود الاختيار

গবেষণার পূর্বে গবেষককে অবশ্যই তাঁর গবেষণার কেন্দ্র হিসাবে একটি অংশকে অবশ্যই নির্বাচন করতে হবে। সে অংশটি হবে স্থান-কাল-পাত্র অথবা কোন ব্যক্তি সম্পর্কীয়। যেমন যদি কোন গবেষক তাঁর গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করেন "বাংলাদেশে হাদীস চর্চা" তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক হবে। এখানে স্থান-কাল-পাত্র বা কোন ব্যক্তির মাঝে অবশ্যই তাঁর বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ করতে হবে। তাহলেই কেবল গবেষক তাঁর গবেষণায় সফল হবেন। অর্থাৎ "বাংলাদেশে হাদীস চর্চা" বিষয়টিকে "বাংলাদেশের যে কোন অংশ/জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ করে "বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় হাদীস চর্চা" শিরোনাম করা যায়। বা কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে "বাংলাদেশের ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় হাদীস চর্চা" শিরোনাম করা যায়। অথবা যে কোন সময় যেমন "স্বাধীনতাপূর্ব বা স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে হাদীস চর্চা" শিরোনাম করা যায়। অথবা কোন ব্যাক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে যেমন-"মওলানা আব্দুর রহীমঃ হাদীস চর্চায় তাঁর অবদান" শিরোনাম করা যায়।

স্বভাবগত সীমাবদ্ধতা (Limitatin of Nature) محدود الطبعية

গবেষণার সময় দেখা যায় কিছু কিছু বিষয় আসলেই সীমাবদ্ধ আছে এটিকে আর নতুন করে গবেষণার জন্য সীমাবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়না। যে কোন এক লেখকের কোন একটি গ্রন্থ গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেয়া হলো। সে গ্রন্থটি যদি একাধিক খন্ডে বিভক্ত হয়।

www.pathagar.com

এবং সকল খন্ডকে গবেষণার আওতাভুক্ত করলে যদি গবেষণার কলেবর বৃদ্ধি পায়,তাহলে শুধু যে কোন একটি খন্ডের মধ্যে গবেষণাকে সীমাবদ্ধ করতে হবে।

গবেষণার প্রস্তাবপত্রে অন্তর্ভুক্ত বিষয়

আমরা অনেকেই গবেষণা করি এবং করাই। কিন্তু গবেষণা প্রস্তাবপত্রে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে সে বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকার কারণে যেমন তেমন করে প্রস্তাবপত্র রচনা করে থাকি। আসলে গবেষণা প্রস্তাবপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সাধারণত অন্তর্ভূক্ত থাকে। যেমন-

১. গবেষণার শিরোনাম/Title of Thesis/عنوان البحث

২. গবেষণার ভূমিকা /Introduction of Thesis/مقدمة البحث

৩. থিসিসের মূল পর্ব /Text/ عرض البحث

৪. গবেষণার সমস্যার বিবৃতি/ Statement of the Problem/ بيان مشاكل البحث

৫. যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য /The Rationale and Significance/ أهمية البحث

৬. সংশ্লিষ্ট গবেষণার উল্লেখ /Review of related Literature/

৭. গবেষণার উদ্দেশ্য/Objectives of the Study/أهداف البحث

৮. গবেষণার পরিভাষার সংজ্ঞা /Definition of the Terms/ تعريف المصطلحات

৯. অনুমিত সিদ্ধান্ত/Hypothesis/القرارات الظنية

১০. গবেষণার পদ্ধতি/Methodology/منهج البحث

১১. সময় বন্টন/Time Schedule/تقسيم الأوقات

১২. বাজেট /Budget/ميزان البحث

১৩. থিসিসের সংগঠন /Organization of Thesis/تنظيم البحث

১৪. ফলাফল /Result/النتيجة

১৫. সুপারিশ/Recomendation/ الاقتراحات

১৬. তথ্যপঞ্জি /Bibliography/قائمة المراجع

তবে গবেষণা ভেদে এর ভিন্নতাও হতে পারে।

www.pathagar.com

১. গবেষণার শিরোনাম/Title of Thesis/عنوان الرسالة

গবেষণার জন্য যে মূল বিষয়টি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তাই শিরোনাম। গবেষণার জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিরোনাম নির্বাচন। শিরোনাম নির্বাচনে ভুল হলে গবেষণায় ভোগান্তির অন্ত থাকেনা। শিরোনাম সবসময় অর্থবোধক ছোট এবং আকর্ষণীয় হতে হয়। ব্যাপক বিষয়ের সমাহার ঘটে এমন শিরোনাম সব সময় বর্জনীয়। ছোট বিষয় নিয়ে তত্ত্ব ও তথ্যবহুল করা গবেষণার জন্য সেটাই কাম্য হওয়া উচিত। অনেক সময় দেখা যায় গবেষক অনেক বড় বিষয় নিয়ে মহাসমুদ্রে হাবু-ডুবু খান। শেষে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা হয়। গবেষক গবেষণা ছেড়ে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন।

গবেষণার বিষয় সাধারণত ধর্ম, দেশ ও জাতির উন্নয়ন এবং মানব কল্যাণে বিশেষ অবদান রাখবে এমন হওয়া উচিত। তাছাড়াও এমন বিষয়ে হওয়া উচিত যা থেকে নতুন কিছু আবিস্কার করা যায়। যেহেতু অনেক শ্রম ও অর্থ ব্যয় করে গবেষণা করতে হয়; তাই গবেষণার ধরণ সবসময় ভিন্নতর হওয়া বাঞ্ছনীয়। একই ধরনের গবেষণা থেকে দেশ জাতি কোন উপকৃত হতে পারে না।

গবেষণা প্রস্তাব লেখার সময় লক্ষণীয় বিষয় হলো, শিরোনামের সাথে সম্পাদিত গবেষণা যেন সুসামঞ্জস্য থাকে। শিরোনামের স্বার্থকতা যেন গবেষণা প্রস্তাবে ফুটে উঠে। থিসিস/গবেষণা প্রবন্ধ ইত্যাদির শিরোনাম পৃষ্ঠা লেখার ব্যাপারে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। তবে গবেষণা প্রবন্ধ বা থিসিসের জন্য শিরোনাম পৃষ্ঠায় সাধারণভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো থাকে-

ক. গবেষণা প্রবন্ধ বা থিসিসের নাম।

খ. শিক্ষার্থী গবেষকের নাম।

গ. যে ডিগ্রীর জন্য গবেষণা থিসিস উপস্থাপন করা হবে তার উল্লেখ।

ঘ. অনুষদের নাম।

ঙ. প্রতিষ্ঠানের নাম (যে প্রতিষ্ঠানে থিসিস জমা দিতে হবে)।

চ. যে বৎসর ও মাসে ডিগ্রী স্বীকার করা হবে, সাল বৎসর ও মাসের নাম উল্লেখ।

প্রতিষ্ঠানভেদে তাদের প্রয়োজন অনুসারে শিরোনাম পৃষ্ঠা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সাধারণত পৃষ্ঠার উপরের অংশের মধ্যভাগে 'শিরোনাম'টি লেখা হয়। 'শিরোনাম'টি যেন ডান ও বাম দিকের দাগ থেকে সমান দূরত্বে থাকে। শিরোনাম এক লাইনে লেখা না গেলে উক্ত লাইনগুলোকে মাঝামাঝিতে উল্টো পিরামিড আকারে লিখতে হবে।

www.pathagar.com

শিরোনামের প্রকারভেদ/Classification of Title/أقسام العناوين

গবেষণা অভিসন্দর্ভ/গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থের ভিতরে অধ্যায়ের জন্যে আলাদা আলাদা শিরোনাম হয়ে থাকে সেগুলো তিন প্রকার ঃ

ক. **কেন্দ্রীয় শিরোনাম/Core Title/العنوان المركزي** ঃ যে কোন অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠার প্রধান শিরোনামই কেন্দ্রীয় শিরোনাম। কেন্দ্রীয় শিরোনামের উপরে ও নিচে তিন স্পেস ফাঁকা রাখতে হয়।

খ. **পার্শ্ব শিরোনাম/Side Title/العنوان الجانبي** ঃ কেন্দ্রীয় শিরোনামের সাথে ব্যবহৃত সঙ্গী শিরোনামই পার্শ্ব শিরোনাম। পার্শ্ব শিরোনাম বাম দিকে মার্জিন দিয়ে শুরু করতে হয়। এর নিচে দুই স্পেস ফাঁকা রাখতে হয়।

গ. **অনুচ্ছেদ শিরোনাম/Paragraph Title/العنـوان الفقـري** ঃ উপরিভাগের জন্যে ছোট্ট আকারে যে সব শিরোনাম ব্যবহৃত হয় তাই অনুচ্ছেদ শিরোনাম। এর নিচে তিন স্পেস ফাঁকা রাখতে হয়।

শিরোনামের বৈশিষ্ট্য/Charactaristic of Title/ مميزات العنوان

১. **শিরোনাম সার্বজনীন হওয়া** ঃ শিরোনাম সব সময় সার্বজনীন হওয়া উচিৎ। যেমন তেমন শিরোনাম নিয়ে শ্রম ব্যয় করা মোটেই উচিত নয়। শিরোনামটি প্রাণবন্ত, সৃজনশীল, গবেষকের অনুপ্রেরণাদানকারী ও আগ্রহের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। বিষয়ববস্তুর উপকার পরিসীমা যতই বিস্তৃত হবে ততই শিরোনামের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। গবেষণার সফলতার জন্য পর্যাপ্ত উৎস, তথ্য, উপাত্ত, সুস্পষ্ট পদ্ধতি, সূক্ষ্ম বিষয়বস্তু নির্ধারণ আবশ্যক। এতে বিষয়টির মর্ম ও ধরণ সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যাবে।

২. **শিরোনাম আকর্ষণীয় ও প্রিয় হওয়া** ঃ বিষয়ববস্তু শিরোনাম সব সময় আকর্ষণীয় ও প্রিয় হওয়া উচিৎ। গবেষককে তার নিকট প্রিয়বস্তুকে বিষয় হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে। এতে তার উৎসাহ, ধৈর্য্য, সাহসিকতা, নৈপূণ্যতা, গবেষণাকে ফলপ্রসূ করে তুলবে। বিষয়বস্তু সঠিক নির্বাচন গবেষণার সফলতার জন্য একটি কার্যকরী উপকরণ। অতএব, গবেষককে স্বীয় আগ্রহ, চিন্তা-চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গি, শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে হবে। সে বিষয়টি রচনায় গবেষকের আগ্রহ-আকর্ষণ অত্যন্ত বেগবান হবে এমন বিষয় নির্বাচন করতে হবে। গবেষক নিজেই আগ্রহী নন এমন কোন বিষয় নির্বাচন করা যাবে না। তাহলে সে বিষয়ে গবেষণা ফলপ্রসূ হবে না।

www.pathagar.com

৩. **শিরোনামের ভাষা সহজ সরল হওয়া ঃ** বিষয়ববস্তুর ভাষা অত্যন্ত সহজ সরল হওয়া উচিৎ। অনেকে মনে করেন গবেষণার ভাষা যত কঠিন হবে তার পান্ডিত্য ততো যাহির হবে। গবেষককে খেয়াল রাখতে হবে যে এটি তার জন্য গবেষণা অভিসন্দর্ভ হলেও পাঠকের জন্য এটি গবেষণার আকর হিসাবে বিবেচিত হবে। কাজেই এটি যত সহজ হবে পাঠক/ গবেষক ততো বেশী উপকৃত হবেন। কঠিন বিষয় নির্বাচনে গবেষককে যেমন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। অপর পক্ষে পাঠকরাও ভাবোদ্ধারে ব্যর্থ হবেন।

৪. **শিরোনাম অর্থবহ হওয়া ঃ** গবেষণার বিষয়টি অর্থবহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিষয়টি এতো দ্ব্যর্থবোধক হবে না যে গবেষককে গবেষণা ছেড়ে পালাতে হয়।

৫. **বিশুদ্ধ 'আকীদার পরিপন্থী না হওয়া ঃ** গবেষণার বিষয়টি নির্বাচনের সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তা যেন কখনো বিশুদ্ধ 'আকীদার পরিপন্থী না হয়। ধর্মানুভূতিতে অথবা দেশের স্বার্থে আঘাত হানে এমন বিষয় নির্বাচন করা থেকেও বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬. **বিষয়বস্তু শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া ঃ** বিষয়বস্তুটি শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট হতে হবে। শিরোনামের সাথে গবেষণার মূল বিষয়ে গড়মিল হলে সেটা গবেষণা হবেনা। তাই গবেষককে এ বিষয়ের বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

৭. **শিরোনাম মৌলিক হওয়া ঃ** শিরোনামটি সম্পূর্ণ না হলেও অন্তত আংশিক নতুন ও মৌলিক হতে হবে। অর্থাৎ যে বিষয়ে ইতোপূর্বে কেউ গবেষণা করেনি বিষয়টি এমন হতে হবে। একই বিষয়ের অবতারণা করে বার বার গবেষণা করা যাবে না। গবেষক এমন বিষয় নির্ধারিণ করবে যাতে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে।

- প্রস্তাবিত বিষয়ে ইতোপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক কোন অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।
- গবেষণা কর্মটি নতুন আর্বিষ্কারের সম্ভাবনাময় হতে হবে।
- পর্যাপ্ত তথ্য উপাত্ত সমৃদ্ধ হতে হবে।

৮. **গবেষকের স্তর অনুযায়ী শিরোনাম হওয়া ঃ** গবেষকের গবেষণার শিরোনামটি তাঁর স্তরের সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে। গবেষক এম.ফিল. স্তরের হলে তাঁর বিষয়বস্তু ঐ স্তরের নির্ধারণ করতে হবে।

www.pathagar.com

আবার পিএইচ.ডি. স্তরের হলে তাঁর বিষয়বস্তু ঐ স্তরের নির্ধারণ করতে হবে। কারণ সকল স্তরের গবেষণার জন্য বিষয়বস্তু এক হতে পারে না। এমন বিষয় রয়েছে যাতে শুধুমাত্র প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে সেটি ডক্টরেট-এর জন্য বিষয়বস্তু হতে পারে না।

৯. **শিরোনামটি সীমিত হওয়া ঃ** শিরোনামটি সীমিত হতে হবে। অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি পরিসর অনুযায়ী হতে হবে। যাতে সে সীমানার সকল দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এমন বিষয়ে শিরোনাম নির্ধারণ করা যাবে না যে বিষয়ে থিসিস রচনা করতে গেলে ৫/১০ খন্ডেও সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না।

১০. **শিরোনামটি সময় উপযোগী হওয়া ঃ** শিরোনামটি সময় উপযোগী হওয় বাঞ্ছনীয়। বিষয়বস্তু যুগের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত না হলে সে বিষয়ে গবেষণা করা শুধু পণ্ডশ্রম হবে তাই নয় সেটা গবেষকের জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে। তাই দেশ-জাতির কাজে লাগে এমন যুগোপযোগী বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. গবেষণার ভূমিকা/Introduction of Research/ مقدمة البحث

ভূমিকা গবেষণা অভিসন্দর্ভ/গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থের নির্যাস। গবেষণা অভিসন্দর্ভ/গবেষণা প্রতিবেদন/ গ্রন্থের পুরো বিষয়টি কি বিষয়ে এবং এতে কি কি বিষয় আলোচিত হয়েছে তা গবেষণার শুরুতে ৪০০-৫০০ শব্দের মধ্যে উল্লেখ করতে হয়। এটিই ভূমিকা। পুরো সমুদ্রকে একটি ঝিনুকে ভরা যেমন কঠিন গবেষণা অভিসন্দর্ভ/গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থের পুরো বিষয়টিকে সংক্ষেপে ভূমিকায় উল্লেখ করা তেমনি কঠিন। এজন্য শতকরা পঞ্চাশ জন গবেষককে পাওয়া যাবেনা, যিনি সঠিক ভূমিকা রচনা করতে পারেন। গবেষক ভূমিকায় তাঁর গবেষণা অভিসন্দর্ভ/গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থের শিরোনামটি এক কথায় পরিচয় দিবেন। যাতে পাঠক ভূমিকা পড়ে গবেষণার সার্বিক বিষয়ে পুরোপুরি একটা ধারণা নিতে পারে। ভূমিকায় সংক্ষেপে নিম্নের বিষয়গুলো থাকা বাঞ্ছনীয়−

ক. যে বিষয়ে গবেষণা তা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে হবে।

খ. সমস্যার স্পষ্ট, সম্পূর্ণ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকবে।

গ. সমস্যার গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

ঘ. বর্তমান সমস্যার সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে পুর্বে গবেষণা হয়ে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করতে হবে।

www.pathagar.com

ঙ. গবেষণার সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে হবে।

চ. ভূমিকায় গবেষণার অনুমান সীমাবদ্ধতা বা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার দিকও উল্লেখ করতে হবে।

ছ. গবেষণাপত্রে ব্যবহৃত বিশিষ্ট শব্দের ব্যাখ্যা, সংজ্ঞা বা বিশ্লেষণ উল্লেখ করতে হবে।

জ. দীর্ঘ নয়, এমন গবেষণাপত্রের ক্ষেত্রে যে সব উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, সেসব উৎসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হবে।

ঝ. গবেষণাপত্রে কোন পরীক্ষণ পদ্ধতি এবং কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে, সেসবের উল্লেখ থাকতে হবে।

ঞ. দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধের জন্য আর একটি পৃথক অধ্যায় রাখা যেতে পারে, যেখানে উপরোক্ত বিষয়গুলোর বিবরণ থাকে।

৩. গবেষণাসমস্যার বিবৃতি/Statement of the Problems/بيان أزمات البحث

গবেষকের জন্য গবেষণার পূর্বে সবচে' কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো গবেষণার জন্য উপযুক্ত সমস্যা নির্বাচন। গবেষণার পূর্বে সংক্ষেপে গবেষণার সকল সমস্যার বিবরণ দিতে হবে। গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচনের পূর্বে গবেষককে তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে। তাঁর গবেষণার বিষয়টি কোন স্তরের গবেষণার জন্য সেটা নির্ধারণ করতে হবে। এজন্য গবেষণার সমস্যার উপযুক্ততা নির্ণয় করতে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে।

১. স্তর অনুযায়ী গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। যেমন স্নাতকোত্তর পর্যায়ের গবেষণার বিষয়বস্তু পিএইচ. ডি. গবেষণার তুলনায় সীমিত হবে। গবেষণার বিষয়টি যদি এম.এ. পর্যায়ের হয় আর বিষয় যদি পিএইচ. ডি. পর্যায়ের হয় তাহলে এম.এ. পর্যায়ের এক বছরের গবেষণা করতে শুধু বিষয় নির্ধারণের কারণে তিন বছর সময় লাগবে।

২. গবেষণাটির তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক পাওয়া যাবে কিনা সেটাও দেখতে হবে। কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্র এত প্রসারিত হয়েছে যে, বর্তমানে সবাই তার বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য। তাই নির্বাচিত বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ বা আগ্রহশীল সুপারভাইজার নাও পাওয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

৩. প্রস্তাবিত বিষয়ে গবেষকের আগ্রহ কতটুকু? সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ নির্বাচিত থিসিস/প্রতিবেদনটি লিখতে এক থেকে পাঁচ বছর সময় লেগে যেতে পারে। কাজেই গবেষকের আগ্রহের উপরই সমস্যার সঠিক অনুসন্ধান সম্ভব।

৪. প্রস্তাবিত বিষয়টির গবেষণা নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন হবে কি না? অনেক সমস্যা বা বিষয় আছে যার তথ্য সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। ঐ ধরণের বিষয় নির্বাচন করলে নির্দিষ্ট সময়ে গবেষণাটি শেষ হবে কি না?

৫. প্রস্তাবিত বিষয়টি গবেষণা সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় উপকরণ আছে কি না? গবেষক যখন গবেষণা কাজটি শুরু করবেন তখন তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পাবেন কি না ? থিসিসের জন্য গবেষক সে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি না পেলে তাঁকে নতুন বা অন্য কোন সমস্যা নির্বাচন করতে হবে বা নতুন উপকরণ তৈরী করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গবেষকের নতুন কোন সমস্যা বা বিষয় বাছাই করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

৬. নমুনায়িত ব্যক্তিদের (সামাজিক গবেষণার ক্ষেত্রে) সহযোগিতা পাওয়া যাবে কি না? অর্থাৎ যাদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হবে তাদের পাওয়া যাবে কি না? বিশেষ করে সমাজ বিজ্ঞানের অধিকাংশ গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনায়িত ব্যক্তিদের সহযোগিতার উপর পরীক্ষামূলক পরিচালনা ও পরীক্ষণ নির্ভর করে। নমুনায়িত ব্যক্তিদের সহযোগিতা না পাওয়া গেলে থিসিসের কাজ বিলম্বিত হয় অথবা এর মূল পথ বা বিষয়কে পরিবর্তন করতে হয়।

৭. গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা আছে কি না? কেননা থিসিস/প্রতিবেদনের জন্য নির্বাচিত বিষয় বা সমস্যার কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে লাইব্রেরী ব্যবহার করতে হয়। বিষয় নির্বাচনের সময় তাই গবেষককে লাইব্রেরীর সুযোগ সুবিধার কথা ভাবতে হয়। যে কোন গবেষণার জন্য সংশ্লিষ্ট ও উপযোগী বই পত্রের যথেষ্ট প্রয়োজন। আনুসাঙ্গিক বই পত্র নিজ প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরীতে না থাকলে সে ক্ষেত্রে খুব সমস্যা দেখা দেয়।

৮. সমস্যাটির তাৎপর্য আছে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর বেশ কঠিন। গবেষণা পরিচালনার জন্য ব্যয়িত অর্থ, সময় ও প্রচেষ্টার ভিত্তিতে সমস্যাটি তাৎপর্যপূর্ণ কি না তা বিবেচনা করতে হবে।

www.pathagar.com

৯. প্রস্তাবিত বিষয়টির গবেষণা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে কি না? প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, নমুনায়িত ব্যক্তি, লাইব্রেরীর সুবিধা এবং প্রাপ্ত সময় ইত্যাদি বিবেচনা করে গবেষণাটি সম্পন্ন করা সম্ভব কি না তা যাঁচাই করতে হবে।

১০. গবেষক যদি গবেষণার ক্ষেত্রে নতুন কিংবা বেশি অভিজ্ঞ না হন, তাহলে সে ক্ষেত্রে সহজ ও ছোট সমস্যা নির্বাচন করতে হবে।

১১. গবেষককে এমন ধরণের সমস্যা নির্বাচন করতে হবে যাতে তিনি গবেষণার যে ধারাবাহিক পদ্ধতি রয়েছে তা ঠিকভাবে অনুসরণ ও প্রয়োগ করতে পারেন।

১২. গবেষক এমন একটা সমস্যা নির্বাচন করতে পারেন, যা পরবর্তীকালে বড় কাজে লাগাতে বা প্রয়োগ করতে পারেন। যদি গবেষণার বিষয় "প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা দূরীকরণে শিক্ষকদের ভূমিকা: পরিপ্রেক্ষিত জামালপুর জেলা" হয় তাহলে পরবর্তীকালে এই সমস্যাকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে অর্থাৎ বাংলাদেশের সমগ্র প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

১৩. দলবদ্ধভাবে থিসিস/প্রতিবেদন রচনার উদ্যোগ নিলে বড় আকারের সমস্যা নির্বাচন করতে হবে।

৪. গবেষণার যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য/The Rationale/Significance/ أهمية البحث

নির্ধারিত শিরোনামটির কোন একটি দিক নিয়ে কোন কাজ হয়েছে কিনা? হলে সে কাজটি কি ধরণের ছিল? বক্ষমান শিরোনামটির উপর কেন কাজ করতে হবে ইত্যাদি যৌক্তিকতার আলোকে আলোচনা করতে হবে। অর্থাৎ পূর্বের গবেষণা অভিসন্দর্ভে এই এই ত্রুটি আছে। এতদ বিষয়ে গবেষণা করতে হলে এই এই বিষয়ে আরো পর্যাপ্ত তথ্য উল্লেখ করতে হবে। এ শিরোনামটির উপর এ ধরণের একটি কাজ হলে দেশ জাতি এর দ্বারা উপকৃত হবে। এটি জ্ঞানের অমুক অমুক ক্ষেত্রে কাজে আসবে। এজন্যে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কাজেই এসব কারণে এ কাজটি হওয়া যৌক্তিক। এভাবে এক/দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য তুলে ধরতে হবে।

৪. সংশ্লিষ্ট গবেষণার উল্লেখ/Review of related Literature/تقيم البحث المتعلق

গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা করতে চান তার সংশিষ্ট গবেষণা কেউ করেছেন কিনা? করলে কোথায় কোন ভাষায় করেছেন? হলে কি শিরোনামে?

www.pathagar.com

কোন পদ্ধতিতে? তথ্য সংগ্রহের কি কি নমুনা ছিল? তাতে কি কি উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে? কি ফল পাওয়া গেছে এবং সেখানে কি কি ত্রুটি রয়েছে ইত্যাদির বিবরণ এখানে সুস্পষ্টভাবে দিতে হবে।

৬. গবেষণার উদ্দেশ্য/Objectives of the Study/أهداف البحث

গবেষণা অভিসন্দর্ভ/গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থের শিরোনামটির মহৎ উদ্দেশ্যটি এখানে তুলে ধরে বলতে হবে এ গবেষণা কাজটির মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের এ ধরণের সমস্যার সমাধান অথবা এ বিষয়টির উদ্ভাবন।

৮. গবেষণা পরিভাষার সংজ্ঞা/Definition of the Terms/ تعريف المصطلحات

গবেষক তাঁর গবেষণা অ্যাসাইনমেন্ট বা টার্মপেপার লিখতে বিভিন্ন শব্দ/পরিভাষা (Terms)-এর সাথে পরিচিত হন। সেসবের বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও তুলনা করে এগুলোর সংজ্ঞা দিতে হবে। সেগুলোর পার্থক্য নির্ণয় করে মূল্যায়ণ করতে হবে। নিম্নে এরকম কিছু শব্দের অর্থ প্রদান করা হল।

১. বিশ্লেষণ করা ঃ কোন সামগ্রিক জিনিসের বিভিন্ন উপাংশ বিবেচনা করে তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বর্ণনা করা।

২. তুলনা করা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়টির বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা এবং তাদের সামঞ্জস্য ও পার্থক্য নিরূপণ করা।

৩. বর্ণনা করা ঃ নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা।

৪. আলোচনা করা ঃ সমস্যার বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করে আলোচনা করা।

৫. প্রমাণ করা ঃ যুক্তি-তর্কের সাহায্যে কোন কিছুর উপস্থাপন।

৬. সারাংশ করা ঃ প্রধান প্রধান বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা ।

৭. সংজ্ঞা দান ঃ সমস্যার সংজ্ঞা দান।

৮. বৈপরিত্য ঃ পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য বিষয়টির বৈশিষ্ট্য জানা ।

৯. মূল্যায়ণ ঃ বিষয়ের বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তার মূল্য বিচার ও সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

১০. সচিত্র ব্যাখ্যা ঃ চিত্রসহ উদাহরণ দেয়া ও ব্যাখ্যা করা।

www.pathagar.com

৮. গবেষণা অনুসিদ্ধান্ত/Research Hypothesis/القرارات الظنية للبحث

গবেষণা অনুসিদ্ধান্ত-এর সংজ্ঞা বিষয়ে *Cambridge Advanced Learners Dictionary*-তে উল্লেখ আছে- *Hypothesis is an idea or explanation for something that is based on known facts but has not yet been proved.*

অনুসিদ্ধান্ত ইংরেজীতে Hypothesis। Hypothesis শব্দটি Hypo (নীচে) এবং Thesis (যুক্তিনির্ভর ও যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি) এ দু'টি শব্দের সংমিশ্রণ। সুতরাং অনুসিদ্ধান্ত বলতে একটি তত্ত্বকে বুঝায়, যা সম্পূর্ণরুপে যুক্তিনির্ভর নয়। আরো স্পষ্ট করে বললে বলা যায়, দুই বা ততোধিক Variables-এর মধ্যে কার্যকরণ সম্পর্ক প্রমাণ করার জন্য যুক্তিভিত্তিক পূর্বানুমানকে অনুসিদ্ধান্ত বলে।

আর গবেষণা আরম্ভ করার পূর্বেই জ্ঞানত: ও পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষক সমস্যার প্রকৃতি, পরিধি, কারণ, প্রভাব এবং তার সাথে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্কে যে সাময়িক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাকে গবেষণা অনুসিদ্ধান্ত (Research Hypothesis) বলে। আরেকটু সহজ করে বললে এভাবে বলা যায় যে, গবেষণা প্রস্তাবনা লিখার পূর্বে পুরো কাজটি কি, কেন এবং কিভাবে করা হবে, মনে মনে সেটির যে ছবি আঁকা হয় তাই অনুসিদ্ধান্ত। নিম্নে অনুসিদ্ধান্তের কিছু বৈশিষ্ট্য উলেখ করা হলো-

১. অনুসিদ্ধান্তটি সুনির্দিষ্ট হবে।
২. অনুসিদ্ধান্তটি যাচাইযোগ্য হবে।
৩. ধারণাগত দিক থেকে এটি থাকবে সুস্পষ্ট ।
৪. এটি সহজ সরল ভাষায় গঠিত এবং সংক্ষিপ্ত থাকবে।
৫. এটি বাস্তব অভিজ্ঞতাপুষ্ট হবে।
৬. প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সাথে এটি সামঞ্জপূর্ণ হবে।
৭. প্রচলিত কৌশলাদির সাথে এটি সম্পর্কযুক্ত থাকবে।
৮. পর্যবেক্ষণযোগ্য বিষয়াদির সাথে এটি ঘনিষ্ট থাকবে।
৯. অনুসিদ্ধান্তটি হবে যুক্তিসঙ্গত ধারণার প্রকাশক।

৯. গবেষণা পদ্ধতি/ Research Methodology/منهج البحث

পড়াশুনা, পাঠদান, গবেষণা অথবা গবেষণা বিষয়ক যে কোন কাজ করার বাধা-ধরা নিয়ম নীতিকেই বলা হয় গবেষণা পদ্ধতি।

www.pathagar.com

এর সংজ্ঞা বিষয়ে ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে উল্লেখ আছে- ***Methodolgy*** *is a system of ways of doing, teaching or studying something.*

এ অধ্যায়ের প্রধান অংশে বিস্তারিতভাবে গবেষণার তথ্য সংগ্রহের উপকরণ ও পদ্ধতি ইত্যাদি থাকে। আলোচ্য শিরোনামের গবেষণা কর্মটি বাংলা/ ইংরেজী/ আরবী/ উর্দূ/ ফার্সী নাকি অন্য কোন ভাষায় হবে তার বিবরণ থাকবে। বিশেষ কোন পদ্ধতি ব্যবহার করা হলে সেটিও উল্লেখ করতে হবে। গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে যা অন্তর্ভুক্ত থাকে তা হলো নিম্নরুপ–

ক. নমুনা নির্বাচন (Selection of the Sample)
খ. পরীক্ষামুলক নকশা (Experimental Design)
গ. তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (Elements of Data Collection) (যেমন ঃ প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, অভীক্ষা ইত্যাদি)
ঘ. উপাত্তের উৎস (Source of Data)
ঙ. উপাত্ত সংগ্রহের পদ্ধতি (Methods of Data Collection)
চ. ব্যবহৃত পরিসংখ্যানগত কৌশল (Used Statistical Strategies)

১০. সময় বন্টন /Time Schedule/توزيع الأوقات

গবেষককে টাইম সিডিউল দিতে হবে যে, তিনি দু'বছর বা পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর গবেষণা সমাপ্ত করবেন। সে অনুযায়ী গবেষণা কর্মটি সময়ের সাথে বিভক্ত করবেন। তথ্য সংগ্রহের জন্যে মোট সময়ের অর্ধেক ভাগ, থিসিস খসড়া তৈরীর জন্যে মোট সময়ের মোট সময়ের চারের এক ভাগ, কম্পোজের জন্যে মোট সময়ের আটের এক ভাগ, প্রুফ দেখার জন্যে বাঁধাইয়ের জন্যে মোট সময়ের আটের এক ভাগ নির্ধারিণ করতে হবে। সাধারণত গবেষণা কর্মটি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প হলে সেখানে বছর ভিত্তিক কাজের বিবরণী দিতে হয়। প্রকল্পটি দু বছরের হলে নিম্নরুপভাবে বছর ভিত্তিক কাজের বিবরণী দিতে হয়। যেমন-

• প্রকল্পের তথ্য সংগ্রহের জন্য মোট সময়ের অর্ধেক ভাগ	১২ মাস
• প্রকল্প খসড়া তৈরীর জন্য মোট সময়ের চারের এক ভাগ	০৬ মাস
• কম্পোজের জন্য মোট সময়ের আটের এক ভাগ	০৩ মাস
• প্রুফ দেখা ও বাঁধাইর জন্য মোট সময়ের আটের এক ভাগ	০৩ মাস
	২৪ মাস

www.pathagar.com

১১. বাজেট/Budget/ميزان البحث

সাধারণত গবেষণা কর্মটি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প হলে সেখানে বছর ভিত্তিক বাজেট বিবরণী দিতে হয়। তাছাড়া সাধারণ গবেষণার জন্যেও একটি বাজেট থাকলে সে অনুযায়ী অর্থ যোগাড় করে গবেষণা করলে কাজের অগ্রগতি হয়। গবেষণা কর্মটি কোন প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প হলে সেখানে বছর ভিত্তিক নিম্নরুপ বাজেট বিবরণী দিতে হবে।

খাতওয়ারী খরচের বিবরণ

• গবেষণা সহকারীর ভাতা	৩,০০০×১২ মাস =	৩৬,০০০/=
• প্রজেক্ট ডিরেক্টরের ভাতা	১মাসের সমপরিমাণ বেতন =	৩৯,৫০০/=
• গ্রন্থ সংগ্রহ বাবদ		২২,৫০০/=
• উপাত্ত ও তথ্য সংগ্রহ		২০,০০০/=
• উপাত্ত ও তথ্য ফটোকপি		১০,০০০/=
• মনোহারী দ্রব্য		০২,০০০/=
• কম্পোজ আনুমানিক পৃষ্ঠা	২০০×৫০=	১০,০০০/=
• চূড়ান্ত ১০কপি ফটোষ্ট্যাট	২০০×৩=	০৬,০০০/=
• বাঁধাই ১০ কপি	২০০×১০=	০২,০০০/=
• বিবিধ		০২,০০০/=
	মোট =	১,৫০,০০০/=

কথায় ঃ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা) মাত্র।

১২. থিসিসের সংগঠন/Organization of Thesis/تنظيم البحث

থিসিসটি কিভাবে সংগঠিত হবে তার একটি ধারাবাহিক বিবরণ থাকতে হবে। অর্থাৎ এটি মোট কয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত থাকবে। এরপর অধ্যায়ের শিরোনাম-গুলো কি হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের অধীনে কতগুলো পরিচ্ছেদ এবং সেগুলো কি কি শিরোনামে হবে তার উল্লেখ থাকতে হবে।

১৩. ফলাফল/Research Result/نتيجة البحث

আলোচ্য শিরোনামটির উপর এ ধরণের একটি কাজ পরিচালিত হলে এই এই ফলাফল পাওয়া যাবে। ফলাফলগুলো স্পষ্টাকারে উপস্থাপন করতে হবে। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণ এবং বিশ্লেষণ, প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে উপনীত সিদ্ধান্তসমূহের বিবরণ এবং বর্তমান গবেষণার ফলাফলের সাথে সংশিষ্ট অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের তুলনা এবং এদের পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ণয় ইত্যাদি বিষয় এখানে আলোচনা করতে হবে।

www.pathagar.com

১৪. সুপারিশ/ Research /قرارة البحث

গবেষণার ফলাফল থেকে গবেষণার সমস্যাটির যেসব দিক জানা বা বুঝা সম্ভব হয়নি এবং কোন কোন দিক নিয়ে আরও গবেষণা করা প্রয়োজন, অভিসন্দর্ভ/ গবেষণা প্রতিবেদন এ অংশে তার সুপারিশগুলো উল্লেখ করতে হবে।

১৫. তথ্যপঞ্জী/ Bibliography/المراجع

গবেষণায় ব্যবহৃত প্রাসংগিক গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি, সাময়িকী, জার্নাল ইত্যাদির ধারাবাহিক বর্ণনা হলো তথ্যপঞ্জি। তথ্যপঞ্জী-এর সংজ্ঞা বিষয়ে ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে উল্লেখ আছে-***Bibliography*** *is a list of the books and articles that have been used by someone when writing a particular book or article.*

এটি গবেষণার একেবারে শেষাংশে দিতে হয়। এটি গবেষণা থিসিস/ প্রতিবেদন/ গ্রন্থের সম্পুরক, আধুনিক যুগে এটি গবেষণার ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষক

গবেষক পরিচিতি/গবেষকের গুণাবলী

গবেষকের দায়িত্ব

উত্তম তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন/যথাযথ বিষয় শিরোনাম নির্ধারণ

রেজিস্ট্রেশনের জন্যে আবেদন/এম.ফিল. কোর্সে যোগদান

এম.ফিল. প্রথম পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ/পিএইচ.ডি. কোর্সে যোগদান

গবেষকের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান

তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফাইল সংরক্ষণ/ফাইল শ্রেণীকরণ/তথ্য সংগ্রহের নিয়ম

পরিকল্পনা মাফিক চলা/ডায়েরী ব্যবহার/সিনোপসিস সাথে রাখা

গবেষণার নিয়ম মেনে চলা

গবেষণা শুরুর নিয়ম/অধ্যায় শুরুর নিয়ম/ কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা

সময়ের গুরুত্ব দেয়া

টার্গেট নির্ধারণ/সময় নির্ধারণ/সময়ের সদ্ব্যবহার/ছুটি নিয়ে গবেষণা

নিয়মানুযায়ী পড়ালেখা করা

বিষয় ভিত্তিক অধ্যয়ন/বিষয়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নাম্বার জানা

পড়ার নিয়ম মেনে চলা/লেখার নিয়ম মেনে চলা

কার্ডের ব্যবহার জানা/অনুবাদের নিয়ম মেনে চলা

মৌখিক পরীক্ষার নিয়ম মেনে চলা/মৌখিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য

সমকালীন যন্ত্র-পাতির ব্যবহার জানা

কম্পিউটারে বিশেষ জ্ঞান থাকা/ইন্টারনেটের ব্যবহার জানা

আল-মাকতাবাতুশ শামেলার ব্যবহার জানা

কম্পোজে সাবধানতা অবলম্বন/অটো-সংশোধন করা/প্রুফ দেখা

গবেষণায় বিধি-নিষেধ

গবেষণায় বর্জনীয়/গবেষণা শিরোনাম অভিন্ন হওয়া

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা হওয়া/অন্যের বক্তব্য হুবহু উপস্থাপন করা

গবেষণায় ফাঁকি দেয়া/বেশী বেশী বন্ধু গ্রহণ করা

বেশী বেশী ক্লাবে গমন করা/বিনোদনে জড়ানো/ধৈর্য্য হারানো

থিসিস জমাদানের পূর্বে/পরে করণীয়

মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি/মৌখিক পরীক্ষার পরে করণীয়

থিসিস সংশোধন করা/প্রবন্ধ রচনা করা/সংযোজন-বিয়োজন করা

তত্ত্বাবধায়কের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা/পান্ডুলিপি তৈয়ার করা

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষক/Researcher/الباحث

গবেষক/Researcher /الباحث পরিচিতি

গবেষণা মানে অন্বেষণ বা বিশেষ দৃষ্টিতে খোঁজ করা। যিনি একাজটি সম্পাদন করেন তিনিই গবেষক। ***Oxford*** এবং(*Cambridge Advanced Learners* সহ বিভিন্ন অভিধানে গবেষক শব্দের অর্থ লিখা হয়েছে যিনি গবেষণা করেন, সত্যানুসন্ধান করেন, কোন বিষয়ের উপর পদ্ধতিগত অনুসন্ধান ও অনুধ্যান করে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং নতুন জ্ঞান আবিষ্কারের লক্ষ্যে যিনি অনুসন্ধান করেন তিনিই গবেষক। যেমন তেমন করে কিছু লিখলেই যেমন লেখক হওয়া যায় না, তেমনি যেমন তেমন করে গবেষণা করলেই গবেষক হওয়া যায় না। যেটা সামনে আছে বা অন্যে খোঁজ করে বের করেছে সেটা পুন:উপস্থাপনকারীও গবেষক নন। বিধি-বদ্ধ নিয়মানুসারে অনুসন্ধিৎস্যু মন নিয়ে নতুন জ্ঞান আবিষ্কারে যিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখবেন তিনিই হবেন প্রকৃত গবেষক।

গবেষকের গুণাবলী/Characteristics of Researcher/أوصاف الباحث

গবেষণা কাজটি খুবই কঠিন। বিধায় সবাইকে দিয়ে এ কাজটি সম্ভব নয়। গবেষক হতে হলে তার বিশেষ কিছু গুণ থাকা দরকার। নিম্নে এর কিছু উল্লেখ করা হলো-

১. **বিষয়ভিত্তিক বিশেষ জ্ঞান থাকা ঃ** গবেষককে বিষয়ভিত্তিক বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে। কোন বিষয়ে ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে সে বিষয়ে গবেষণায় অগ্রসর হওয়া মোটেই উচিৎ নয়। বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান না থাকার কারণে কোন কোন গবেষককে গবেষণার মাঝপথে থমেক দাড়াতে দেখা যায়।

২. **আনুষঙ্গিক বিষয়ে ধারণা থাকাঃ** গবেষকের শুধু গবেষণা বিষয়ে জ্ঞান থাকলেই চলবে না। আনুষঙ্গিক বিষয়েও তাঁর ধারণা থাকতে হবে। অন্যথায় গবেষণা সম্পূরক হবে না।

www.pathagar.com

৩. **অনুসন্ধিৎস্যু হওয়া ঃ** গবেষককে অনুসন্ধিৎস্যু হতে হবে। শুধু দু'চারটে গ্রন্থের এখান সেখান থেকে লিখে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পূর্ণ করলেই সেটা গবেষণা হবে না। তাঁকে অনুসন্ধিৎস্যু মন নিয়ে গভীর দৃষ্টি দিয়ে গবেষণা করতে হবে।

৪. **সৃজনশীল মন-মানসিকতা সম্পন্ন হওয়া ঃ** গবেষককে সৃজনশীল মন-মানসিকতা সম্পন্ন হতে হবে। গবেষণা মানে অপরের বিষয়টি চর্বিত চর্বণ নয়। নিজে নতুন কিছু সৃষ্টি করা। গবেষক সৃজনশীল মন-মানসিকতা সম্পন্ন না হলে তাঁর গবেষণা কখনো মান সম্পন্ন হবে না।

৫. **অধ্যাবসায়ী হওয়া ঃ** গবেষককে অধ্যাবসায়ী হতে হবে। কারণ গবেষণা একটি সাধনার বিষয়। অধ্যাবসায়ী না হলে এ সাধনা হবে না। আর হলেও সে গবেষণা কখনো মান সম্পন্ন হবে না।

৬. **প্রখর মেধাবী হওয়া ঃ** গবেষককে প্রখর মেধাবী হতে হবে। কারণ মেধাহীনদেরকে দিয়ে অন্য সব কাজ হলেও অন্তত গবেষণা কাজ তাকে দিয়ে সম্ভব নয়।

৭. **সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া ঃ** গবেষককে সূক্ষ্ম দৃষ্টি সম্পন্ন হতে হবে। কেননা গবেষণা কাজটি সবার জন্য নয়। সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছাড়া আসলে গবেষণা সম্পন্ন সম্ভব নয়।

৮. **সুশৃংখল হওয়া ঃ** গবেষণার কাজ সুশৃংখলার কাজ। কাজে এলোমেলো হয়ে গেলে সে কাজ গুছিয়ে শৃংখলাবদ্ধ করা খুবই কঠিন। এজন্যে গবেষককে নিজে সুশৃংখল হতে হবে। তাহলে তাঁর কাজও সুশৃংখল হবে।

৯. **সময়ের সদ্ব্যবহারকারী হওয়া ঃ** যে কোন কাজের জন্য সময় একটি বড় বিষয়। বিশেষত গবেষণার ক্ষেত্রে। গবেষককে সময়ের সদ্ব্যবহারকারী হতে হবে। সময়ের সদ্ব্যবহার না করলে নির্ধারিত সময়ে গবেষণা সমাপ্ত সম্ভব হবে না।

১০. **ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা ঃ** গবেষক যে ভাষায় গবেষণা করবেন সে ভাষা সম্পর্কে তাঁর সম্যক ধারণা থাকতে হবে। অন্যথায় তাঁর দ্বারা গবেষণা সম্ভব হবে না।

১১. **ধৈর্যশীল হওয়া ঃ** গবেষণায় সবচে' বড় বিষয় ধৈর্য। ধৈর্যশীল না হলে সে গবেষককে দিয়ে তিন বছরের গবেষণা ছয় বছরেও শেষ করানো যাবে না।

www.pathagar.com

১২. **সংযমী হওয়া ঃ** গবেষণার সময় গবেষককের মাথা স্বাভাবিকভাবেই গরম থাকে। এমনও হয় যে, তিনি চোখে সরষে ফুল দেখেন। অথৈই পাথারে কোন কূল কিনারা পান না। এসময়টিতে গবেষককে সংযমী হতে হবে। যখন তখন মনে যা আসবে তাই করা যাবে না। তাহলে গবেষণা শিকেয় উঠবে।

১৩. **চৌকস হওয়া ঃ** গবেষককে চৌকস হতে হবে। মানে তাকে সকল কাজের কাযী হতে হবে। তাহলে গবেষণার কাজ এগুবে। অন্যথায় গবেষণা যথা সময়ে সমাপ্ত সম্ভব হবে না।

১৪. **সাহসী হওয়া ঃ** গবেষককে অবশ্যই সাহসী হতে হবে। গবেষণা কাজে কাউকে ভয় করা চলবে না। মাথা নত করা যাবে না কারো কাছে। অন্যথায় গবেষকের গবেষণা যথাযথ হবে না।

১৫. **কাজে আগ্রহী ও আন্তরিক হওয়া ঃ** গবেষককে তার কাজে যেমন আগ্রহী হতে হবে তেমনি আন্তরিকও হতে হবে। কাজে আগ্রহ ও আন্তরিকতা না থাকলে কাজে কখনো অগ্রসর হওয়া যাবে না।

১৬. **কার্পণ্য পরিত্যাগ করা ঃ** গবেষককে কৃপণ হওয়া যাবে না। গবেষণায় কার্পণ্য করলে তাঁর কাজ কখনো অগ্রসর হবে না। গবেষণার সময় গবেষককে অর্থের দিকে না তাকিয়ে সময়ের দিকে তাকাতে হবে। গবেষণার সময় টাকার সাশ্রয়ের চিন্তা না করে সময় সাশ্রয়ের চিন্তা করতে হবে। এ সময় অর্থ না বাঁচিয়ে সময় যত কাজে লাগানো যাবে, গবেষণা ততো অগ্রসর হবে। কারণ যে বইটি বা যে তথ্যটি যে মুহূর্তে সংগ্রহ করা দরকার, টাকা বাঁচাতে গিয়ে সেটা তখন না করলে, ঐ বই বা তথ্যটির জন্যে গবেষণা দেরী হবে। অথবা নিজে বাজার করলে ২/৪টি টাকার সাশ্রয় হবে কিন্তু ছেলে অথবা কাজের লোককে দিলে ২/৪ টাকা বেশী লাগবে। এই ২/৪ টাকা সাশ্রয়ের জন্য ১/২ ঘন্টা সময় অপচয় করা গবেষকের জন্য মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

১৭. **বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করা ঃ** শুধু গবেষক নয়;বদ অভ্যাস সকলের জন্য পরিত্যাগ অবশ্য বাঞ্ছনীয়। গবেষককে তাঁর গবেষণার সময় নিজের বদ অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। অন্যথায় তার গবেষণায় ভাটা পড়বে।

www.pathagar.com

১৮. **স্বাবলম্বী হওয়া ঃ** গবেষককে স্বাবলম্বী হতে হবে। ধার-কর্জ করে অন্য কাজ হলেও অন্তত গবেষণার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন সম্ভব নয়। কারণ তথ্য সংগ্রহ, কম্পোজ, ফটোকপি এবং থিসিস জমা দিতে অনেক টাকার প্রয়োজন। আবার যথা সময়ে সেটা না করতে পারলে সময় চলে যাবে এবং ডিগ্রী ভেস্তে যাবে।

১৯. **সতর্কশীল হওয়া ঃ** গবেষককে অত্যন্ত সতর্কশীল হতে হবে। গবেষণার সময় অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগুতে হবে। অসতর্কতার কারণে গবেষণায় অনেক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। যেমন- লিখিত পান্ডুলিপি ফটোকপি না রেখে মূল কপিটাই কম্পোজ করতে কোন কম্পিউটারে দেয়া হলো আর সেখান থেকে পান্ডুলিপিটি হারিয়ে গেল। অথবা কম্পোজ শেষ। কিন্তু সেটার কোন কপি অন্য ড্রাইভে বা পেন ড্রাইভে না রেখেই সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে অসতর্কতার জন্যে ফাইলটি ডিলিট হয়ে গেল। শুধু অসতর্কতার জন্য গবেষণার কাজ কয়েক মাস পিছিয়ে যেতে পারে।

২০. **কথা কাজে মিল থাকা ঃ** গবেষককে তাঁর কথা কাজে মিল থাকতে হবে। অন্তত তত্ত্বাধায়কের সাথে কথা ঠিক রাখতে হবে। তত্ত্বাধায়কের সাথে যে সময়ে সাক্ষাৎ করার কথা, ঠিক সে সময়েই যেতে হবে। হতে পারে তত্ত্বাধায়ক অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন এটিই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে যথাসময়ে তার নাগাল না পাওয়ার কারণে গবেষণায় দেরী হবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

২১. **সঠিক আকীদাসম্পন্ন হওয়া ঃ** গবেষককে সর্বদা সঠিক আকীদাসম্পন্ন হতে হবে। আল-কুরআন ও আল-হাদীস এবং ইসলামের আইন-কানুনের উপর কোন গবেষণা হলে সেক্ষেত্রে গবেষক সঠিক আকীদাসম্পন্ন অবশ্যই হতে হবে। অন্যথায় গবেষণায় ভ্রান্ত আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটবে।

২২. **নিরপেক্ষ হওয়া ঃ** গবেষককে সর্বদা নিরপেক্ষ হতে হবে। নিজের মতের স্বপক্ষে শক্তিশালী সমর্থন না পেলে নিজের মতের প্রাধান্য দেয়া যাবে না। বিশিষ্ট কোন আলিমের মত হলেও তা পর্যালোচনা না করে গ্রহণ করতে পারবেন না। গবেষক অনুমানভিত্তিক কথা পরিত্যাগ করবেন। গবেষককে সবসময় সালিশ তথা তৃতীয় ব্যক্তি হিসাবে গবেষণা করতে হবে।

www.pathagar.com

দল-মত নির্বিশেষে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে তাঁকে গবেষণা করতে হবে। আল-কুরআন ও আল-হাদীস এবং ইসলামের আইন-কানুনের উপর কোন গবেষণা হলে নিরপেক্ষতা তো ১০০% বজায় রাখতে হবে। কোন মযহাবের মতে সব কিছু পর্যালোচনা করে আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসের দৃষ্টিতে কোনটি সঠিক, গবেষককে সে বিষয়টিই প্রাধান্য দিতে হবে।

গবেষকের দায়িত্ব/Responsibility of Researcher/مسئوليات الباحث

গবেষক হলেই হবে না। গবেষণা করতে গেলে তাঁকে অবশ্যই কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। তাহলে তিনি প্রকৃত গবেষক হতে পারবেন না। এ দায়িত্বে কোনরূপ অবহেলা হলে তার গবেষণা ভেস্তে যাবে। তাই গবেষককে নিম্নের দায়িত্বগুলো পালনে আন্তরিক হতে হবে।

১. উত্তম তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন/Skilled Guide Selection/اختيار المشرف الجيد

গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তত্ত্বাবধায়ক বা গাইড নির্বাচন। তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনে ভুল হলে গবেষণার ক্ষেত্রে ভোগান্তির অন্ত থাকে না। গবেষক যত ভালো হোন না কেন, তত্ত্বাবধায়ক ভালো না হলে গবেষণায় চরম মাসূল দিতে হয়। তত্ত্বাবধায়কের মর্জি মত বিষয় এবং গবেষণা না হলে গবেষকের ডিগ্রী শিকেয় উঠে। ব্যাট-বল এক না হলে যেমন রান হয় না। গাইড ও গবেষক একমত ও এক পথের না হলে গবেষণা সমাপ্ত প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। তাই গবেষককে একজন ভাল তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনে খেয়াল রাখতে হবে যে, নির্ধারিত বিষয়টি তত্ত্বাবধান করার মত তত্ত্বাবধায়কের অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা আছে কিনা। কারণ জ্ঞানের ক্ষেত্র এত প্রসারিত হচ্ছে যে, বর্তমানে সবাইকে বিশেষক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য হচ্ছে। তাই নির্বাচিত বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ বা আগ্রহশীল তত্ত্বাবধায়ক না হলে গবেষণা যথাযথ হবে না।

২. যথাযথ শিরোনাম নির্ধারণ/Appropriate Topic Selection/ اختيار العنوان الجيد

গবেষণার জগৎ ভিন্ন জগৎ। পড়াশুনা করে বিএ/এমএ পাশ করার মত এটি নয়। অনেক গবেষক গবেষণা করতে চায় কিন্তু তিনি জানেন না তাকে কি করতে হবে? কিছু না বুঝতে পেরে তিনি সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকেন। গবেষকের বিষয় দুনিয়া জুড়ে। কিন্তু একজন গবেষকের পক্ষে সকল বিষয়ে অথবা একটি বিষয়ের সকল দিক ভাগ নিয়ে গবেষণা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

তাই তাকে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট দিকগুলোর মধ্যে যে দিকটি সহজ, তথ্য-উপাত্ত সহজলভ্য এবং দেশ-জাতির কাজে আসবে সে বিষয়টিই নির্বাচন করা দরকার। আর বিষয়টি কি? কেন? এবং কিভাবে এ বিষয়ে গবেষককে দৃষ্টি রাখতে হবে। যেমন তেমন বিষয় নির্বাচন করে গবেষণা সম্পন্ন যেমন কঠিন; সেটা দিয়ে দেশ জাতি কোন প্রকার উপকৃত না হলে সেটা আরো যাতনার। এতে শুধু ডিগ্রীটাই অর্জন হবে অন্য কিছু নয়। গবেষক কোন বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে গেলে সে সম্পর্কে নিজেকে কতিপয় প্রশ্ন করবেন। এই আত্মজিজ্ঞাসা সঠিক বিষয়বস্তু নিবার্চনে যথেষ্ট সহায়তা করবে। প্রশ্নগুলো হচ্ছে-

১. বিষয়বস্তু আগ্রহ উদ্দীপক কি না?
২. বিষয়বস্তুতে নতুনত্বের ছোঁয়া আছে কি না?
৩. সমস্যাটি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভবপর কি না?
৪. বিষয়বস্তুটি জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করবে কি না?
৫. গবেষণায় প্রয়োজনীয় আর্থিক সংগতি, যথেষ্ট সময় ও পরিমিত সাহস আছে কি না?
৬. সমস্যাটি উন্নতমানের কি না?
৭. বিষয়বস্তুটির কোন দাবীদার আছে কি না?
৮. গবেষণা বিষয়ের সহায়ক নোটবুক, গ্রন্থবলী যথেষ্ট মওজুদ আছে কিনা?
৯. মওজুদ থাকলে তা গ্রন্থাগারে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাবে কিনা?
১০. প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী থাকলে যথাসময়ে সংগ্রহ করা সম্ভব হবে কিনা?
১১. ভালোভাবে প্রস্তুতির জন্য অন্যান্য গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হবে কিনা?
১২. এসব নোটবুক বা গ্রন্থাবলী বাহির থেকে ধার করে সংগ্রহ করা যাবে কিনা?
১৩. গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে নোট করা বা তথ্য সংগ্রহ করা কিনা?
১৪. গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে কোন জিরোক্স বা ফটোকপি মেশিন আছে কিনা?
১৫. থাকলে তা ভাল আছে কিনা বা তা ব্যবহারের অনুমতি আছে কিনা ?

৩. রেজিস্ট্রেশনের জন্যে আবেদন/Application for Registration/ العريضة للتسجيل

সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণত জুন মাসের শেষে/জুলাই মাসের শুরুতে এম.ফিল./পিএইচ. ডি.-এর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়ে থাকে। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর নির্ধারিত টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে গবেষণার নির্ধারিত আবেদন পত্র সংগ্রহ করে পূরণ করে তা নির্ধারিত অফিসে জমা দিতে হয়।

www.pathagar.com

আবেদনপত্রের সাথে সকল পরীক্ষার নম্বরপত্রী সংযুক্ত করতে হয়। ফরম পূরণ যথাযথ না হল তা বাদ পড়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ফরমের বিশেষ কলামে গবেষণার শিরোনাম বাংলা ও ইংরেজীতে লিখতে হয়। বিশেষ কলামে শিরোনাম যথাযথ কিনা এ বিষয়ে গবেষণা হতে পারে কিনা তত্ত্বাবধায়কের সে বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ স্বাক্ষর থাকতে হয়।

চাকুরীরত গবেষককে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি বা অনাপত্তি সার্টিফিকেট (NOC) নিতে হয়। অনাপত্তি সার্টিফিকেট নিতে আবেদনের সাথে বিজ্ঞপ্তির একটি কপি সংযুক্ত করে দিতে হয়। তা না করলে গবেষক রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হলেও কর্তৃপক্ষ অনুমতি না নেয়ার অজুহাতে ছুটি দিবেন না। ছুটি না নিলে কোর্সে যোগদানপত্র গৃহীত হবে না। অতীতে দেখা গেছে ভুলে হয়তো কারো ডিগ্রী হয়ে গেছে কিন্তু পরবর্তীকালে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সে ডিগ্রী বাতিল হয়ে গেছে।

৪. এম. ফিল. কোর্সে যোগদান

যোগদানপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে কম্পিউটার কম্পোজ করে দিতে হয়। প্রত্যেক গবেষক এম.ফিল. ১ম পর্বের নিয়মিত ছাত্র হওয়ায় তাঁর জন্যে শিক্ষা ছুটি অবশ্যই প্রয়োজন। তাই এম.ফিল. কোর্সে যোগদানের জন্য প্রত্যেক গবেষকের এক বছরের শিক্ষা ছুটি প্রয়োজন। শিক্ষা ছুটি ছাড়া এম.ফিল. কোর্সে যোগদানপত্র গৃহীত হবে না। যথাযথ কর্তৃপক্ষ বলতে নিজ অফিস প্রধান (চাকুরীরতদের বেলায়) বিভাগীয় সভাপতি, হল প্রভোষ্ট-এর সুপারিশ ও স্বাক্ষরসহ নির্ধারিত ফী (বিভাগ ও হলের জন্যে আলাদাভাবে) জমা দিয়ে ব্যাংকের রশিদসহ জমা দিতে হয়।

৫. এম. ফিল. প্রথম পর্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ

বছর শেষে ১ম পর্বের ৪০০ নাম্বারের (৩টি কোর্সে/পত্রে ৩০০+ মৌখিক ১০০) চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় (বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে এর তারতম্য হতে পারে)। প্রতি কোর্সে ২টি প্রশ্নের (৫০+৫০=১০০) উত্তর দিতে হয়। প্রতি কোর্সে/পত্রের পাশ নাম্বার ৫০। ১ম পর্ব উত্তীর্ণ হলে ২য় পর্বে নির্ধারিত শিরোনামে নির্ধারিত সময়ে গবেষণা পত্র রচনা করতে হয়।

www.pathagar.com

৬. পিএইচ. ডি. কোর্সে যোগদান

এম.ফিল.-এর মতই পিএইচডিতে যোগদানের নিয়ম। তবে পিএইচ. ডি. কোর্সে যোগদানের জন্যে ছুটি বাধ্যতামূলক নয়। একই সাথে এম. ফিল. কোর্সেও পিএইচ. ডি. কোর্সে সংযুক্ত হওয়া যাবে না। সরকারী চাকুরীজীবিগণ ইউজিসি ফেলো হলে তাকে অবশ্যই শিক্ষাছুটি নিতে হবে, অন্যথায় গবেষক বৃত্তিপ্রাপ্ত হবেন না। পিএইচ.ডি. কোর্সের গবেষকদেরকে কোন কোর্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয় না। রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার পর থেকেই গবেষককে থিসিস লেখায় মনোনিবেশ করতে হয়। গবেষণাকালীন দুটি সেমিনার করতে হয়। আর ইউজিসি ফেলো হলে তাকে প্রতি বছর অগ্রগতি মূল্যায়ণ কমিটির কাছে পুরো বছরের কাজের রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। কমিটি প্রতি বছর গবেষণার অগ্রগতি মূল্যায়ণ রিপোর্ট ইউজিসিতে দাখিল করা সাপেক্ষে পরবর্তী বছরের জন্য বৃত্তি মঞ্জুর হয়। অন্যথায় গবেষক বৃত্তি প্রাপ্ত হবেন না।

৭. সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান/ Problems Indication & Solution/تسميم الأزمات و تحليلها

গবেষণা করতে গিয়ে গবেষক নানারকম সমস্যার সন্মুখীন হয়ে থাকেন। এসব সমস্যা চিহ্নিত না করতে পারার কারণেই মূলত গবেষকগণ গবেষণায় পিছিয়ে পড়েন। এমন কি গবেষণা ছেড়ে পালিয়ে বাঁচেন। আমার দৃষ্টিতে নিম্নের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে এর সমাধান করতে পারলে একজন গবেষক তাঁর গবেষণায় সফলতা লাভ করতে পারবেন।

১. **গবেষণা বিষয়ে সঠিক ধারণা না থাকা ঃ** এমন অনেক গবেষক আছেন যাঁরা তাঁদের গবেষণা বিষয়ে সঠিক ধারণা রাখেন না। তাই গবেষণা করতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলেন। এজন্য গবেষককে গবেষণা বিষয়ে প্রচুর লেখা পড়া করা দরকার। কেননা গবেষণা বিষয়ে গবেষকের সঠিক ধারণা না থাকলে সে বিষয়ে সঠিক গবেষণা কোন দিনই সম্ভব নয়।

২. **গবেষণা পদ্ধতি না জানা ঃ** এমন অনেক গবেষক আছেন যাঁরা গবেষণা করেছেন কিন্তু গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ে তাঁদের সঠিক কোন ধারণাই নেই। এজন্য যেমন তেমন করে থিসিস রচনা করে থাকেন। ফলে তার গবেষণা কোন মানের হয়না। এ বিষয়ে গবেষকের সঠিক ধারণা না জন্মানোর জন্য ব্যাপক পড়া শোনার দরকার।

www.pathagar.com

৩. **গবেষণা পদ্ধতি না বুঝা ঃ** এমন অনেক গবেষক আছেন যাঁরা গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্কে হয়তো কিছু ধারণা রাখেন কিন্তু গবেষণা পদ্ধতি বুঝেন না। গবেষণা পদ্ধতি যেমন জানতে হবে, তেমনি তা বুঝতেও হবে। গবেষণা পদ্ধতি না বুঝে গবেষণায় হাত দেয়া গবেষকের উচিৎ নয়।

৪. **সময়ের সদ্ব্যবহার না জানা ঃ** গবেষককে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, গবেষণার জন্য একটি সময় নির্ধারিত থাকে। সে সময়ের মধ্যে গবেষণা শেষ করতে না পারলে পুরো শ্রমটিই বরবাদ হয়ে যায়। তাই গবেষককে সময়ের সদ্ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়েই গবেষণা শেষ করতে হবে।

৫. **পরামর্শ না করা ঃ** এমন অনেক গবেষক আছেন যাঁরা গবেষণার বিষয়টিকে একান্ত আপনার মনে করেন। এ বিষয়টি অন্য কেউ জানুক এটি গবেষক এবং তার তত্ত্বাবধায়ক চান না। আসলে এটি গবেষণার ক্ষেত্রে মারাত্মক ভুল। গবেষককে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, গবেষণা কাজটি গবেষকের একান্ত হলেও এটি দেশ জাতির একটি অমূল্য সম্পদ। তাই যাঁরা এ বিষয়ে সামান্য সহযোগিতা করতে পারবেন এমন প্রত্যেকের সহযোগিতা গবেষককে অবশ্যই নিতে হবে। তাহলে তার অভিসন্দর্ভ তথ্যসমৃদ্ধ হবে।

৬. **পরামর্শ না বুঝা ঃ** কোন কোন গবেষক গবেষণা বিষয়ে দুচারজনের পরামর্শ গ্রহণ করেন ঠিকই। কিন্তু তিনি সঠিক পরামর্শ বুঝে উঠতে পারেন না। এজন্য গবেষককে পরামর্শ বুঝার চেষ্টা করতে হবে।

৭. **পরামর্শ অনুযায়ী কাজ না করা ঃ** আবার কোন কোন গবেষক আছেন যাঁরা গবেষণা বিষয়ে দু চারজনের পরামর্শ গ্রহণ করেন ঠিকই। কিন্তু তিনি সে অনুযায়ী কাজ করেন না। ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক ঔষধ না খেলে যেমন রোগ সারে না তেমনি গবেষককে পরামর্শ বুঝে সে অনুযায়ী গবেষণা না করলে সে গবেষণা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়না।

৮. **তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি না জানা ঃ** গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ একটি বড় বিষয়। এমন অনেক গবেষক আছেন যাঁরা গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানেন না। পদ্ধতি না জানার কারণে তাঁরা গবেষণার আগা-মাথা বুঝতে পারেন না।

৯. **তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি না বুঝা ঃ** এমন অনেক গবেষক আছেন যাঁরা গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানেন কিন্তু পদ্ধতি বুঝতে পারেন না। পদ্ধতি না বুঝার কারণে তাঁরা কি করবেন তা নির্ধারণ করতে পারেন না। ফলে গবেষণায় পিছিয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

১০. **তথ্য-উপাত্ত যথাযথ না পাওয়া ঃ** এমন অনেক গবেষক আছেন যাঁরা গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানেন এবং বুঝেনও কিন্তু তথ্য-উপাত্ত যথাযথ না পাওয়ার কারণে সঠিকভাবে গবেষণা করতে পারেন না। তথ্য উপাত্ত যথাযথ পাওয়ার জন্য নিয়মানুযায়ী চেষ্টা করতে হবে।

১১. **তথ্য-উপাত্তের উৎস না জানা ঃ** গবেষকের গবেষণা সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত কোথায় পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে তথ্য-উপাত্ত যথাযথ সংগৃহীত হয় না। তাই গবেষণাও ফলপ্রসূ হয় না।

১২. **তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা না করা ঃ** অনেক গবেষক আছেন, যাঁরা গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি জানেন বুঝেন কিন্তু তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের বিষয়ে চেষ্টা করেন না। সঠিকভাবে গবেষণা করতে হলে তথ্য-উপাত্ত পাওয়ার জন্য সদা চেষ্টা থাকতে হবে।

১৩. **তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা ঃ** এমন গবেষকের অভাব নেই যাঁরা গবেষণার অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন কিন্তু সেগুলো যথাযথ সংরক্ষণ করেন না। এ কারণে গবেষণার সময় তা সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। আর গবেষণার সময় নষ্ট হয়। এজন্য যথাসময়ে গবেষণা করতে চাইলে অবশ্যই গবেষককে তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

১৪. **তথ্যের সঠিক ব্যবহার না জানা ঃ** অনেক গবেষক আছেন যাঁরা গবেষণার পদ্ধতি অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণও সঠিকভাবে করেন কিন্তু সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার না জানার কারণে গবেষণার সময় দিশেহারা হয়ে পড়েন। যথাসময়ে গবেষণা সমাপ্ত করতে চাইলে অবশ্যই গবেষককে তথ্যের সঠিক ব্যবহার জানতে হবে।

১৫. **অনুবাদ না বুঝা ঃ** গবেষককে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, তাঁর গবেষণা যে ভাষাতেই হোক না কেন তা তথ্যবহুল করতে অবশ্যই অন্য ভাষা হতে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। অন্য ভাষার তথ্য অভিসন্দর্ভের ভাষায় রূপান্তর করতে সে ভাষায় সম্যক ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে। অনেক গবেষকের তা না থাকার কারণে অনুবাদ বুঝতে পারেন না। তাই যেমন তেমন করে অনুবাদ করে থাকেন। এতে গবেষণার মান ক্ষুন্ন হয়।

১৬. **ভাব অনুযায়ী অনুবাদ করতে না পারা ঃ** অনেক গবেষক অন্য ভাষা বুঝেন কিন্তু নিজের ভাব অনুযায়ী অনুবাদ করতে পারেন না।

www.pathagar.com

ফলে তাঁর কাজটি তথ্যবহুল হয়না। মনে রাখতে হবে অনুবাদ অর্থ শব্দের হুবহু অর্থ নয়; অনুবাদ হলো অন্য ভাষার মূল ভাবটি নিজস্ব ভাষার স্টাইলে উপস্থাপন করা।

১৭. **জানা অনুযায়ী উপস্থাপন করতে না পারা ঃ** অনেক গবেষক অন্যভাষা বুঝে যথাযথ অনুবাদ করতে পারেন কিন্তু জানা অনুযায়ী যথাযথ উপস্থাপন করতে পারেন না। এজন্য গবেষককে অনুবাদ জানার সাথে সাথে উপস্থাপনাও জানতে হবে। অন্যথায় গবেষণা কর্মটি মান সম্পন্ন হবে না।

১৮. **গবেষণা না বুঝা ঃ** গবেষককে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, যে বিষয়ে তিনি গবেষণা করবেন সে বিষয়টি তাঁর কাছে অবশ্যই স্পষ্ট থাকতে হবে। যাতে তিনি গবেষণা বুঝতে পারেন। না বুঝে গবেষণা কখনও ফলপ্রসূ হয় না।

১৯. **গবেষণা বুঝতে চেষ্টা না করা ঃ** অনেক গবেষক আছেন যাঁরা গবেষণা বুঝতে চেষ্টা করেন না। গবেষককে একটি বিষয় বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে যে, তাঁর গবেষণা তাঁকেই করতে হবে। এটি অন্য কেউ করে দিবে না। তাই যেভাবেই হোক গবেষণা বুঝার জন্য তাঁকে বার বার চেষ্টা করতে হবে।

২০. **বোধ অনুযায়ী গবেষণা করতে না পারাঃ** যে বিষয়ে গবেষক গবেষণা করছেন সে বিষয়টি তাঁর কাছে অবশ্যই স্পষ্ট থাকতে হবে। তাঁর বিষয়টিকে যেভাবে বুঝেছেন সে বুঝ অনুযায়ী গবেষণা করতে হবে।

২১. **গবেষণার মাঝে বিরতি দেয়া ঃ** অনেক গবেষক আছেন যাঁরা গবেষণার মাঝে বিরতি দিয়ে থাকেন। গবেষককে একটি বিষয় বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে যে, তাঁর গবেষণা কর্ম তাঁকেই করতে হবে। এবং এটি র মাঝে কোন বিরতি চলবে না। কারণ গবেষণার একটি বড় বিষয় হলো কাজের ধারাবাহিকতা। এতে একবার ছেদ পড়ে গেলে আবার পিছন থেকে শুরু করতে হয়। এতে অনেক সময় অপচয় হয়।

২২. **তত্ত্বাবধায়কের সাথে যোগাযোগ রক্ষা না করা ঃ** অনেক গবেষক আছেন যাঁরা এম. ফিল. বা পিএইচ. ডি. কোর্সে আবেদনের পর এমন কি রেজিস্ট্রেশনের পরও তত্ত্বাবধায়কের সাথে যোগাযোগ রাখেন না। গবেষককে কিন্তু একটি বিষয় বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে যে, তাঁর গবেষণার প্রধান দিক নির্দেশক তাঁর তত্ত্বাবধায়ক। তাঁর সাথে যত যোগাযোগ রাখা যাবে তাঁর কাজ ততো দ্রুততম সময়ে শেষ হবে।

www.pathagar.com

২৩. **তত্ত্বাবধায়ককে ভয় করা ঃ** গবেষণা কাজের অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো তত্ত্বাবধায়ক ভীতি। অবশ্য কোন কোন তত্ত্বাবধায়কের আচরণ ভীতিপ্রদ এটিও অমূলক নয়। এরপরেও কাজ যেহেতু শুরু করা হয়েছে শেষ তো করতে হবে। তাই যতটুকু পারা যায়, তত্ত্বাবধায়কের সাথে দূরত্ব কমাতে ভয়-ভীতি উপেক্ষা করে সামনে এগুতে হবে।

২৪. **তত্ত্বাবধায়কের যথাযথ দিকনির্দেশনা না পাওয়া ঃ** গবেষণা কাজের অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ হলো তত্ত্বাবধায়কের যথাযথ দিক নির্দেশনা না পাওয়া। কোন কোন তত্ত্বাবধায়ক আছেন যারা নানা ব্যস্ততার কারণে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গবেষককে যথাযথ দিক নির্দেশনা দেন না। এতে গবেষককে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়।

২৫. **তত্ত্বাবধায়কের দিকনির্দেশনা যথাযথ না বুঝা ঃ** আবার এমন গবেষকেরও অভাব নেই যাঁরা তত্ত্বাবধায়কের যথাযথ দিকনির্দেশনা পাচ্ছেন ঠিকই কিন্তু তিনি তা যথাযথভাবে বুঝতে পারছেন না। আবার একই বিষয় নিয়ে তত্ত্বাবধায়ককে বারবার জিজ্ঞাসাও করতে পারছেন না। ফলে তাঁর গবেষণার কাজ পিছিয়ে যায়।

২৬. **তত্ত্বাবধায়কের দিকনির্দেশনা যথাযথ না মানা ঃ** আবার এমন গবেষকেরও অভাব নেই যাঁরা তত্ত্বাবধায়কের দিকনির্দেশনা যথাযথ পান এবং তা হৃদয়ঙ্গমও করতে পারেন কিন্তু তিনি তা যথাযথভাবে মানেন না। এতে তাঁর গবেষণার কাজ পিছিয়ে যায়।

২৭. **আর্থিক দৈন্যতা ঃ** আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে আজ-কাল গবেষকগণ গবেষণার জন্য আর গবেষণা করছেন না। হয়তো বা চাকুরী হয়নি অথবা হয়েছে তা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে। যেখানে অলসতায় সময় কাটে। তাই সময়টিকে কাজে লাগাতে গবেষণার জন্য রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন। কিন্তু গবেষণার কাজ শেষ করতে কমপক্ষে লাখ টাকার প্রয়োজন হয়। একজন বেকার বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবির পক্ষে এত বড় অংকের অর্থ যোগাড় করা সত্যি কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এজন্যে অনেকেই যথাসময়ে গবেষণা শেষ করতে পারেন না।

২৮. **ধৈর্য না থাকা ঃ** গবেষণার কাজ ধৈর্যের কাজ। গবেষণার কাজ ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। অনেক গবেষককেই দেখা যায় তাঁরা গবেষণার মাঝ পথে গিয়ে কেউ কেউ আবার তীরে ভিড়ানোর সময়েও নৌকো ডুবিয়ে দেন। এটি ধৈর্য না থাকার কারণেই হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

২৯. **সাহস না থাকা ঃ** গবেষণার কাজ অত্যন্ত সাহসের কাজ। সাহসী না হলে গবেষণার কাজে কারো হাত দেয়া ঠিক না। অনেক গবেষককেই দেখা যায় তাঁরা গবেষণার মাঝপথে গিয়ে সাহস হারিয়ে ফেলেন। কাজ ফেলে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা হয়। এটি সাহস না থাকার কারণেই হয়ে থাকে।

৩০. **নিরাশ হওয়া ঃ** গবেষণার কাজ অত্যন্ত ধৈর্য ও সাহসের কাজ। এ কাজে হাত দেয়ার আগে আশায় বুক বাঁধতে হবে। অনেক গবেষককেই দেখা যায় তাঁরা গবেষণার মাঝ পথে গিয়ে নিরাশ হয়ে যান। আবার অনেকেই মনে করেন গবেষণা করে কি হবে? । একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে সব সার্টিফিকেট সব সময় কাজে লাগে না এটি যেমন ঠিক, আবার সার্টিফিকেট যে বৃথা যায়না এটিও তেমনি ঠিক।

৩১. **আগ্রহ হারিয়ে ফেলা ঃ** শুধু গবেষণা নয়, যে কোন কাজেই আগ্রহ থাকতে হবে। তাহলেই সেটা এগুবে; অন্যথায় নয়। এমন গবেষকের অভাব নেই, যাঁরা গবেষণার কাজে নিয়োজিত আছেন ঠিকই কিন্তু কাজ করতে করতে একসময় তিনি কাজের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এটি অবশ্য হতাশা, ধৈর্য এবং সাহস না থাকার কারণেই হয়ে থাকে।

৩২. **রিস্ক না নেয়া ঃ** গবেষণার কাজ অত্যন্ত রিস্কের কাজ। একাজে সাহসী হয়ে রিস্ক নিয়েই এগুতে হবে। কেননা গবেষণা শুরু হয়েছে বলেই এটি শেষ হবে এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই। যে কোন কারণে এটি বাদ হয়ে যেতে পারে । এজন্য একাজে রিস্ক নিতে হবে।

৩৩. **বিদেশী ভাষায় যথেষ্ট দখল না থাকাঃ** গবেষণায় তথ্যবহুল করতে বিষয়বস্তু সম্পকিত বিদেশী গবেষকদের বই-পুস্তক সংগ্রহ করতে হয়। সেসব গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়ে গবেষণা করতে হলে গবেষককে অবশ্যই বিদেশী ভাষায় যথেষ্ট দখল থাকতে হবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি 'আরবী ভাষা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা করতে চায় তবে তাকে 'আরবী ভাষায় দখল থাকতে হবে, নচেৎ তার গবেষণা পূর্ণাঙ্গ হবে না। অতএব, যে ভাষায় দখল নেই সে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি পরিহার করা উচিত।

৮. তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ/ Data Collection and Preservation / تجميع المصادر و تحفيظها

গবেষণায় অন্যতম প্রধান কাজ হলো তথ্য সংগ্রহ। মনে করলেই তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। এর জন্যে একটি পরিকল্পনা থাকা দরকার।

www.pathagar.com

তাহলে তথ্য সংগ্রহ কাজটি সহজ হয়। তথ্য সংগ্রহে যার সময় যত কম লাগবে তার গবেষণা ততো তাড়াতাড়ি শেষ হবে। তথ্য সংগ্রহের সুবিধার্থে নিম্নের পরামর্শগুলো কাজে লাগানো যেতে পারে।

ক. ফাইল সংরক্ষণ

খ. ফাইল শ্রেণীকরণ

গ. তথ্যসূচী প্রণয়ন

ঘ. ডায়েরী ব্যবহার

ঙ. সিনোপসিস কাছে রাখা

চ. পরিকল্পনা মাফিক চলা

ক. ফাইল সংরক্ষণ/File Preservation /تحفيظ الملف

গবেষণার জন্যে প্রধান আরেকটি দিক হলো ফাইল এবং কাগজপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা। অনেক গবেষক এবং তত্ত্বাবধায়ক এ বিষয়টি মোটেই গুরুত্ব দেন না। এজন্যে গবেষকের জরুরী কাগজ পত্রের কোন হদীস থাকে না। গবেষক জানেন না কবে তিনি রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হয়েছেন, কবে কাজে যোগদান করেছেন, কবে মেয়াদ শেষ হচ্ছে, কবে থিসিস জমা দানের সময় চলে যাচ্ছে? অনুরূপভাবে তত্ত্বাবধায়কের গবেষকের কাছে এ সংক্রান্ত কোন কাগজপত্র না থাকায় তিনিও এতদবিষয়ে একেবারে অনবিহিত থাকেন। গবেষক থিসিস সমাপ্ত করেও সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়ে যায়। ফলে ডিগ্রী আর হয় না।

এ সমস্যার সমাধান হলো গবেষক গবেষণার জন্য আবেদনের প্রথম দিনই তিনটি কোর্ট ফাইল কিনে সিনোপসিসসহ আবেদন পত্র তিন কপি ফটোস্টেট করে একটি ফাইল গবেষক নিজের কাছে এবং ২টি ফাইল তত্ত্বাবধায়ককে (একটি বাসায় অন্যটি অফিসের জন্য) দিবেন। রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হলে কোর্সে যোগদান পত্রের তিন কপি ফটোস্টেট করে এক কপি ব্যাংক রশিদসহ নিজের ফাইলে অন্য দু'টি তত্ত্বাবধায়ককে দিবেন। এভাবে গবেষণা সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত গবেষক এবং তত্ত্বাবধায়ক সকল কাগজপত্র ফাইলে সংরক্ষণ করবেন।

খ. ফাইল শ্রেণীকরণ/File Classification /تقسيم الملف

গবেষকের গবেষণার শুরুতেই তার সিনোপসিসে উল্লেখিত অধ্যায় অনুযায়ী দু'টি করে ফাইল খুলবেন এবং প্রত্যেক ফাইলের উপরে অধ্যায়ের শিরোনাম লিখে নিবেন। প্রতি অধ্যায়ের দু'টি ফাইলের একটিতে তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করবেন।

অপরটিতে লিখিত খসড়া কপি রাখবেন। এভাবে সকল ফাইল যথাযথ অবস্থানে সংরক্ষণ করবেন। এ পদ্ধতিতে কাজ করলে এক অধ্যায় অন্য অধ্যায়ে মিশে যাবেনা। কাজে শৃংঙ্খলা থাকবে। মনে রাখতে হবে, এলোমেলো কাজ কখনো এগোয় না। এটি গবেষণার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধক।

গ. তথ্যসূচী প্রণয়ন/Context Compilation/تجهيز قائمة المصادر

গবেষণার পূর্বে তথ্যসূচী একান্ত দরকার। তথ্যসূচী হলো গবেষণার অর্ধেক কাজ। গবেষককে গবেষণার শুরুতেই এ সূচী করে নিতে হবে। দরকার হলে গাইড, সহকর্মী, সিনিয়র বন্ধু এবং যার কাছে মনে হয় এ বিষয়ে কিছু জানা যেতে পারে, তাদের সাথে পরামর্শ করে এটি তৈরী করতে হবে।

প্রথমে গবেষণার সূচীটি হাতে নিয়ে সূচীতে উল্লেখিত অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ভিত্তিক বিষয়গুলো কোথায় কার কাছে পাওয়া যেতে পারে তা পার্শ্বে লিখে রাখতে হবে। প্রাপ্তির সম্ভাব্য সকল জায়গায় যার কাছে যেভাবে পরামর্শ পাওয়া যেতে পারে তা সূচীতে লিখে রাখতে হবে। পরে সে অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করলে তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হবে।

ঘ. পরিকল্পনা মাফিক গবেষণা/Planewise Research/البحث بحيث المشروعية

গবেষণার সময় ৫/১০ মিনিট সময় অনেক মূল্যবান। পরিকল্পনা মাফিক কাজ করলে এ সময় বাঁচানো সম্ভব। তাই ছোট খাট কোন কাজ নিয়ে বার বার বাইরে না গিয়ে কোন তথ্য সংগ্রহে বের হওয়ার দিন একত্রে জমানো কাজগুলোর জন্য বের তে হবে। মূল কাজ শেষে জমানো কাজগুলো সেরে আসা যাবে। এতে অনেক সময় বাঁচবে, যা গবেষণার কাজকে ত্বরান্বিত করবে। সরকারী কোন কাজে ট্যুরে গেলে আগে থেকেই পরিকল্পনা করে নিতে হবে। সেখানে কিছু না কিছু তথ্য থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই দাপ্তরিক মূল কাজ সেরে নিজের গবেষণার কিছু তথ্য সংগ্রহ করে একসাথে দু'টো কাজই সেরে আসা যেতে পারে। এতে সময় অর্থ দু'টোই বাঁচবে।

ঙ. ডায়েরী ব্যবহার/Usage of Diary/ استعمال البرنامج اليومي

গবেষণা কাজের সুবিধার্থে সব সময় একটি ডায়েরী কাছে রাখতে হবে। যখন যে তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে সাথে সাথে তা ডায়েরীতে টুকিয়ে রাখতে হবে। কোন কাগজে লিখে রাখলে তা হারিয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। গবেষণার বিষয়টি নিয়ে সব সময় চিন্তা করতে হবে। এ বিষয়ে সামান্যতমও সহযোগিতা বা পরামর্শ পাওয়া যাবে এমন ব্যক্তির সাথে কথা বলতে লজ্জা করা যাবে না।

www.pathagar.com

তিনি যে পরামর্শ দিবেন তা সাথে সাথেই ডায়েরীতে টুকিয়ে রাখতে হবে। অবশ্যই তারিখ ও ব্যক্তির অন্তত নাম ও মোবাইল নাম্বার লিখে রাখতে হবে। এছাড়া তত্ত্বাবধায়কের সাথে সাক্ষাতের তারিখ, তাঁর পরামর্শও লিখে রাখতে হবে। কোর্সে যোগদান ও রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ ইত্যাদিও লিখে রাখতে হবে ডায়েরীতে।

চ. সিনোপসিস কাছে রাখা/Keeping Synopsis in Hand

গবেষককে সব সময় সিনোপসিসের একাধিক কপি কাছে রাখতে হবে। বিশেষ করে শিক্ষিত মহলে গেলে এবং গবেষণার কাজটি 'ফিল্ড ওয়ার্ক' পদ্ধতিতে হলে সিনোপসিসের কপিতো সাথে রাখতেই হবে। কারণ কার কাছে কি ধরনের তথ্য থাকতে পারে তা তো সবার জানা থাকার কথা নয়। সিনোপসিসের কোন অংশ কার কাছে পাওয়া যেতে পারে সম্ভাব্য এ ধরনের সবাইকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে এবং তাদেরকে সিনোপসিসের একটি করে কপি দেয়া যেতে পারে। তাতে কিছু না কিছু লাভ তো অবশ্য হবেই।

৯. গবেষণার নিয়ম মেনে চলা/Follow the Rules of Research/ امتثال قوانين البحث

ক. গবেষণা শুরুর নিয়ম

খ. অধ্যায় শুরুর নিয়ম

গ. দৈনিক কাজের হিসাব রাখা

ক. গবেষণা শুরুর নিয়ম

গবেষণা জগতটি একেবারে নতুন। এ জগতে প্রবেশ করাটা যত কঠিন, তারচে' অনেক কঠিন এজগতে বিচরণ। সাধারণতঃ গবেষণার জন্যে আবেদন করা থেকে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া পর্যন্ত পুরো এক বছর সময় লাগে। এম.ফিল. কোর্সের গবেষক হলে কোর্স ওয়ার্কের জন্যে আরো এক বছর এবং পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হতে আরো ছ'মাস মোট আড়াই বছর সময় চলে যায়। অধিকাংশ গবেষক তাঁর গবেষণা শুরু না করে পুরো সময়টা হেলায় খেলায় অতিবাহিত করেন। এটি মোটেই উচিৎ নয়। গবেষককে ধরে নিতে হবে আবেদন যেহেতু করেছি রেজিস্ট্রেশন পাবই। তাই অযথা সময় নষ্ট না করে আবেদনের দিন থেকেই গবেষণা কাজে সময় ব্যয় করা উচিৎ। অবশ্য কোথা হতে কাজ শুরু করবেন এ চিন্তা করতে করতেই অনেক গবেষকের এসময় চলে যায়।

www.pathagar.com

তা ছাড়া কিছু কিছু তত্ত্বাবধায়কও এসময়টা কাজে লাগাতে সহযোগিতা করেন না বা পরামর্শ দেন না। ফলে অধিকাংশ গবেষক গবেষণার কোন আগামাথা না জানার কারণে শুরুতে হিমশিম খান। তাই এমনটি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। আসলে সাহস করে প্রথম দিন থেকেই তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত হতে হবে। এবং নিজের কাছে যা আছে তা নিয়েই আপাতত কাজ শুরু করে দিতে হয়।

খ. অধ্যায় শুরুর নিয়ম

কোন অধ্যায় নিয়ে গবেষণা শুরু করবেন এ বিষয়টি নিয়ে গবেষক বেশ দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগেন। অনেকেরই বদ্ধমুল ধারণা প্রথম অধ্যায় থেকেই গবেষণা শুরু করতে হয়। গবেষণায় ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারলে ভাল। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর যে ব্যতিক্রম করা যাবে না তা নয়। এতে গবেষণার নিয়ম যে লঙ্ঘিত হচ্ছে তাও নয়। আসলে গবেষণা বিষয়টি জড়িত তথ্যের সাথে। তথ্যসমৃদ্ধ অধ্যায়টি নিয়ে গবেষণা শুরু করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। চাই সেটা প্রথম অথবা শেষ অধ্যায় হোক না কেন? গবেষণা যেহেতু নিজেকেই করতে হবে এবং তা নির্ধারিত সময়ে। তাই এখানে শুধু অধ্যায়ের জন্য বসে থাকা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বর্তমান যুগ কম্পিউটারের যুগ। কম্পিউটারে অধ্যায়ের আগে পরে কোন বিষয় নেই। যখন যে অধ্যায়ের যতটুকু পাওয়া যাবে সাথে সাথে সেটুকুই কম্পোজ করতে হবে। তা হলেই গবেষণা কাজে অগ্রগতি হবে।

গ. কাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা

গবেষণার নিয়ম হলো ধারাবাহিকতা। এ ধারাবাহিকতা বজায় না রাখলে কখনো গবেষণা শেষ হবে না। দৈনিক কত পৃষ্ঠা লিখতে হবে বা লেখা উচিৎ এর কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। তবে গবেষণায় কোন ধরনের অলসতার প্রশ্রয় দেয়া যাবেনা। দৈনিক কমপক্ষে ১ঘন্টা করে হলেও গবেষণায় রত থেকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। ২/৪ দিন ১০-১৫ ঘন্টা কাজ করে আবার ২/১ দিন কিছুই না করা এটি গবেষণার রীতি নয়। আবার সব দিন যে সমান কাজ হবে সেটাও ঠিক না। তবে বিরতি না দিয়ে দৈনিক ৫-১০ ঘন্টা করে প্রতিদিন কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এভাবে দৈনিক ২/৪ পৃষ্ঠা লিখতে পারলে যথাসময়ে গবেষণা সমাপ্ত করা কঠিন হবে না।

www.pathagar.com

১০. সময়ের গুরুত্ব দেয়া

ক. টার্গেট নির্ধারণ করা

খ. সময় নির্ধারণ করা

গ. সময়ের সদ্ব্যবহার করা

ঘ. ছুটি নিয়ে গবেষণা করা

ক. টার্গেট নির্ধারণ

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার বিষয়ে গবেষকের টার্গেট থাকতে হবে। ২ বছরে এম. ফিল. শেষ করতে হলে ৫ টি অধ্যায়কে প্রতি অধ্যায়ের জন্য ৩মাস × ৫=১৫ মাস খসড়া কম্পোজ, তিন মাস প্রুফ, তিন মাস প্রুফ সংশোধন এবং পরের তিন মাসে ফাইনাল করে জমা দিতে হবে। এভাবে টার্গেট না রাখলে ২ বছরের কাজ ৫ বছরেও শেষ হবে না।

খ. সময় নির্ধারণ

তত্ত্বাবধায়ক গবেষককে গবেষণার জন্যে সময় নির্ধারণ করে দিবেন। গবেষকের জন্যে আলাদা আলাদা একটি সময়সূচীর চার্ট দিবেন। সে অনুযায়ী গবেষক তত্ত্বাবধায়কের সাথে যোগাযোগ/সাক্ষাৎ করে গবেষণা বিষয়ে পরামর্শ নিবেন। তত্ত্বাবধায়ক সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির দিনগুলোতে এবং তুলনামূলক কম ব্যস্ত এমন সময় নির্ধারণ করে দিলে ভাল হয়। যথাসময়ে গবেষক না আসতে পারলে তত্ত্বাবধায়ককে ফোন করে অবশ্যই জানাতে হবে। বিষয়টি ছোট করে দেখার কোন অবকাশ নেই। গবেষককে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, তিনি শুধু একাই তত্ত্বাবধায়কের গবেষক নন। তার মতো আরো নয়জন গবেষক আছেন। এবং গবেষকদের তত্ত্বাবধান করা ছাড়া তত্ত্বাবধায়কের আরো অনেক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।

গ. সময়ের সদ্ব্যবহার

গবেষণার ক্ষেত্রে সময়টা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গবেষণা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে করতে হয়। গবেষণা কাজের জন্য সময়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সময়কে যে যত বেশী কাজে লাগাতে পারবে সে ততো তাড়াতাড়ি গবেষণা শেষ করতে পারবে। তার গবেষণা ততো তথ্যবহুল হবে। তবে সময়কে যেমন তেমন করে কাজে লাগালেই কাজ তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হবে এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই।

www.pathagar.com

সময়কে যথাযথ কাজে লাগাতে পারলেই তা ফলপ্রসূ হবে, অন্যথায় নয়। গুরুত্বানুসারে কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। 'অবশ্যই করতে হবে', 'করা দরকার' ও 'করা যেতে পারে'।

গবেষণার জন্য প্রথমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'অবশ্যই করতে হবে'-এর কাজগুলো করা। ধরে নেয়া যাক আপনি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্যে ১৫ দিনের জন্যে বিদেশী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে গেছেন। দেশের কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না প্রয়োজনীয় এমন তথ্যগুলো আগে সংগ্রহ করুন। আবার সংগ্রহ বলতে যে বইটি আপনি বাইরে কিনতে অথবা ফটোকপিই করতে পারছেন। আপনি তা না করে লাইব্রেরীতে বসে লিখা শুরু করলেন। এটি কিন্তু সময়ে সঠিক ব্যবহার হলো না। যদিও কাজটি 'অবশ্যই করতে হবে'-এ পর্যায়ের।

আপনার হয়তো বাজার করার কেউ নেই। তাহলে আপনি মাসের বাজারটা ১ দিনে এবং প্রতিদিনের জন্যে কাঁচা বাজার সপ্তাহের একদিনে করে ফেলুন। তাতে অনেক সময় বাচঁবে। নানা ধরনের বিরক্তি হতেও বাচঁবেন।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া চলা আমাদের সম্ভব নয়। কিন্তু গবেষণার সময় সমাজকে একটু পাশ কাটিয়ে চলতে হবে। অন্যথায় গবেষণার চেয়ে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কাজ করতেই আপনার সময় চলে যাবে।

ঘ. ছুটি নিয়ে গবেষণা করা

চাকুরীরত গবেষকদের জন্যে অবশ্যই ছুটি নিতে হবে। ছুটি ছাড়া গবেষণা আসলে গবেষণার নামে চরম অবিচারের নামান্তর। গবেষণা বিষয়টি হলো কাজের ধারাবাহিকতা। ছুটি ছাড়া চাকুরীরতদের গবেষণায় তা কখনই প্রতিফলিত হয়না। বাংলা প্রবাদে যেটাকে বলে "না ঘরকা, না ঘাটকা"।

চাকুরীরত ব্যক্তি শিক্ষক হলে শিক্ষকতা পেশায় যথেষ্ট ফাঁকির প্রবণতা দেখা যায়। কেননা ক্লাশ নিতে হলে অবশ্যই প্রস্তুতি নিতে হয়। আর গবেষকদের যেখানে গবেষণার কাজ করে শেষ করতেই হিমশিম খেতে হয়, সেখানে প্রস্তুতি তো দূরে থাক, ঠিকভাবে ক্লাশ নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। গবেষণায় দেখা যায়, ছুটি ছাড়া যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে যত গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে তাদের গবেষণাকর্ম ততো সমৃদ্ধ নয়। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ক্লাশ কাংখিত পরিমাণে হয় না। এতে গবেষক লাভবান হন ঠিকই কিন্তু ছাত্র/ছাত্রীরা বঞ্চিত হন।

www.pathagar.com

১১. নিয়মানুযায়ী পড়ালেখা করা/Routinwise Study

ক. বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ অধ্যয়ন
খ. ইসলামী বিষয়ে গবেষণার নিয়ম জানা
গ. বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থের আন্তর্জাতিক নাম্বার জানা
ঘ. কার্ডের ব্যবহার জানা
ঙ. পড়ার নিয়ম মেনে চলা
চ. লেখার নিয়ম মেনে চলা
ছ. অনুবাদের নিয়ম মেনে চলা

ক. বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ অধ্যয়ন (الدروس للكتب الموضوعية)

গবেষণা মানেই সকল বিষয়ের সবধরনের গ্রন্থ মন্থন করে একটি অভিসর্ন্দভ রচনা নয়। শিরোনামের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এমন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেই অভিসন্দর্ভ রচনা করতে হয়। খেয়াল রাখতে হবে, লাইব্রেরীর সকল গ্রন্থ একজন গবেষকের একার পড়ার জন্যে নয়। তাহলে তো পুরো জীবন পড়তেই চলে যাবে, গবেষণা শেষ হবে না। এ জন্যে আপনাকে প্রথমে ক্যাটালগ দেখে বিষয়ের নাম ধরে ধরে নাম্বার নিয়ে গ্রন্থ বাছাই করে নির্ধারিত অধ্যায়ের জন্য বিষয়ভিত্তিক নির্দিষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে।

খ. বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থের আন্তর্জাতিক নাম্বার জানা (العلم بالاقام العالمية للكتب الموضوعية)

লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রচুর গ্রন্থের সামাহার থাকে। হাজার হাজার গ্রন্থের মধ্যে নির্ধারিত শিরোনামের বইগুলো পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। গ্রন্থ খোঁজে বের করার জন্যে শুধু বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থের নাম জানলেই হবে না। গ্রন্থের আন্তর্জাতিক নাম্বারও জানতে হবে। বিশ্বের সকল গ্রন্থাগারেই প্রত্যেক গ্রন্থের প্রথম পাতায়, ঠিক মাঝামাঝিতে এবং শেষের পাতায় একটি নাম্বার লেখা থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের ৮০% পাঠক বা গবেষকদের ধারণা না থাকার কারণে বুঝতে পারেন না এটি কিসের নাম্বার? এ নাম্বারটি আসলে গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ব্যবহারের জন্যে বিষয়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নাম্বার। প্রত্যেক বিষয়ের গ্রন্থের জন্যে নির্ধারিত আলাদা নাম্বার আছে। ধর্ম বিষয়ের জন্য নির্ধারিত নাম্বার আছে। আবার বিভিন্ন ধর্মের ধারা-উপধারার আলাদা নাম্বার আছে। ক্যাটালগে গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম ও গ্রন্থের নাম্বার লেখা থাকে।

www.pathagar.com

ক্যাটালগে গ্রন্থ খুঁজতে হলে প্রথমে গ্রন্থের নাম্বার, এরপর গ্রন্থের নাম ও লেখকের নাম দিয়ে গ্রন্থ খুঁজতে হয়। এর ব্যবহারবিধি জানা না থাকলে সারাদিন হাতড়িয়ে একটি বইও খুজে পাওয়া যাবে না। তাই নিম্নে বিষয়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক নাম্বারগুলো দেখানো হলো–

ক্রমিক নং	বিষয়ভিত্তিক নির্ধারিত নাম্বার	বিষয়
১.	০০০	সাধারণ জ্ঞান
২.	১০০	দর্শন শাস্ত্র
৩.	২০০	ধর্ম শাস্ত্র
৪.	৩০০	সমাজ বিজ্ঞান
৫.	৪০০	ভাষা বিজ্ঞান
৬.	৫০০	বিজ্ঞান
৭.	৬০০	ব্যবহারিক বিজ্ঞান
৮.	৭০০	ললিত কলা
৯.	৮০০	সাহিত্য
১০.	৯০০	ইতিহাস, ভূগোল ও জীবনী
১১.	২০০	ধর্ম শাস্ত্র
১২.	২১০	প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব
১৩.	২২০	বাইবেল
১৪.	২৩০	খ্রীষ্টান ধর্ম তত্ত্ব
১৫.	২৪০	ব্যবহারিক উপাসনা
১৬.	২৫০	ধর্ম প্রচার সম্পর্কীয়
১৭.	২৬০	উপাসনা, অনুষ্ঠান
১৮.	২৭০	খ্রীষ্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠান সমুহের ইতিহাস
১৯.	২৮০	উপাসনা মন্দির ও গীর্জা
২০.	২৯০	অন্যান্য ধর্ম
২১.	২৯৪.৩	বৌদ্ধ ধর্ম
২২.	২৯৪.৪	জৈন ধম

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	বিষয়ভিত্তিক নির্ধারিত নাম্বার	বিষয়
২৩.	২৯৪.৫	হিন্দু ধর্ম
২৪.	২৯৫	পারসিক ধর্ম
২৫.	২৯৬	ইহুদী ধর্ম
২৬.	২৯৭	ইসলাম ধর্ম
২৭.	২৯৭	ইসলাম
২৮.	২৯৭.১২২	আল কুরআন
২৯.	২৯৭.১২৪	আল হাদিস
৩০.	২৯৭.১২৪১	সহীহ বুখারী
৩১.	২৯৭.১২৪২	আবূ দাউদ
৩২.	২৯৭.১২৪৩	সহীহ মুসলিম
৩৩.	২৯৭.১২৪৪	সুনানুত তিরমিযী
৩৪.	২৯৭.১২৪৫	সুনানুন নাসাঈ
৩৫.	২৯৭.১২৪৬	সুনানু ইবনে মাজাহ
৩৬.	২৯৭.১২৪৭	অন্যান্য সুন্নী হাদিস
৩৭.	২৯৭.২১১	আল্লাহ
৩৮.	২৯৭.২১৫	ফেরেস্তা
৩৯.	২৯৭.২১৬	শয়তান
৪০.	২৯৭.২৩	মৃত্যু, বেহেশত, দোযখ
৪১.	২৯৭.২৪	নবী, রাসূল, পয়গম্বর
৪২.	২৯৭.৩৫	পবিত্র স্থান-মক্কা, মদিনা ইত্যাদি
৪৩.	২৯৭.৩৬	পবিত্র দিন ও সময়, শুক্রবার, রমজান
৪৪.	২৯৭.৪	সুফী
৪৫.	২৯৭.৫১	কালেমা
৪৬.	২৯৭.৫২	নামাজ
৪৭.	২৯৭.৫৩	রোযা
৪৮.	২৯৭.৫৪	যাকাত

www.pathagar.com

ক্রমিক নং	বিষয়ভিত্তিক নির্ধারিত নাম্বার	বিষয়
৪৯.	২৯৭.৫৫	হজ্জ
৫০.	২৯৭.৬১	ইমাম মুয়াজ্জিন
৫১.	২৯৭.৬৩	মুহাম্মদ (সা.)
৫২.	২৯৭.৬৪	সাহাবীবর্গ
৫৩.	২৯৭.৭২	জিহাদ
৫৪.	২৯৭.৮১	সুন্নী
৫৫.	২৯৭.৮১১	হানাফী মযহাব
৫৬.	২৯৭.৮১২	শাফেয়ী মযহাব
৫৭.	২৯৭.৮১৩	মালেকী মযহাব
৫৮.	২৯৭.১৪	হাম্বলী মযহাব

গ. পড়ার নিয়ম মেনে চলা (امتثال قوانين القراءة)

কেউ কেউ মনে করেন বই পড়লেই হলো। এর আবার নিয়ম কি? না এ কথা ঠিক নয়। গবেষণায় পড়ার ভিন্ন নিয়ম আছে। নিয়ম অনুযায়ী না পড়লে তা দিয়ে গবেষণা এগোনো যায় না। কেউ কেউ মনে করেন, পুরো বই পড়ে শেষ করি তারপর দরকারীটুকু সংগ্রহ করব। অথবা নির্ধারিত অধ্যায়ের জন্যে সকল বই-পুস্তক পড়ে শেষ করেন। তারপর প্রয়োজনীয়টুকু নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করেন। কিন্তু না তাতে পড়াটা হবে শুধু সময় কাটানো। কাজের কাজ কিছুই হবে না। মনে রাখতে হবে যে, খেতে যত সময় লাগে, হজম করতে সময় লাগে তারচে' বেশী। আর পড়া হজম করতে সময় লাগে তার চেয়েও অনেক বেশী।

যে অধ্যায়ের সাথে গবেষণার সামঞ্জস্য থাকবে শুধু সেটুকুই পড়তে হবে। এলোপাতাড়ি বা ভাসা ভাসা পড়লে শুধু সময়েরই অপচয় হবে। কাজের অগ্রগতিতো হবেই না বরং সময় অপচয় হবে। সুন্দর গবেষণা ও সময় অপচয়রোধে আরো কিছু পরামর্শ এখানে দেয়া হলো।

১. পড়ার শুরুতে ডায়েরী, কাগজ, পেনসিল ও কলম কাছে রাখতে হবে।
২. সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে ও 'মনোযোগ দিয়ে' পড়তে হবে।
৩. কোন অধ্যায় বা অধ্যায়ের অংশ পড়ার পর তার সার-সংক্ষেপে লিখে ফেলতে হবে। অন্যথায়, সব বই পড়তে গেলে এটি হারিয়ে যাবে।
৪. আগ্রহ সহকারে, দায়িত্ববোধ নিয়ে ও মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। হুবহু মুখস্থ বা হুবহু লেখার চেষ্টা করা যাবে না।

৫. বই-এর ভেতরের 'মূল' কথাগুলো সহজে নজরে পড়ার জন্যে-
   ক. 'মূল' কথাগুলোর নীচে বা পাশে লাল কলমে চিহ্নিত করতে হবে।
   খ. মার্কারী ব্যবহার করতে হবে।
   গ. ট্যাগ লাগিয়ে ট্যাগের উপরে সংক্ষেপে বিষয় এবং পৃষ্ঠা লিখতে হবে।
৬. নতুন শব্দ বা কঠিন শব্দগুলো কাছে রাখা ডাইরীতে লিখতে হবে। এক-দেড় পৃষ্ঠা পড়ার পর অথবা পড়া শেষ হলে একসঙ্গে সব ক'টা শব্দের অর্থের জন্য অভিধান ঘাটতে হবে।
৭. দুর্বোধ্য অংশ বুঝার জন্য বার বার পড়তে হবে। এবং বুঝার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। পুরো অংশ পড়লে দুর্বোধ্য অংশের অর্থ আপনা-আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবে।
৮. লাইব্রেরীর বই ব্যবহার করার সময় এ নীতিগুলো অবলম্বন করতে হবে। কারণ এ বইগুলো আরও অনেকে পড়বেন।
৯. অনেক গ্রন্থের মধ্যে বেশী গুরুত্বপূর্ণ বইটি বেছে নিতে হবে। পরে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো অধ্যয়ন করা যেতে পারে।
১০. নিজেকে সবজান্তা মনে করা যাবে না। পড়া বুঝিয়ে দিতে পারেন বা এ বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারেন এমন ব্যক্তির কাছে যেতে লজ্জা করা যাবে না।
১১. কোন প্রবন্ধ বা অধ্যায় আগা-গোড়া পড়ার আগে লেখকের মূল বক্তব্য বা আলোচনার সার-সংক্ষেপ পড়তে হবে। তাহলে বিষয়টির ভাব দ্রুত হৃদয়ঙ্গম হবে।
১২. কোন বই পড়ার আগে তার প্রকাশকাল, মুখবন্ধ, ভূমিকা ও বিষয়-সূচী মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে।
১৩. গ্রন্থের তথ্য লেখার পূর্বে গ্রন্থের নাম, লেখক, প্রকাশনাকাল, স্থান, অবশ্যই লিখতে হবে।
১৪. গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু জানতে গ্রন্থের সূচী ও নির্ঘণ্ট দেখা যেতে পারে।
১৫. মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে পড়াশুনা শুরু করার আগে সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে নিজস্ব 'দৃষ্টিভঙ্গি' গড়ে তুলার চেষ্টা করতে হবে।
১৬. কোন কিছু লিখার ক্ষেত্রে কেবল 'পাঠ্য' বই বা রেফারেন্স গ্রন্থ পড়লেই হবে না। আলোচ্য চিন্তাবিদদের 'মূল' রচনার সঙ্গেও পরিচয় থাকতে হবে।
১৭. ফটোকপি করতে চাইলে Cover Page ও Inner Page আগে ফটো কপি করে এরপর নির্দিষ্ট পৃষ্ঠা ফটোকপি করতে হবে।

www.pathagar.com

ঘ. লেখার নিয়ম মেনে চলা (امتثال قوانين الكتابة)

১. লেখায় সাধারণত নিজের ভাষা ব্যবহার করা উচিৎ।

২. গবেষণায় সাধারণের বোধগম্য হয় এমন সাদামাটা ভাষাতেই ভাব প্রকাশ করতে হবে।

৩. বিশেষ কারণ না থাকলে প্যারাগ্রাফ মাঝারি আকারের হওয়া ভাল।

৪. দু'তিন লাইনের ছোট ছোট প্যারাগ্রাফ এবং এক-দেড় পৃষ্ঠা ব্যাপী প্যারাগ্রাফ পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

৫. লেখার সময় প্যারাগ্রাফের অংশগুলোকে সংক্ষিপ্ত শিরোনাম দিয়ে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

৬. অপেক্ষাকৃত বড় শিরোনামের বাম পাশে ক্রমিক নম্বর বা বর্ণ বসিয়ে সেগুলোকে অপেক্ষাকৃত ছোট শিরোনামে করলে আরো ভাল হয়।

৭. লেখার ভেতরে উদ্ধৃতি, অন্যের ভাবানুসরণ ইত্যাদির জন্যে আবশ্যকীয় রেফারেন্স উল্লেখ করতে হবে।

৮. কারো উক্তি বা অভিমত উল্লেখ করলে সে জন্য দলিল-প্রমাণ দিতে হবে।

৯. বড় প্রবন্ধের প্রথমে একটি ভূমিকা এবং শেষের দিকে একটা উপসংহার দিতে হবে।

১০. নিজের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য/ মতামত/পদ্ধতি থাকলে তা ভূমিকাতেই বলতে হবে।

১১. কোন উদ্ধৃতির ভেতরে 'নিজের' কোন কথা লিখতে হলে বন্ধনী ব্যবহার করতে হবে।

১২. অন্য কারো লেখা নিজের কথা হিসাবে চালিয়ে দেয়া যাবে না। তবে তার ভাবার্থ নিজের ভাষায় লিখে রেফারেন্স দিতে হবে।

ঙ. কার্ডের ব্যবহার (استعمال البطاقة) জানা

১. কোন লেখার সারমর্ম, প্রশ্নের উত্তর, প্রবন্ধ, ইত্যাদি লেখার জন্য কার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে।

২. ছোট ছোট পয়েন্ট বা নিজের ছোট ছোট চিন্তা লিখে রাখার জন্য সাধারণত ৮´´ × ৫´´ আকারের কাগজ কেটে কার্ড তৈয়ার করা যেতে পারে।

৩. একই শিরোনামে কার্ডের উপর ক্রমিক নম্বর বসিয়ে একাধিক কার্ড ব্যবহার করা যায়।

www.pathagar.com

৪. একই শিরোনামে একাধিক কার্ড ব্যবহৃত হলে, প্রথম কার্ডটিতে পূর্ণ শিরোনাম এবং পরবর্তী কার্ডগুলোতে তার অংশ বিশেষ লিখলেই হবে।

৫. একই বিষয়ে একাধিক লেখকের বক্তব্য নোট করতে হলে কার্ডের উপর শিরোনামের ডান দিকে কোলন বা ড্যাশ দিয়ে লেখকের নাম লিখা যেতে পারে।

৬. আলাদা পয়েন্টের জন্য আলাদা কার্ড ব্যবহার করাই শ্রেয়। গ্রন্থপঞ্জী তৈরীর বেলায় কার্ড ব্যবহার খুবই জরুরী।

৭. ছোট কার্ডে 'বিবরণসহ' একটি করে বই-এর নাম লিখতে হবে। তারপর বর্ণানুক্রমিকভাবে সেগুলোকে সাজাতে হবে।

৮. কার্ড সংরক্ষণের জন্য কাগজের বক্স ব্যবহার করা যেতে পারে। নইলে কার্ডগুলো হারিয়ে যেতে পারে।

৯. সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হলে বিভিন্ন পয়েন্টের শিরোনামে কার্ডগুলোকে সাজাতে হবে।

১০. বক্সে এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে যেন প্রয়োজনানুসারে সহজেই নির্দিষ্ট কার্ডটি খুঁজে বের করা যায়।

চ. অনুবাদ/ Translation/الترجمة-এর নিয়ম মেনে চলা

অনুবাদ অর্থ অন্য ভাষায় স্থানান্তর। এর সংজ্ঞা বিষয়ে ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে উল্লেখ আছে-

Translation is-

* *something which is translated, or the process of translating something, from one language to another.*
* *to change into someone's own language, not in the original language.*

অনুবাদ অর্থ এক ভাষা হতে অন্য ভাষায় স্থানান্তর করা। অন্য ভাষায় স্থানান্তর এ কাজটি খুবই দুরূহ। এটি হুবহু হয়না বলেই অনুবাদককে বিশ্বাসঘাতক বলা হয়। গবেষক যত পটু হোন না কেন অনুবাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ১০% গবেষককে পাওয়া যাবেনা যারা অনুবাদে সিদ্ধ হস্ত। গবেষকদের অনেকের ধারণা অনুবাদ হুবহু শব্দে শব্দে করতে হয়। আসলে তা নয়। এটি গবেষণার জন্য বড় একটি ত্রুটি। একটি প্যারা বা একটি পৃষ্ঠা বার বার পড়ে পুরো বিষযটি হৃদয়ঙ্গম করে মূল কথাটা নিজের ভাষারীতি অনুসারে ব্যক্ত করাই সফল অনুবাদকের কাজ।

www.pathagar.com

এতে অনেক সময় বাঁচে। গবেষণার শ্রী বৃদ্ধি পায়। গবেষককে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে যে, যে ভাষায় তিনি গবেষণা করছেন, অন্য ভাষা হতে রূপান্তরিত অংশটুকু যে অনুদিত তা যেন বুঝা না যায়। এবং অবশ্যই যেন কথার পূর্বাপর মিল থাকে।

ছ. মৌখিক পরীক্ষা/Viva-Voce/الاختبار الشفوي

মৌখিক পরীক্ষা-এর সংজ্ঞা বিষয়ে ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে উল্লেখ আছে-*Viva is a spoken examination for a college qualification.*

মৌখিক পরীক্ষা সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়েই হয়ে থাকে। স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. এ প্রতিটি ডিগ্রীর ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য। একজন শিক্ষার্থী/গবেষকের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক সময়ই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। বিধি মোতাবেক যেখানে দৈনিক ২৫ জন শিক্ষার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার বিধান, সেখানে একদিনেই তার দ্বিগুণ/তিনগুণ শিক্ষার্থীও প্রতি জনকে ১/২ মিনিট করে মৌখিক পরীক্ষা নিতেও দেখা যায়। বিষয়টি যেমন অনৈতিক তেমনি অমানবিকও বটে। শিক্ষককে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে, এটি একটি পরীক্ষা। এখানে শিক্ষার্থীকে যত বেশী প্রশ্নের মুখোমুখী করা হবে, শিক্ষার্থী শিখতে ততো বেশী আগ্রহী হবেন। ভবিষ্যতে যে কোন ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষায় পারদর্শিতা দেখাতে পারবেন এবং কৃতকার্য হবেন। শিক্ষাথীদেরকে লিখিত পরীক্ষার মত মৌখিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির কিছু সময় দেয়া দরকার। মনে রাখতে হবে, এক্ষেত্রে অল্প-বিস্তর ভয়-সংকোচ যেমন স্বাভাবিক, তেমনি উপযুক্ত প্রস্তুতিই তার স্বাভাবিক প্রতিষেধক। তাই মনের মধ্যে কোন রকম ভয়-সংকোচ প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। সাহসে বুক বেধে পরীক্ষা বোর্ডে উপস্থিত হতে হবে।

মৌখিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য/Objectives of Viva-Voce/هدف الاختبار الشفوي

একজন শিক্ষার্থী/গবেষকের জন্যে মৌখিক পরীক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিধায় এ ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম-কানুন পালন করতে হয়। তাই নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি শিক্ষার্থী/গবেষককে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১. শিক্ষার্থী কতদূর পড়াশুনা করেছেন মৌখিক পরীক্ষায় সেটি যাঁচাই করা হয়।
২. পড়াশুনা কতটুকু বুঝে করেছেন তা বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করা।
৩. মুল পাঠ্য বইয়ের সাথে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটেছে কি না সেটিও দেখা হয়।

www.pathagar.com

৪. পরীক্ষার্থী ছাত্র হলে লিখিত পরীক্ষার জন্য কেবল গুটি কয়েক নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর তৈরী করা ছাড়া শিক্ষার্থী আর কিছু করেছেন কি না সেটিও বিবেচনায় আনা হয়।
৫. শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারেন কি না। তার নিজস্ব মতামত আছে কি না।
৬. শিক্ষার্থী বিশুদ্ধ উচ্চারণে, নির্ভুল ভাষায় সাবলীল ভঙ্গিতে কথা বলতে পারেন কি না।
৭. মুলপাঠ্য গ্রন্থের নাম, লেখকের নাম, তাদের অলোচ্যসূচী এবং মূল Concept ও Theory ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা আছে কি না।
৮. লিখিত পরীক্ষায় বুঝে শুনে উত্তর দিয়েছেন কি না তা প্রমাণে সচেষ্ট হওয়া।
৯. মুল পাঠ্য তালিকার বাইরেও প্রাসঙ্গিক এবং অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পত্র-পত্রিকার সাথে পরিচয় আছে কি না।
১০. মূল Concept ও Theory-গুলোর পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ Details মনে রেখেছেন কি না।
১১. বিভিন্ন পাঠ্য বিষয় ও Theory-এর মধ্যে সাধারণ মৌলিক সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য আছে কি না।
১২. গবেষণার ক্ষেত্রে Primary Source বেশী ব্যবহার করেছেন, না Secondary Source বেশী ব্যবহার করেছেন কি না তা যাঁচাই করা।

মৌখিক পরীক্ষায় পরামর্শ

১. মৌখিক পরীক্ষা কমিটির সামনে নোংরা পরিচ্ছদ বা আলুথালু বেশে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। পোষাক যত কমদামী হোক না কেন, তা যেন পরিষ্কার ও পরিপাটি হয়।
২. পরীক্ষকগণ যেন সবকথা পরিস্কারভাবে শুনতে পান, সেভাবে পরিস্কার ভাষায় কথা বলতে হবে।
৩. পরীক্ষকের কক্ষে ঢুকতে বিনীতভাবে সালাম দিয়ে অনুমতি নিয়ে ঢুকতে হবে। এমন কি চেয়ারে বসতেও অনুমতি নিতে হবে।
৪. শিক্ষার্থী সবকথা জানেন, বা সবকথা তার মনে আছে, কোন পরীক্ষক তা আশা করেন না। সুতরাং কোন কথা না জানলে নির্দিধায় তা স্বীকার করতে হবে। এবং কোন কথা মনে না পড়লে মনে করার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করে সময় নষ্ট করা উচিৎ নয়। তাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।
৫. কোন কথার সূত্রধরে পরীক্ষককে পাল্টা প্রশ্ন করা উচিত নয়।

www.pathagar.com

৬. পরীক্ষকের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক বা অনুচিতভাবে জটিল হলেও উষ্মা প্রকাশ করতে নেই।

৭. কোন প্রশ্ন বুঝতে না পারলে পরীক্ষকের নিকট তা বুঝিয়ে দিতে বিনীত অনুরোধ করায় দোষ নেই। বরং না বুঝে তৎক্ষণাৎ উত্তর শুরু করা উচিত নয়।

৮. প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিক, এবং পর্যাপ্ত অথচ সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৯. নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক উত্তর দেয়া বা অতিরিক্ত কথা বলে নিজেকে অনাবশ্যক জটিলতায় জড়িয়ে ফেলা ঠিক নয়।

১০. যে কোন সাক্ষাতকারে আন্তরিকতা ও অকপটতা মূল্যবান সম্পদ। মৌখিক পরীক্ষায় যেমন বিনা প্রয়োজনে অজ্ঞতা প্রকাশ করা অর্থহীন, তেমনি কৌশলে অজ্ঞতা চাপা দেওয়াও অনুচিত।

১১. উপস্থাপনা সুন্দর হতে হবে। অনেক সময় উপস্থাপনার কারণে ইতিবাচক উত্তর নেতিবাচক ধরে নেয়া হয়।

১২. আবার আচরণ ভাল করতে হবে, অনেক সময় নেতিবাচক প্রশ্নও আচরণের কারণে ইতিবাচক ধরে নেয়া হয়। যেমন কোন উত্তর না পারলে বলতে হবে Sorry Sir ; উত্তরটি হয়তো এমন হতে পারে।

১৩. গবেষণার শিরোনাম বিষয়ক সাধারণত বেশী প্রশ্ন হয়ে থাকে। শিরোনাম সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নয়।

১৪. অনেক সময় শিরোনামের বাইরেও প্রশ্ন করা হয়ে থাকে এজন্য যে, উচ্চতর ডিগ্রীটির ধরন এবং এর সম্মান রক্ষার জন্য Out Knowledge থাকা দরকার।

১২. সমকালীন যন্ত্র-পাতির ব্যবহার জানা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। এ যুগে গবেষকের জন্যে যে বিষয়টি বেশী প্রয়োজন সেটা হলো সমকালীন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার জানা। একজন গবেষককে সমকালীন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের প্রয়োজনীয় জ্ঞান না থাকলে কমপক্ষে তার গবেষণায় ছয় মাস থেকে এক বছর সময় বেশী লাগবে এটি হলফ করে বলা যায়। তাছাড়া গবেষণাও তথ্যবহুল করা এবং অল্প সময়ে শেষ করাও সম্ভব নয়। গবেষণার ক্ষেত্রে সময়ের সদ্ব্যবহার একটি বড় বিষয়।সমকালীণ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয় ব্যবহারের জ্ঞান না থাকার কারণে কারো কারো গবেষণার কাজ সমাপ্ত করতে দ্বিগুণ সময় লাগে। তাই গবেষণার পূর্বেই নিম্নোক্ত বিষয়ে অবশ্যই জ্ঞান রাখতে হবে।

www.pathagar.com

১. কম্পিউটারে বিশেষ জ্ঞান থাকা

২. ইন্টারনেটের ব্যবহার জানা

৩. আল-মাকতাবাতুশ শামেলার ব্যবহার জানা

৪. কম্পোজের জ্ঞান থাকা

৫. অটো সংশোধন করার নিয়ম জানা

৬. ধৈর্য্যের সাথে প্রুফ দেখা

১. কম্পিউটার বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা

বর্তমান যুগে কম্পিউটার গবেষণার জন্য সবচে' বড় সহযোগী। কম্পিউটার ছাড়া গবেষণা চিন্তাই করা যায় না। তবে এ সম্পর্কে ভাল ধারণা না থাকলে এবং এটি পরিচালনার ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকলে আফসোসের শেষ থাকে না। তাছাড়া গবেষণার ক্ষেত্রে সময় এবং অর্থ দু'টোই অপচয় হয়। এ জন্যে **গবেষণার পূর্বেই এ যন্ত্রটি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা অবশ্যক।**

২. ইন্টারনেটের ব্যবহার জানা

বর্তমান যুগে ইন্টারনেটের ব্যবহার জানা আরো বেশী প্রয়োজন। এটি বিশ্বের হাজারো গবেষণা ডাটা মিনিটের মধ্যে সংগ্রহ করে দিতে পারে। কোন ধরণের গবেষণায় কি ধরণের তথ্যের প্রয়োজন সে বিষয়ে আর চিন্তা ভাবনার দরকার নেই। তবে এ সম্পর্কে ভাল ধারণা না থাকলে এবং এটি পরিচালনার ব্যবহারিক জ্ঞান না থাকলে গবেষণা যথাসময়ে সমাপ্ত করা প্রায় অসম্ভব। তাছাড়া গবেষণা তথ্যবহুল করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এ জন্যে গবেষণার পূর্বেই এ সম্পর্কে **বিশেষ জ্ঞান থাকা অবশ্যক।**

৩. আল-মাকতাবাতুশ শামেলার ব্যবহার জানা

'আল মাকতাবাতুশ শামেলা' আরবী ও ইসলামী বিষয়ের ২৫,০০০ গ্রন্থের এক বৃহৎ লাইব্রেরী। আরবী ও ইসলামী বিষয়ে গবেষণার জন্যে এর জুড়ি বিশ্বে নেই। আরবী ও ইসলামী বিষয়ে গবেষণার জন্যে তথ্য খুঁজতে এখন লাইব্রেরীতে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে হয় না। লাইব্রেরী খোলার জন্য অপেক্ষা এবং বন্ধের সময় তাড়াহুড়ো করতে হয় না। কম্পিউটার রাত দিন ২৪ ঘন্টাই খোলা রেখেই অনবরত কাজ করা যায়। যে কোন বিষয়ে জানার জন্যে শুধু সিলেক্ট করে পেষ্ট করে দিলেই যথেষ্ট। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ঘেটে পাতা উল্টিয়ে আর দেখার প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

প্রয়োজন নেই কোনো গ্রন্থের পৃষ্ঠা ফটোকপি করার। তবে এর ব্যবহার একেবারে সহজ নয়। এ জন্যে গবেষণার পূর্বেই এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা অবশ্যক।

৪. কম্পোজে সাবধানতা

কম্পিউটারে অনেক ফাংশন আছে। তন্মধ্যে মৌলিক বিষয় হলো কম্পোজ। গবেষণার জন্যে কম্পিউটার কম্পোজ জানা অত্যাবশ্যকীয়। অন্যথায় গবেষণার কাজে বিড়ম্বনার শেষ থাকে না। কম্পোজের সময় সর্বদা সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয় মেশিন। সঠিক/ভুল যে কোন কমান্ড দিলেই সে কমান্ড নিবে। তাই কোন খসড়া কম্পোজ ফাইলও কম্পোজ শেষে সিডিতে অথবা পেন ড্রাইভে কপি করে রাখতে হবে। অনুরূপভাবে কোন খসড়া ফাইল সংশোধন অথবা ফাইনাল প্রিন্ট দেয়ার পূর্বে সেটা আগেই কপি করে অন্য ফাইল তৈরী করে নিতে হবে অথবা পেন ড্রাইভে কপি করে রাখতে হবে। নইলে যে কোন সময় ভুল কমান্ড লেগে ফাইল ডিলিট হয়ে যেতে পারে। অথবা যে কোন সময় কম্পিউটার থেকে ফরমেট হয়ে যেতে পারে। তাহলে পুরো শ্রম একেবারে বরবাদ হয়ে যাবে।

৫. অটো-সংশোধন

কম্পিউটারে সবচেয়ে সুবিধা হলো অটো সংশোধন। এডিট (edit) এ গিয়ে ক্লিক (click) করলেই রিপ্লেস (replace) আসবে এবং দু'টি বারের উপরটিতে ভুল এবং নিচেরটিতে সংশোধিত বানান দিয়ে রিপ্লেস অল দিলে পূরো থিসিসের ঐ ভুল বানানটি সংশোধিত হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে কিছু কিছু ভুলে কমান্ড নেয় না। যেমন সনের বানানের ক্ষেত্রে গনের হয়ে যায়। র অক্ষরটি প্রায় সময়ই ও হয়ে যায়।

৬. প্রুফ দেখা

গবেষণা মানেই ধৈর্যের কাজ। তাই ধৈর্য্য সহকারে প্রুফ দেখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, গবেষণার তথ্য সংগ্রহ এবং লেখার চেয়ে প্রুফ দেখা আরো কঠিন। যেহেতু বর্তমান যুগ কম্পিউটারের যুগ, তাই প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে প্রাচীন ধারা পরিত্যাগ করে বর্তমান ধারায় প্রুফ দেখলে সংশোধনের ক্ষেত্রে সহজ হয়। প্রুফ দেখার সময় ভুলের জায়গাতেই লাল কালিতে সংশোধন করতে হবে। তাহলে কম্পিউটারে দ্রুত সংশোধন করা যাবে।

www.pathagar.com

গবেষণায় বিধি-নিষেধ (الممنوعات للبحث)

গবেষণায় কিছু বিধি-নিষেধ আছে। যা অনেক গবেষক তত্ত্বাবধায়কও জানে না। বিধায় সেসব বিধি-নিষেধের তোয়াক্কা না করে অবলীলায় তা অমান্য করা হচ্ছে। অথচ এ বিধি-নিষেধ মানা প্রতিটি গবেষকের জন্য জরুরী। বিধি-নিষেধ গুলো হলো-

১. গবেষণার ভাষা ভিন্ন হলেও একই শিরোনামে গবেষণা হওয়া।
২. অন্যের থিসিস/গ্রন্থ হুবহু নকল হওয়া।
৩. অন্যের থিসিস/গ্রন্থের হুবহু অনুবাদ হওয়া।
৪. অন্যের থিসিস/গ্রন্থ হতে হুবহু উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতির নকল হওয়া।
৫. অন্যের থিসিস/গ্রন্থের অংশ নিজের বলে চালিয়ে দেওয়া।
৬. অন্যের থিসিস/গ্রন্থের অংশ রেফারেন্স ছাড়া উল্লেখ অন্ততঃ কৃতজ্ঞতায় সে গ্রন্থের উল্লেখ করতে হবে।
৭. অন্যের কোন থিসিস/গ্রন্থের হুবহু কোন অধ্যায় উপ-অধ্যায় হওয়া।
৮. অন্যের গবেষণার কোন অংশ হওয়া।
৯. একই ভাষায় শুধু Cut-Paste করা।
১০. ডিগ্রী হওয়ার পূর্বে নিজের থিসিসের কোন অংশ প্রকাশিত হওয়া।

গবেষণায় বর্জনীয়

১. গবেষণা শিরোনাম অভিন্ন হওয়া
২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা হওয়া
৩. অন্যের বক্তব্য হুবহু উপস্থাপন করা
৪. গবেষণায় ফাঁকি দেয়া
৫. বেশী বেশী বন্ধু গ্রহণ করা
৬. বেশী বেশী ক্লাবে গমন করা
৭. বিনোদনে জড়ানো
৮. ধৈর্য্য হারানো

১. গবেষণা শিরোনাম অভিন্ন হওয়া

গবেষণা মানে নতুন কিছু রচনা বা আবিষ্কার করা। তাই একই বিষয়ে বার বার গবেষণা হবে না। তবে হ্যাঁ অধ্যায় বিন্যাস অভিন্ন হলে স্থান-কাল-পাত্র-ভাষা ভিন্ন হলে একই শিরোনামে কয়েকটি গবেষণা হতে পারে। যেমন :
কুরআন চর্চা- বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, আরবী ভাষায় কুরআন চর্চা, ইংরেজী ভাষায় কুরআন চর্চা, উর্দু ভাষায় কুরআন চর্চা, ফার্সী ভাষায় কুরআন চর্চা।

www.pathagar.com

আবার বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা। এবিষয়টাকে বিভিন্নকালে সীমাবদ্ধ করলে কয়েকটি শিরোনাম হবে। যেমন : বৃটিশোত্তর বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, বৃটিশপূর্ব বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা। অথবা সাল উল্লেখ করেও কাজ করা যায়। যেমন: বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা (১৯৪৭-১৯৭১) অথবা বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা (১৯৭১-২০১১) ইত্যাদি।

২. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা হওয়া

কিছু কিছু গবেষণা থিসিস দেখা যায় গবেষকের গবেষণা প্রস্তাবের সাথে থিসিসের তেমন আনুষঙ্গিকতা নেই। আবার এমনও পরিলক্ষিত হয় যে, বিষয় এক আর থিসিসের ভিতরে ভিন্ন কিছু। অথবা বিষয়ের উপর কিছু তথ্য আছে যা নিতান্তই ভাসা ভাসা। যা গবেষণার মানে উন্নীত নয়। এজন্যে গবেষণা বিষয় সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিৎ।

৩. অন্যের বক্তব্য হুবহু উপস্থাপন করা

গবেষণার ক্ষেত্রে আরেক ত্রুটি হুবহু নকল করে তুলে দেয়া। গবেষকের গবেষণার ভাষা এবং তথ্য-উপাত্তের ভাষা যদি একই হয় তাহলেতো কথাই নেই। আজকাল তথ্যপ্রযুক্তি বা কম্পিউটার সহজলভ্য হওয়ায় এ প্রবণতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। গবেষকগণ শুধু ইপ্সিত অংশটুকু কাট-পেষ্ট করে দেন। এটি গবেষণার ক্ষেত্রে একটি ত্রুটিপূর্ণ দিক। তথ্যমূলক গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত হতেই লিখতে হবে এটি সত্য। তবে হুবহু অন্যের বক্তব্য (উদ্ধৃতি ছাড়া) তুলে দেয়া যাবে না। হ্যাঁ অন্যের বক্তব্যটুকু ৫/৭ বার গভীর মনযোগ দিয়ে পড়ে ভাবোদ্ধার করে তা নিজের মত করে নিজের ভাষায় লিখতে হবে। তাহলেই সেটা গ্রহণীয় হবে, অন্যথায় নয়। অপরের ভাব বা ভাষাকে নিজের বলে চালিয়ে দেয়া যাবে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি দেয় যাবে, তবে বেশী উদ্ধৃতি বর্জনীয়।

৪. ফাঁকি দেওয়া

গবেষককে মনে রাখতে হবে গবেষণা শুধু ডিগ্রীর জন্য নয়। এটি দিয়ে গবেষকের পদোন্নতি ও আর্থ-সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মান মর্যাদা যেমন বৃদ্ধি পাবে, তারচে' বেশী উপকৃত হবে দেশ জাতি। একজন দৈনিক ১০-১২ ঘন্টা কাজ করে তিন বছরে যে গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করলো, আবার আরেকজন দৈনিক ২-৩ ঘন্টা কাজ করে তিন বছরে সে গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করলো দু'টো গবেষণার মান কি সমান হবে? না কখনো নয়।

www.pathagar.com

তথ্য উপাত্ত মোটামুটি সংগ্রহ করে শুধু Cut-Paste করে যেমন তেমনভাবে লিখে কোনভাবে ১৫০-২০০ পৃষ্ঠা ভরে সুন্দর বাঁধাই করে জমা দিলাম আর গবেষণা হয়ে গেল এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই। হয়তো বা তত্ত্বাবধায়কের সদয়দৃষ্টির কারণে তা দিয়ে আপনার ডিগ্রীও হয়ে যাবে কিন্তু এ গবেষণা দিয়ে দেশ জাতি কোন উপকৃত হতে পারবে না। গবেষণায় যত ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করা হবে গবেষক ততো ঠকবেন। দেশ জাতি তারচে' বেশী বঞ্চিত হবে। গবেষককে খেয়াল রাখতে হবে, তিনি শুধু তার পিতার সন্তান নন, তিনি দেশের একজন সুনাগরিকও বটে। দেশ জাতি তাকে গবেষণার সুযোগ করে দিয়েছে। তাই তার গবেষণা শুধু নিজের ডিগ্রীর জন্য নয়, অবশ্যই তা দেশ জাতির সেবার জন্যেও হতে হবে। তাহলেই গবেষকের গবেষণা ও ডিগ্রী স্বার্থক হবে।

৫. বেশী বেশী বন্ধু গ্রহণ করা

আপনি সদালাপি, বন্ধুপ্রিয় এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। বন্ধুদের সাথে আড্ডা না দিলে দিনে অন্তত: তাদের সাথে এক কাপ চা পান না করলে আপনার রাতে ঘুম হয়না, মনটা আন-চান করে। আসলে এগুলো অভ্যাসের ব্যপার। আপনি অন্ততঃ গবেষণার সময়টা বন্ধুদের ঐরকম সংশ্রব ত্যাগ করুন। না পারলে যেখানে প্রতিদিন যেতেন সেখানে সপ্তাহে একবার যান। অন্ততঃ সপ্তাহে বাকী ৬ দিনের ৬টি ঘন্টা বাঁচান। শুধু এ সময় বাচিঁয়ে আপনি ৩ বছরের কাজ অন্ততঃ ২ মাস আগেই শেষ করতে পারবেন।

৬. বেশী বেশী ক্লাবে গমন করা

আপনার ক্লাবের নেশা আছে। সেখানে যাবেন বন্ধুদের সাথে তাস খেলবেন অথবা খেলা-ধুলা করে চাঙ্গা হয়ে রাত ১০/১১টায় বাসায় ফিরবেন। কিন্তু আপনি কি খেয়াল করেছেন দৈনিক যে ২/৩ ঘন্টা সময় চলে যাচ্ছে, সেটা তো আর ফিরে আসবেনা। তাই আপনি গবেষণার সময়টা ক্লাব ত্যাগ করুন। এ কারণে আপনি অন্তত ২ মাস পূর্বেই গবেষণা থিসিস জমা দিতে পারবেন।

৭. বিনোদনে জড়ানো

খেয়াল রাখতে হবে গবেষণা গবেষণাই। এটি পৃথিবীর সকল কাজ হতে ভিন্ন ধরনের। গবেষণার সময় আর অন্য কোন বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। তাহলে ধরা খেতেই হবে।

www.pathagar.com

অনেকেই খেলার পাগল, কেউ আবার নাটক সিনেমা দেখার পাগল,আবার কেউবা টিভিতে সিরিয়াল দেখায়। পাগল হলেও গবেষণার সময় টিভি, ভিসিডি, ডিভিডি এগুলোর কোন কিছুতেই ঘেষা বা জড়ানো যাবে না। তাহলে যথাসময়ে যে গবেষণা শেষ হতো, তা শেষ হতে অতিরিক্ত আরো ১/২ বছর সময় বেশী লাগবে।

৮. ধৈর্য না হারানো

গবেষণার কাজ ধৈর্যের কাজ। ধৈর্য না ধরলে এবং সহনশীল না হলে গবেষণা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এজন্য সবাই গবেষণা করতে পারে না। খেয়াল রাখতে হবে গবেষণা নির্ধারিত বা হিসেবের টাকায় সম্ভব নয়। ঘরে চাল-ডাল নেই। বাচ্চার দুধ নেই। পিতা-মাতার ঔষুধ নেই। স্ত্রী অসুস্থ। আবার ওদিকে গবেষণার সময়ও শেষ হয়ে যাচ্ছে। গ্রন্থ ক্রয়, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, কম্পোজ, ফটোকপি, থিসিস বাঁধাই, থিসিস জমা ফী ইত্যাদি মিলে চল্লিশ/পঞ্চাশ হাজার টাকার দরকার। এদিকে মাসের বেতনও হয়নি। কি দিয়ে কি করবেন কিছুই ঠিক করতে পারছেন না। আপনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এখানে আপনার সমাধানের পথ একটাই খোলা। আর তা হলো গবেষণার কাজটি ছেড়ে দেয়া। তাহলে আপনার ঐ চল্লিশ/পঞ্চাশ হাজার টাকার কাজ চার/পাঁচ হাজার টাকাতে মিটে যাবে। আপনিও পাগল হওয়া থেকে বাঁচবেন।

এমূহুর্তে আপনাকে যথেষ্ট ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হবে। হতে হবে সহনশীল। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে এগুতে হবে। আপনাকে মনে রাখতে হবে এগুলো ধৈর্য্যের কাজ। ধৈর্য্য হারা হয়ে গেলে গবেষণা করা যাবে না। আপনি একবার ছিটকে পড়লে দ্বিতীয়বার উঠে দাঁড়ানো আর কোনদিন সম্ভব হবে না। কারণ যখন আপনার ঝামেলা শেষ হবে। হাতে টাকা হবে। তখন গবেষণা করার আর মন মানসিকতা বা বয়স থাকবে না। এজন্যে সারা জীবন পস্তাতে হবে।

থিসিস জমা দানের পূর্বে/পরে করণীয়

থিসিস জমা দানের পূর্বে করণীয়

থিসিস জমাদানের পূর্বে গবেষককে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় সভাপতির মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে থিসিস জমাদানের জন্য নির্ধারিত ফি জমা দিয়ে রশিদ সংযুক্ত করে দিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে ৫ (বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে ৬) কপি থিসিস জমা দিতে হবে।

www.pathagar.com

থিসিস জমা দানের পরে করণীয়

থিসিস প্রেরণের বিষয়ে খোঁজ রাখা

থিসিস জমা দেয়ার পর অনেকেই কোন খোঁজ-খবর রাখেন না। যদিও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস সকল দায়িত্ব পালন করেই থিসিস পরীক্ষকদের কাছে প্রেরণ করে। কিন্তু থিসিস পাঠানো হলো কিনা এ বিষয়ে একটু খোঁজ খবর অবশ্যই রাখতে হয়। কারণ বিষয়টি গবেষকের কাছে যত গুরুত্বের, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের কাছে তেমন গুরুত্বের নয়। এমন কতক দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার আছেন যিনি রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত। তিনি টেবিলে বসে অফিসের কাজ করার চাইতে বাইরে দোকানে বসে রাজনৈতিক আড্ডা দিতে এবং চা পান করতে আর সিগারেট ফুঁকতে বেশী ভালবাসেন। তিনি গবেষকের থিসিস দু'চার মাসেও পরীক্ষকদের কাছে পাঠানোর সময় পান না। অথবা থিসিসের রিপোর্ট এসেছে দু'চার মাসেও তা পরীক্ষা কমিটির সভাপতি/আহবায়কের কাছে পাঠানোর সময় তার হয়ে উঠেনি। তাই থিসিস জমা দিয়ে একটু খোঁজ খবর রাখতে হবে। অন্যথায় বছরেও ডিগ্রী হবে না।

মৌখিক পরীক্ষার প্রস্তুতি (التجهيز للاختبار الشفوي)

অনেকে থিসিস জমা দিয়ে অলসতায় দিন কাটান। নাকে তেল দিয়ে ঘুমান। না এটি অলসতার সময় নয়। মৌখিক পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত থিসিসটি বার বার মনযোগের সাথে পড়তে হবে। ২-৬ মাস পর সব রিপোর্ট চলে আসবে। এরপর ভাইভা বোর্ডে গবেষককে ডাকা হবে। তাই গবেষককে এখন থেকেই থিসিস সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা রাখার জন্য থিসিসের আদ্যান্ত কয়েকবার করে পাঠ করতে হবে। থিসিসের তত্ত্বে বা তথ্যে কোন বড় কোন ভুল ধরা পড়লে তত্ত্বাবধায়ককে তা অবহিত করতে হবে। জটিল বিষয়গুলো নিয়েও তাঁর সাথে যোগাযোগ করে সমাধান করে নিতে হবে। তা না হলে পরীক্ষকগণ ভাইভা বোর্ডে ঐ জটিল প্রশ্নটি করলে গবেষক উত্তর দানে ব্যর্থ হয়ে যাবেন। ভাইভা সন্তোষজনক না হলে বোর্ড এজন্য ডিগ্রী প্রদানের সুপারিশ না করে থিসিস পুনঃ লিখনের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন।

মৌখিক পরীক্ষার পরে করণীয়

১. থিসিস সংশোধন করা
২. প্রবন্ধ রচনা করা
৩. সংযোজন-বিয়োজন করা
৪. তত্ত্বাবধায়কের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা
৫. পাণ্ডুলিপি তৈয়ার

www.pathagar.com

১. থিসিস সংশোধন/Thesis Editing/تنقيح الرسالة

আপনি থিসিস জমা দিয়েছেন মানে ১০০% নির্ভুল করে জমা দিয়েছেন, এটি মনে করার কোন কারণ নেই। আপনি থিসিসটি এখনি খুলে দেখুন প্রথম পৃষ্ঠাতেই কয়েকটি ভুল রয়ে গেছে। ভিতরে তো হিসেবই নেই। হয়তো বা দু'এক শব্দ বাদ পড়েছে অথবা **র, য়, ড়, ঢ়,** -এর স্থলে **ব, য, ড ও ঢ** হয়ে গেছে। অথবা **ন** এর জায়গায় **ণ** হয়ে আছে কিংবা **স** এর জায়গায় **শ** অথবা **ষ** হয়ে আছে। ভিতরে খুলে দেখবেন কোথাও আয়াত নাম্বার, কোথাও হাদীসের নাম্বার বা রেফারেন্সের কোথাও পৃষ্ঠা নাম্বার ঠিক নেই বা বাদৎ পড়ে গেছে। এরকম ২/৪ ডজন ভুল অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোথাও দেখবেন অনুবাদ ঠিক হয়নি। আবার কোথাও দেখবেন তথ্য সঠিক হয়নি। অথবা একটার স্থলে আরেকটি তথ্য লেখা হয়ে গেছে। অথবা রেফারেন্স একটির স্থলে অন্যটি এসে গেছে। অথবা একই গ্রন্থের নাম পর পর এসেছে অথচ সেখানে প্রাগুক্ত হওয়ার কথা। কোথাও বা ইনভারটেড কমা (" ") বাদ পড়েছে। কোথাও বা প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থলে দাঁড়ি বা কমা বা কমার স্থলে দাঁড়ি অথবা দাঁড়ির স্থলে প্রশ্নবোধক চিহ্ন পড়ে গেছে। আরবী বানানে أ إ এর স্থলে ا ,আর ى এর স্থলে ي অথবা ي এর স্থলে ى অথবা أ এর স্থলে ئ, অথবা ئ এর স্থলে أ , অথবা ى অথবা ي এর বা ئ হয়ে গেছে। আপনি ধৈর্য্য সহকারে খুব ধীর স্থিরভাবে লাইনে লাইনে পড়ে থিসিসটি সংশোধন করে ফেলুন।

২. সংযোজন-বিয়োজন করা (الإضافة و الحذف)

গবেষণার সময় অনেক বিষয় সম্পূরকের জন্যে অভিসন্দর্ভে আনতে হয় যেগুলো পাণ্ডুলিপিতে দরকার নেই। মানে সাধারণ পাঠকদের দরকার নেই। তাই সেগুলো বাদ দিতে হবে। আবার এমন কিছু বিষয় আছে যা সাধারণ পাঠকদের দরকার কিন্তু গবেষণার সময় বাদ দেয়া হয়েছে। সে বিষয়গুলো এখন পাণ্ডুলিপিতে সংযোজন করতে হবে।

৩. প্রবন্ধ রচনা করা (إنشاء المقالة)

গবেষণা উত্তর সময়টা আলসেমী করে নষ্ট না করে গবেষণার সময় বাদ দেয়া অপ্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দিয়ে আরো প্রবন্ধ রচনা করতে পারেন। যদি আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হন, তাহলে তা আপনার পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিশেষ কাজে আসবে এ প্রবন্ধগুলো। কষ্টার্জিত অপ্রয়োজনীয় উপাত্তগুলোরও গতি হবে।

www.pathagar.com

৪. তত্ত্বাবধায়কের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা (الاتصال بالمشرف)

গবেষণা যেহেতু বিশেষ একজন শিক্ষকের কাছে করতে হয়, তাই গবেষণার ৩ থেকে ৭ বছর সময় তাঁর সাথে বিশেষ একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ গবেষক গবেষণা শেষ হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়কের সাথে পুরো সম্পর্ক ছিন্ন করেন। গবেষণার স্বার্থে যাকে সময়ে অসময়ে এতো কষ্ট দেয়া হয়েছে, গবেষণা শেষে তার বাসায় একবার যাওয়া তো দূরে থাক, ফোনে একটু তাঁর খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেন না অধিকাংশ গবেষক। এতো অকৃতজ্ঞ হওয়া মোটেই উচিৎ নয়। বরং গবেষণার পর আরো কিছু করার জন্যে তাঁর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা তাঁর সহযোগিতা গ্রহণ পূর্বের মতোই অব্যাহত রাখা দরকার। এতে নিজের লাভ বৈ ক্ষতি হয় না।

৫. পাণ্ডুলিপি তৈয়ার (إعداد المخطوطة)

আপনি গবেষক। আপনিই ভালো জানেন আপনার গবেষণা কর্ম জ্ঞানের কোন কোন শাখায় কাজে লাগবে। কোন শ্রেণীর সিলেবাসে পাঠ্যভুক্ত বা রেফারেন্স গ্রন্থ হিসাবে কাজে আসবে। আপনি সেভাবে উপযোগী করে পাণ্ডুলিপিটি সাজিয়ে নিন। আপনাকে এ বিষয়টি খুব ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে, গবেষণা থিসিস আর পাণ্ডুলিপি কিন্তু এক কথা নয়। আপনি হাজার হাজার টাকা খরচ করে ৩-৭ বছর সময় ব্যয় করে অভিসন্দর্ভ রচনা করে ফেলেছেন বলে সেটা সবাই নিয়ে চুমু খাবে বা গিলে ফেলবে সেটা মনে করার কোন কারণ নেই। কারণ গবেষণার থিসিস তো বিশেষ বিষয়ে বিশেষ ডিগ্রীর জন্য রচিত। এটি শুধু বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশেষ লোকদেরই কাজে লাগবে। হ্যাঁ এটি সার্বজনীন করতেই আপনার থিসিসটিকে পান্ডলিপি আকারে সাজাতে হবে। আপনার মনে হয়তো ধাঁধাঁ লাগছে থিসিস পাণ্ডুলিপির আবার পার্থক্য কি?

হ্যাঁ থিসিস ও পাণ্ডুলিপির মাঝে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। ধরে নিন আপনার থিসিসের শিরোনাম "ফিকহী তাফসীর:উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" আপনি গবেষণার খাতিরে ফিকহ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-এর উপর প্রথম অধ্যায় লিখেছেন। ফিকহী তাফসীর বলতে আহকামুল কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে দু'দশ পৃষ্ঠা লিখতে হয়েছে আপনাকে। যেহেতু তাফসীর কথাটি আছে। তাই তাফসীরের পরিচিতি ও সংজ্ঞা এবং তাফসীরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ-এর একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আপনাকে লিখতে হয়েছে।

www.pathagar.com

আপনি থিসিসটি পাণ্ডুলিপি আকারে যখন সাজাবেন তখন যে পরিভাষাটি সার্বজনীন সেটিই ব্যবহার করবেন। তাফসীর আহকামূল কুরআন পরিভাষাটি এদেশের মাদ্রাসায় শিক্ষিত ছাড়াও যারা কুরআন পড়েন এবং কুরআন সম্পর্কে ধারণা আছে, তাদের কাছেও মোটামুটি পরিচিত। কিন্তু ফিকহী তাফসীর বিষয়টি ততটুকু নয়। তাই আপনি এখানে ফিকহী তাফসীর না লিখে তাফসীর আহকামূল কুরআন লিখবেন। বিষয়টি পরিষ্কার এবং সহজ করে এভাবে বলা যায় তাফসীর আহকামল কুরআন বিষয়টি যদি দেশের ৫০ হাজার লোক বুঝে তাহলে ফিকহী তাফসীর বিষয়ে বুঝার লোকসংখ্যা খুব বেশী হলে এক হাজার হবে। তাই পাণ্ডুলিপি তাফসীর আহকামূল কুরআন : উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ শিরোনামে করলে সার্বজনীন হবে। তখন কিন্তু আপনাকে প্রথম দু'টি অধ্যায় বাদ দিতে হবে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

তত্ত্বাবধায়ক

তত্ত্বাবধায়ক পরিচিতি

তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলী

তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব

ভাল গবেষক নির্বাচন

বিষয় সম্পর্কে ন্যুন্যতম জ্ঞান থাকা

আবেদন পত্র যাঁচাই

সিনোপসিসের সঠিকতা যাঁচাই

গবেষকের তথ্যাবলী সংরক্ষণ

আবেদনের দিন থেকেই গবেষণা শুরু করানো

অভিভাবকসুলভ আচরণ করা

বন্ধুর মত আচরণ করা

গবেষককে গবেষণামুখী করার চেষ্টা করা

কাজের জবাবদিহি করা

গবেষককে যথাযথ সময় দেয়া

যথাসময়ে গবেষকের কাজ করে দেয়া

যথাসময়ে পরীক্ষা কমিটি গঠন

যথাসময়ে থিসিস মূল্যায়ণ

যথাসময়ে থিসিসের রিপোর্টর প্রদান

গবেষণার ব্যাপারে আন্তরিক হওয়া

গবেষককে গবেষণামুখী করার চেষ্টা করা

গবেষণার সময় রাগান্বিত না হওয়া

নিরপেক্ষতা বজায় রাখা

কাজের অগ্রগতির তদারকি করা

নৈতিকতা বিষয়ে সজাগ থাকা

গবেষককে আপ্যায়নে সাধ্যমত চেষ্টা করা

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

তত্ত্বাবধায়ক/Supervisor/Guide/المشرف।

তত্ত্বাবধায়ক পরিচিতি/Identification of Supervisor/ تعريف المشرف

গবেষক যে বিশেষ ব্যক্তির একক তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেন তিনিই তত্ত্বাবধায়ক। গবেষক-এর বিভিন্নরকম সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। The Encyclopedia-তে উল্লেখ আছে-

- *A Research Supervisor (often referred to as simply "supervisor") is responsible for the general oversight of an academic research project.*

Cambridge Advanced Learners Dictionary-তে উল্লেখ আছে-

- *A person whose job is to supervise someone or something.*
- *(In some colleges) a teacher with responsibility for a particular student.*
- *(USA town or country)Supervisor is an elected official who manages local government services.*

গবেষণার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন তত্ত্বাবধায়ক। তত্ত্বাবধায়কের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পরামর্শেই গবেষণা সম্পন্ন হয়ে থাকে। তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচনে ভুল হলে গবেষণার ক্ষেত্রে ভোগান্তির অন্ত থাকেনা। গবেষক যত ভালো হোন না কেন তত্ত্বাবধায়ক ভালো না হলে গবেষককে চরম মাশুল দিতে হয়। তত্ত্বাবধায়কের মর্জি মত বিষয় এবং গবেষণা না হলে গবেষকের ডিগ্রী শিকেয় উঠে। ব্যাট বল এক না হলে যেমন রান হয় না, তত্ত্বাবধায়ক গবেষক এক মত ও এক পথের না হলে গবেষণা সমাপ্ত প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। তাই গবেষককে তত্ত্বাবধায়কের মন-মেযাজ বুঝে চলতে হয়। তাঁর সম্পর্কে জেনে শুনে গবেষককে তাঁর কাছে ভিড়তে হয়।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলী/Characteristics of Supervisor/ أوصاف المشرف

একজন ভাল ছাত্র হলেই যেমন ভাল শিক্ষক হতে পারেন না, তেমনি একজন ভাল গবেষক এম.ফিল./পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করলেই ভাল তত্ত্বাবধায়ক হতে পারেন না। সব ফুলেই যেমন মৌমাছি বসে না, অনুরূপভাবে সব তত্ত্বাবধায়কের কাছেও গবেষক ভিড়ে না।

গবেষক কিন্তু গবেষণার পূর্বে একজন ভাল তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করতে চান। যদি অভ্যন্তরীণ গবেষক হন তাহলে তিনি হঠাৎ করে একজন শিক্ষককে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নির্বাচন করেন না। তিনি তার সুদীর্ঘ শিক্ষা জীবনের ৫-৭টি বছরের প্রতিটি দিন তার শিক্ষককে ফলো করে থাকেন। একজন শিক্ষার্থী স্নাতক ১ম বর্ষ থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত পাঁচটি শিক্ষাবর্ষে ১৫০০-২০০০টি ক্লাশে উপস্থিত থেকে ১৫০-২০০টি টিউটরিয়াল/ইনকোর্স পরীক্ষা দিয়ে থাকেন। এতগুলো ক্লাশে উপস্থিত থেকে একজন শিক্ষার্থী প্রতিটি শিক্ষকের জ্ঞান-গবেষণা, ক্লাশের প্রস্তুতি, পাঠদান পদ্ধতি, পাঠ বুঝানোর কৌশল, বাচনভঙ্গি, দক্ষতা, আচার-আচরণ, শিখানোর ব্যাপারে আন্তরিকতা, কথা-বার্তা, উপদেশ-পরামর্শ ইত্যাদি তার জীবন গড়ার ব্যাপারে কতটুকু অবদান রেখেছে এ বিষয়গুলো খুব গভীরভাবে লক্ষ্য করে থাকেন। যা অন্ততঃ গবেষণার ক্ষেত্রে বিরাট প্রভাব ফেলে।

এছাড়াও কোন কোন শিক্ষকের শিক্ষকতা জীবনে এমন অপরিহার্য কিছু গুণ প্রকাশ পায়, যা দেখে শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষকের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। হন বিমুগ্ধ। যদি কোন শিক্ষক ক্লাশের পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে যথাসময়ে ক্লাশ, টিউটরিয়াল, পরীক্ষা, উত্তরপত্র মূল্যায়ণ, ফলাফল প্রদান করে থাকেন, পাঠ বুঝিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আন্তরিক হয়ে থাকেন, ক্লাশের বাইরেও সময় দিয়ে থাকেন এবং সবার প্রতি নিরপেক্ষতা বজায় রেখে থাকেন, তাহলে দল-মত নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের আলাপচারিতায় তাদের মুখ থেকে সে শিক্ষকের প্রশংসা আপনা আপনি বেরিয়ে আসবে। এর বিপরীত কিছু দেখলে তেমনি সে শিক্ষকের বদনাম করতেও তারা দ্বিধা করেন না।

তারাই একজন শিক্ষকের ভাল বা মন্দের পরোক্ষ সার্টিফিকেট দিয়ে থাকেন। একটি কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, শিক্ষকতা জীবনে শিক্ষার্থীদের সার্টিফিকেটই বড় সার্টিফিকেট।

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীরা সে শিক্ষকের প্রতি কোন কারণে বিরোপ মনোভাবাপন্ন থাকলেও যথাসময়ে কিন্তু তাঁর গুণগান করবেনই। ছাত্রজীবন শেষে গবেষণা করতে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে এধরণের শিক্ষককেই তারা বেছে নিতে চাইবেন। এজন্যেই তো দেখা যায় গবেষণার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে কোন কোন শিক্ষকের কাছে গবেষকরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আবার অন্য শিক্ষকের কাছে একজনও ভিড়ে না। এমনও দেখা যায় তত্ত্বাবধায়কের আসন শুন্য না থাকলেও তাঁর আসন শুন্য হওয়া পর্যন্ত বিভাগের সেরা গবেষকরা ২/১০ বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করে। আবার আরেক জনের আসন বছরের পর বছর শুন্য থেকে যাচ্ছে অথচ একজন সাধারণ ছাত্রও তার কাছে ভিড়ছে না। আমার দৃষ্টিতে একজন তত্ত্বাবধায়কের নিম্নের গুণগুলো থাকলেই কেবল তাঁর কাছে গবেষকগণ স্বেচ্ছায় গবেষণা করতে আসবেন।

১. শিক্ষকতা জীবনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা।
২. ক্লাশে ফাঁকি দেয়ার মন-মানসিকতা না থাকা।
৩. সার্বিক সহযোগিতার মন-মানসিকতা থাকা।
৪. সৃজনশীল মন-মানসিকতা সম্পন্ন হওয়া।
৫. শিক্ষার্থীদেরকে নিজের সন্তানের মতো দেখা।
৬. শিক্ষার্থীদের মানস উন্নয়নে আন্তরিক হওয়া।
৭. অভিভাবকের ভুমিকা পালন করা।
৮. অনুসন্ধিৎস্যু হওয়া।
৯. অধ্যাবসায়ী হওয়া।
১০. ধৈর্য্যশীল হওয়া।
১১. সতর্কবান হওয়া।
১২. সহনশীল হওয়া।
১৩. সময়ের সদ্ব্যবহারকারী হওয়া।
১৪. বিষয়ভিত্তিক বিশেষ জ্ঞান থাকা।
১৫. ভাষা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা।
১৬. নিরপেক্ষ হওয়া।
১৭. কথা কাজে মিল থাকা।
১৮. মিষ্টভাষী হওয়া।
১৯. আচার-আচরণ ভাল হওয়া।
২০. আত্ম মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ককে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে গবেষক অপর কেউ নয়। সে তার সন্তানতুল্য। তার সাথে তত্ত্বাবধায়কের সম্পর্ক হবে পিতা-পুত্রের ন্যায় মধুর। সেখানে থাকবে স্নেহ-ভালবাসা, ভক্তি ও সম্মান।

তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব/Duties of Supervisor/مسئوليات المشرف

আমরা অনেক তত্ত্বাবধায়ক মনে করি যত দায়িত্ব সব গবেষকের। আমি তত্ত্বাবধায়ক, আমার আবার দায়িত্ব কিসের? না গবেষকের চেয়ে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব একেবারে কম নয়। গবেষকের ডিগ্রী হওয়া না হওয়া তত্ত্বাবধায়কের উপর নির্ভর করে ৫০%। আবেদনের পর থেকে গবেষকের ডিগ্রী হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে তত্ত্বাবধায়ককে গবেষকের কথা মনে রাখতে হবে। কারণ তত্ত্বাবধায়কের কারণে গবেষকের ডিগ্রী না হলে সম্মানহানী গবেষকের চেয়ে তত্ত্বাবধায়কের বেশী হবে। তাই তত্ত্বাবধায়ককে নিম্নের বিষয়গুলো বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে।

১. ভাল গবেষক নির্বাচন

গবেষণার পূর্বে গবেষক যেমন তার জন্যে একজন ভাল তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করতে চান, তত্ত্বাবধায়কেরও উচিৎ দেখে শুনে একজন ভাল গবেষক নির্বাচন করা। যাকে তাকে গবেষক নির্বাচন করা মোটেই উচিৎ নয়। বিশেষতঃ এ ব্যাপারে অনুরোধে ঢেঁকি গেলার কোন অবকাশ নেই। তত্ত্বাবধায়ককে তাঁর গবেষক নির্বাচনের প্রারম্ভে নিম্নের বিষয়গুলো অবশ্যই দেখে গবেষক নির্বাচন করতে হবে। নইলে গবেষণা শুরু হওয়ার পর গবেষককে খোঁজে পাওয়া দুষ্কর হবে।

১. গবেষকের একাডেমিক ক্যারিয়ার যাচাই করা।
২. গবেষক বিজ্ঞপ্তির শর্ত পূর্ণ করেছে কি না তা দেখা।
৩. নির্বাচিত বিষয়ের ধারণা যাঁচাই করা।
৪. আনুষঙ্গিক বিষয়ের ধারণা যাঁচাই করা।
৫. বিষয় ভিত্তিক বিশেষ জ্ঞান যাঁচাই করা।
৬. গবেষণার জ্ঞান যাঁচাই করা।
৭. ভাষা জ্ঞান যাঁচাই করা।
৮. আইকিউ যাঁচাই করা।
৯. গবেষণা ব্যয় নির্বাহ করার ক্ষমতা আছে কি না তা দেখা।
১০. চাকুরীরত হলে কর্তৃপক্ষ ছুটি দিতে স্বীকৃত আছে কি না তা দেখা।
১১. গবেষণা বিষয়ে তার আগ্রহ, আত্মবল এবং সাহস কতটুকু তা পর্যবেক্ষণ করা।

www.pathagar.com

২. বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকা

গবেষক যে বিষয়ে আবেদন করতে আগ্রহী, সে বিষয়ে তত্ত্বাবধায়কেরও ন্যুন্যতম জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে গবেষকের জানাশুনা কতটুকু এবং এ বিষয়ে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী হয়েছে কি না তা তত্ত্বাবধায়ক গবেষককে দিয়ে অনুসন্ধান করাবেন। এছাড়া গবেষক যে বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী সেক্ষেত্রে (Field) তত্ত্বাবধায়কের নিজের কতটুকু ধারণ আছে সে বিষয়ে নিজেকেই সিদ্ধান্ত দিতে হবে। অন্যথায় পরবর্তীকালে গবেষককে হয়রানীর শিকার হতে হবে। অধিকাংশ তত্ত্বাধায়কই এ কাজটি করেন না। গবেষক হলেই লুফে নেন।

৩. আবেদন পত্র যাঁচাই

গবেষক আবেদন করতে আসলে আবেদন পত্রের দু'টি ফটোকপি আনবেন। খসড়া আবেদনপত্র প্রয়োজনে সংশোধন করে ফরমের বিশেষ কলামে যেখানে তত্ত্বাবধায়ককে গবেষণা সম্পর্কে নিম্নরুপ মন্তব্য লিখতে হয় তা নিজ হাতে লিখে দিবেন।

> "আমার জানা মতে উল্লেখিত শিরোনামে .... ভাষায় গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। বিষয়টি অত্যন্ত যুগোপযোগী। এ বিষয়ে গবেষণা হলে গবেষণা কর্মটি দেশ, জাতি, ধর্ম, শিক্ষা ...... ক্ষেত্রে কাজে আসবে। অতএব, আমি এ বিষয়ে তত্ত্বাবধানে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করছি।"

গবেষক আবেদনপত্রের দ্বিতীয় ফটোকপিটি আবার পূরণ করে তত্ত্বাবধায়ককে দেখাবেন। তত্ত্বাবধায়ক ওকে (ok) করলেই কেবল গবেষক আবেদনের ফাইনাল কপি পূরণ করবেন। এরপর তত্ত্বাবধায়ক আবেদনে স্বাক্ষর দিবেন এবং নামসহ তত্ত্বাবধায়কের সীল দিবেন। অনেক তত্ত্বাবধায়কের কাছে ব্যক্তিগত নামের সীল ও প্যাড থাকে না। তত্ত্বাবধায়ক অবশ্যই একটি সীল ও সীলপ্যাড কাছে রাখবেন। যাতে এ সীলের জন্যে গবেষককে হয়রানী হতে না হয়।

৪. সিনোপসিসের সঠিকতা যাঁচাই

সিনোপসিস গবেষণার শুরুর প্রথম এবং মৌলিক বিষয়। এটি গবেষকের গবেষণা বিষয়ে জ্ঞানের পরিচায়ক। এ সিনোপসিসটি কিন্তু বিভাগ,অনুষদ, বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ এবং একাডেমিক কাউন্সিলে আলোচিত হবে। সেখানে এ বিষয়ে যে কোন রকম নেতিবাচক আলোচনা গবেষক ও তত্ত্বাবধায়ক উভয়কে অপমানজনক অবস্থার মুখোমুখী করে দিবে।

www.pathagar.com

তাই তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষক সিনোপসিস রচনায় বিশেষ যত্নবান হবেন। তত্ত্বাবধায়ক গবেষকের সিনোপসিসে নিম্নের বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষ্য করবেন–

১. শিরোনাম সঠিক আছে কি না?
২. শিরোনামের সাথে সিনোপসিসের মিল আছে কি না?
৩. ভূমিকা সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কি না?
৪. গবেষণার প্রয়োজনীয়তা,গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কি না?
৫. টাইম সিডিউল দেয়া হয়েছে কি না?
৬. অধ্যায় বিন্যাস সঠিক হয়েছে কি না?
৭. অধ্যায়ের সাথে পরিচ্ছেদ যথাযথ দেয়া হয়েছে কি না?
৮. বানান সঠিক হয়েছে কি না?
৯. গবেষণার সম্ভাব্য ফলাফল লিখেছে কি না?
১০. শিরোনামের সাথে গ্রন্থপঞ্জী সামাঞ্জস্যতা আছে কি না?
১১. গ্রন্থপঞ্জী যথাযথভাবে লেখা হয়েছে কি না?
১২. গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে কি না?

৫. গবেষকের তথ্যাবলী সংরক্ষণ

তত্ত্বাবধায়ক নিজেই গবেষকের আবেদনের দিন গবেষকের নিকট হতে সকল কাগজপত্র নিয়ে ২টি ফাইল (একটি অফিসে ও একটি বাসায়) সংরক্ষণ করবেন। কাগজপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেন না, এমন তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষকের অভাব নেই। তত্ত্বাবধায়ক নিজেই একাজ এজন্যে করবেন। কারণ অনেক তত্ত্বাবধায়কই তাঁর গবেষকের সংখ্যা সম্পর্কে বেখেয়াল থাকেন। গবেষকের সংখ্যা না জানা থাকার কারণে কোন কোন সময় সংখ্যাতিরিক্ত গবেষক নিয়ে থাকেন। একারণে চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে সংখ্যাতিরিক্ত গবেষক বাদ পড়েন। এটি গবেষকের জন্যে যেমন বিড়ম্বনার, তত্ত্বাবধায়কের জন্যেও মান-সম্মানের বিষয়। শুধু একারণে বাদ পড়লে গবেষককে রেজিস্ট্রেশন পেতে আরো এক বছর অপেক্ষা করতে হয়।

অনেক তত্ত্বাবধায়কের কাছে গবেষকের কোন ফাইল বা কোন কাগজ পত্র না থাকায় দরকারের সময় তার জন্যে কিছুই করা সম্ভব হয় না। গবেষকের গবেষণার মেয়াদ কখন শেষ হবে বিষয়টি না জানা থাকার কারণে তার গবেষণাই বাতিল হয়ে যায়। এজন্যে তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষক উভয়ের সুবিধার্থে একাজটি করা দরকার।

www.pathagar.com

৬. আবেদনের দিন থেকেই গবেষণা শুরু করা

গবেষকের আবেদনপত্রে একটা দস্তখত দেয়া দরকার ছিল সেটা হয়ে গেছে। বাস তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব শেষ। না গবেষকের আবেদনপত্র জমা হওয়ার পর দায়িত্ব শেষ হয়েছে মনে করা যাবে না। তত্ত্বাবধায়ক গবেষককে যেমন আবেদনের দিন থেকে গবেষণা শুরু করাবেন। তেমনি তাঁর তত্ত্বাবধায়নের দায়িত্ব পালনও শুরু করবেন। প্রথম দিনেই তিনি গবেষককে গবেষণার বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দিবেন। কারণ আবেদন হতে রেজিস্ট্রেশন পাওয়া পর্যন্ত প্রায় এক বছর সময় চলে যায়। এসময়ের মধ্যে গবেষক গবেষণা বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের অনেক কাজ এগিয়ে নিতে পারবেন।

৭. অভিভাবকসুলভ আচরণ করা

গবেষণাকালে গবেষকগণ তত্ত্বাবধায়কদের একান্ত আপনজনের একজন হন। ৩-৭ বছরে একজন গবেষক কমপক্ষে ১৫-২০ বার তত্ত্বাবধায়কের কাছে গমন করে প্রতিবারে ২-৫ ঘণ্টা একান্ত সান্যিধ্যে আসার সুযোগ পেয়ে থাকেন। বলতে গেলে গবেষকগণ তত্ত্বাবধায়কের পারিবারিক একজন সদস্যে পরিণত হন। এজন্যে তত্ত্বাবধায়ক গবেষণার পাশাপাশি তাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করবেন। তার পারিবারিক খোঁজ-খবর রাখবেন। বিপদ-আপদে তাকে সহযোগিতার চেষ্টা করবেন। গবেষণার বিষয়ে তাকে উৎসাহিত করবেন। গবেষণায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন এমন আচরণ তার সাথে করা যাবে না। কোন কোন তত্ত্বাবধায়কের আচরণ খুবই আপত্তিজনক। তারা গবেষকের সাথে ন্যুনতম ভদ্রতাটুকুও দেখান না। কোন কোন গবেষক চার/পাঁচ শ' কিলো দূর থেকে আসেন। বাসায় গেলে বাসায় প্রবেশের অনুমতি পর্যন্ত দেন না। বিভাগে গেলে কথা বলার সময় পান না। যথাযথ সহযোগিতা না পাওয়ার কারণে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার উপক্রম হয়। তখন গবেষকের চোখের পানি, নাকের পানি একাকার হয়ে যায়। এ ধরণের আচরণের কারণে ফেলো দ্বিতীয় বার আর তাঁর কাছে গবেষণায় আগ্রহী হন না।

৮. বন্ধুর মত আচরণ করা

একজন বন্ধু আরেক জন বন্ধুর কাছে ততবার যায় না যতবার একজন গাবেষক তার তত্ত্বাবধায়কের কাছে গবেষকারী গিয়ে থাকেন। কোন কোন তত্ত্বাবধায়ক গবেষকদের সাথে যেমন তেমন আচরণ করে থাকেন। অবশ্য এ ধরণের আচরণের ফলাফল পরবর্তীকালে তত্ত্বাবধায়কগণ পেযেও থাকেন। এ গবেষক বা তার পরিচিত কেউ আর কখনো তাঁর কাছে দ্বিতীয় বার ডিগ্রী করার জন্য ভিড়ে না।

www.pathagar.com

তাই তত্ত্বাবধায়ক সবসময় গবেষকদের সাথে বন্ধুর মত আচরণ করবেন। সর্বদা ভয়ে তটস্থ থাকে, তাদের সাথে এমন আচরণ কখনো কাম্য নয়।

৯. গবেষককে যথাযথ সময় দেয়া

কোন কোন তত্ত্বাবধায়ক গবেষককে মোটেই সময় দেন না। গবেষকের ফোন রিসিভ করেন না। করলেও কখন আসবে নির্ধারিত কোন সময় দেন না। দিলেও সে সময়ে তিনি থাকেন না। থাকলেও তাকে তাঁর গবেষণা কাজের জন্য যথাযথ সময় দেন না। অথবা বিষয়টি বেমালুম ভুলেই যান। গবেষক সাহস করে বলতে পারেন না, তাকে কয়দিন বসে থাকতে হবে। এমনটি হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় উচিৎ নয়।

১০. যথাসময়ে গবেষকের কাজ করে দেয়া

অনেক সময় তত্ত্বাবধায়ক খেয়াল করেন না, গবেষক কবে গবেষণা শুরু করেছেন আর তার মেয়াদ কবে শেষ হবে। গবেষক তাঁর গবেষণা কাজের এক/দু অধ্যায় লিখে তত্ত্বাবধায়কে কাছে জমা দিলে তত্ত্বাবধায়ক বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে সেগুলো দু/চার মাসেও দেখার সুযোগ পান না। অথবা বিষয়টি বেমালুম ভুলেই যান। গবেষক সাহস করে বলতে পারেন না এ জন্যে গবেষককে চাতক পাখীর মত তা ফেরৎ দেয়ার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এমনটি হওয়া একেবারেই অনুচিত। অথচ নিয়ম হলো তত্ত্বাবধায়ক গবেষককে কাছে বসিয়ে হাতে-কলমে গবেষণা শিখাবেন। থিসিসটি তথ্যবহুল করতে গবেষককে কোথায় যেতে হবে না হবে সে বিষয়ে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিবেন।

১১. গবেষককে গবেষণামুখী করার চেষ্টা করা

কোন কোন তত্ত্বাবধায়কই গবেষককে গবেষণামুখী করার চেষ্টা করেন না। তারা রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করে চলে যান। গবেষকের সাথে তাঁর কোন যেগোযোগ থাকে না। গবেষক যেহেতু আবেদন করেছেন, সেহেতু তার রেজিস্ট্রেশনের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাই শুরুতেই তাকে গবেষণায় আগ্রহী করতে প্রথমেই তাকে প্রাথমিক কিছু কাজ দিয়ে দিবেন। গবেষণা ফলপ্রসূ করতে গবেষককে সার্বিক সহযোগিতা করবেন। গবেষক গবেষণা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেন, তাকে এমন কিছু দিক নির্দেশনা দিবেন।

www.pathagar.com

১২. যথাসময়ে থিসিস মূল্যায়ণ কমিটি গঠন

গবেষক ইউজিসি ফেলো হলে তার জন্য তত্ত্বাবধায়ক অবশ্যই গবেষণার অগ্রগতি মূল্যায়ণ কমিটি করবেন। গবেষক ইউজিসি ফেলোশীপ পাওয়ার সাথে সাথেই সে কমিটি করে ইউজিসিতে পাঠাবেন। কমিটিকে প্রতি বছর গবেষণার অগ্রগতি মূল্যায়ণ রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। এ অগ্রগতি মূল্যায়ণ রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই গবেষকের পরবর্তী বছরের বৃত্তি মঞ্জুর করা হয়। অথচ কোন কোন তত্ত্বাবধায়ক রেজিস্ট্রেশনের দু/চার বছরেও অগ্রগতি মূল্যায়ণ কমিটি করেন না। যা সত্যি দুঃখজনক।

১৩. যথাসময়ে থিসিস পরীক্ষা কমিটি গঠন

অনেক সময় তত্ত্বাবধায়ক খেয়াল করেন না গবেষক কবে যোগদান করেছেন আর তার থিসিস জমা দানের তারিখ কবে। গবেষকও সাহস করে বলতে পারেন না তার থিসিস পরীক্ষা কমিটি হয়েছে কি না। তত্ত্বাবধায়কও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে মূল্যায়ণ থিসিস/পরীক্ষা কমিটি করার বিষয়টি বেমালুম ভুলে থাকেন। গবেষক সময় শেষে থিসিস জমা দিয়েছেন অথচ পরীক্ষা কমিটির খবর নেই। এ জন্যে গবেষককে থিসিস জমা দিয়েও এক দু'বছর ডিগ্রীর জন্যে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। এমনটি বাঞ্ছনীয় নয়।

ক. এমফিলের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ১ম পর্ব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর, থিসিস পরীক্ষা কমিটি করা বাঞ্ছনীয়।

খ. পিএইচডি-এর ক্ষেত্রে ২টি সেমিনার করতে হয়। রেজিস্ট্রেশনের এক বছর পর অন্ততঃ একটি সেমিনার করলে এবং গবেষকের গবেষণার অগ্রগতি দেখে থিসিস পরীক্ষা কমিটি করা উচিত।

গ. কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর পিএইচ.ডি. কাজের মূল্যায়ণের জন্য মূল্যায়ণ কমিটি করতে হয়। পিএইচডি-এর রেজিস্ট্রেশনের পরপরই এ কমিটি করতে হয়। তবে গবেষক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বৃত্তি প্রাপ্ত হলে এম.ফিল., পিএইচ.ডি. উভয়ক্ষেত্রেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়েই মূল্যায়ণ কমিটি গঠন করে সুপারিশ সহ ইউজিসিতে প্রেরণ করতে হয়।

১৪. যথাসময়ে থিসিসের রিপোর্টের প্রদান

সকল তত্ত্বাবধায়ক এম.ফিল./পিএইচ.ডি.পরীক্ষা কমিটির একজন সদস্য। অনেক তত্ত্বাবধায়ক থিসিস প্রাপ্তির পর চার/ছ মাসেও রিপোর্ট দেন না।

www.pathagar.com

এমনও দেখা যায় কমিটির সভাপতি বা অন্য এমন কি বহিঃবিশ্বের সদস্য রিপোর্ট দিয়েছেন কিন্ত তত্ত্বাবধায়কের খবর নেই। এটি খুবই দুঃখজনক বিষয়। তত্ত্বাবধায়ক যেহেতু ৩-৫ বছরে থিসিসের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। এজন্য থিসিস বিষয়ে কম বেশী তার ধারণা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই থিসিস বিষয়ে রিপোর্ট লেখার জন্য খুব বেশী সময় লাগার কথা নয়। তিনি কমিটির সভাপতি বা অন্য সদস্যের পূর্বেই থিসিস বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করবেন এটিই বাস্তব।

১৫. থিসিসের যথাযথ রিপোর্টর প্রদান

অনেক তত্ত্বাবধায়ক/পরীক্ষা কমিটির সদস্য কর্তৃক থিসিস বিষয়ে প্রদত্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তারা নিজেরা থিসিসটি ভাল করে না পড়ে অথবা থিসিস সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকার কারণে যেমন তেমন করে রিপোর্ট দিয়ে থাকেন। সেটা মোটেই কাম্য নয়। রিপোর্ট লেখার পূর্বে পুরো থিসিসটি পড়ে মোটামুটি একটা ধারণা নিতে হয়। এরপর থিসিসের মৌলিক বিষয় যেমন অধ্যায়, পৃষ্ঠা, গ্রন্থপঞ্জী লেখায় গবেষণা পদ্ধতি কতটুকু অনুসৃত হয়েছে সে বিষয়ে লিখতে হয়। এরপর থিসিসে খুব বড় কোন সমস্যা না থাকলে নেতিবাচক বিষয়গুলো হালকা ভাবে ইঙ্গিত করতে হয়। এবং সেগুলো খুবই ভদ্র ভাষায় উপস্থাপন করতে হয়। যেমন..... পৃষ্ঠার এ পরিচ্ছেদ উল্লেখিত না হলে থিসিসের শ্রী আরো বৃদ্ধি পেত। প্রুফ দেখায় আরো যত্নবান হলে কম্পোজ প্রমাদগুলো এড়ানো সম্ভব হতো। এটি **text Book /Refference Book** হিসাবে কাজে আসবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ থিসিসটি অসামান্য অবদান রাখবে ইত্যাদি বাক্যগুলো থাকা বাঞ্ছনীয়। পরিশেষে ডিগ্রী প্রদানের ব্যাপারে স্পষ্ট সুপারিশ থাকতে হয়। থিসিসটি ডিগ্রীর অনুপযুক্ত হলে তা পুণ লিখার জন্য বলতে হয়।

১৬. গবেষণার সময় রাগান্বিত না হওয়া

তত্ত্বাবধায়ক গবেষণা করে তত্ত্বাবধায়ক হয়েছেন। আর গবেষক তো গবেষণায় নতুন। শুরুতে তার হাজারো ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। সেগুলো তত্ত্বাবধায়ক গবেষককে হাতে-কলমে ধরে শিখিয়ে দিবেন। একবার না পারলে বার বার তাকে দিয়ে চেষ্টা করাতে হবে। কোন কোন তত্ত্বাবধায়ক এমন আছেন যাঁরা এক/দুবার গবেষককে দিয়ে চেষ্টা করান। কিন্তু তৃতীয়বার গিয়ে তিনি রেগে যান। গবেষকও ভয়ে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেন না। পরিশেষে বিষয়টি না বুঝেই তত্ত্বাবধায়ক থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন গবেষক।

www.pathagar.com

১৭. নিরপেক্ষতা বজায় রাখা

আজ-কাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অপরাজনীতিতে ছেয়ে গেছে। সব কিছুতেই রাজনীতি ঢুকে গেছে। হলে সিট নিতে হলে কোন রাজনীতির লেজুরবৃত্তি করে, ক্ষমতাশীন দলের নেতাদের ধরেই। তার প্রাপ্য সিটটি দখল করতে হবে। শিক্ষকদের কেউ কেউ কোন না কোন রাজনীতির লেজুরবৃত্তি করেই বিভাগে যোগদান করেন। তাঁরা তত্ত্বাবধায়ক হলে দলীয় বিষয়টিও বিবেচনা করে থাকেন। এজন্যে এক দলের শিক্ষার্থী অন্য দলের শিক্ষকের কাছে গবেষণা করতে অসস্তি বোধ করেন? ঘটনাচক্রে এমনটি হলে কেউ কেউ দুর্ভোগের শিকার হন। যেটা মোটেই কাম্য নয়।

১৮. কাজের অগ্রগতির তদারকি করা

তত্ত্বাবধায়ক গবেষককে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিবেন। যথাসময়ে কর্মটি সমাপ্ত হলো কিনা তার জবাবদিহিতা করবেন। দেরী হলে বা কাজ যথাযথ না হলে কারণ জিজ্ঞাসা করবেন। যে সমস্যার কারণে গবেষক কাজ শেষ করতে পারেনি সে সমস্যা দূরীকরণে তত্ত্বাবধায়ক যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। না পারলে সাহস দিবেন। জবাবদিহিতা অর্থ গবেষককে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া নয়। গবেষককে তার কাজের জন্যে নিরুৎসাহিত না করে ইতিবাচক কথা বলে তাকে অনুপ্রেরণা দিবেন। কাজের অগ্রায়ণে সুপরামর্শ প্রদান করবেন।

১৯. নৈতিকতা বিষয়ে সজাগ থাকা

কোন কোন তত্ত্বাবধায়ক নিজে যেমন অনৈতিক কাজে জড়িয়ে যান, তাঁর গবেষককেও সে পথে পা বাড়াতে উৎসাহিত করে থাকেন। কারণ তত্ত্বাবধায়ক যখন গবেষকের কাছে অনৈতিকভাবে কিছু পাওয়ার আশা করেন, তখন গবেষক তা প্রদানের জন্য অনেক অনৈতিক কাজ করে থাকেন। তাই তত্ত্বাবধায়ককে নৈতিকতার বিষয়ে নিজে যেমন সজাগ থাকবেন তেমনি গবেষককেও এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করবেন।

২০. গবেষককে আপ্যায়নে সাধ্যমত চেষ্টা করা

কোন কোন তত্ত্বাবধায়ক এমন আছেন যিনি গবেষক কর্তৃক আপ্যায়িত হতে খুব সাচ্ছন্দবোধ করেন। এমন মন মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তির তত্ত্বাবধায়ক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক গবেষককে দিয়ে নিজের বা পারিবারিক কোন কাজ না করিয়ে নেয়া, গবেষকের সাথে আর্থিক কোন বিষয়ে জড়িত না হওয়া এবং গবেষককে হাদিয়া প্রদানে নিরুৎসাহিত করা উচিৎ এবং গবেষককে আপ্যায়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিৎ।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণা অভিসন্দর্ভ /থিসিস

থিসিস পরিচিতি

থিসিসের সাধারণ কাঠামো

থিসিসের পরিকল্পনা

শিরোনাম পৃষ্ঠা

ভেতরের পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা

ভূমিকা

অধ্যায়বিন্যাস

গবেষণা মূল পাঠ্য

উপসংহার

পরিশিষ্ট

আখ্যা পৃষ্ঠা

থিসিস লেখার প্রচলিত রীতি

পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার

পৃষ্ঠা সংখ্যা

থিসিস কম্পোজ

ফন্ট

স্পেস

শব্দ বিভাজন পদ্ধতি

কম্পোজের সাইজ

মার্জিন

থিসিস ফটোকপি

থিসিস বাঁধাই

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণা অভিসন্দর্ভ /Thesis/الرسالة

থিসিস পরিচিতি

কোন গবেষক (কর্তৃক) বিশ্ববিদ্যালয় হতে কোন উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য রচিত দীর্ঘ রচনার নাম থিসিস বা অভিসন্দর্ভ। থিসিস বা অভিসন্দর্ভের সংজ্ঞা বিষয়ে ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে উল্লেখ আছে-

1. *A long piece of writing on a particular subject, especially one that is done for a higher college or university degree._a doctoral thesis (= for a PhD)*
2. *(FORMAL) The main idea, opinion or theory of a person, group, piece of writing or Speech.*

থিসিসের মৌলিক বিষয়

কোন গবেষক নির্ধারিত বিষয়ে গবেষণা করে যেটা রচনা করেন সেটাই অভিসন্দর্ভ। থিসিস লেখার সময় সাধারণত নিম্নের মৌলিক বিষয়গুলো থাকা বাঞ্ছনীয়।

ক) প্রারম্ভিকপর্ব/পূর্বভাগ/প্রথম অংশ (Preliminaries) এতে থাকে-

১. শিরোনাম পৃষ্ঠা (Title Page)
২. অনুমোদন পৃষ্ঠা (Approval Sheet)
৩. প্রসঙ্গ কথা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার (Preface and Acknwledgement)
৪. সূচীপত্র (Contents)
৫. সারণী তালিকা (যদি থাকে) (List of Tables, if any)
৬. চিত্র তালিকা (যদি থাকে) (List of Figures, if any)

খ) মূলপাঠ্যাংশ/মূলপর্ব /The Text/ النص।

মূলপাঠ্যাংশ/মূলপর্ব-এর বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন- ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে উল্লেখ আছে-

- *the written words in a book, magazine, etc., not the pictures*

www.pathagar.com

- *the exact words of a speech, etc*
- *a book or piece of writing that you study as part of a course*
- *a sentence or reference from the Bible which a priest reads aloud in church and talks about*

গবেষক/লেখক গবেষণা অভিসন্দর্ভ/গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থ /প্রবন্ধের মৌলিক বক্তব্যই মূলগ্রন্থাংশ বা মূলপর্ব। অর্থাৎ গবেষক/লেখক যে অংশে তাঁর বক্তব্য বা মতবাদকে উপস্থাপন করেন তাই মূলগ্রন্থাংশ বা মূলপর্ব।

এ অংশে লেখক সচেতনভাবে তার বক্তব্যকে উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াস পান। তাই মূলপর্বটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ/গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থ/ প্রবন্ধের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে বিবেচিত।

১. ভূমিকা (Introduction)
২. গবেষণার মূল প্রতিবেদন (Main Report of the Study) এতে থাকবে অধ্যায় অনুসারে ঃ
   - ক) আনুসাঙ্গিক গবেষণার পর্যালোচনা (Review of related Literature)
   - খ) গবেষণার সমস্যা ও গবেষণা পদ্ধতি (Problem and Methodology)
   - গ) ফল উপস্থাপন বা উপাত্ত বিশ্লেষণ (Presentation of Results of Analysis of Data)
   - ঘ) আলোচনা ও ব্যাখ্যা (Discussion and Interpretation)
   - ঙ) উপসংহার ও সুপারিশ, যদি থকে (Conclusion and Recommendation, if any)
   - চ) সারাংশ (সবগুলো অধ্যায়ের সারাংশ) (Summary)

গ) প্রাসঙ্গিকপর্ব বা প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী (The Reference Materials)

এতে থাকে-

১. গ্রন্থপঞ্জী বা তথ্যপঞ্জী (Bibliography)
২. পরিশিষ্ট, যদি থাকে (Appendix, if any)
৩. নির্ঘন্ট, যদি থাকে (Index, if any)

থিসিসের পরিকল্পনা/সিনোপসিস (Synopsis)

যে কোন কাজ করার পূর্বে তা কিভাবে শুরু করতে হবে, কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে ইত্যাদি বিষয়ে মোটামুটি একটি ছক বা মাস্টার প্লান করতে হয়।

www.pathagar.com

থিসিস/প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে এসুষ্ঠ মাস্টার প্লানকে বলা হয় থিসিসের পরিকল্পনা/ সিনোপসিস(Synopsis)। থিসিস/প্রতিবেদন রচনার পূর্বে এ ধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটা গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনাই হোক, অথবা গবেষণা প্রতিবেদন তৈরী হোক অথবা গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রেই হোক। উন্নত পরিকল্পনা ছাড়া যে কোন কাজ সুষ্ঠরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আর থিসিসের কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে হলে পুর্বেই একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

উল্লেখিত মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী থিসিস/প্রতিবেদন লিখতে হয়। তবে সিনোপসিসে উল্লেখিত মূল পরিকল্পনা অনুযায়ীই যে হুবহু থিসিস/প্রতিবেদন রচিত হবে এমনটি নয়। থিসিস/প্রতিবেদন রচনার সময় কিছু ব্যতিক্রম হতে পারে। সিনোপসিস তৈরীর সময় অনেক বিষয়ই অজানা থেকে যায়। কোন কোন অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ বাদও যেতে পারে। থিসিস/প্রতিবেদন সুন্দরভাবে রচনা করার জন্য সে বিষয়গুলো উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু সিনোপসিসে অনুল্লেখিত এমন বিষয় সংযুক্ত করা যাবে না, যা শিরোনামের মূলধারাকে পরিবর্তন করে ফেলে। নিম্নের বিষয়গুলো থিসিসে অর্ন্তভূক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়।

১. শিরোনামের পৃষ্ঠা
২. ভেতরের প্রথম পৃষ্ঠা
৩. সূচীপত্র
৪. কৃতজ্ঞতা
৫. ভূমিকা
৬. অধ্যায় বিন্যাস
৭. মূল পাঠ্য
৮. উপসংহার বা ফলাফল
৯. পরিশিষ্ট
১০. আখ্যা পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১. শিরোনাম পৃষ্ঠা/Cover Page/صفحة التغليف

গবেষণা থিসিস/প্রতিবেদনের প্রথম পৃষ্ঠাই হলো শিরোনাম পৃষ্ঠা। গবেষণার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে এমন সংক্ষিপ্ত শিরোনাম হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Cover Page লেখার সময় গবেষক এবং তত্ত্বাবধায়ক উভয়কেই লক্ষ্য রাখতে হবে, শিরোনামটি যেন সঠিকভাবে লেখা হয়।

www.pathagar.com

লেখার পূর্বে যে শিরোনামে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে সে চিঠিটি অবশ্যই সামনে রাখতে হবে। অনেক গবেষক বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে স্মরণে যেটা আছে সেটাই লিখে দেন। এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস যখন থিসিস জমা রাখে তখন কিন্তু গবেষকের নাম ও শিরোনাম (বাংলা/ ইংরেজী/ আরবী) যেভাবে রেজিস্ট্রেশন হয়েছে Cover Page সেভাবে লেখা হয়েছে কিনা তা মিলিয়ে দেখে। রেজিস্ট্রেশনের সাথে গবেষকের নাম ও শিরোনাম মিল না থাকলে পুণঃ লিখতে হয়। এতে হয়রান পেরেশানের অন্ত থাকেনা। তাই গবেষক ও তত্ত্বাবধায়ক উভয়ে অবশ্যই Cover Page লেখার সময় রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত শিরোনামের সাথে মিলিয়ে দেখবেন।

যদি কারো নাম পূর্ণ থাকে কিন্তু রেজিস্ট্রেশনের সময় সেভাবে না লিখে সংক্ষিপ্তাকারে লেখা হয়েছে। তাহলে সেভাবেই Cover Page-এ লিখতে হবে। যেমন- কারো নামে আবুল বাশার মোহাম্মদ এর স্থলে রেজিস্ট্রেশনের সময় সংক্ষেপে আ.ব.ম. বা এ.বি.এম. হয়েছে। এখন থিসিস জমা দেয়ার সময় ঐ আ.ব.ম. বা এ.বি.এম.-ই লিখতে হবে অন্যথায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস তা গ্রহণ করবে না। করলেও সে নামে ডিগ্রী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

কভার পৃষ্ঠার শিরোনাম ইংরেজী হলে সাধারণতঃ ৩৬ আর বাংলা ও আরবী হলে ৪৫ ফন্ট দিতে হয়। তবে শিরোনাম ৫-৭ শব্দের বেশী না হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর শিরোনাম এক সারিতে লেখার জন্যে ফন্ট কমিয়ে দেয়াতে দোষের কিছু নয়। শিরোনাম একাধিক সারিতে হলে তা পিরামিড আকারে লিখতে হয়।

গবেষণা প্রবন্ধ/গবেষণাপত্র/প্রতিবেদনের শিরোনাম পৃষ্ঠা লেখার ব্যাপারে বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানভেদে শিরোনাম পাতায় ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করা হলেও এতে মোটামুটিভাবে পাঁচটি বিষয় অর্ন্তভুক্ত থাকে। যেমনঃ

ক. বিষয়বস্তুর নাম;

খ. পরিচিতিসহ গবেষক ও তত্ত্বাবধায়কের নাম;

গ. কোন ডিগ্রী/পাঠ্য বিষয়ের অংশ হিসাবে গবেষণা থিসিস/প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে তার উল্লেখ ;

ঘ. যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে গবেষণা থিসিস/প্রতিবেদনটি পেশ করা হবে তার উল্লেখ এবং

ঙ. গবেষণা থিসিস/প্রতিবেদন পেশের তারিখ।

www.pathagar.com

২. ভেতরের পৃষ্ঠা/Inner Page/الصفحة الداخلية

Inner Page-টি হুবহু Cover Page-এর পাতাটির ফটোকপি হবে। থিসিস বাংলায় বা আরবীতে হলে Back Page এ ইংরেজীতে একটি Inner Page দেয়া উচিত।

৩. কৃতজ্ঞতা পত্র/Acknowledgement/ كلمة الشكر

থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা জানানো ভদ্রতার চরম বহিঃপ্রকাশ। গবেষণা সাধারণত এককভাবে সম্পন্ন করা মোটেই সম্ভব নয়; কারো না কারোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা এতে থাকেই। এককভাবে করার কেউ দাবী করলে তার কথাটি সর্বৈব সত্য হবে না। কারো থেকে কোন উপকার পাওয়া গেলে তার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানানোর এটিই মোক্ষম জায়গা। এ বিষয়ে আল-কুরআন ও আল-হাদীসেও বেশ তাগিদ এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে-

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔

অর্থ ঃ তোমরা আমায় স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব; তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তবে নাফরমান তথা অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (২ ঃ ১৫২)

থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে 'কৃতজ্ঞতা পত্র' রচনা গবেষণার অন্যতম অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা কেউ অর্ধপৃষ্ঠায় কেউ বা দু/দশ পৃষ্ঠায় কৃতজ্ঞতাপত্র রচনা করে থাকি। কৃতজ্ঞতা পত্রে কেউ শুধু তত্ত্বাবধায়কের নাম উল্লেখ করেন। কেউ বা শতজনের নাম উল্লেখ করে থাকেন। এখানেও আমরা দলমতের উর্দ্ধে উঠতে পারি না। প্রকৃতপক্ষেই যিনি গবেষণা কাজে সহযোগিতা করেছেন বা যার কারণে এত উচ্চ স্তরে উন্নীত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁর নামটি যেমন উল্লেখ করতে পারিনা। আবার যিনি গবেষণার আশপাশেও কোনদিন ছিলেন না, তার নামটি পারলে তত্ত্বাবধায়কের পূর্বেই উল্লেখ করে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে কুণ্ঠাবোধ করি না। এটি মোটেই উচিৎ নয়।

গবেষক প্রকৃতপক্ষেই যাঁর কাছে ঋণী, তাঁর নামটি সশ্রদ্ধচিত্তেই তিনি থিসিসে উল্লেখ করবেন। গবেষণার সময় এতটুকুন সহযোগিতা অনেক বড় বিষয়। যা জীবনে কোন কিছুর বিনিময়েই পরিশোধ সম্ভব নয়। কৃতজ্ঞতাপত্র এক/দুই পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে থিসিসের সৌন্দর্য থাকে। পাঁচ-দশ পৃষ্ঠা লিখলে সেটা আর কৃতজ্ঞতাপত্র থাকে না।

www.pathagar.com

৪. সূচীপত্র/Contents/الفهرست المحتويات

সূচীপত্র হলো থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের মূল বিষয়ের তালিকা। সূচীপত্র থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের কোন অধ্যায়টি কোন পাতায় রয়েছে তা নির্দেশ করে। বিষয়ের প্রধান প্রধান শিরোনামে আবার কখনও বা ক্ষুদ্র বিভাগ অনুসারেও সুচীপত্র পৃষ্ঠায় উল্লেখ থাকে। সূচীপত্র থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের মাস্টার প্লান। সূচীপত্র দেখেই থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে অভিহিত হওয়া যায়। তাই সূচীপত্র এমনভাবে লিখতে হবে,যাতে পুরো থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু পাঠকের সামনে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

৫. ভূমিকা (Preface/Introduction/مقدمة)

থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের ভূমিকা গবেষণার নির্যাস। ভূমিকার বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন-***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে উল্লেখ আছে-

Preface is-

- *an introduction at the beginning of a book explaining its aims.*
- *an event which comes before something more important.*

ভূমিকা থিসিসেরই হোক আর প্রবন্ধেরই হোক। সেখানে লেখকের মূল কথাটিই লেখা হয়ে থাকে। রচনার মহৎ উদ্দেশ্যটি পাঠকের নিকট তুলে ধরার জন্যই ভূমিকা বা উপক্রমণিকার ব্যবহার হয়। লেখক এখানে থিসিস/গ্রন্থ/ প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে তার বক্তব্য প্রকাশ করে থাকেন।

আমরা অনেক গবেষকই থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের ভূমিকা সঠিকভাবে রচনা করতে পারি না। আসলে ভূমিকা লেখা ততো সহজ কাজও নয়। কারণ এ কাজটি পুরো সমুদ্রকে একটি ঝিনুকে ভরার মত কঠিন। বিষয়টি যত কঠিন হোক, সেটা গবেষণার শুরুতেই এবং গবেষককেই লিখতে হবে।

আমরা জানি গবেষক বা পাঠক প্রথমে পুরো থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের মূল অংশ পড়েন না; পড়েন ভূমিকাটি। ভূমিকা পড়েই পাঠক বুঝতে পারেন থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনে কি আছে? এজন্যে ভূমিকা লিখতে আমাদেরকে দু'টো বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। একটা হলো 'কি লিখছেন' আরেকটি হলো 'কেন লিখছেন'। ভূমিকায় এদু'টো বিষয়ের উত্তর লিখলেই সঠিক ভূমিকা বলে প্রতীয়মান হবে।

www.pathagar.com

'কি' প্রশ্নের উত্তরই হলো ভূমিকার মূল বিষয়। কি বলতে বুঝাবে যে শিরোনামটি নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা আসলে কি? হাতি-ঘোড়া, না দৈত্য-দানব, না কি অন্য কিছু? দু'চার কথায় বিষয়টি স্পষ্ট করে বলতে হবে। যেমন "তাফসীর শাস্ত্র ঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ" শিরোনামের গবেষণার ভূমিকায় তাফসীর শব্দের সবচে' গুরুত্বপূর্ণ আভিধানিক ও সর্বজন গৃহীত পারিভাষিক অর্থ লিখে এক কথায় বুঝাতে হবে একেই তাফসীর বলে। বিষয়টি যেহেতু ঐতিহাসিক গবেষণা তাই ৫/৭ ছত্রে এর উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে যুগভিত্তিক সংক্ষিপ্তাকারে লিখতে হবে।

'কেন' বলতে এ শিরোনামটির কেন অবতারণা করা হয়েছে? সেটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। এরপর দু'চার ছত্রে এর গুরুত্ব তুলে ধরতে হবে। প্রবন্ধ হলে ভূমিকা এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদন হলে সেখানে নিম্নের বিষয়গুলোও যোগ করতে হবে।

১. এ বিষয় কোন কাজ হয়ে থাকলে সেটা কি ধরনের কাজ ছিল সেটা বলতে হবে। অর্থাৎ শিরোনামটি নির্ধারণের কারণ, যৌক্তিকতা, প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব দু' দশ কথায় সুস্পষ্ট করতে হবে।
২. অধ্যায় বিন্যাস এবং অধ্যায়ের শিরোনামগুলো লিখতে হবে।
৩. বিশেষ কোন স্টাইল ব্যবহার করা হলে তা অবশ্যই ভূমিকায় উল্লেখ করতে হবে।
৪. শিরোনামের আলোকে অভিসন্দর্ভ কলেবরে বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকায় কোন অংশ বাদ দিলে অথবা ছোট হলে তার কারণও উল্লেখ করতে হবে।
৫. শিরোনাম অভিন্ন কিন্তু এর স্থান কাল এবং পাত্র ভিন্ন হলেও সেখানে কি ধরণের কাজ হয়েছে কি হওয়া দরকার এবং কি বাদ পড়েছে এর বিবরণ অবশ্যই এখানে দিতে হবে। তাহলে অন্যান্য গবেষক বা পাঠকের মনে শিরোনাম অভিন্ন হওয়ার বিষয়ে আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবেনা।
৬. এরপর গবেষণা কর্মটি কোথায়, কিভাবে ও কতদিনে সম্পন্ন হবে আনুমানিক সময়টা বলতে হবে।

এভাবে লিখলেই মোটামুটি একটি সুন্দর ভূমিকা তৈরী হবে।

www.pathagar.com

৬. অধ্যায় বিন্যাস/Chapter Outline/تبويب

অধ্যায়ের রূপরেখা তৈরী করা থিসিসের খসড়া তৈরীর প্রথম এবং প্রয়োজনীয় ধাপ। গবেষণা থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদন হাতে নেয়ার পূর্বে যদি এই রূপরেখা সুন্দরভাবে এবং ঠিকমত করা হয়, তবে গবেষণার এক তৃতীয়াংশ কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। যেন তেন প্রকারে কিছু তথ্য আহরণ করে অবিন্যস্ত থিসিস/ গ্রন্থ/ প্রতিবেদন কোন শিক্ষিত এবং সুসংবদ্ধ মনের পরিচায়ক নয়। এলোমেলোভাবে লিখিত থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদন থেকে অর্থ গ্রহণ বা তাৎপর্য উদ্ভাবন করলেই হবে না সেগুলো আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেশন করতে হবে।

অধ্যায় বিন্যাস এবং পরিচ্ছেদ কয়টি হবে, বিষয়টি নির্ভর করে গবেষণার শিরোনামের উপর। শিরোনামের চাহিদানুযায়ী অধ্যায়ের বিন্যাস হতে হয়। তবে অধ্যায় ৩-৭টি এবং প্রতি অধ্যায়ের অধীনে অনুরূপ পরিচ্ছেদ থাকাই বাঞ্ছনীয়। এর কম বেশী যে হতে পারবে না তা নয়। মূলত কথা হলো যে কয়টি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ দিলে গবেষণার শিরোনামের স্বার্থকতা ফুটে উঠবে সে কয়টি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ দিতে হবে। কোন কোন গবেষণা পত্রে দেখা যায় এক দু'টি অধ্যায় দিয়েই গবেষণা সমাপ্ত করা হয়েছে। সেটা মোটেই সমীচিন নয়। একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, যে শিরোনামে গবেষণা হবে সে শিরোনামের পুরো বিষয়টিই যেন গবেষণায় উঠে আসে। সেটা পাঠকের মনে যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্রেক না করে। অধ্যায়ের রূপরেখার নমুনা নিম্নে দেয়া হল–

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা (Introduction)

১. শিরোনাম (Title)
২. গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা (Nececity of Research)
৩. গবেষণার উদ্দেশ্য (Objectives)
৪. অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)
৫. গবেষণার সীমাবদ্ধতা (Limitation of the study)
৬. ব্যবহৃত গুরুত্বপূর্ণ শব্দসমূহের সংজ্ঞা (Definition of the important terms used)
৭. গবেষণার তাৎপর্য (Significance of the study)

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

সংশ্লিষ্ট বইপত্র, প্রবন্ধ, গবেষণা ইত্যাদির পর্যালোচনা
(Review of related Literature)

থিসিসের জন্য উপযুক্ত সমস্যা বাছাই করার পর গবেষণার কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বইপত্র, প্রবন্ধ, গবেষণা উপকরণ ইত্যাদির পর্যলোচনা ও পাঠের প্রয়োজন হয়। যতদিন পর্যন্ত থিসিসের কাজের সময়কাল ততদিন ধরেই এই পুনরীক্ষণ ও পাঠ চলতে থাকবে। অনেক সময় সমস্যা নির্বাচনের পূর্বেও এর প্রয়োজন হয়।

থিসিস হল একটি মৌলিক কাজ এবং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন গবেষণার পুনরাবৃত্তি না করা। যদিও সম্পুর্ণ নতুন এবং মৌলিক সমস্যা পাওয়া দুর্লভ তবুও পুনরাবৃত্তি করা যাবে না। গবেষক যে বিষয়ে গবেষণা করবেন সে বিষয়ে কোন গবেষণা হয়ে থাকলে বা সে সম্পর্কে অতীতে কোন বই-পুস্তক, প্রবন্ধ লিখিত হলে, তার পর্যালোচনা করতে হবে এবং তার সারাংশ এই অধ্যায়ে লিখতে হবে। বিষয়টির কতটুকু জানা আর কতটুকু অজানা ও অপরীক্ষিত সে সম্পর্কে গবেষকের ভাল জ্ঞান থাকতে হবে। অতীত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে যে গবেষণা করা হয় তা-ই কার্যকরী গবেষণা। কারণ, অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে গবেষক তার দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেন। সম্ভাব্য সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন এবং পুর্বেই এসব সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা নিতে পারেন।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণার পদ্ধতি (Methodology of the Study)

১. ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি (Methods Used)

২. তথ্যের উৎসসমুহ (Sources of Information)

৩. গবেষণার নমুনা (Sample for the Study)

৪. গবেষণার উপকরণ (Tools of the Study)

৫. তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Technique of Data Collection)

৬. তথ্য বিশেষণ কৌশল (Technique of Analysis of Data)

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ (Presentetion and Analylisis of Data)

ভূমিকা (Introduction)

সারণী (Table)

চিত্র বা নকশা (Graph)

পঞ্চম অধ্যায়

সারাংশ ও সিদ্ধান্ত (Summary and Conclusions)

১. গবেষণার সারাংশ (Summary)

২. সিদ্ধান্ত (Conclusions)

৩. আলোচনা (Discussion)

৪. পরবর্তী গবেষণার সুপারিশসমুহ (Recommendations for Further Research)

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে,অধ্যায়ের রূপরেখা থিসিসের পরিকল্পনার মাস্টার প্লান। গবেষণার জন্য তথ্য অনুসন্ধানে অগ্রসর হওয়ার সাথে এর কিছু কিছু উপ-শিরোনাম বা হেডিং হয়তো বা পরিবর্তিত হতে পারে। থিসিসের চুড়ান্ত কাঠামো কিন্তু গবেষণার প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে।

আবার আল-কুরআন ও আল-হাদীস বিষয়ক গবেষণা হলে, অধ্যায়ের আলোচনা নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। যেমনঃ "আল-কুরআনে মুজিযা প্রসঙ্গ"। এ বিষয়টি গবেষণার শিরোনাম হলে শিরোনামটি কমপক্ষে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করতে হবে। শুধু একটি অধ্যায় "আল-কুরআনে মুজিযা প্রসঙ্গ" দিয়ে আল-কুরআনের মুজিযার আয়াতগুলো অনুবাদসহ উল্লেখ করলেই গবেষণা সমাপ্ত হবে না। এ শিরোনামে যে পাঁচটি অধ্যায় হবে তা হলো–

১ম অধ্যায়- আল-কুরআন প্রসঙ্গ।

২য় অধ্যায়- আল-কুরআনে মুজিযা বিষয়ে রচিত গবেষণা/ বই-পুস্তক/প্রবন্ধ বিষয়ে পর্যালোচনা।

৩য় অধ্যায়- মুজিযা প্রসঙ্গ (মুজিযা পরিচিতি, মুজিযা, জাদু, কেরামত ইত্যাদির পার্থক্যসহ)।

৪র্থ অধ্যায়- আল-কুরআনে মুজিযা (ক. নবীদের মুজিযা খ. অন্যান্য মুজিযা)।

www.pathagar.com

৫ম অধ্যায়- মানব জীবনে মুজিযার প্রভাব।

উপসংহার ও পরবর্তী গবেষণার সুপারিশ।

এভাবে পাঁচটি অধ্যায় দিয়ে থিসিস রচনা করলেই গবেষণার সার্থকতা ফুঠে উঠবে। অন্যথায় নয়।

৭. গবেষণার মূল পাঠ্য/Text/النص।

মূল পাঠ্য অর্থ থিসিস/প্রতিবেদন/গ্রন্থাদির মূল অংশ যা কোন রচনায় প্রকৃত পাঠ্যাংশ। Jean Key Gates-এর মতে-*The text is made up of the numbered chapters and constitutes the main body of the book.*

যেহেতু থিসিস/প্রতিবেদন/গ্রন্থাদির মূল অংশ হলো মূল পাঠ্য, তাই এটি তথ্যবহুল করে শিরোনামের যথার্থতা ফুটে উঠে এভাবে থিসিস/প্রতিবেদন/গ্রন্থ সাজাতে হবে।

৮. উপসংহার বা ফলাফল/Conclusion/Result

থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের একটি দিক হলো উপসংহার বা ফলাফল। এটি থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের চূড়ান্ত বিষয়। ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে উল্লেখ আছে- ***Conclusion** is the final part of something.*

অনেক গবেষকই উপসংহারে কি লিখবে তা নির্ধারণ করতে পারেন না। উপসংহার লিখতে গিয়ে অনেক সময় গবেষক খেই হারিয়ে ফেলেন। গবেষককে সব সময় খেয়াল করতে হবে যে, যে গবেষণা কর্মটি সম্পাদিত হলো এর ফলাফলটা কি? ফলাফল লেখার পূর্বে তাঁকে নিম্নের কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।

১. যে বিষয়ে গবেষণা/গ্রন্থ/প্রতিবেদন রচিত হবে এক কথায় তার পরিচিতি দিতে হবে।
২. গবেষণার জন্যে এ বিষয়টি নির্ধারণের কারণ উল্লেখ করতে হবে।
৩. গবেষণার উদ্দেশ্য বর্ণণা করতে হবে।
৪. গবেষণার যৌক্তিকতা উল্লেখ করতে হবে।
৫. গবেষণার পরিধি করতে হবে।
৬. গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতির বিবরণ দিতে হবে।
৭. গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবরণ ও বিশ্লেষণ করতে হবে।

www.pathagar.com

৮. প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে উপনীত সিদ্ধান্তসমূহের বিবরণ দিতে হবে।

৯. বর্তমান গবেষণার ফলাফলের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের তুলনা করতে হবে।

১০. এদের পারস্পারিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে হবে।

৯. সুপারিশ/Recommendations

সুপারিশ অর্থ কোন বিষয়ে উত্তম পরামর্শ দান। ***Cambridge Advanced LearnersDictionary***-তে সুপারিশ (Recommendations) বিষয়ে উল্লেখ আছে-

1. *A suggestion that something is good or suitable for a particular purpose or job.*
2. *Advice telling someone what the best thing to do.*

গবেষক সাধারণত অনেকগুলো বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় নির্ধারণ করেন। গবেষকের ঈস্পিত বিষয়টি ব্যাপক হলে সেটির যে কোন একটি দিক নিয়ে গবেষণা করে থাকেন। এ সময় তাঁর সে বিষয়ের আনুসাঙ্গিক দিকগুলো সম্পর্কেও কম-বেশী ধারণা জন্মে। কিন্তু অভিসন্দর্ভের কলেবর বৃদ্ধি পাবে বিধায় তিনি সে দিকগুলো বাধ্য হয়ে ছেড়ে যান্। তাই গবেষণা শেষে গবেষককে তাঁর গবেষণা বিষয়ে এবং আনুসঙ্গিক ছেড়ে যাওয়া বিষয়গুলো নিয়ে আরো কি ধরণের গবেষণা কিভাবে হতে পারে সে বিষয়ে কিছু পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সেগুলোই গবেষণার সুপারিশ নামে অভিহিত করা হয়। সে বিষয় গবেষণা করতে গিয়ে গবেষণার ফলাফল থেকে গবেষণার সমস্যাটির যেসব দিক জানা বা বুঝা সম্ভব হয়নি এবং কোন কোন দিক নিয়ে আরও গবেষণা করা প্রয়োজন, থিসিস/প্রতিবেদনের এ অংশে তার সুপারিশ উল্লেখ করতে হবে।

১০. পরিশিষ্ট/Index/الضميمة

Cambridge Advanced Learners Dictionary-তে উল্লেখ আছে- পরিশিষ্ট (Index)-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে।

1. *an alphabetical list, such as one printed at the back of a book showing which page a subject, name, etc. is found on*
2. *a collection of information stored on a computer or on a set of cards, in alphabetical order*

থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের একটি প্রয়োজনীয় অংশ পরিশিষ্ট। তবে এটি সকল থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। গবেষণা সংশ্লিষ্ট কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় যা মূল থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের সংযুক্ত করা সম্ভব হয়নি, তা পরিশিষ্ট হিসাবে থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের শেষে সংযোজন করা হয়। বিষয় একাধিক হলে পরিশিষ্ট-ক, পরিশিষ্ট-খ এভাবে সাজিয়ে দেয়া হয়। পরিশিষ্টে নিম্নের বিষয়গুলো সংযোজন করা হয়।

১. গবেষণা কর্মে ব্যবহৃত প্রশ্নপত্র।
২. সারণী।
৩. মানচিত্র।
৪. নির্ঘন্ট।
৫. দীর্ঘ জীবনেতিহাস।
৬. ছবি।

১১. আখ্যা পৃষ্ঠা (গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

আখ্যা অর্থ গ্রন্থের নাম। গ্রন্থের ক্ষেত্রে আখ্যা পৃষ্ঠার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এ পৃষ্ঠাটি গ্রন্থের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ পাতায় গ্রন্থের পূর্ণ নাম ও লেখকের নাম স্পষ্টভাবে লেখা হয়। এছাড়াও গ্রন্থকারের বর্তমান ও অতীত পেশা ও পদ-মর্যাদা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, সম্পাদকের নাম, ইলাস্ট্রেটর, অনুবাদক, সংকলক, সংগ্রাহকগণের নামও উল্লেখ থাকে। এছাড়াও প্রকাশনার স্থান, প্রকাশনার নাম এবং প্রকাশের তারিখ লিপিবদ্ধ থাকে। আখ্যা পৃষ্ঠাকে ***Official Page of the Book*** বলে অভিহিত করা হয়, কারণ এই পাতা দেখে বইটির সূচীকরণ করা হয়।

থিসিস/প্রতিবেদন প্রস্তুতের নিয়মাবলী

থিসিস/প্রতিবেদন রচনা করতে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে-

১. থিসিস/প্রতিবেদনের ভাষা হতে হবে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল।
২. যথাযথ অর্থ প্রকাশ পায় এমন শব্দ চয়ন করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে সর্বোত্তম শব্দ, সর্ববৃহৎ শব্দ নয়।
৩. থিসিস/প্রতিবেদন যে ভাষাতেই রচিত হোক না কেন তা অবশ্যই যথোপযুক্ত মান বা স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হতে হবে।
৪. থিসিস/প্রতিবেদনে আঞ্চলিক ভাষা অবশ্যই পরিত্যাজ্য হতে হবে।

www.pathagar.com

৫. থিসিস/প্রতিবেদনে কোনভাবেই সাধু ও চলিত ভাষা মিশ্রণ করা যাবে না।

৬. থিসিস/প্রতিবেদনের পাঠ হতে হবে সহজ, সঠিক ও পাঠকের মনে প্রভাব সৃষ্টিকারী।

৭. থিসিস/প্রতিবেদনের সংজ্ঞা হবে সুস্পষ্ট।

৮. প্রকাশভঙ্গি হবে পান্ডিত্যপূর্ণ, নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত।

৯. থিসিস/প্রতিবেদনে আবেগ, উচ্ছ্বাস, গোড়ামী ও অতিরঞ্জণ অবশ্যই পরিত্যাজ্য হবে।

১০. থিসিস/প্রতিবেদন লিখতে বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সব সময় তৃতীয় পুরুষে হতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে গবেষক, প্রতিবেদক বা গ্রন্থকার ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

১১. যুক্তিযুক্তভাবে ধারণার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং পদ্ধতিগতভাবে তা উপস্থাপন করতে হবে।

১২. কোন জ্ঞানগম্ভীর ধারণাকেও সহজভাষায় এবং ছোট বাক্যে প্রকাশ করতে হবে।

১৩. সাধারণ 'অতীত কাল' ব্যবহার করে থিসিস/প্রতিবেদন লিখতে হবে। বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের প্রসঙ্গ টানলে সে কাল ব্যবহার করা যাবে।

১৪. সমগ্র থিসিস/প্রতিবেদনে একই রকম বানানরীতি ও সংক্ষিপ্তকরণনীতি ব্যবহার করতে হবে।

১৫. কোন কিছু সম্পর্কে ঢালাও মন্তব্য করা বা বাড়িয়ে বলা যাবে না বরং তা সততার সাতে যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

১৬. থিসিস/প্রতিবেদনের কাঠামো, বিষয়বস্তু, সংগঠন ও উপস্থাপন প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

১৭. থিসিস/প্রতিবেদনে পৃষ্ঠা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয় পৃষ্ঠায় লেখা যাবে না। পৃষ্ঠার চারপাশে বেশ কিছু জায়গা ছেড়ে লিখতে হবে। সম্পূর্ণ পৃষ্ঠাভরে লিখা যাবে না। কেননা, কোন কোন সময় কিছু কথা সংযোজনের প্রয়োজন হয়।

১৮. মনে রাখতে হবে সব পঠিত বিষয় থিসিস/প্রতিবেদনে সংগ্রহ করা যাবে না, আবার সব সংগৃহীত বিষয়কে থিসিস/প্রতিবেদনে ব্যবহার করা যায় না।

১৯. অনুচ্ছেদ বা প্যারাগুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কেননা, প্রতিটি অনুচ্ছেদই পূর্ণাঙ্গ একটি চিন্তাধারার সমষ্টি, এছাড়া বিরাম ও যতি চিহ্ন সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।

www.pathagar.com

২০. কোন সাহিত্যিক, পন্ডিত বা উস্তাদের মন্তব্য উল্লেখ করার সময় উপাধি ও মর্যাদা স্তর বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। তবে ক্ষেত্রবিশেষ দেয়া যেতে পারে।

২১. থিসিস/প্রতিবেদন প্রস্তুত করার সময় অধ্যায়, পরিচ্ছেদ, শিরোনামে ও নাম্বার যুক্ত অংশের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া মনে রাখতে হবে শিরোনাম অত্যন্ত ব্যাপক হলে পাঠকের মননশীলতা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

২২. গবেষণায় অধিকাংশের ক্ষেত্রে হিজরী সনের উপর নির্ভর করবে বিশেষ করে প্রাচীন বিষয়গুলোতে। তবে পাশাপাশি খ্রিস্টাব্দ উল্লেখ করাটা আধুনিক গবেষণায় বলতে গেলে বাধ্যবাধকতা করা হয়েছে।

২৩. কোন সময় কোন চিন্তাধারাকে পুণরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন হলে এক্ষেত্রে শর্ত হলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা এবং বলতে হবে যে, ইতোপূর্বে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এবং পাদটীকায় পূর্বোক্ত বলে বিস্তারিত আলোচনার পৃষ্ঠা নাম্বার দিতে হবে। অথবা বলতে হবে যে, পরবর্তী কোন স্থানে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে এ ধরনের ইঙ্গিত খুব বেশি ব্যবহার করা যাবে না। এতে পাঠক বিরক্তি বোধ করতে পারে।

২৪. যথাসম্ভব আমি করেছি, আমার মতে, অনুরূপ উত্তম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার পরিহার করতে হবে। সর্বদাই নাম পুরুষ ব্যবহার করতে হবে। এটি উত্তম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে হোক। কেউ কেউ একটি সর্বনাম ব্যবহার করার পর অসতর্কতাবশত পরেই আবার অন্য সর্বনাম ব্যবহার করে ফেলে। এধরণের ভুলের বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

২৫. পর্যালোচনা, বিচার, বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিদ্রূপাত্মক ভাষা বর্জন করতে হবে।

২৬. ব্যক্তিগত মতামত বর্ণনায় আমার মতে, আমরা মনে করি শব্দের পরিবর্তে সম্ভবত, অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ থাকে যে, বিশ্বাস্য যে, অনুরূপ শব্দ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

২৭. যথাসম্ভব সুস্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে, কঠিন বা বিরল ও জটিল বাক্য পরিহারযোগ্য।

২৮. লেখার সময় নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেককে বিচারক মনে করে নিজের সমালোচনা নিজেই করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যের সামনে নিজের ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ হওয়ার পূর্বে নিজেই এটি শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে।

২৯. গবেষণা থিসিস/প্রতিবেদন সম্পন্ন করার পূর্বে চূড়ান্ত সম্পাদনার কাজ শুরু করা যাবে না। কেননা, অনেক সময় কোন অংশ বিলুপ্ত করতে হয় বা অগ্রে-পশ্চাতে স্থাপন করার প্রয়োজন হয়। এজন্য থিসিস/ প্রতিবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর পুন পাঠ প্রয়োজন।

www.pathagar.com

পৃষ্ঠা নাম্বার ব্যবহার/Pagination/استعمال رقم الصفحة

পৃষ্ঠা নাম্বার-এর সংজ্ঞা বিষয়ে *Cambridge Advanced Learners Dictionary*-তে উল্লেখ আছে- *The way in which the pages of a book or document, etc. are given numbers is called Pagination.*

থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদন তৈরীতে গবেষক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে তার গবেষণালব্ধ তথ্যাদি যথা নিয়মে উপস্থাপন করে থাকেন। বিষয়বস্তু বর্ণনার সুবিধার্থে গবেষক তার থিসিস/গ্রন্থ/প্রতিবেদনের সকল পাতায় নম্বরায়ন করে থাকেন, কিংবা অন্য কোন নির্দেশক প্রয়োগ করেন। বর্তমানে গবেষণা থিসিস/ গ্রন্থ/প্রতিবেদনের পাতার নম্বরায়ণের ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়মের সাথে পার্থক্য দেখা যায়। আগে সাধারণত প্রতি পৃষ্ঠার উপরে বাংলা/ইংরেজী হলে ডান দিকে আর আরবী/উর্দু/ফারসী হলে বাম দিকে লেখা হতো। অবশ্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে এ নিয়ম এখনো প্রযোজ্য আছে। বর্তমানে পাদদেশে কিংবা তলদেশের মাঝামাঝি জায়গায় কাগজের নিচের প্রান্ত হতে এক ইঞ্চি উপরে বাংলা/ইংরেজী হলে ডান দিকে আর আরবী/উর্দু/ফারসী হলে বাম দিকে লেখা হচ্ছে। এ নম্বরায়নের জন্য কোন প্রকার সাংকেতিক চিহ্নের ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না।

পৃষ্ঠা সংখ্যা/ Page number/رقم الصفحة

থিসিস/প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা সংখ্যা কত হবে সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন সীমা নেই। তবে সাবজেক্ট অনুসারে পৃষ্ঠার তারতম্য হয়ে থাকে। বিজ্ঞান বিষয়ের কোন সূত্র উদ্ভাবন বিষয়ে থিসিস/প্রতিবেদন হলে এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১-১০ পৃষ্ঠা হলেও হতে পারে। কিন্তু কলা, সমাজ বিজ্ঞান ও ব্যবসায় প্রশাসনের জন্য একটি গবেষণাপত্র স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ৫০-১০০ পৃষ্ঠা, এম.ফিল. কোর্সে ১০০-২০০পৃষ্ঠা এবং পিএইচ. ডি. কোর্সে ২০০-৩০০ পৃষ্ঠা হওয়া বাঞ্চনীয়। তবে গবেষণার শিরোনামের চাহিদা অনুযায়ী পৃষ্ঠা কম বেশী করা যেতে পারে।

অনুরূপভাবে একটি অধ্যায়েরও পৃষ্ঠা সংখ্যা কমপক্ষে ১০ হওয়া বাঞ্চনীয়। কোন কোন গবেষণায় অর্ধ পৃষ্ঠার একটি অধ্যায় সমাপ্ত হতে দেখা যায়। এমনও গবেষক দেখা যায়, যারা কলেবর বৃদ্ধির জন্যে ডাবল স্পেসে ১৮ফন্ট দিয়েও কাজ সমাপ্ত করেন। যেটা মোটেই কাম্য নয়। গবেষক তত্ত্বাবধায়ক এ বিষয়ে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখবেন।

www.pathagar.com

লক্ষ্য রাখতে হবে, পৃষ্ঠা সংখ্যা যাই হোক না কেন থিসিসের মূল বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা বেশী হলে পৃষ্ঠা সংখ্যা বেশী আর ব্যাপকতা কম হলে পৃষ্ঠা সংখ্যা কম হতে পারে। ফাঁকি দেয়ার জন্যে পৃষ্ঠা সংখ্যা কম বেশী করা মোটেই কাম্য নয়। থিসিস/প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে এধরণের ফাঁকি থিসিস/প্রতিবেদনের মান ক্ষুন্ন করে। গবেষক ও তত্ত্বাবধায়কেরও সম্মান হানী হয়।

থিসিস কম্পোজ/Compose of Thesis/كتابة الرسالة

কম্পোজ :

অধুনা যুগ বিজ্ঞানের যুগ। আজ বিজ্ঞান আমাদেরকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। সেটা খুব বেশী দিনের কথা নয় যে, থিসিস/প্রতিবেদন হাতে লিখা হতো। এরপর বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে থিসিস/প্রতিবেদন টাইপ রাইটারে লেখা হতো। এখন থিসিস/প্রতিবেদন কেন অফিসের যে কোন ছোট্ট একটি চিঠিও কম্পিউটারে কম্পোজ করে দিতে হয়। এখানে একটি বিষয় স্মর্তব্য যে, কম্পিউটারে কিছু লেখা, কোন গ্রন্থ রচনা আর থিসিস/প্রতিবেদন কম্পোজ করা এক বিষয় নয়। কম্পিউটারে যেমন তেমন কম্পোজ করলেই গবেষণা হয়ে যায় না। এজন্যে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম আছে। যা এদেশের ৯০% গবেষকই জানেন না। বিদেশী কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস/প্রতিবেদন জমা দানের পূর্বে তা ইন্টারনেটে দিতে হয়। কম্পোজ বিষয়ের এক্সপার্ট সেটা দেখে ওকে (Ok) করলেই কেবল থিসিস/প্রতিবেদন জমা দিতে পারেন; অন্যথায় নয়।

ফন্ট/Font :

কম্পিউটারে কম্পোজ করার সময় কোন ভাষায় লিখতে কত ফন্ট/Font দিতে হবে তা আমাদের অধিকাংশ গবেষক জানেন না বলেই ইচ্ছা মত ফন্ট/Font দিয়ে থাকেন। গবেষণায় ষ্ট্যান্ডার্ড নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকম ফন্ট/Font দিতে হয়। নিম্নে মোটামুটি বিভিন্ন ভাষার ষ্ট্যান্ডার্ড ফন্ট/Font দেখানো হলো।

ক্রমিক	ভাষা	ফন্ট/Font	Text	ফুটনোট
১	বাংলা	SutunnyMJ	১৪	১১/১২
২	ইংরেজী	Time New Romans	১২	৯/১০
৩	আরবী	Traditional Arabic	১৬	১৩/১৪
৪	উর্দু/ফার্সী		১৫	১২/১৩

www.pathagar.com

স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর কম বেশী করা যেতে পারে। Keynote/Lecture Sheet-এরজন্য Arial আর Publication-এর জন্যে Time New Roman ফন্ট দিতে হয়। আর শিরোনাম ইংরেজী হলে ৩৬ এবং বাংলা ও আরবী হলে ৪৫ ফন্ট দিতে হয়।

স্পেস (Space) ঃ

স্পেস (Space) অর্থ শূন্য বা খালি জায়গা। স্পেস (Space) বিষয়ে অনেক প্রবন্ধকার/গবেষকের কোন ধারণা না থাকায় যেমন তেমন করে বা প্রবন্ধ/থিসিস রচনা করে থাকেন। এজন্যে প্রবন্ধ/থিসিসে এ ধরণের হাজার হাজার ভুল পরিলক্ষিত হয়। আমাদের স্পেস (Space) ব্যবহারের নিয়ম না জানা থাকার কারণে আমরা তত্ত্বাবধায়করা অবলীলাক্রমে প্রবন্ধ/ থিসিস/ ডিসার্টেশন ওকে (Ok) করে দিচ্ছি এবং ডিগ্রীও হয়ে যাচ্ছে। এধরণের সাধারণ ভুল থেকে বাঁচার জন্যে নিম্নে স্পেস (Space) বিষয়ে দু'চারটে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে।

ক্রমিক	বিরাম চিহ্নের নাম	চিহ্নের পূর্বে প্রয়োজনীয় স্পেস	চিহ্নের পরে প্রয়োজনীয় স্পেস
১.	দাড়ি(।) পূর্ণচ্ছেদ (.)	চিহ্নের পূর্বে স্পেস হয়না।	পরে ২টি স্পেস হবে।
২.	কোলন(ঃ)	চিহ্নের পূর্বে স্পেস হয়না।	পরে ২টি স্পেস হবে।
৩.	বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!)	চিহ্নের পূর্বে স্পেস হয়না।	পরে ২টি স্পেস হবে।
৪.	প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)	চিহ্নের পূর্বে একটি স্পেস হবে।	পরে ২টি স্পেস হবে।
৫.	কমা (,)	চিহ্নের পূর্বে স্পেস হয়না।	পরে একটি স্পেস হবে।
৬.	সেমিকোলন (;)	চিহ্নের পূর্বে স্পেস হয়না।	পরে একটি স্পেস হবে।
৭.	হাইফেন (-)	চিহ্নের পূর্বে স্পেস হয়না।	পরে কোন স্পেস হবে না।
৮.	ডেশ (–)	চিহ্নের পূর্বে স্পেস হয়না।	পরে কোন স্পেস হবে না।
৯.	উদ্ধৃত কমা ("")	চিহ্নের পূর্বে স্পেস হয়না।	পরে কোন স্পেস হবে না।
১০.	শতকরা (%)	চিহ্নের পূর্বে স্পেস হয়না।	পরে কোন স্পেস হবে না।
১১.	লুপ্ত চিহ্ন (.....)	চিহ্নের পূর্বে স্পেস হয়না।	পরে কোন স্পেস হবে না।
১২.	বন্ধনী ()	চিহ্নের পূর্বে একটি স্পেস হবে।	পরে কোন স্পেস হবে না।
১৩.	দু'শব্দের মাঝে	একটি স্পেস হবে।	

www.pathagar.com

শব্দ বিভাজন পদ্ধতি (Word Division Method)

বিভাজন যোগ্য/অযোগ্য

কম্পোজ করতে গিয়ে সারি(Line) মার্জিন পর্যন্ত পৌঁছল কিন্তু দু' বা ততোধিক Syllable বিশিষ্ট বড় শব্দ শেষ হলো না, তখন তা ভেঙ্গে পরের সারিতে লিখতে হয়। এটিই শব্দ বিভাজন। এখন কোন ধরণের শব্দ কতটুকু বিভাজন করতে হয় এ পদ্ধতিকে শব্দ বিভাজন পদ্ধতি (Word Division Method) বলে। নিম্নে শব্দ বিভাজন পদ্ধতির কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলো :

ক্রমিক	বিভাজন যোগ্য	উদাহরণ বাংলা	উদাহরণ ইংরেজী
১	দু' Syllable বিশিষ্ট শব্দের প্রথম ১ম সারিতে ১ম Syllable আর ২য় সারিতে ২য় Syllable	অধ্যা-পক	Can- cel
৩	তিন Syllable বিশিষ্ট শব্দের প্রথম সারিতে ১ম Syllable আর ২য় সারিতে ২টি Syllable	অর্ধ-শতবার্ষিকী	Pre- position
৪	তিন Syllable বিশিষ্ট শব্দের প্রথম ১ম সারিতে ১ম ২টি Syllable আর ২য় সারিতে ১টি Syllable	অর্ধশত-বার্ষিকী	Preposi- tion
৫	যৌগিক শব্দের মূল সংযোগস্থলে	ইসলাম-পুর	Re- view
৬	হাইফেনযুক্ত শব্দের হাইফেনের স্থলে	হাট-বাজার	Anti- virus

ক্রমিক	বিভাজন অযোগ্য	উদাহরণ বাংলা	উদাহরণ ইংরেজী
১	সংক্ষিপ্ত শব্দ বিভাজন করা যায় না	বি.বি.এ.	B.B.A.
২	ছোট শব্দ বিভাজন করা যায় না	একটি	And
৩	কোন স্থানের নাম বিভাজন করা যায় না	বাংলাদেশ	Bangladesh
৪	কোন ব্যক্তির নাম বিভাজন করা যায় না	রাহিন	Rahin
৫	সংখ্যা এবং অংক বিভাজন করা যায় না	২০০০	2000
৬	বিভাজনযোগ্য শব্দ পর পর তিন সারিতে বিভাজন করা যায় না	মাহমুদপুর	Antyvirus

www.pathagar.com

কাগজের সাইজ/Paper Size/حجم القرطاس

থিসিস/প্রবন্ধ/গবেষণামুলক প্রতিবেদনের জন্যে সবসময় অফসেট A4 সাইজের কাগজে লেজার প্রিন্টে প্রিন্ট করতে হবে। কম্পিউটারে কম্পোজ করার পূর্বেই পৃষ্ঠা সেট করে নিতে হবে। পৃষ্ঠার শেষে নতুন প্যারা অথবা কোন পয়েন্ট দিয়ে শুরু করলে তা যদি ৩ লাইনের কম হয় তাহলে তা অন্য পৃষ্ঠায় শুরু করতে হবে। একই বাক্যের অর্ধেক এ পৃষ্ঠায় আর বাকি অর্ধেক অন্য পৃষ্ঠায় লেখা যাবে না।

লম্বাটে বা চৌকো, যে কোন প্রকারের কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এই কাগজ এত বড় হওয়া উচিত নয় যে নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়। থিসিস, টার্ম পেপার, ইত্যাদি লেখার জন্য সাধারনত A4 সাইজের কাগজ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

মার্জিন/Marzin

আরবী/উর্দু/ফার্সী হলে ডান দিকে আর বাংলা/ইংরেজী/ হিন্দী হলে বাম দিকে ১.৫ ইঞ্চি এবং বাকী তিন দিকেই ১ ইঞ্চি করে জায়গা রাখতে হবে। এতে অতিরিক্ত পাদটীকা, প্রয়োজনীয় সংশোধন, বাঁধাই-এর জন্য সুবিধা হয়। কাগজের উভয় পৃষ্ঠা ব্যবহার করলে, উল্টো পীঠে বাম দিকের চেয়ে ডান দিকে বেশী মার্জিন রাখতে হয়।

টাইপ করলে মূল প্রবন্ধের লাইনগুলো Double Spaced হবে। Single ব্যবহার করতে হবে দু'ক্ষেত্রে ঃ ১.পাদটীকা বা টীকায় এবং ২.বড় বড় উদ্ধৃতির বেলায়। টাইপ করলে প্রতি প্যারাগ্রাফের প্রথম লাইন শুরু করবেন আট Space (অর্থাৎ আটটা অক্ষরের জায়গা) বাদ দিয়ে। হাতে লিখলে প্রায় এক ইঞ্চি ডান থেকে শুরু করতে হবে। তবে বর্তমানে প্যারার শুরুতে কোন জায়গা না রাখার রীতিও চালু আছে।

ফটোকপি/Photostate :

ফটোকপি সবসময় অটো অফসেট মেশিনে করতে হবে। অন্যথায় কপি ঝকঝকে হবে না। মনে রাখতে হবে একটি গবেষণাপত্র একটি ইতিহাস গ্রন্থ। আর সব গবেষণাপত্র কিন্তু ছাপা হয়না। এটি ছাপা না হলে যতদিন লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত থাকবে, ততদিন এ থেকে পাঠক/গবেষকগণ উপকৃত হবেন। এর মাধ্যমে গবেষক নিজেও বেঁচে থাকবেন। দু'দশ টাকা বাচাঁনোর জন্যে যেমন তেমন কাগজে যেমন তেমন মেশিনে কখনো ফটোকপি করা উচিৎ নয়।

www.pathagar.com

বাঁধাই/Binding

বাঁধাইয়ের জন্যে কভার পৃষ্ঠা মোটা কাগজে ভাল রেক্সিন দিয়ে করতে হবে। রেক্সিন নিজের পছন্দসই দিলেই চলবে। তবে কালো, অ্যাশ কালার, আকাশি, এসব রেক্সিন-এ লেখা বেশী ফুটে উঠে। কভার পৃষ্ঠা এবং সাইড-এর লেখা নিজে প্রুফ দেখে নিজে ট্রেসিং দিলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বাঁধাই অবশ্যই শক্ত করে 'ইনার পৃষ্ঠা'র উপরে মোটা প্লেন পেপার দিয়ে করতে হবে। অন্যথায় থিসিসের পৃষ্ঠা আস্তে আস্তে পাল্টে নষ্ট হয়ে যাবে। কোন কোন গবেষক যেমন তেমন করে থিসিস বাঁধাই করে থাকেন। সেটা মোটেই উচিৎ নয়। কারণ থিসিস একটি ইতিহাস। এটি থেকে লেখক, গবেষক পাঠকগণ বহুদিন উপকৃত হবেন। বাঁধাই শক্ত না হলে সেটা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সেমিনার

সেমিনার পরিচিতি

সেমিনারের প্রকারভেদ

সেমিনারের বিষয়বস্তু

সেমিনারের প্রয়োজনীয়তা

সেমিনারের প্রবন্ধ লেখার নিয়ম

সেমিনার কখন করতে হয়

সেমিনার অনুষ্ঠানের পূর্বে করণীয়

সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা

সেমিনার অনুষ্ঠানের পরে করণীয়

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

সেমিনার/Seminar/السمينار/الندوة العلمية

- সেমিনার পরিচিতি
- সেমিনারের প্রকারভেদ
- সেমিনারের প্রয়োজনীয়তা
- সেমিনারের বিষয়বস্তু
- সেমিনারের প্রবন্ধ লেখার নিয়ম
- সেমিনার কখন করতে হবে
- সেমিনারের চিঠি
- সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা

সেমিনার পরিচিতি

সেমিনার একটি একাডেমিক সভা। রাষ্ট্র-ধর্ম, দেশ-জাতি ও সমসাময়িক সমস্যাবলীর মধ্যে নির্ধারিত একটি বিষয়ে গবেষক কর্তৃক রচিত ১০-২০ পৃষ্ঠার একটি প্রবন্ধ যে সভায় উপস্থাপিত হয় এবং বিদগ্ধ পন্ডিতগণ কর্তৃক ঐটির আলোচনা, সমালোচনা, পর্যালোচনার আলোকে বিষয়টি সম্পর্কে সঠিক তথ্য, পরামর্শ এবং নির্ধারিত কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়ে থাকে সেটিই সেমিনার। সেমিনার-এর সংজ্ঞা ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে এভাবে উল্লেখ আছে-

- *An occasion when a teacher or expert and a group of people meet to study and discuss something.*

সেমিনারের প্রকাভেদ

সেমিনারকে আমরা প্রথমে দুভাগে ভাগ করতে পারি।

প্রথমতঃ গবেষণা সেমিনার

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ সেমিনার।

www.pathagar.com

গবেষণা সেমিনার ঃ গবেষণা সেমিনার সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীক হয়ে থাকে। এবং এটি এম.ফিল., পিএইচ. ডি. সংশ্লিষ্ট ছাড়াও অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়ে হতে পারে।

সাধারণ সেমিনার ঃ এটি কোন স্থান-কাল-পাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি যে কোন স্থানে, যেকোন সময়, যে কোন নির্ধারিত বিষয়ে হতে পারে।

সেমিনারের বিষয়বস্তু

সেমিনারের নির্ধারিত কোন বিষয়বস্তু নেই। রাষ্ট্র-ধর্ম, দেশ-জাতি নির্বিশেষে সমসাময়িক সকল বিষয়ই সেমিনারের বিষয়বস্তু হতে পারে। আর গবেষণা সেমিনারের বিষয় গবেষণা সংশ্লিষ্ট এবং শিরোনাম সমস্যাবলী সংশিষ্ট হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে প্রথম সেমিনারটি সিনোপসিসের উপর হলে ভাল হয়। গবেষণার শিরোনাম, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ এ শিরোনামে হলে গবেষক তাঁর গবেষণা বিষয়ে আরো বেশী উপকৃত হতে পারবেন।

এম.ফিল. ও পিএইচ. ডি. সংশ্লিষ্ট সেমিনারের প্রয়োজনীয়তা

নির্ধারিত বিষয়ে গবেষকের যোগ্যতা কতটুকু অর্জিত হয়েছে, Research Methodology সম্পর্কে তাঁর কতটুকু ধারণা জন্মেছে এবং প্রবন্ধে কি ধরনের ত্রুটি আছে, তা শোধরিয়ে দেয়ার জন্যেই সেমিনার একটি অপরিহার্য নেয়ামক। যে বিষয়গুলো গবেষক না জানার কারণে প্রবন্ধে ছেড়ে গেছেন অথবা ভুল করেছেন, সেমিনারের সে বিষয়গুলোই আলোচিত হয়। গবেষণা থিসিসে সে ভুলগুলোর যেন পুনরাবৃত্তি না হয়, সে বিষয়ে গবেষক ও তত্ত্বাধায়কের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। থিসিস কিভাবে নির্ভুল, সুন্দর, পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত হবে সে বিষয়েই গবেষককে সুপরামর্শ দেয়া হয়। সেমিনারে এম. ফিল. ও পিএইচ. ডি. সংশ্লিষ্ট সেমিনার কোন কোন গবেষক এমন কি কোন কোন তত্ত্বাবধায়কের কাছে গলার কাঁটার মত মনে হলেও বিষয়টি আসলে কিন্তু তা নয়। এটি মূলত গবেষককে সহায়তা করার জন্যেই অবধারিত করে দেয়া হয়েছে।

সেমিনারের প্রবন্ধ লেখার নিয়ম

সেমিনারের প্রবন্ধে কি কি বিষয় থাকবে এবং কি কি বিষয় আলোচনায় আসবে সে বিষয়ে গবেষকের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে অনেক সময় গবেষক যা তা লিখে সেমিনারে উপস্থাপন করে থাকেন।

www.pathagar.com

অপরদিকে কোন কোন তত্ত্বাবধায়কেরও এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে অথবা ব্যস্ততার কারণে গবেষক যেভাবে সেমিনারের প্রবন্ধ লিখে তাঁর কাছে জমা দেন, তিনিও সংশোধন না করে সেভাবেই ফেরৎ দিয়ে দেন। এতে সেমিনারে প্রবন্ধের বিষয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়। সেমিনারে আলোচকদেরকে এমনও বলতে শুনা যায় যে, উপস্থাপিত প্রবন্ধটি কোন সেমিনারের প্রবন্ধ নয়, এটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশেরও অযোগ্য। এটি গবেষক ও তত্ত্বাবধায়ক উভয়ের জন্যেই লজ্জাষ্কর ব্যাপার। তাই সেমিনারের প্রবন্ধে নিম্নের বিষয়গুলো আলোচনা করার বিষয়ে গবেষক ও তত্ত্বাবধায়ককে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে-

১. শিরোনাম
২. ভূমিকা
৩. গবেষণার উদ্দেশ্য
৪. গবেষণার গুরুত্ব ও প্রযোজনীয়তা
৫. গবেষণা পদ্ধতি
৬. ফলাফল
৭. সুপারিশ
৮. উপসংহার

সেমিনার কখন করতে হয়

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. কোর্সের জন্যও ১টি সেমিনার করতে হয়। আবার কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. থেকে পিএইচ.ডি. তে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ১টি সেমিনার করতে হয়। এটি এম.ফিল. প্রথম পর্ব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর করতে হয়। আর পিএইচ.ডি. কোর্সে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থিসিস জমাদানের পূর্বে ২টি সেমিনার করতে হবে। তবে কত দিন পূর্বে করতে হবে এরকম বাধা ধরা নিয়ম না থাকলেও প্রথম সেমিনারটি রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির ১ম বছরের মধ্যে এবং ২য় সেমিনারটি ২য় বছরের মধ্যে করতে পারলে গবেষক যথেষ্ট উপকৃত হন। কোন কোন গবেষক থিসিস জমাদানের পূর্বে দায় সারাভাবে একই দিনে ২টি সেমিনার করে থাকেন। যেটা মোটেই উচিৎ নয়। এতে সেমিনারের উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়। তাই সেমিনার যথাসম্ভব গবেষণার প্রথম দিকে করাই বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

সেমিনার অনুষ্ঠানের পূর্বে করণীয়

সেমিনার কমিটির আহবায়ক/বিভাগীয় সভাপতির নিকট প্রবন্ধ জমা দান

গবেষণার ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কই সর্বেসর্বা। তিনি সঠিক দায়িত্ব পালন করলে এখানে কারো কিছুর বলার থাকে না। কিন্তু অতীবও দুঃখের বিষয় যে কোন কোন তত্ত্বাবধায়ক সঠিক দায়িত্ব পালন না করার কারণে অনেক সমস্যা হয়ে থাকে। গবেষকদের কাছে এমনও অভিযোগ শুনা যায় যে, তিনি তার তত্ত্বাবধায়ককে ছ মাস পূর্বেই সেমিনারের প্রবন্ধ জমা দিয়েছেন কিন্তু তিনি সেটা সংশোধন করে গবেষককে ফেরৎ দেয়ার ফুরসৎ পাননি। এদিকে থিসিস জমা দেয়ার সময় ঘনিয়ে আসায় কোন কোন তত্ত্বাবধায়ক সেভাবেই সেমিনারের আয়োজন করে থাকেন। সেমিনারের প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আলোচকগণ প্রবন্ধ সম্পর্কে যাচ্ছে তাই মন্তব্য করেন। এতে গবেষক, তত্ত্বাবধায়ক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মান সম্মান ক্ষুন্ন হয়। তাই কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ/বিভাগীয় একাডেমিক সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপনের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে প্রতি বিভাগে সেমিনার কমিটির আহবায়ক/বিভাগীয় সভাপতির নিকট প্রবন্ধ জমা দিতে হবে। সেমিনারে প্রবন্ধটি উপস্থাপন উপযোগী কিনা এ মর্মে বিভাগ/বিভাগীয় সেমিনার কমিটি অনুমোদন করলেই মাত্র প্রবন্ধটি সেমিনারে উপস্থাপিত হবে অন্যথায় নয়।

সেমিনার অনুষ্ঠানের ২/১ দিন কোন কোন সেমিনারে আবার ২/১ ঘন্টা আগে তাড়াহুড়ো করে আলোচকদেরকে প্রবন্ধ দেয়া হয়। তখন আলোচকগণ আলোচনার শুরুতেই যথাসময়ে প্রবন্ধ না পাওয়ার অভিযোগ করেন। এবং এতদ বিষয়ে তিনি গঠনমূলক কোন আলোচনা করতে পারবেন না সে অক্ষমতাটিও নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেন। যেহেতু নির্ধারিত আলোচক, তাই তাকে বাধ্য হয়ে প্রবন্ধের উপর দু চার কথা বলতে হয়। তখন তিনি প্রবন্ধের মুল বিষয় বাদ দিয়ে গবেষণা বিষয়ে কমন কিছু কথা বলে বিদায় নিতে বাধ্য হন। তাই অন্তত ৫ দিন আগে অতিথি ও আলোচকদেরকে প্রবন্ধ দেয়া উচিৎ, তাতে তাঁরা প্রবন্ধটি পড়ে প্রস্তুতি নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করতে পারবেন এবং গবেষককে সঠিক পরামর্শ দিতে পারবেন। যে আলোচনা সত্যিকার অর্থেই গবেষককে উপকৃত করতে পারবে।

www.pathagar.com

সেমিনারের চিঠি যথাসময়ে বিলি

সেমিনার বিভাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একাডেমিক বিষয়। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অথবা সেমিনার কমিটিই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে এর চিঠি-পত্র ও প্রবন্ধ বিলির ব্যবস্থা করবেন। অথচ কোন কোন বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান এ বিষয়টিকে তেমন আমলে নেন না। এমনও দেখা যায় যে, কোন কোন বিভাগ সেমিনারের ১/২ দিন পূর্বে শুধু স্ববিভাগে চিঠি দিয়ে দায় সারাভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি এবং নির্ধারিত আলোচকগণ সেমিনার অনুষ্ঠানের দিনও চিঠি-পত্র বা প্রবন্ধ পান না। অথচ সেমিনার বিষয়ে একাডেমিক সকল শাখাকে অভিহিত করাই বিধান। তাই সেমিনার অনুষ্ঠানের অন্তত ৭ দিন পূর্বে সকল অনুষদের ডীন, সকল শিক্ষককে অবিহিত করার অনুরোধ জানিয়ে বিভাগীয় সভাপতি এবং সকল ইনস্টিটিউটের পরিচালককে চিঠি দিতে হয়।

আবার এমনও দেখা যায় কোন কোন তত্ত্বাবধায়ক গবেষণায় যেমন ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করেন তেমনি সেমিনারেও ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। কাউকে না জানিয়ে তিনি অতি সংগোপনে সেমিনার অনুষ্ঠানের চেষ্টা করেন। অন্য অনুষদের ডীন, অন্যান্য বিভাগীয় সভাপতি এবং ইনস্টিটিউটের পরিচালককে চিঠি দেয়া দূরে থাক স্বঅনুষদ এবং অনুষদভুক্ত বিভাগ গুলোকেও সেমিনারের বিষয়টি অবহিত করতে চিঠি প্রেরণ করেন না।

পরিচিত মুখ দেখে একান্ত নিজস্ব দু চারজনকে মুঠোফোনে ডেকে উপস্থিতি পাতায় দস্তখত নিয়ে থাকেন। সেমিনার তাড়াতাড়ি শেষ করারর জন্য গবেষককে প্রবন্ধ উপস্থাপনের জন্য পাঁচ/সাত মিনিটের বেশী সময় দেন না।

এগুলো মোটেই উচিৎ নয়। এতে সেমিনারের উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়। কারণ সেমিনারের খবরটি যত প্রচার হবে, সেমিনারে তত বিদগ্ধ পন্ডিতের উপস্থিতি বাড়বে এবং প্রবন্ধ বিষয়ে বেশী বেশী আলোচনা পর্যালোচনা হবে। এতে মূল থিসিসে ভুল কম হবে। থিসিস পরিশীলিত এবং পরিমার্জিত হবে।

ডীন অনুষদের এবং চেয়ারম্যান বিভাগীয় একাডেমিক এবং প্রশাসনিক প্রধান। এম.ফিল. পিএইচডিসহ সকল ডিগ্রী যেহেতু অনুষদের নামে হয়ে থাকে তাই ডীন অনুষদের সকল একাডেমিক বিষয়ের যেমন খবরদারী করবেন তেমনি অনুষদভূক্ত বিভাগগুলোও একাডেমিক সকল বিষয় ডীনকে অবহিত করবেন।

www.pathagar.com

একাডেমিক কোন বিষয় বিশেষত এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি.-এর কোন বিষয় যেমন-গবেষণা প্রস্তাব, গবেষণার শিরোনাম ও তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন এবং সেমিনার ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ডীনকে অবহিত না করা যেমন একাডেমিক অধ্যাদেশের খেলাপ তেমনি এধরণের কাজ একাডেমিক শিষ্টাচার বহির্ভূতও।

সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধের উপর আলোচনা

প্রতিটি সেমিনারে নির্ধারিত/অনির্ধারিত আলোচক থাকেন। আলোচকের ভিন্নতার কারণে প্রবন্ধের আলোচনাও ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে সেটা যেন বিষয় বহির্ভূত না হয়, সে বিষয়ে আলোচকের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। কোন কোন আলোচক আলোচনার বিষয়বস্তু বাদ দিয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন, যা মোটেই সমিচীন নয়। আলোচনায় সাধারণতঃ নিম্নের বিষয়গুলো আলোচিত হলে গবেষকগণ বেশী উপকৃত হয়ে থাকেন।

১. প্রবন্ধের শিরোনাম যথার্থ কি না?

২. প্রবন্ধের শিরোনাম গবেষণা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কি না?

৩. প্রবন্ধের ভূমিকা যথার্থ হয়েছে কি না?

৪. প্রবন্ধের Text-এ প্রবন্ধের মৌলিক বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে কি না?

৫. প্রবন্ধের যথাস্থানে টিকা দেয়া হয়েছে কি না?

৬. প্রবন্ধের পাদটিকা সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কি না?

৭. প্রবন্ধের ভাষায় সাধু ও চলিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটেছে কি না?

৮. প্রবন্ধের বানান সঠিক আছে কি না?

৯. প্রবন্ধে নিয়মানুযায়ী কম্পোজ হয়েছে কি না?

১০. প্রবন্ধের উপসংহার যথার্থ কি না?

১১. প্রবন্ধের ফলাফল সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কি না?

১২. প্রবন্ধের সুপারিশমালা সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কি না?

১৩. প্রবন্ধের রেফারেন্স সঠিক হয়েছে কি না?

১৪. প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জী যথাযথ হয়েছে কি না?

১৫. সর্বোপরি প্রবন্ধে গবেষণা পদ্ধতি সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না?

ইত্যাদি বিষয় ছাড়াও আরো কোন ত্রুটি থাকলে সে বিষয়েও গবেষককে পরামর্শ দেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

সেমিনার অনুষ্ঠানের পরে করণীয়

দুটি সেমিনার অনুষ্ঠানের পর সেমিনারের চিঠি(যেসব অফিসে বিলি করা হয়েছে তাদের প্রাপ্তি স্বাক্ষর ও সীলযুক্ত), দুটি সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ এবং উপস্থিতিদের স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা বিভাগীয় সভাপতি একাডেমিক শাখায় প্রেরণ করবেন। থিসিস জমাদানের সময় এ রিপোর্ট দেখে একাডেমিক শাখা ছাড়পত্র দিলেই শুধু পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস থিসিস জমা নেয় অন্যথায় নয়।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

উৎস

উৎস পরিচিতি

তথ্য পরিচিতি

উৎস-এর প্রকারভেদ

উৎস-এর ব্যবহার

উৎস সংগ্রহ পদ্ধতি

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

পরোক্ষ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি

সিডিউল বা তালিকা পদ্ধতি

প্রশ্নমালা পদ্ধতি

প্রশ্নপত্র প্রস্তুতের নির্দেশাবলী

যান্ত্রিক পদ্ধতি

কেস স্টাডি পদ্ধতি

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

উৎস/Source/المصدر।

উৎস পরিচিতি (Identification of Source)

গবেষণা পরিচালনার নিমিত্তে গবেষক যে স্থান হতে তথ্য, উপাত্ত ও প্রমাণাদি সংগ্রহ করেন, তাই উৎস (Source)। ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে উৎস (Source)-এর বিভিন্নরকম সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন: Source is-

- *the place something comes from or starts at, or the cause of something*
- *someone or something that supplies information*
- *at the place where something comes from.*

তথ্য পরিচিতি(Identification of Data)

গবেষক যে সব উৎস ও প্রমাণাদির উপর নির্ভর করে তাঁর গবেষণা পরিচালিত করেন তাই তথ্য (Data)। গবেষকদের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হলো নতুন তত্ত্ব আবিষ্কার করা বা অনুমানের যথার্থতা নিরুপনের লক্ষ্যে তথ্য বা প্রমাণাদি সংগ্রহ করা। ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে তথ্যের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে Data is-

Information, especially facts or numbers, collected to be examined and considered and used to help decision-making, or information in an electronic form that can be stored and processed by a computer.

উৎস-এর প্রকারভেদ

গবেষক কি তাঁর গবেষণার সব ধরণের উৎস ও প্রমাণ হতে তথ্য সংগ্রহ করবেন না কি বিশেষ বিশেষ উৎস ও প্রমাণ হতে তথ্য সংগ্রহ করবেন এ বিষয়ে গবেষকগণ তিনটি ধারার উল্লেখ করেছেন। এ তিনটি ধারা হতে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করলে তাঁর গবেষণা মান সম্পন্ন এবং সর্বজনগ্রাহ্য হবে। সে তিনটি ধারা হলো-

www.pathagar.com

১. প্রাথমিক উৎস/Primary Source/ المصدر الاول

২. মাধ্যমিক উৎস/Secondary Source/المصدر الثاني

৩. তৃতীয় প্রকার উৎস/Tertiary Source/المصدر الثالث

প্রাথমিক উৎস/Primary Source/المصدر الاول

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণীকে প্রাথমিক উৎস বলে। এই বিবরণ মৌখিক বা লিখিত হতে পারে। যে তথ্য মূল উৎস হতে গবেষণার প্রয়োজনে সরাসরিভাবে সংগ্রহ করা হয় তাকে প্রাথমিক উৎস বলে। আরেকটু পরিষ্কার করে বললে এভাবে বলা যায় যে, যে তথ্য ব্যক্তিগত অনুসন্ধান বা সাক্ষাৎকার গ্রহণ, অপরের নিকট প্রেরীত প্রশ্নপত্রের উত্তর হতে এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়ে থাকে, তাই প্রাথমিক উৎস। Professor Robertson and Wright বলেন- কোন বিশেষ গবেষণা সমস্যার সমাধানকল্পে যে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তাকে প্রাথমিক উৎস/Primary Source/الاول المصدر বলে। নিম্নে প্রাথমিক উৎসগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে-

১. পেশাগত জার্নালের প্রবন্ধ
২. ডক্টরাল থিসিস
৩. সাক্ষাতকার
৪. প্রশ্নোত্তর
৫. চিঠি
৬. ডায়েরী
৭. প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর বিবরণ
৮. কবিতা
৯. উপন্যাস
১০. আত্মচরিত
১১. কার্যবিবরণী
১২. সরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের প্রতিবেদন
১৩. কোর্টের সাক্ষ্য
১৪. বাৎসরিক প্রতিবেদন
১৫. কোন সভার সিদ্ধান্ত ইত্যাদি।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক উৎস/Secondary Source/المصدر الثاني।

প্রাথমিক উৎস থেকে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করা হয় সে সংগৃহীত তথ্যের পুন বিবরণী হচ্ছে তথ্য সংগ্রহের দ্বিতীয় উৎস। আরো পরিষ্কার করে বলা যায় যে, মূল তথ্য উৎস হতে সংগৃহীত তথ্য যখন অন্য কোন গবেষণার প্রয়োজনে পুনরায় সংগ্রহ করা হয়, তখন সে তথ্যকে মাধ্যমিক উৎস বলে। Professor Robertson and Wright-এর মতে- অন্য কোন উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যকে যখন গবেষণার কাজে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে মাধ্যমিক উৎস/Secondary Source/المصدر الثاني। বলে। প্রাথমিক উৎসের অভাবে কখনও কখনও দ্বিতীয় প্রকার বা গৌণ উৎসব্যবহার করা যেতে পারে। মাধ্যমিক উৎসগুলো হচ্ছে-

১. অনুবাদ

২. সারাংশ

৩. বিভিন্ন পত্র পত্রিকা

৪. প্রাসঙ্গিক তথ্য সংক্রান্ত অন্যান্য বই-পুস্তক

৫. গবেষণার পর্যালোচনা বিশ্বকোষ, প্রবন্ধ, গবেষণার সারাংশ, গাইডবুক।

৬. সরকারী এবং বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রকাশিত সংবাদ পুস্তিকা ও প্রচারপত্র।

৭. অফিসের কাজের জন্য সংগৃহীত তথ্য অফিস রেকর্ড, প্রতিবেদন, নথি পত্র, শুমারী ইত্যাদি।

৮. পত্রপত্রিকা/বিশ্বকোষ/প্রবন্ধ/গবেষণা থিসিস/গ্রন্থে উল্লেখিত আল-কুরআনের আয়াত বা হাদীছের উদ্ধৃতির রেফারেন্স সরাসরি আল-কুরআন ও আল-হাদীছ থেকে না দিয়ে উক্ত পত্র পত্রিকা/ বিশ্বকোষ/ প্রবন্ধ/ গবেষণা থিসিস/গ্রন্থ হতে প্রদান।

৯. কোন শব্দের বিশ্লেষণে অভিধানে উল্লেখিত শব্দটি কুরআন, হাদীসে কোথায়, কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার রেফারেন্স উল্লেখের ক্ষেত্রে আয়াতটি কোন সূরার এবং হাদীসটি কোন গ্রন্থের, সে সূত্র উল্লেখ না করে উক্ত অভিধানের রেফারেন্স দেয়া।

১০. শরীয়তের যে মসআলার ইঙ্গিত সরাসরি আল-কুরআন ও আল-হাদীছ থেকে প্রদান করা যাবে তার রেফারেন্স কোন তাফসীর বা ফিকহের গ্রন্থ হতে দেয়া।

www.pathagar.com

তৃতীয় প্রকার উৎস/Tertiary Source/ المصدر الثالث

তথ্যের তৃতীয় প্রকার উৎস হিসাবে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহৃত হতে পারে। এগুলো দ্বিতীয় প্রকার উৎস থেকে সংকলিত। রেফারেন্স হিসাবে কিছু কিছু পাঠ্যপুস্তক বিশ্বাসযোগ্য বলে এদের বৈধতা স্বীকার করে থিসিসের কাজে লাগানো হয়। কোন কোন গবেষণার ক্ষেত্রে উপকরণের প্রাথমিক উৎস হারিয়ে যেতে পারে। যে কারণে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় প্রকার উৎসের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হয়।

উৎস ব্যবহার

প্রাথমিক উৎস পাওয়া গেলে কোনভাবেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার উৎস কাজে লাগানো উচিৎ নয়। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎস থাকতে মাধ্যমিক উৎস ও তৃতীয় প্রকার উৎস ব্যবহার করা অত্যন্ত দোষণীয়। গবেষকগণ সস্তা গবেষণা করার জন্য খুবই অল্প পরিশ্রম ও অল্প সময়ে গবেষণা সমাপ্ত করতে এ কাজটি করে থাকেন। হাতের কাছে যা পান, তা তুলে দিয়েই থিসিসের কলেবর বৃদ্ধি করে থাকেন। সেটা গবেষণায় মোটেই কাম্য নয়। মৌলিক গবেষণায় অবশ্যই প্রাথমিক সূত্র হতে তথ্য দিতে হবে। তবে হ্যাঁ মূল রচনা একান্তই দূর্লভ হলে নির্ভরযোগ্য ও মাধ্যমিক তথ্য ব্যবহার করা যাবে, তবে সেক্ষেত্রে আলোচনায় ও গ্রন্থপঞ্জীতে মাধ্যমিক তথ্য-এর স্বীকৃতি থাকতে হবে। এটি গবেষণার ক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় নয়।

উৎস সংগ্রহের পদ্ধতি(সামাজিক গবেষণায়)/ Method of Collection of Sources منهج جمع المصادر

- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
- সাক্ষাৎকার পদ্ধতি
- পরোক্ষ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি
- সিডিউল বা তালিকা পদ্ধতি
- প্রশ্নমালা পদ্ধতি
- যান্ত্রিক পদ্ধতি
- কেস স্টাডি পদ্ধতি

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি /Inspection Method

উৎস সংগ্রহের জন্যে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি তখনই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হবে, যখন এটি গবেষণার উদ্দেশ্যে, পদ্ধতিগত, পরিকল্পিত ও রেকর্ডকৃত হবে এবং যথার্থতা ও নির্ভরতা যাচাই ও নিয়ন্ত্রণে স্পষ্ট হবে।

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকার পদ্ধতি /Interview Method

উৎস সংগ্রহের জন্যে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অন্যতম পদ্ধতি। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ব্যক্তির সাথে সরাসরি বা টেলিফোনের মাধ্যমে যে কথাবার্তা হয় তাই সাক্ষাৎকার।

পরোক্ষ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি/Indirect Interview Method

পরোক্ষ সাক্ষাৎকারও উৎস সংগ্রহের অন্যতম পদ্ধতি। উত্তরদাতা সরাসরি যা প্রকাশ করতে অক্ষম তা জানার জন্যে সাধারণত এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রেরণা ও মনোভাব বিষয়ক গবেষণায় এ পদ্ধতি খুবই ফলপ্রদ। সাধারণত মনোবিজ্ঞানীগণ পরোক্ষ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন।

সিডিউল বা তালিকা পদ্ধতি/Schedule Method

তথ্য সংগ্রহকারী সরাসরি যে প্রশ্নমালা (সুনির্দিষ্ট এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত প্রশ্নের সমম্বয়ে গঠিত) দ্বারা তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে থাকেন, তাকেই সিডিউল (Schedule) বলা হয়। এর মাধ্যমে অজ্ঞ, অশিক্ষিত লোকের নিকট হতে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা যায।

১. প্রশ্নের কোনরূপ অসম্পূর্ণতা বা ক্রটি থাকলে তা পূরণের সুযোগ থাকে।
২. তথ্য সংগ্রহকারী ভালভাবে প্রশ্নের উত্তর এবং তার গুরুত্ব বুঝে তথ্য দাতার নিকট হতে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।
৩. গুরুত্ব অনুযায়ী প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সহজ হয়।
৪. এতে প্রশ্নকর্তা নিজেই প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করেন, বিধায় নির্ভুল তথ্য লাভের সম্ভাবনা বেশী থাকে।

প্রশ্নমালা পদ্ধতি /Questionaire Method/المناهج الأسئلة

প্রশ্নমালা পরিচিতি/Questionaire Identification

প্রশ্নমালা এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Questionnaire। কোন বিষয় সম্বন্ধে জানার জন্য জিজ্ঞাসাসূচক যে অভিব্যক্তি তাই প্রশ্ন। আর বিভিন্ন প্রশ্নের সমম্বয়ে গঠিত হয় একটি প্রশ্নমালা। *Oxford Dictionary*-তে উল্লেখ আছে:

Questionnaire is a written list of questions that are answered by a number of people so that information can be collected from the answers.

Cambridge Dictionary-তে এভাবে উল্লেখ আছে:

A list of questions that several people are asked so that information can be collected about something.

www.pathagar.com

Bogardus বলেন- "A Questionnaire is a list of Questions sent to a number of persons for them to answer."

সামাজিক গবেষণা ও অন্যান্য গবেষণার অন্যতম প্রধান তথ্য সংগ্রহ কৌশল হলো প্রশ্নমালা (Questionnaire)। শিক্ষা গবেষণার তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে প্রশ্নমালা পদ্ধতি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। প্রশ্নপত্রের প্রয়োগ ও উপযোগীতা প্রসংগে E.R Babbie বলেন, প্রশ্নমালা জরিপ গবেষণার মেরুদন্ড।

প্রশ্নমালা প্রস্তুতের নির্দেশাবলী/Indications of Questionaire Making / الإرشادات لتصميم الأسئلة

একটি সঠিক ও কার্যকরী প্রশ্নমালা তৈরী করতে গবেষককে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে ঃ

১. **সুনির্দিষ্ট প্রশ্নাবলী ঃ** প্রশ্ন সুনির্দিষ্ট হলে উত্তরদাতা সহজে উত্তর প্রদান করতে পারে।

২. **সহজবোধ্য ভাষা ঃ** প্রশ্নের ভাষা সহজ হলে সকল শ্রেণীর উত্তরদাতা সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

৩. **সঙ্গতিপূর্ণ প্রশ্ন ঃ** গবেষণার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা উচিৎ নয়।

৪. **অবিব্রতকর প্রশ্ন ঃ** বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টিকারী প্রশ্ন অবশ্যই পরিত্যজ্য।

৫. **স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভরশীল প্রশ্ন না করাঃ** স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে উত্তর প্রদান করতে হয় এমন প্রশ্ন করা উচিৎ নয়।

৬. **তীর্যক প্রশ্ন না করা ঃ** তীর্যক প্রশ্ন করা হতে বিরত থাকতে হবে।

যান্ত্রিক পদ্ধতি/Uses of Equipment Method

এ পদ্ধতিতে উৎস সংগ্রহের জন্যে ক্যামেরা, টেপরেকর্ডার ও সাইকোগ্যাল-ভানোমিটর (Psychogalvanometer) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে পরোক্ষ উপায়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

কেস স্টাডি পদ্ধতি/Case Study Method

কোন ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান বা কোন সাংস্কৃতিক দল বা পুরো সমাজ বা সম্প্রদায় এ সতর্ক ও পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণকে কেস স্টাডি বলা হয়।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

গবেষণা উদ্ধৃতি

উদ্ধৃতি পরিচিতি

উদ্ধৃতি কখন দিতে হয়

উদ্ধৃতি প্রদানের পদ্ধতি

টীকা পরিচিতি

টীকার প্রকারভেদ

টীকার ব্যবহার

টীকার ব্যবহারের গুরুত্ব

টীকা ব্যবহারের প্রচলিত রীতি

পত্রিকার রেফারেন্স ব্যবহারের নিয়ম

টীকায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপ

টীকায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপের নিয়ম

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

গবেষণা উদ্ধৃতি/Quotation /اقتباس النصوص

উদ্ধৃতি পরিচিতি (Identification of Quotation)

থিসিস/ গ্রন্থ/ প্রবন্ধ/ প্রতিবেদনে উল্লেখিত অপরের উক্তি/ মতামতই উদ্ধৃতি। ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে উল্লেখ আছে- **Quotation is-**

a phrase or short piece of writing taken from a longer work of literature, poetry, etc. or what someone else has said.

গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারগণ কোন কোন সময় নিজের বক্তব্য/যুক্তিকে জোড়ালো করতে থিসিস/ গ্রন্থ/প্রবন্ধ/প্রতিবেদনে কোন না কোন গবেষক/লেখক /বক্তা/গ্রন্থকার/বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে থাকেন। কোন বিষয়বস্তুর পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে অথবা একই বিষয়ে যারা একই রকম অথবা ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাদের চিন্তাধারা উপস্থাপন করে কোন আলোচনার ব্যাখ্যা দানের জন্য উদ্ধৃতি দেয়া হয়। আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা থাকলে একই বিষয়ে একের অধিক উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। তবে বেশী উদ্ধৃতি দেয়া দুর্বল যুক্তির নামান্তর একথাটিও খেয়াল করতে হবে।

উদ্ধৃতি কখন দিতে হয়

উদ্ধৃতি বক্তার বক্তৃতাকে যেমন জোড়ালো হৃদয়গ্রহী করে তুলে তেমনি লেখকের লেখাকেও সুসমৃদ্ধ করে। তাই বলে কথায় কথায় উদ্ধৃতি দেয়া যাবে না। উদ্ধৃতি কখন দিতে হবে এর বিশেষ নীতিমালা আছে, যা উদ্ধৃতি ব্যবহারকারীদেরকে মেনে চলতে হয়।

উদ্ধৃতি লেখকের এবং গ্রন্থের নামের সাথে সাথেই উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়। পাদটীকায় সমস্ত উদ্ধৃতির বিস্তারিত বিবরণ দিতে হয়। থিসিস/ গ্রন্থ/প্রবন্ধ/ প্রতিবেদনে গবেষক/লেখকের বক্তব্যকে যুক্তিপূর্ণ ও জোড়ালো করে উপস্থাপিত করার প্রয়াসে বিভিন্ন লেখক বা মনীষীর সংজ্ঞা/বক্তব্য/মতামত ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

www.pathagar.com

কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের হুবহু বক্তব্য এবং অফিস সংক্রান্ত প্রকাশনার কোন অংশ হুবহু ব্যবহার করলে অবশ্যই উদ্ধৃতি আকারে তা লিখতে হবে। হুবহু বা যথাযথ বলতে বুঝায় মূল পুস্তকে ব্যবহৃত একই অক্ষর, একই বানান, একই যতিচিহ্ন ও একই অক্ষর (ইংরেজীর বেলায় বড় হাতের) এবং একই স্টাইল ব্যবহার করা। খুব যত্ন সহকারে এই উদ্ধৃতি লিখতে হবে যাতে একই রকম হয়। এর জন্য সম্পূর্ণ নির্ভুলতা প্রয়োজন। তা না হলে গদ্যের উদ্ধৃতি-চিহ্ন দিতে হবে। কবির নামের উল্লেখ থাকলে সে ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি-চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই। উদ্ধৃতি দু ধরণের হয়ে থাকে।

সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি

চার লাইন পর্যন্ত বক্তব্য হলো সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি। সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিতে নিম্নের পদ্ধতিতে উদ্ধৃতি চিহ্ন (Quotation Mark/علامت التنصيص) দ্বারা চিহ্নিত করে দিতে হয়।

১. উদ্ধৃতি মূল রচনার ভেতরে যুগ্ম উদ্ধৃতি-চিহ্ন (" ... ") ব্যবহার করতে হয়।
২. উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতরেই সরল উদ্ধৃতি চিহ্ন (' ... ') থাকলে তাই থাকবে।
৩. যুগ্ম উদ্ধৃতি চিহ্ন থাকলে, উদ্ধৃতির দু-দিকে সরল উদ্ধৃতি চিহ্ন দিতে হবে ('... "..." ... ')।
৪. ছাপার ক্ষেত্রে উদ্ধৃতি অপেক্ষাকৃত ছোট Single Space-এ লিখতে হয়।

দীর্ঘ উদ্ধৃতি

পাঁচ বা ততোধিক লাইন বিশিষ্ট বক্তব্য হলো দীর্ঘ উদ্ধৃতি।

১. দীর্ঘ উদ্ধৃতি নীচের স্তবকে বাম পার্শ্বে কিছু স্থান ছেড়ে লিখতে হয়।
২. মূল রচনার বা দিকের সীমা হতে অর্ধ ইঞ্চি (চার Space) অথবা তার কিছু বেশী ডান দিকে সরিয়ে Single Space-এ দিতে হবে এবং উপরের নিচে একটু ফাঁক থাকবে।

উদ্ধৃতি প্রদানের পদ্ধতি

সাধারণত চার পদ্ধতিতে উদ্ধৃতি দেয়া হয়ে থাকে।

ক. পূর্ণ উদ্ধৃতি দিতে হয়

১. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের বক্তব্য অতি সংক্ষেপ ও সুস্পষ্ট হলে।
২. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের বক্তব্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ হলে।

www.pathagar.com

৩. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের বক্তব্য ব্যাখ্যা প্রদান করলে।

৪. গবেষক/লেখক/গ্রন্থকারের বক্তব্য কম/বেশী করলে, অর্থ বিকৃতির সম্ভাবনা থাকলে।

৫. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের প্রধান যুক্তি দলিল হিসাবে ব্যবহৃত হলে।

৬. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের বক্তব্যের উপর মন্তব্য করতে হলে।

৭. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের যুক্তি খন্ডন করতে হলে।

৮. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের বক্তব্যের ভাবধারা বিশ্লেষণ করতে হলে।

৯. উদ্ধৃতিটি কোন বৈজ্ঞানিক, গাণিতিক অথবা অন্য কোন সূত্র হলে।

১০. উদ্ধৃতিটি কোন আইনের কথা, পার্লামেন্টের বিতর্ক অথবা সরকারের কোন প্রকাশনার উদ্ধৃতি হলে।

খ. উদ্ধৃতির সংক্ষিপ্তসার দিতে হয়

১. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের বক্তব্য বড় হলে।

২. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের বড় বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করে লিখলে অর্থের তারতম্য না ঘটলে।

৩. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের বড় বক্তব্য অন্য ভাষার হলে।

গ. উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা

১. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের বক্তব্য অন্য গবেষক/লেখক/বক্তা/ গ্রন্থকারের বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক হলে।

২. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের বক্তব্যে অস্পষ্টতা থাকলে।

৩. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের বক্তব্য ব্যাখ্যার দাবী রাখলে।

ঘ. উদ্ধৃতির কিয়দংশ উল্লেখ

১. কোন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকারের বক্তব্যের যে অংশটুকু প্রয়োজন গবেষক/লেখক/বক্তা/গ্রন্থকার শুধু সে বক্তব্যটুক অন্য উদ্ধৃতির জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। প্রথমে, মধ্যে বা শেষে উদ্ধৃত রচনার কোনো অংশ যদি বাদ দেয়া হয়, অর্থাৎ উদ্ধৃত করা না হয়, তাহলে বাদ দেয়া স্থানগুলিকে তিনটি বিন্দু বা ডট (অবলোপ-চিহ্ন) দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে। যেমন- "মানুষ, জবি-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, ...সবই আল্লাহর সৃষ্টি।"

www.pathagar.com

টীকা/ Note/المصادر

টীকা পরিচিতি (Identification of Note)

কোন থিসিস/প্রবন্ধ/গ্রন্থ/গবেষণামূলক প্রতিবেদন লিখতে গিয়ে কোন গ্রন্থের উদ্ধৃতি অথবা কোন নামকরা লেখক/ব্যক্তিত্বের পরিচিতি অথবা কোন স্থানের পরিচিতি অথবা কোন অস্পষ্ট বিষয় স্পষ্ট করতে অথবা গবেষকের মূল্যবান বক্তব্য গ্রহণ করা হলে, সে গ্রন্থের বিবরণ পৃষ্ঠা নাম্বারসহ উল্লেখ করা হয়, এটিই টীকা। ***Cambridge Advanced Learners Dictionary***-তে এর বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যেমন-

Note is-

- *a short piece of writing.*
- *a short explanation or an extra piece of information that is given at the bottom of a page, at the back of a book or on the cover for a piece of recorded music, etc.*

টীকার প্রকারভেদ

টীকা সাধারণতঃ দু'প্রকার ঃ পাদটীকা (Foot Note) ও প্রান্তটীকা (End Note)

পাদটীকা (Foot note)

প্রতি পৃষ্ঠার নিচে যে টীকা লেখা হয় তাই পাদটীকা বা ফুটনোট (Foot Note)।

প্রান্তটীকা /End Note/المصادر النهائية

অধ্যায়ের শেষে যে টীকা লেখা হয় তাকে বলে প্রান্তটীকা বা End Note।

টীকার ব্যবহার

থিসিস/প্রবন্ধ/গ্রন্থ/গবেষণামূলক প্রতিবেদনে রেফারেন্স প্রদানের একটি বৈধ ও প্রচলিত পদ্ধতি হলো টীকা। গবেষণায় অন্য লেখক বা গবেষকের উদ্ধৃতিকে ব্যবহার করে পৃষ্ঠার পাদদেশে অথবা, অধ্যায়ের শেষে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার জন্যই সংক্ষিপ্ত নোট বা পাদটীকা (Foot Note) দেয়া হয়ে থাকে।

গ্রন্থের কত পৃষ্ঠা হতে উদ্ধৃতিটি নেয়া হয়েছে, তার পূর্ণ বিবরণ এতে সন্নিবেশিত থাকে। পাঠক ইচ্ছা করলে মূল বইটিকে রেফারেন্স বুক হিসাবে দেখাতে পারে। অন্য লেখকের বর্ণনাকে গবেষক/লেখক নিজের বক্তব্য হিসাবে গ্রহণ করছেন না, এটি স্বীকার করাও পাদটীকার উদ্দেশ্য।

www.pathagar.com

পাদটীকা সাধারণত পাঠ্যবস্তুর অক্ষর অপেক্ষা ছোট অক্ষর ব্যবহার করা হয়। একটি পৃষ্ঠায় একাধিক পাদটীকা ব্যহার করা যায়। সেক্ষেত্রে ১. ২. ৩. এভাবে ক্রমিক নং উল্লেখ করে লিপিবদ্ধ করা হয়।

ইচ্ছামত লিখলেই টীকা হয় না। টীকা লেখার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সাধারণত মূল বক্তব্যের অস্পষ্টতা দূর করতেই টীকা দেয়া হয়ে থাকে। মূল পাঠ্যে যা লিখলে অপ্রসাঙ্গিকতা হবে এবং এ কারণে লেখার সৌন্দর্য বিনষ্ট হবে, সে কথাটি টীকায় লেখা হয়ে থাকে। অথবা মূল লেখায় কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি বা স্থানকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে টীকা রচনা করতে হয়। আলোচনায় অস্পষ্ট কোন বিষয় বা কোন ব্যক্তি বা স্থানের বা কোন পরিভাষা (টার্ম) উপস্থাপিত হলে, সংক্ষেপে টীকায় তার বিবরণ দিতে হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব না হলে, মূলপাঠে অন্তত তার জন্ম-মৃত্যুর অথবা মৃত্যুর তারিখ এবং রাজা-বাদশাহদের ক্ষেত্রে তাদের রাজত্বকাল দিতে হয়।

মোটকথা থিসিস / প্রবন্ধ / গবেষণামুলক প্রতিবেদন গ্রন্থ পড়ে পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এমন স্থানেই টীকা দেয়ার বিধান। যেমন- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন মওলানা আকরাম খাঁ। এখানে মূল Text কিন্তু স্পষ্ট। এর পরেও এখানে পাঠকের মনে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে। তা হলো–

১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কি এবং এটি কোথায় অবস্থিত? ২. এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কমিশনের চেয়ারম্যান কে এই মহান ব্যক্তি? ৩. এর অন্যান্য সদস্য কারা ছিলেন?

তাই ১. 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়' কি ও কোথায় অবস্থিত ২. প্রথম কমিশনের চেয়ারম্যান মওলানা আকরম খাঁ-এর পরিচিতি ৩. কমিশনের অন্যান্য সদস্যের নাম, এ তিন স্থানে টীকা দিতে হবে। তাহলে পাঠকের মনে তেমন কোন প্রশ্ন থাকবে না। গবেষণাকালে গবেষককে এ বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে যে, তাঁর গবেষণা কর্মটি তার জন্য ডিগ্রী হলেও পাঠকের জন্য কিন্তু ইতিহাস এবং গবেষণার উপাত্ত। তাই এখানে পাঠকের মনে কোন প্রশ্নের উদ্রেক হয়, এমন স্থানে টীকা না দেয়া গবেষণা রীতি বিরুদ্ধ।

টীকা ব্যবহারের গুরুত্ব (أهمية استعمال المصادر)

১. পাদটীকায় গবেষণায় বর্ণিত উদ্ধৃতির পরিচয় প্রদান করা যায়।

২. পাদটীকাকে অনুসরন করে মূল গ্রন্থের রেফারেন্স পাওয়া যায়।

৩. গবেষণায় উদ্ধৃত বিবৃতি বা যুক্তিকে বৈধ বা ন্যায় সঙ্গত করতে পাণ্ডিত্যের সততার পরিচায়ক এটি।

www.pathagar.com

৪. পাদটীকার উদ্দেশ্য লেখকের ঋণ স্বীকার।

৫. থিসিস বা এ্যাসাইনমেন্টের পরিপূরক হলো পাদটীকা।

৬. এর মাধ্যমে গবেষণাপত্রের নির্ভরযোগ্যতা এবং কলেবর বৃদ্ধি পায়।

৭. পাঠক তাঁর মনে উদিত সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজে পাদটীকায়।

টীকা ব্যবহারের পদ্ধতি (منهج استعمال المصادر)

টীকা শুধু লিখলে হবে না। এর সাথে সাথে রেফারেন্সও উল্লেখ করতে হবে। এ রেফারেন্স উল্লেখের কিছু নিয়ম আছে।

১. রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমানুসারে ভেতরেই টীকা নাম্বার দিতে হয়।

২. প্রতি পৃষ্ঠার নিচে পরিমাণমত স্থানে টীকা সংখ্যানুসারে টীকা লিখতে হয়।

৩. টীকায় প্রদত্ত নাম্বার প্রতি পৃষ্ঠায় আলাদাভাবেও বসানো যেতে পারে।

৪. থিসিসের প্রতি অধ্যায় শেষে অথবা প্রবন্ধের শেষেও টীকার নাম্বার দেয়া যেতে পারে।

৫. লেখক অনুসারে টীকা লিখতে প্রথমে লেখকের নাম উল্লেখ করতে হবে।

৬. লেখক তিনের অধিক হলে প্রথম লেখকের অধীনে নাম দিয়ে "ও তার সাথীগণ/Others/غيره" কথা বলতে হবে।

৭. সম্পাদক ও অনুবাদকের নাম থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে।

৮. পুস্তকের পূর্ণ শিরোনাম এবং উপ-শিরোনাম ও (Sub-Title) উল্লেখ করতে হবে।

৯. প্রকাশক, প্রকাশনার স্থান, তারিখ ও সংস্করণ সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

১০. প্রকাশের স্থান, এরপর কোলন (;) দিতে হয়।

১১. প্রকাশনা সংস্থার নাম, এরপর কমা (,) দিতে হয়।

১২. প্রকাশের সন, এরপর কমা (,) দিতে হয়।

১৩. নির্দিষ্ট পৃষ্ঠাসংখ্যা, এরপর দাঁড়ি (।) দিতে হয়।

১৪. গ্রন্থের একাধিক খণ্ডের সংখ্যাসহ পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

১৫. পাদটীকায় উৎস, গ্রন্থের পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

১৬. সিরিজের পুস্তক হলে সিরিজের নাম ও সংখ্যার উল্লেখ করতে হবে।

১৭. পৃষ্ঠার বর্ণনার শেষে লাইন টেনে উদ্ধৃতি অনুযায়ী একাধিক পাদটীকা দেয়া যেতে পারে।

www.pathagar.com

১৮. পৃষ্ঠার ভেতরে লাইন থেকে একটু উপরে বন্ধনী না দিয়ে টীকার নাম্বার বসাতে হবে।

১৯. পৃষ্ঠার ভেতরে টীকা লিখতে মূল রচনা ও টীকার মাঝে অনুভূমিকভাবেএকটা সরল রেখা টানতে হয়।

২০. একাধিক পাদটীকা হলে নাম্বার ধারাবাহিকভাবে দিতে হয়।

২১. পাদটীকায় সাধারণত তিন অংক পর্যন্ত সংখ্যা পূরো উল্লেখ করতে হয়। যেমন- পৃ. ১-৯; পৃ. ৭-১০; পৃ. ২৫-৪০।

২২. বড় সংখ্যার উল্লেখ হাইফেনের পরবর্তী সংখ্যার কেবল শেষ দুই অংক উল্লেখ করাই রীতি। যেমন- পৃ. ৭৩-১০৭; পৃ. ১০৫০-৬০; ইত্যাদি।

২৩. টীকার সংখ্যা কম হলে নাম্বরের পরিবর্তে *, **, # ইত্যাদি চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে।

২৪. লেখার ভিতরে অতিরিক্ত কোন টীকা লেখার প্রয়োজন হলে নাম্বারের পরিবর্তে *, **, # এ চিহ্নগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে।

২৫. অতিরিক্ত টীকা লেখার প্রয়োজন হলে নাম্বারের পরিবর্তে মূল নাম্বারের সাথে বাংলা হলে ক, খ, ইংরেজী হলে a, b, আরবী হলে ابجد পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে।

পত্রিকার রেফারেন্স ব্যবহারের নিয়ম/ استعمال مصادر المجلة

প্রবন্ধ বা অধ্যায়ের নামকে যুগ্ম উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতরে এবং বই বা পত্রিকার নাম সরল উদ্ধৃতি চিহ্নের ভিতরে উল্লেখ করতে হয়। যেমন-"বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য", "পুথি সাহিত্যে মর্ছিয়া গজল" সাপ্তাহিক আরাফাত, ১১শ বর্ষ ১ম স. (২০১২), পৃ-১২-১৫। তবে এখানে বই, প্রবন্ধ, জার্নাল ও অধ্যায়ের নাম *Italic* করে দিতে হবে।

সাময়িক পত্রের বিবরণে কখনও কখনও মাসের নাম উল্লেখ করা হয়। যেমন 'মাসিক মদিনা' ১৫শ বর্ষ, ২য় স.(ডিসেম্বর ২০১১)। কখনও কখনও সংখ্যা ও মাসের নামকে পরস্পরের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করে কেবল তাদের একটি মাত্র উল্লেখ করা হয়। যেমন 'মাসিক মদিনা' ১৫শ বর্ষ, ২য় স. অথবা 'মাসিক মদিনা' ডিসেম্বর/২০১১।

www.pathagar.com

আরবী গ্রন্থের সংকেত নমুনা/كشف الرموز للكتب العربية

থিসিস/গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে একই লেখক বা একই গ্রন্থের নাম অথবা পুরো নাম বার বার আসলে সেটা যেমন দৃষ্টিকটুড তেমনই থিসিস/গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থের সৌন্দর্যহানী ঘটায়। সেজন্য গ্রন্থের নাম পুরোপুরি না লিখে, গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত নাম ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয়েছে। নিম্নে গ্রন্থের সংক্ষিপ্তাকারসহ আরবী কিছু গ্রন্থের নাম দেয়া হলো ঃ

تفسير الطبري : جامع البيان عن تأويل آي القرآن.

تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن.

تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم.

روح المعاني : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني.

فتح القدير : فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير.

التفسير للبيضاوي : أنوار التنزيل و أسرار التأويل.

تفسير الخازن : لباب التأويل في معاني التنزيل.

الدر المنثور : الدر المنثور في التفسير بالمأثور.

المحرر الوجيز : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

الصحيح للبخاري : الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله و سننه و أيامه.

كنز العمال : كنز العمال في سنن الأقوال و الأعمال.

مسند أحمد : مسند الإمام أحمد بن حنبل.

الإصابة : الإصابة في تمييز الصحابة.

أسد الغابة : أسد الغابة في معرفة الصحابة.

الاستيعاب : الاستيعاب في معرفة الأصحاب.

عنوان النجابة : عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدينة المنورة من مشاهير الصحابة.

www.pathagar.com

مناع القطان : مباحث في علوم القرآن.
تاريخ الطبري : تاريخ الأمم و الملوك.
وفيات الأعيان : وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان.
شذرات الذهب : شذرات الذهب في أخبار من ذهب.
المصباح المنير : المصباح المنير في غريب شرح الكبير للرافعي.
شرح الأسنوي : شرح الأسنوي على منهاج الوصول على علم الأصول للقاضي البيضاوي.
تفسير الخازن : لباب التأويل في معاني التنزيل.
مفتاح السعادة : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم.
الإتقان : الإتقان في علوم القرآن.
المنجد : المنجد في اللغة و الأعلام.

টীকায় ব্যবহৃত শব্দসংক্ষেপ (Abbreviations)

থিসিস/গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষাপটে কতকগুলো সংকেত ব্যবহারের রীতি প্রচলিত হয়েছে। নিম্নে এদের প্রধান প্রধান রীতির একটি তালিকা দেয়া হলো ঃ

ক্রমিক	সংক্ষিপ্ত শব্দ	ইংরেজী শব্দ	ভাবার্থ	আরবী
১.	Anon	Anonymous	অজ্ঞাত লেখক	مؤلف مجهول
২.	Art.	Article(s)	প্রবন্ধ	المقالة/المقالات
৩.	A.D.	After Death	মৃত্যুর পর/মৃ.প.	بعد الوفاة/ب.و
৪.	A	Annually	বার্ষিকী	السنوى
৫.	Aug	augmented	বর্ধিত	مزيدة
৬.	B.C.	Before Christ	খৃষ্ট পূর্ব/খৃ পূ.	قبل الميلادية/ ق.م.
৭.	Bk.(e.e.)Bks.	Book(s)	বই/পুস্তক (পু.)	الكتاب/ الكتب
৮.	Bull	Bulletin	বুলেটিন /সংবাদলিপি/ বিবরণপত্র	
৯.	BIW	Biweekly	পাক্ষিক	اسبوعين

www.pathagar.com

ক্রমিক	সংক্ষিপ্ত শব্দ	ইংরেজী শব্দ	ভাবার্থ	আরবী
১০.	C.	Christ	খৃষ্টাব্দ/খৃ.	السنة الميلادية/ م.
১১.	C.	Copyright	গ্রন্থস্বত্ব	حقوق الكتاب
১২.	C.or ca	Circa	প্রায়	نحو
১৩.	CAT	Catalog	সূচী	فهرس
১৪.	Cf.	Confer/Compare	তুলনা/তুলনীয় (তু.)	مقارنة
১৫.	Chap/Chaps	Chapter(s)	অধ্যায় (অ.)	الباب/أبواب
১৬.	Col./Cols	Column(s)	স্তম্ভ (স্ত.)	فقرة
১৭.	D	Death	মৃত্যু/মৃ.	المتوفى/ م
১৮.	Ed.	Edition(s)	সংস্করণ (স.)	الطبعة/ ط
১৯.	N.Ed.	No Edition(s)	সংস্করণ (স.)	دون الطبع/ د.ط
২০.	Ed./Eds	Editor/s	সম্পাদক (সম.)	المحرر/ المحقق
২১.	Ed.	Edited	সম্পাদিত (সম.)	المحرَر
২২.	Et. Al.	Et Alil	ওর /প্রমুখ (প্র.)	وغيره
২৩.	Et. Alibi.		এবং অন্যত্র	المكان الاخر
২৪.	Et. Seq	Et. Sequence	এবং নিম্নলিখিত	التالي / الذيل
২৫.	E.G.	Exempli gratia	উদাহরণ স্বরূপ	مثلا
২৬.	Enl	Enlarged	পরিবর্ধিত	مزيدة
২৭.	Fig.	Figure	চিত্র	الشكل/ الصورة
২৮.	f., ff.	The page, pages following	পৃষ্ঠা, পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ	الصفحة التالية / الصفحة(ص)
২৯.	H.	Hizrah	হিজরী/হি.	السنة الهجرية/ هـ
৩০.	I.E.	id est.	অর্থাৎ	يعني
৩১.	Infra	Below	নীচে/পরে (নী./প.)	ذيل
৩২.	It.al	it.alil	প্রমুখ এবং অন্যান্য	وغيره
৩৩.	Idem	The same person	উক্ত লেখক/ উ.লে	الكاتب السابق
৩৪.	Ibid.	Ibidem.	(সেইপুস্তক, অধ্যায়, প্রভৃতিতে) উ.গ্র./উ.র./ প্রাগুক্ত	نفس المرجع/ المصدر السابق / الكتاب السابق

ক্রমিক	সংক্ষিপ্ত শব্দ	ইংরেজী শব্দ	ভাবার্থ	আরবী
৩৫.	J.	Journal	পত্রিকা(গবেষণা)	مجلة
৩৬.	L./Li	Line(s)	পঙক্তি (পং.)	سطر
৩৭.	Loc.Cit	Loco Cito, (In The same place)	তথায় (ত.)/প্রাগুক্ত	نفس المكان
৩৮.	Lect./ Lects	Lecture(s)	বক্তৃতা (ব.)	المحاضرة
৩৯.	Ms./Mss	Manuscript(s)	পাণ্ডুলিপি/ পাণ্ডুলিপিগুলো (পা.)	المخطوطة
৪০.	M.Phill	Master of Phillosophy	মাস্টার অব ফিলোসফী	الماجستير في الفلسفة
৪১.	N./NN	Note. Notes	টীকা/পাদটীকা, (টী.)	الهامش/الحواشي
৪২.	N.B.	Note Bene	বিশেষ দ্রষ্টব্য/বিঃ দ্রঃ	الملاحظة
৪৩.	No./Nos	Number(s)	সংখ্যা (স.)	العدد
৪৪.	N.D.	No date	তারিখ নেই/তারিখ বিহীন /নাই, (তা.নে./ তা.বি./না.)	دون التاريخ/ د. ت
৪৫.	N.n.	No name	নাম নেই/ নাম বিহীন /নাই, (না.নে./ না.বি./না.)	دون الاسم/ د. ا
৪৬.	N.p	No place	স্থান অনুল্লেখিত (স্থা.অ.)	دون الموضع/ د. م
৪৭.	Op. cit. (Opera Citato)	The work cited/open cito	উক্ত গ্রন্থ/ রচনা (উ.গ্র./ উ.র.)	نفس المرجع/المرجع السابق/ الكتاب السابق/ المصدر السابق
৪৮.	Par./Pars	Paragraph(s)	অনুচ্ছেদ (অনু.)	الفقرة
৪৯.	Pt./Pts	Part(s)	অংশ (অ.)	الحصة/ الحظ
৫০.	P./pp.	Page	পৃষ্ঠা (পৃ.)	الصفحة/ ص
৫১.	Passim	Here and there	বিক্ষিপ্ত	المنتشر

www.pathagar.com

ক্রমিক	সংক্ষিপ্ত শব্দ	ইংরেজী শব্দ	ভাবার্থ	আরবী
৫২.	S/PBUH	Sallallaho Alaihi wa Sallam/ Peace be Upon Whom	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম/স./দ.	صلي الله عليه و سلم /صلعم/ص
৫৩.	Ph.D./ .Dr.	Doctor of Phillosophy	ডক্টর অব ফিলোসফী	الدكتوراه في الفلسفة
৫৪.	Q	Quarterly	ত্রৈমাসিক	فصلي ربعي
৫৫.	R a.	Radiallaho Anhu	রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু/রা.	رضي الله عنه/رض
৫৬.	R.	Rahemallaho Alaih/ Rahmatullah Alaih	রাহিমাল্লাহু আলাইহি/ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি র.	رحم الله عليه / رحمة الله عليه/رح
৫৭.	Sec/ Secs	Section (s)	সেকশন/অংশ/পরিচ্ছেদ (পরি.)	الفصل
৫৯.	Sic.	Thus (মূল রচনায় ভুল হলে)	মূল (মূ.)	الاصل
৬০.	Supra	Above	উপরে বা পূর্বে (উ./পূ.)	أعلي/ قبل
৬১.	Trans.	(Translation/ Translator)	অনুবাদ/ অনুবাদক (অনু.)	الترجمة/ المترجم
৬২.	V.VV. Vide.	Verse. Verses. See	দেখুন/দ্রষ্টব্য দে./দ্র.)	الملاحظة/ راجع
৬৩.	Viz	Videlicet	যেমন	مثال /نحو
৬৪.	Vol/Vols	Volume (s)	খন্ড (খ.)	الجزء/ الجلد/ ج
৬৫.	W	Weekly	সাপ্তাহিক	أسبوعي
৬৬.	Y	Yearly	বার্ষিক	سنوي
৬৭.	Rev	Revised/revision	সংশোধিত/সংশোধন	تصحيح

www.pathagar.com

টীকায় ব্যবহৃত শব্দ সংক্ষেপের কিছু নিয়ম

১. ব্যক্তির নামের পর অনু থাকলে অনুবাদক বুঝাবে, গ্রন্থের নামের পর অনু থাকলে অনুচ্ছেদ বুঝাবে, যদি অনুচ্ছেদে সংখ্যা উল্লেখ করা থাকে।

২. শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপের বদলে পূরো শব্দটা ব্যবহার করা যায়। সময় বাঁচানো বা পৌন:পূনিকতা এড়ানোর জন্যে শব্দের বদলে শব্দ-সংক্ষেপ বা সংকেত ব্যবহার করা হয়। পৌন:পূনিকতা অনেক ক্ষেত্রে কেবল অনাবশ্যক নয়, দৃষ্টিকটুও বটে।

৩. বাংলায় Idem; Ibid.; Op.Cit; Loc.Cit; ইত্যাদির বেলায় 'ঐ' ব্যবহার চালু আছে। গবেষণার ক্ষেত্রে সাধারণত সেগুলো ব্যবহার হয় না।

৪. তবে `Idem; `Loc. Cit; ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা নাম্বার দিতে হবে ইংরেজীতে `Idem;ও `Op. Cit; পৃষ্ঠা নাম্বরের উল্লেখ ছাড়া ব্যবহার করা রীতি-বিরুদ্ধ।

৫. কোন থিসিস/গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থ/প্রবন্ধের ভিতরে বিভিন্নস্থানে বার বার উল্লিখিত কথা টীকায় মূল রচনা উল্লেখের পর 'Passim'(অর্থাৎ 'Throughout the work, Here and There') কথাটি ব্যবহৃত হয়। তার আগে কমা বসবে। বাংলায় 'Passim' -এর স্থলে' ইত; (ইতস্তত:) লেখা যেতে পারে।

৬. Idem কোন শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ নয়, বিধায় এর সংক্ষেপ Id লেখা যাবে না। এজন্য এর শেষে ফুলষ্টপও নেই।

৭. একই পৃষ্ঠা হতে পর পর রেফারেন্স উল্লেখ করতে পাদটীকায় কেবল Ibid/ প্রাগুক্ত লিখে কমা দিয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৮. একই পৃষ্ঠা হতে পর পর রেফারেন্সের মাঝে অন্য কোন রেফারেন্সের উল্লেখ করতে পাদটীকায় কেবল Loc.cit./ প্রাগুক্ত লিখে কমা দিয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৯. অন্য কোন লেখকের একই উৎস হলে Op.cit ব্যবহার করা হয়। Op.cit এর আগে সাধারণতঃ লেখকের নাম লেখার পর পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। Op.cit ও উল্লেখ করা হয়।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

বানান রীতি

তৎসম শব্দ
তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ
ণ-ত্ব-বিধান
ষত্ব-বিধান
কিছু ইংরেজী বানান
চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ
আরবী বানানরীতি
NCTB কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি
ইসলামী বিশ্বকোষ লেখার রীতি
আল-কুরআন বিশ্বকোষ প্রণয়নের নীতিমালা
আরবী ভাষায় কিছু বানান রীতি
বাংলা প্রতিবর্ণীকরণ পদ্ধতি

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

বানানরীতি/Rules of Spelling

প্রত্যেক ভাষাতেই কিছু সমুচ্চারিত বা কাছাকাছি ধ্বনির শব্দ আছে, যেগুলোর বানান সাধারণত সঠিকভাবে বলা বা লেখা হয়। কিন্তু গবেষণার সময় গবেষক দ্বিধাদ্বন্দ্বে পতিত হন কোন বানানটি সঠিক। বিষয়টি জটিল হলেও কিছু নিয়ম মনে রাখতে পারলে সেটা আর জটিল মনে হয় না। এবং সে নিয়মগুলো অনুসরণ করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। বাংলা ভাষায় সাধারণত ভুল বেশী হয় সমুচ্চারিত বা কাছাকাছি উচ্চারিত বর্ণের মাঝে। তাই নিম্নে এ বিষয়ে কিছু নিয়ম দেয়া হলো।

তৎসম শব্দ

১. তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দের বানান অপরিবর্তিত থাকবে। কারণ এসব শব্দের বানান ব্যাকরণগত প্রকরণ ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট রয়েছে তবে এই বানানরীতিতে যেসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রস্তাবিত হয়েছে, তা অনুসৃত হবে।

২. যে-সব তৎসম শব্দে **ই ঈ** বা **উ ঊ** উভয় শুদ্ধ হয়, সেসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার-কার চিহ্ন (ি ু) ব্যবহৃত হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, ধূলি, পঞ্জি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচীপত্র, ঊর্ণা, ঊষা ইত্যাদি।

৩. **ক, খ, গ, ঘ,** পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন: অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন ইত্যাদি। বিকল্প **ঙ** লেখা যাবে।

৪. রেফ-এর পর ব্যঞ্জণবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন: অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য ইত্যাদি।

৫. খ/ক্ষ-এর পূর্বে সর্বত্র ঙ্ হবে। যেমন : আকাঙ্খা।

তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ

ই ঈ উ ঊ

৬. সকল তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে কেবল **ই** এবং **উ** এবং এদের-কার চিহ্ন ি ু ব্যবহৃত হবে।

www.pathagar.com

যেমনঃ গাড়ি, বাড়ি, ভাড়ি, শাড়ি, দাড়ি, চুড়ি, তরকারি, বোমাবাজি, দাবি, হাতি, বেশি, ইরানি, খুশি, হিজরি, আরবি, ফারসি, ফরাসি, বাঙ্গালি, ইংরেজি, জাপানি, জার্মানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাষ্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, কেরামতি, রেশমি, পশমি, পাখি, ফরিয়াদি, আসামি, বে-আইনি, ছড়ি, কুমির, নানি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, ছুড়ি, নিচে, নিচু, ইমান, চুন, ভুখা, মূলা, পুজো, উনিশ, উনচল্লিশ ইত্যাদি ।

৭. সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমনঃ কী করছ? কী পড়ো? কী খেলে? কী বলব? কী জানি? কী যে করি! তোমার কী? এটি কী বই? কী করে যাব? কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে? কী আনন্দ! কী দুরাশা!

৮. অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে **কি** শব্দটি লেখা হবে যেমনঃ তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলায়, কি ইংরেজী উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী ।

৯. পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমনঃ ছেলেটি, লোকটি, বইটি ইত্যাদি ।

ক্ষ

১০. ক্ষীর, ক্ষুর, ও ক্ষেত শব্দাবলী খির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অ-তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খেপা, খিধে ইত্যাদি লেখা হবে ।

জ, য

১১. বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ সাধারণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি-অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমনঃ কাগজ, জাহাজ, হাজার, বাজার, জুলুম, জেব্রা ইত্যাদি ।

১২. কিন্তু ইসলাম ধর্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ শব্দে 'ز', 'ذ', 'ض', 'ظ', রয়েছে, যার ধ্বনি ইংরেজি **z** এর মতো, সে-ক্ষেত্রে উক্ত আরবি বর্ণগুলির 'য' ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত। যেমনঃ আযান, এযিন, অযু, কাযা, নামায, মুয়ায্যিন, যোহর, রমযান। তবে জাদু, জোয়াল, জো, ইত্যাদি শব্দ ' জ ' দিয়ে লেখা বাঞ্ছনীয় ইত্যাদি ।

www.pathagar.com

এ, অ্যা

১৩. বাংলায় 'এ বা ে-কার' দ্বারা অবিকৃত এ বা বিকৃত **অ্যা** এই উভয় উচ্চারণ বা ধ্বণি নিষ্পন্ন হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশী শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে 'এ বা ে-কার' হবে। যেমন- দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করো) গেল, গেলে, গেছে ইত্যাদি।

১৪. বিদেশী শব্দে অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'এ বা ে-কার' ব্যবহৃত হবে। যেমনঃ অ্যান্ড, অ্যাবসার্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট ইত্যাদি।

১৫. তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশী শব্দ রয়েছে যার '্যা- কারযুক্ত' রূপবহুল-পরিচিত। যেমনঃ ব্যাঙ, চ্যাং, ল্যাঙ, ল্যাঠা ইত্যাদি। এসব শব্দে ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

১৬. বাংলায় অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও কার হয়। এই উচ্চারণকে লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য ক্রিয়াপদের বেশ কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও অব্যয় পদের শেষে, কখনো আদিতে, অনেকে যথেচ্ছাভাবে ে া- কার ব্যবহার করেছেন যেমনঃ ছিলো, করলো, বলতো, কোরছে, হোলে, যেনো, কেনো (কীজন্য) ইত্যাদি ও-কারযুক্ত বানান লেখা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া অনুরূপ ো কার ব্যবহার করা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ, যার শেষে ে া -কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব ঘটতে পারে যেমনঃ ধরো, চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো (ক্রয় করো), করানো, খাওয়ানো, শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, আলো, কালো, হলো ইত্যাদি।

ং, ঙ

১৭. তৎসম শব্দে 'ং এবং ঙ' যেখানে যেমন ব্যবহার্য ও ব্যকরণসম্মত, সেভাবে ব্যবহার করতে হবে। তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ওই নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বর (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমনঃ রং, সং, ঢং, রাং, গাং। তবে শব্দে বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমনঃ বাঙ্গালী, ভাঙ্গা, রঙ্গিন, রঙ্গেও ইত্যাদি। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ দুটি 'ং' দিয়ে লিখতে হবে।

www.pathagar.com

রেফ (´) ও দ্বিত্ব

১৮. তৎসম শব্দের অনুরূপ বানানের ক্ষেত্রে যেমন পূর্বে বলা হয়েছে, অ-তৎসম সকল শব্দেও রেফের পর ব্যঞ্জণবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমন : কর্জ, কোর্তা, মর্দ, সর্দার ইত্যাদি।

বিসর্গ

১৯. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমনঃ কার্যত, মূলত, প্রধাণত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ ইত্যাদি। তবে যেসব শব্দের শেষে বিসর্গ না থাকলে অর্থের বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কা থাকে, সেখানে শব্দ শেষে বিসর্গ থাকবে। যেমনঃ পুনঃপুন।

পদ মধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদ মধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমনঃ দুস্থ, নিস্পৃহ।

আনো প্রত্যয়ান্তে শব্দ

২০. আনো প্রত্যয়ান্তে শব্দের শেষে ে া-কার যুক্ত করা হবে। যেমনঃ করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো ইত্যাদি।

হস্ চিহ্ন

২১. হস্‌চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমনঃ কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, জজ, ঠন, হুক, চেক, ডিশ, করলেন, বললেন, শখ, টাক, টক ইত্যাদি।

২২. ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকলে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমনঃ উহ্ , আহ্।

২৩. অর্থের বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকলেও তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হস্ চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমনঃ কর্, ধর্, মর্, বল্ ইত্যাদি।

'-কমা

২৪. উর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমনঃ করল (= করিল), ধরত, বলে (=বলিয়া), হয়ে, দুজন চারশ, চাল (= চাউল), আল (= আইল) ইত্যাদি।

বিবিধ

১. যুক্ত-ব্যঞ্জণবর্ণগুলো যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে। তার জন্য কতগুলি স্বরচিহ্নকে বর্ণের নিচে বসাতে হবে। যেমনঃ গু, রু, শু, দ্রু, রূ, ভ্রূ, হ্রু, ত্র, ভ্র। তবে ক্ষ-এর পরিচিত যুক্ত-রূপ অপরিবর্তিত থাকবে।

www.pathagar.com

২. সমাসবদ্ধ পদগুলি একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন: বারবার, বিষাদমণ্ডিত, সমস্যাপূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব, সংবাদপত্র, পূর্বপরিচিত, মঙ্গলবার, স্বভাবগতভাবে, লক্ষভ্রষ্ট, দৃঢ়সঙ্কল্প, সংযতবাক, নেশাগ্রস্থ, পিতাপুত্র ইত্যাদি।

৩. বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদকে এক বা একাধিক হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন: টাকা-পয়সা, হাট-বাজার, মা-মেয়ে, মা-ছেলে,বেটা-বেটি, বাপ-বেটা, ভবিষ্যৎ-তহবিল, সর্ব-অঙ্গ, বে-সামরিক, স্থল-জল-আকাশ-যুদ্ধ, কিছু-না-কিছু ইত্যাদি।

৪. বিশেষণপদ সাধারণভাবে পরবর্তী পদের সঙ্গে যুক্ত হবে না। যেমন: সুগন্ধ ফুল, লাল গোলাপ, ভালো দিন, সুন্দরী মেয়ে, সুনীল আকাশ, স্তব্ধ মধ্যাহ্ন। কিন্তু যদি সমাসবদ্ধ পদ অন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের গুণ বর্ণনা করে তাহলে স্বভাবতই সে যুক্তপদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন: কতদূর যাবে, একজন অতিথি, তিনহাজার টাকা, বেশির-ভাগ ছেলে, শ্যামলা-বরন মেয়ে ইত্যাদি।

৫. **নাই, নেই, না, নি**-এই নঞর্থক অব্যয় পদগুলি শব্দের শেষে যুক্ত **না** হয়ে পৃথক থাকবে। যেমন: বলে নাই, যাই নি, পাব না, তার মা নেই, আমার ভাই নেই, আমার ভয় নেই ইত্যাদি।

৬. তবে শব্দের পূর্বে নঞর্থক উপসর্গরূপে **না** উত্তরপদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। যেমন: নারাজ, নাবালক, নাহক ইত্যাদি।

৭. বিশেষ প্রয়োজনে **না**-এর পর হাইফেন ব্যবহার করা যায়। যেমন: না-বলা বাণী, না-শোণা কথা, না-গোনা পাখি ইত্যাদি।

ণত্ব-বিধান

১. তৎসম শব্দের বানানে **ণ**, **ন**-য়ের নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ-ছাড়া তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ **ণ** ব্যবহার করা হবে না। যেমন: অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন ইত্যাদি।

২. তৎসম শব্দে **ট ঠ ড ঢ**-য়ের পূর্বে **ণ** হয়, যেমন: কণ্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড। কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ -এর আগেও কেবল ন হবে। যেমন :

www.pathagar.com

৩. সাধারণভাবে তৎসম শব্দে **ঋ**, **র**, **ষ**-এর পর মূর্ধন্য 'ণ' ব্যবহৃত হবে। (তৎসম শব্দে র-ফলা, **রেফ**, **ক্ষ**- এর পর মূর্ধন্য-'ণ' ব্যবহৃত হয়।)

র	অরণ্য	উদাহরণ	চরণ	ধারণ	প্রেরণা	রণ
	অরুণ	করণ	জাগরণ	ধারণা	বরণ	শরণ
	অলংকরণ	করুণ	জাগরণী	নিবারণ	বরুণ	সংস্করণ
	আচরণ	করণীয়	তরুণ/তরুণী	পূরণ	বারণ	সন্তরণ
	আবরণ	কারণ	তোরণ	পুরাণ	বিতরণ	সাধারণ
	আহরণ	কিরণ	ত্বরণ	প্রচারণা	ব্যাকরণ	সারণি
	উচ্চারণ	ক্ষরণ	দারুণ	প্রতারণা	ভরণ	স্মরণ
	উত্তরণ	চারণ	ধরণি/ণী	প্রেরণ	মরণ	হরিণ
রেফ	আকীর্ণ	ঘূর্ণন	দীর্ণ	পূর্ণিমা	বিদীর্ণ	কর্ণ
	উদগীর্ণ	ঘূর্ণি	নির্ণয়	বর্ণ	বিস্তীর্ণ	কীর্ণ
	বর্ণনা	শীর্ণ	পর্ণ	বিকীর্ণ	স্বর্ণ	পূর্ণ
	চূর্ণ	জীর্ণ				
র-ফলা	আমন্ত্রণ	দ্রোণ	প্রণয়	প্রণীত	ব্রণ	যন্ত্রণা
	ঘ্রাণ	নিমন্ত্রণ	প্রণতি	প্রণেতা	ভ্রূণ	স্ত্রৈণ
	চিত্রণ	নিয়ন্ত্রণ	প্রণাম	প্রাণ	মিশ্রণ	শ্রেণী
	ত্রাণ	পরিত্রাণ	প্রণালি	প্রাণী	মুদ্রণ	
ঋ-কার	ঋণ	ঘৃণা	তৃণ	মসৃণ	মৃণাল	
ষ	অন্বেষণ	ঘর্ষণ	পাষাণ	বিকর্ষণ	বিষাণ	শোষণ
	আকর্ষণ	ঘোষণা	পেষণ	বিভীষণ	বিষ্ণু	বিতারণ
	কর্ষণ	তোষণ	পোষণ	বিশেষণ	ভাষণ	
	কৃষাণ	দূষণ	প্রেষণ	বিতরণ	ভীষণ	
	গবেষণা	নিষ্পেষণ	বর্ষণ	বিষন্ন	ভূষণ	
ক্ষ	ক্ষণ	তীক্ষ্ণ	নিরীক্ষণ	প্রশিক্ষণ	ভক্ষণ	লক্ষণ
	ক্ষুণ্ন	দক্ষিণ	পরীক্ষণ	প্রেক্ষণ	মোক্ষণ	শিক্ষণ
	ক্ষণিক	দক্ষিণা	পর্যবেক্ষণ	বিচক্ষণ	রক্ষণ	সমীক্ষণ
	ক্ষীণ	দূরবীক্ষণ	প্রদক্ষিণ	বীক্ষণ	রক্ষণাবেক্ষণ	সংরক্ষণ

www.pathagar.com

৪. **'র'** = **র, ঋ, রেফ (́), ঋ- কার, (ৃ), র-ফলা (্র)** অথবা **'ষ'**-এর পরে যদি **স** বর্ণ, **ক**- বর্গের (ক খ গ ঘ ঙ) এবং **প**-বর্গের **৫** টি (প ফ ব ভ ম) এবং য য় হ ং এই বর্ণগুলোর ব্যবধান থাকে, তবে পরেও মূর্ধন্য **ণ** হবে। যেমন-

অর্পণ, অকর্মণ্য, অগ্রহায়ণ, অপরাহ্ণ, আক্রমণ, আরোহণ, উপক্রমণিকা, উৎক্ষেপণ, কৃপণ, গ্রহণ, গ্রামীণ, গৃহিণী, চর্বণ, তর্পণ, দর্পণ, দ্রণ, দ্রাবণ, নিরূপণ, পরিহরণ, পূর্বাহ্ণ, প্রাঙ্গণ, পার্বণ, নিষ্ক্রমণ, ব্রাহ্মণ, বর্ষণ, ভ্রমণ, ভ্রাম্যমাণ, রমণী, রুগ্ন, রঙ্গিণী, রক্ষিণী, রোপণ, সর্বাঙ্গীণ সমর্পণ, সন্তর্পণ, শ্রবণ, শ্রাবণ, ক্ষেপণাস্ত্র ইত্যাদি।

৫. **ট** বর্গের **ট ঠ ড ঢ** –এ চারটি বর্ণের পূর্বে যদি **ন** ধনি থাকে এবং ঐ **'ন্'** সহযোগে যদি যুক্তবর্ণ তৈরি হয়, তা হলে তা সর্বদা মূর্ধন্য **ণ** হবে। যেমন ঃ

ণ+ট=ণ্ট কণ্টক ঙ্গা ঙ্গ ঘণ্টিক নির্ঘণ্ট নিষ্কণ্টক বণ্টন বণ্টিত

ণ+ঠ=ণ্ঠ	অকুণ্ঠ	আকণ্ঠ	উপকণ্ঠ	কণ্ঠহার	কুণ্ঠিত	ময়ূরকণ্ঠি
	অকুণ্ঠিত	উৎকণ্ঠ	কণ্ঠ	কণ্ঠা	গুণ্ঠন	লুণ্ঠন
	অবগুণ্ঠন	উৎকণ্ঠা	কণ্ঠনালি	কণ্ঠাস্থি	নীলকণ্ঠ	সুকণ্ঠ
	অবগুণ্ঠিতা	উৎকণ্ঠিত	কণ্ঠস্থ	কুণ্ঠা	ভূলুণ্ঠিত	সুকণ্ঠী

ণ+ড=ণ্ড	কুষ্মাণ্ড	কূপমণ্ডুক	চণ্ড	দণ্ডায়মান	পাণ্ডুলিপি	বেত্রদন্ড	মানদণ্ড
	অখণ্ড	খণ্ড	চণ্ডমূর্তি	হিএণ্ডল	পাষণ্ড	ভণ্ড	মুখমণ্ডল
	অখণ্ডনীয়	খণ্ডন	চণ্ডাল	দোর্দণ্ড	পিণ্ড	ভণ্ডামি	মুণ্ড
	অগ্নিকাণ্ড	খণ্ডবিখণ্ড	চণ্ডী	ন্যায়দণ্ড	পিণ্ডি	ভূখণ্ড	মুণ্ডন
	অগ্নিকুণ্ড	খণ্ডানো	ঠাণ্ডা	পণ্ড	পুণ্ড্র	ভূএণ্ডল	মুণ্ডপাত
	অণ্ড	খাণ্ডার	ডাণ্ডা	পণ্ডশ্রম	প্রকাণ্ড	মণ্ড	মেরুদণ্ড
	উল্কাপিণ্ড	গণ্ড	তাণ্ডব	পণ্ডিত	প্রচণ্ড	মণ্ডন	রাজদণ্ড
	কাণ্ড	গণ্ডগ্রাম	তুলাদণ্ড	পরিমণ্ডল	প্রাণদণ্ড	মণ্ডপ	লঙ্কাকাণ্ড
	কাণ্ডজ্ঞান	গণ্ডমূর্খ	দণ্ড	পাণ্ডব	বাগবিতণ্ডা	মণ্ডল	শ্মশ্রুমণ্ডিত
	কুণ্ড	গণ্ডি	দণ্ডনীয়	পাণ্ডিত্য	বায়ুমণ্ডল	মণ্ডলী	পাষণ্ড
	কুণ্ডলী	গণ্ডূষ	দণ্ডমুণ্ড	পাণ্ডুর	বিতণ্ডা	মণ্ডিত	

www.pathagar.com

৬. **পরি, প্র, নির**-এ তিনটি উপসর্গের পর ণত্ব বিধি অনুসারে ন-ধনি মূর্ধন্য **ণ** হয়। যেমন ঃ

পরিণত	পরিণাম	প্রণয়	প্রণিধান	প্রণোদিত	প্রবীণ	নির্ণয়
পরিণতি	প্রণত	প্রণয়ন	প্রণিপাত	প্রবণ	প্রমাণ	নির্ণায়ক
পরিণয়	প্রণাম	প্রণীত	প্রবাহিণী	প্রয়াণ	নির্ণীত	

৭. উত্তর, পর, পার, চান্দ্র, নার, রাম শব্দের পরে 'আয়ন' শব্দ হলে দন্ত্য ন পাল্টে মূর্ধণ্য ণ হয়।

উদাহরণ ঃ উত্তর + আয়ন = উত্তরায়ণ, পর + আয়ণ = পরায়ণ, পার + অয়ন = পারায়ণ, চান্দ্র + অয়ন = চান্দ্রায়ণ, নার + অয়ন = নারায়ণ, রাম + অয়ন = রামায়ণ ইত্যাদি।

৮. তা ছাড়া নিম্নের পঞ্চাশটি শব্দে স্বভাবতই মূর্ধন্য **ণ** বসে। যেমন-

কণ, পণ, গণ, শণ, কণা, ফণা, চিক্কণ, নিক্কণ, কণিকা, গণিকা, কাণ, বাণ, ভাণ,শাণ, উৎকুণ, মণি, ফণী, বণী, পাণি, বাণী, আপণ, কঙ্কণ, কল্যাণ, পিণাক, কফোণি, বণিক, নিপুণ, বীণা, বেণু, গুণ, ঘুণ, অণু, তৃণ, কোণ, শোণ, মৎকুণ, লাবণ্য, চাণক্য, মাণিক্য, বাণিজ্য, কিণ, পুণ্য, গৌণ, লবণ, পণ্য, ভণিতা, শোণিত, স্থাণু, বিপণি, এণ ইত্যাদি।

৯. ত-বর্গের **ত থ দ ধ**- এই চারটি বর্ণের পূর্বে যদি ন্ ধনি থাকে এবং ওই 'ন্' সহযোগে যদি যুক্তবর্ণ তৈরি হয়, তা হলে সোল যুক্তব্যঞ্জণে সর্বদা ন হবে। যেমন- কিন্তু, দন্ত, বন্দনা, বন্দুক, সিন্দুক, নিন্দুক, বন্ধু, বন্ধন, রন্ধন, বান্ধব, বান্ধবী, বন্ধনী ইত্যাদি।

ষত্ব-বিধান

১০. তৎসম শব্দের বানানে **শ, ষ, স**-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃত ষত্ব-বিধি প্রযোজ্য হবে না।

১১. বিদেশী মূল শব্দে **শ**, স-য়ের যে ধ্বণি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন: সাল (= বৎসর), সন, হিসাব, শহর, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলা, জিনিস, আপোস, সাদা, পোশাক, বেহেশত, নাশতা, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট ইত্যাদি। তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমস্বরূপে শ দিয়ে লেখা হবে।

www.pathagar.com

১২. তৎসম শব্দে **ট**, **ঠ** বর্ণের পূর্বে **ষ** হয়। যেমনঃ বৃষ্টি, দুষ্ট, নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা। কিন্তু বিদেশী শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন : স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিও, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট ইত্যাদি।

১৩. কিন্তু খ্রিষ্ট যেহেতু বাংলায় আত্তীকৃত শব্দ এবং এর উচ্চারণও হয় তৎসম কৃষ্টি, তুষ্ট ইত্যাদি শব্দের মতো, তাই ষ্ট দিয়ে খ্রিষ্ট শব্দটি লেখা হবে।

১৪. আরবি-ফারসি শব্দে 'ث', 'س', 'ص', বর্ণগুলির প্রতিবর্ণরূপে **স**, এবং 'ش',-এর প্রতিবর্ণরূপে **শ** ব্যবহৃত হবে। যেমনঃ সালাম, তসলিম, ইসলাম, মুসলিম, মুসলমান, সালাত, এশা, শাবান (হিজরি মাস), শাওয়াল (হিজরি মাস) বেহেশত।

১৫. এ ক্ষেত্রে **স**-এর পরিবর্তে **ছ** লেখার কিছু কিছু প্রবণতা দেখা যায়, তা ঠিক নয়। তবে যেখানে বাংলায় বিদেশী শব্দের বানান সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে **স** **ছ**-য়ের রূপলাভ করেছে সেখানে **ছ** ব্যবহার করতে হবে। যেমন : পছন্দ, মিছিল, মিছরি, তছনছ।

১৬. **ঋ** বা **ঋ**-কারের পরে **ষ** হবে। যেমন-

ঋষভ, কৃষক, কৃষি, কৃষ্ণা, তৃষা, বৃষ্টি, ঋষি, কৃষাণ, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, দৃষ্টি, সৃষ্টি, ইত্যাদি।

১৭. **রেফ**- এর পর **ষ** হবে। যেমন–

আকর্ষণ, উৎকর্ষ, পার্ষদ, বর্ষীয়, বিকর্ষণ, শীর্ষক, বর্ষীয়ান, বিমর্ষ, মুমূর্ষু, সংঘর্ষ, মধ্যাকর্ষণ, বার্ষিক, মহির্ষি, সপ্তর্ষি, পর্ষদ, বর্ষী, বার্ষিকী, মহাকর্ষ, বর্ষণ, শীর্ষ, শতবার্ষিক, হর্ষ, ইত্যাদি।

১৮. বাংলা ভাষায় পঞ্চাশটি উপসর্গের মধ্যে যেগুলো **ই**-কারান্ত এবং **উ**-কারান্ত দিয়ে হয়, তার পরে ষ হবে। যেমন- অধিষদ, অভিষেক, পরিষদ, পরিষ্কার, প্রতিষেদ, প্রতিষ্ঠান, বিষণ্ন, বিষম, দূর্বিসহ, বিষয়, বিষাদ, অনুষঙ্গ, অনুষ্ঠান, সুষম, সুষুপ্ত, সুষমা ইত্যাদি।

১৯. **ই**- কারের পর **সিচ্**, **সিধ্**, **সদ্** প্রভৃতি ধাতুর 'স্' পাল্টে গিয়ে '**ষ**' হয়। যেমন-নিষেক, নিষিক্ত, বিষাদ, বিষণ্ন, প্রতিষেধক, নিষেধ, নিষিদ্ধ ইত্যাদি।

২০. **অ**, **আ** ভিন্ন অন্য স্বরধনির এবং **ক** ও **র**-এর পরের বিভক্তি বা প্রত্যয়ে **স** থাকলে তা **ষ** হয়। যেমন- চিকীর্ষা চিকীর্ষু চক্ষুষ্মান মুমূর্ষু কল্যাণীয়েষু ইত্যাদি।

www.pathagar.com

২১. **ই ঈ উ ঊ এ ঐ ও ঔ** এসব বর্ণ এবং এদের কারের পরে **ষ** হয়। যেমন-

ই	ঈ	উ	ঊ	এ	ঐ	ও	ঔ
ইষণ	ঈষ	উষ্ণ	ঊষর	এষণ	ঐষিক	ওষধি	ঔষধ
ইষু	ঈষৎ	সুষম	ঊষা	এষা	বৈষ্ণব	ওষুধ	পৌষ
বিষয়	ভীষণ	তুষার	ভূষণ	দ্বেষ	বৈষয়িক	পোষণ	কৌষেয়
ভবিষ্যৎ	জিগীষা	মঞ্জুষা	দূষণ	বিশেষ		কোষাধ্যক্ষ	

ব্যতিক্রম ঃ দিশা, দেশ, বিশ, বিসদৃশ, বিসংবাদ ইত্যাদি।

২২. সম্ভাষণসূচক শব্দে (স্ত্রীবাচক) **এ** কারের পর মূর্ধন্য **ষ** হয়। যেমন- কল্যাণীয়েষু, প্রিয়বরেষু, সুজনেষু, প্রীতিভাজনেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, স্নেহাস্পদেষু, বন্ধুবরেষু, শ্রীচরণেষু ইত্যাদি।

২৩. **ক খ প ফ**-এদের আগে **ই** থাকলে সন্ধির ফলে বিসর্গের জায়গায় সর্বদা **ষ** বসবে। যেমন ঃ

নিষ্পন্ন, নিষ্পিষ্ট, নিষ্প্রাণ, নিষ্পেষণ, নিষ্প্রভ, নিষ্প্রদীপ, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কৃতি, নিষ্পত্তি, নিষ্ক্রমণ, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কণ্টক, নিষ্কর্মা, জ্যোতিষ্ক ইত্যাদি।

২৪. **ট ঠ** এ দুটি বর্ণের সাথে সর্বদা **ষ** হয়। যেমন-

ষ + ট + ষ্ট

অনিষ্ট	অদৃষ্ট	অনাবৃষ্টি	অনাসৃষ্টি	অনির্দিষ্ট	অন্তর্দৃষ্টি	অন্ত্যেষ্টি
অপচেষ্টা	অপুষ্টি	অবশিষ্ট	অষ্ট	আকৃষ্ট	আড়ষ্ট	আদিষ্ট
আবিষ্ট	ইষ্ট	উপবিষ্ট	উৎকৃষ্ট	উষ্ট্র	কষ্ট	কৃষ্টি
চেষ্টা	তুষ্ট	দুষ্ট	দৃষ্টি	দৃষ্টান্ত	দ্রষ্টব্য	দ্রষ্টা
নষ্ট	নির্দিষ্ট	নিকৃষ্ট	নিবিষ্ট	পরিশিষ্ট	পিষ্ট	প্রবিষ্ট
পুষ্টি	প্রকৃষ্ট	প্রচেষ্টা	বিনষ্ট	বিশিষ্ট	বৃষ্টি	বেষ্টন
বেষ্টিত	বৈশিষ্ট্য	ভ্রষ্ট	মিষ্ট	যথেষ্ট	রুষ্ট	রাষ্ট্র
সর্বোৎকৃষ্ট	সৃষ্টি	সৃষ্ট	স্পষ্ট	স্পৃষ্ট	স্রষ্টা	হৃষ্টপুষ্ট

ষ + ঠ + ষ্ঠ

অনুষ্ঠান	অধিষ্ঠান	অতিষ্ঠ	এতনিষ্ঠ	ওষ্ঠ	কনিষ্ঠ	কাষ্ঠ
কোষ্ঠী	গরিষ্ঠ	ঘনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ	নিষ্ঠা	নিষ্ঠুর
পৃষ্ঠ	প্রকোষ্ঠ	প্রতিষ্ঠা	প্রতিষ্ঠান	বলিষ্ঠ	ভূমিষ্ঠ	যুধিষ্ঠির
যূপকাষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	শ্রেষ্ঠ	ষষ্ঠ	ষষ্ঠী	সৌষ্ঠব	সুষ্ঠু

কিছু ইংরেজী বানান

২৫. ইংরেজী S বর্ণের বাংলা উচ্চারণে সাধারণতঃ স হয়। যেমন-এস্টিমেট, ওয়েস্ট, কনস্টেবল, কোস্টার, টোস্ট, রিষ্ট, ডাস্টার, ডাস্টবিন, ডিস্ট্রিক্ট, ডেনটিস্ট, পোস্ট, পোস্টার, প্লাস্টিক, ফরেস্ট, ফার্স্ট, ফাস্ট, ব্যারিস্টার, মাস্টার, মিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, রেজিস্টার, রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রি, লিপস্টিক, লিস্ট, স্কুল, স্টক, স্টপ, স্টল, স্টার, স্টিক, স্টিমার, স্টিল, স্টুডিও, স্টেডিয়াম, স্টেশন, স্টোভ, স্ট্রাইক, স্ট্রিট, হোস্টেল, ইত্যাদি। ব্যাতিক্রম-আর্টিষ্ট, পেষ্ট্রি, টাইপিষ্ট, টেষ্ট। তবে ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী S বর্ণ বা ধ্বনির জন্য **sh-sion, tion** প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বণির জন্য শ ব্যবহৃত হবে।

চলিত ভাষায় ক্রিয়াপদ

২৬. **হ-ধাতু** : হয়, হন, হস, হই, হচ্ছে, হয়েছে, হোক, হোন, হও, হ, হলো, হলে, হলাম, হতো, হচ্ছিল, হয়েছিল, হবো, হবে, হয়ো, হস, হতে, হয়ে, হবার, হওয়া ইত্যাদি।

২৭. **খা-ধাতু** : খায়, খাও, খান, খাস, খাই, খাচ্ছে, খেয়েছে, খাক, খান, খাও, খা, খেল, খেলে, খেলাম, খেত, খাচ্ছিল, খেয়েছিল, খাব, খাবে, খেয়ো, খাস, খেতে, খেয়ে, খেলে, খাবার, খাওয়া ইত্যাদি।

২৮. **দি-ধাতু** : দেয়, দেন, দাও, দিস, দিই, দিচ্ছে, দিয়েছে, দিক, দিন, দাও, দে, দিল, দিলে, দিলাম, দিত, দিচ্ছিল, দিয়েছিল, দেবো, দেবে, দিও, দিস, দিতে, দিয়ে, দিলে, দেবার, দেওয়া ইত্যাদি।

২৯. **নি-ধাতু** : নেয়, নেন, নাও, নেস, নিই, নিচ্ছে, নিয়েছে, নিক, নিন, নাও, নে, নিল, নিলে, নিলাম, নিত, নিচ্ছিল, নিয়েছিল, নেব, নেবে, নিও, নিস, নিতে, নিলে, নেবার, নেওয়া ইত্যাদি।

৩০. **শু-ধাতু** : শোয়, শোন, শোও, শুস, শুই, শুচ্ছ, শুয়েছে, শুক, শো, শুল, শুলাম, শুত, শুচ্ছিল, শুয়েছিল, শোব, শুয়ো, শুতে, শুয়ে, শুলে, শোবার, শোয়া ইত্যাদি।

৩১. **কর্‌-ধাতু** : করে, করেন, করো, করিস, করি, করেছে, করুক, করুন, কর্‌, করল, করলে, করলাম, করত, করছিল, করেছিল, করব, করবে, কোরো, করতে, করার, করা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৩২. **কাট্‌-ধাতু** : কাটে, কাটেন, কাটো, কাটিস, কাটি, কেটেছে, কাটুন, কাটুক, কাট, কাটল, কাটরে, কাটলাম, কাটত, কাটছিল, কেটেছিল, কাটব, কেটো, কাটতে, কেটে, কাটার, কাটা ইত্যাদি ।

৩৩. **লিখ্‌-ধাতু** : লেখে, লেখেন, লেখো, লিখিস, লিখি, লিখছে, লিখেছে, লিখুক, লিখুন, লেখো, লেখ্‌, লিখল, লিখলে, লিখলাম, লিখত, লিখছিল, লিখব, লিখবে, লিখতে, লিখে, লেখার, লেখা ইত্যাদি ।

৩৪. **শিখ্‌-ধাতু** : শেখে, শেখেন, শিখিস, শিখি, শিখছে, শিখেছে, শিখুক, শিখূন, শেখো, শেখ, শিখলে, শিখলাম, শিখত, শিখছিল, শিখেছিল, শিখব, শিখবে, শিখো, শিখিস, শিখতে, শিখলে, শেখার, শেখা ইত্যাদি ।

৩৫. **উঠ্‌-ধাতু** : ওঠে, উঠেন, ওঠেন, উঠো, উঠিস, উঠি, উঠছে, উঠুক, উঠুন, ওঠো, উঠ্‌, উঠল, উঠলে, উঠলাম, উঠত, উঠছিল, উঠেছিল, উঠব, উঠবে, উঠতে, উঠে, উঠার, উঠা ইত্যাদি ।

আরবী ভাষায় কিছু বানান রীতি

আরবী ভাষায় থিসিস রচনায় الف- همزه - ي দিয়ে লিখিত শব্দের বানান ও বিরাম চিহ্ন বিষয়ে এমন কিছু সাধারণ ভুল হয়, যে বিষয়ে গবেষক বা পাঠকের সম্যক ধারণা না থাকার কারণে দেদারসে ভুলগুলোকে ভুল মনে না করে লিখে থাকেন। এতদ্বিষয়ে অনেক তত্ত্বাবধায়কের স্পষ্ট ধারণা না থাকায় থিসিসে সে কমন ভুলগুলো থেকেই যাচ্ছে। তাই এখানে এতদ্বিষয়ে কয়েকটি বিধান উল্লেখ করা হলো-

الف বিলুপ্ত হওয়ার বিধানঃ

ابن এবং ابنة থেকে নিম্নের শর্তে الف বিলুপ্ত হয় ।

ক. ابن এবং ابنة এক বচন হলে। যেমন- خالدة بنة محمود-عمر بن الخطاب

খ. দু'টি علم (নামবাচক)-এর মাঝে আসলে। যেমন-محمود بن عبدالله

গ. পূর্বের علمএর পিতা হিসাবে আখ্যায়িত হলে। যেমন- عمر بن الخطاب

ঘ. পূর্বের علمএর সিফাত হলে ।

ঙ. ما-এর আগে হরফে জার আসলে। যেমন- إستفهامية فيم-مم- بم-عم- علام- إلام- حتام

নুকতাসহ ي -এর বিধান :

ক. শব্দের শেষে ي উচ্চারিত হলে নুকতা হবে। যেমন- يهدي - علي

খ. সাধারণত : ي এর পূর্বের অক্ষরে كسرة হলে। যেমন : أبي- هادي

নুকতাবিহীন ى এর বিধান :

ক. শব্দের শেষে ي যদি الف مقصورة হিসাবে উচ্চারিত হয়। যেমন:رمى- حتى

খ. ي এর পূর্বের অক্ষরে فتحة হলে। যেমন : مأوى- يخشى- إلى ইত্যাদি।

همزه-এর বিধান :

১. ي -এর উপর همزه লেখার বিধান :

ক. همزه مكسورة এর পূর্বের অক্ষরে ضمة হলে। যেমন: سئل

খ. همزه مكسورة এর পূর্বের অক্ষরে فتحة হলে। যেমন: سئم

গ. همزه এর পূর্বের অক্ষর مكسورة হলে। যেমন: بئر

২. واوএর উপর همزه লেখার বিধান:

ক. همزه مضمومة -এর পূর্বের হরফ مضموم হলে। যেমন: شؤون

খ. همزه مضمومة -এর পূর্বের হরফ مفتوح হলে। যেমন: يؤم

গ. همزه مفتوحة -এর পূর্বের হরফ مضموم হলে। যেমন: سؤال

ঘ. همزه ساكنة -এর পূর্বের হরফ مضموم হলে। যেমন: بؤس

৩. الف এর উপর همزة লিখার বিধান:

ক. همزه مفتوحة -এর পূর্বের হরফ مفتوح হলে। যেমন: سأل

খ. همزه ساكنة -এর পূর্বের হরফ ساكن হলে। যেমন: شأن

গ. همزه مفتوحة -এর পূর্বের হরফ ساكن হলে। যেমন: مسألة

৪. همزة আলাদাভাবে লিখার বিধান:

ক. همزه مفتوحة - ا - মদের পরে আসলে। যেমন: قراءة

খ. همزه مفتوحة - و - মদের পরে আসলে। যেমন: المروءة

গ. همزه مفتوحة - ي - মদের পরে আসলে। যেমন: سيء

www.pathagar.com

الف زائدة -এর নিয়ম:

ক. الحروف المنفصلة (د- ذ- و- ر- ز- و- ا) এর পরে الف আসলে।
যেমন: مقاما محمودا

খ. همزة এর পূর্বে الف আসলে। যেমন: حياء- سماء

গ. همزةটি الف এর উপরে আসলে। যেমন: خطأ- ملجأ

الهمزة الطعية লিখার নিয়ম :

ক. باب إفعال এর همزة - قطعي হয়। চেনার উপায় :
و ও ف এর পর যে همزة উচ্চাররিত হয়, তাই الهمزة الطعية।
যেমন: وأشار وأجاب- فأشار- فأجاب

খ. اسم এ ব্যবহৃত همزة। যেমন: أفضل - أشرف

গ. ضمير এ ব্যবহৃত همزة। যেমন: إياك - إياكم - إياي

ঘ. أدوات এ ব্যবহৃত همزة। যেমন: - إذ الظرفية - إذا الشرطية - إذا إن الشرطية

ঙ. فعل ثلاثي এর ماضي এর সীগা এবং তার مصدر এ ব্যবহৃত همزة।
যেমন: أمن- أمن- أخذ

চ. فعل رباعي এর أمر -ماضي- ضمير- مصدر এ ব্যবহৃত همزة।
যেমন: إسراعا- آسرع-

ছ. مضارع এর همزة। যেমন- أكتب

জ. الف التعريف ছাড়া সকল حرف এর همزة। যেমন: إن- أن- أو-إذما

এগুলো ছাড়া বাকী স্থানগুলোতে সাধারণত: همزة الوصل ব্যবহৃত হয়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বানানরীতি

তবে সার্বজনীন বানানরীতি যাই থাকুক না কেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন-বাংলা একাডেমী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও এনসিটিবি-এর নিজস্ব কিছু বানানরীতি প্রচলিত আছে। সেখানের কোন গ্রন্থ বা প্রবন্ধ লিখলে সে বানানরীতিই অনুস্মরণ করতে হবে;অন্যথায় তা গ্রহণযোগ্য হবেনা। তাই লেকখকদের সুবিধার্থে নিম্নে সেসব প্রতিষ্ঠানের বানানরীতি দেয়া হলো।

www.pathagar.com

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড (NCTB) কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি

১. গবেষক/লেখক/কবি/সাহিত্যিক/প্রাবন্ধিকদের নামের বানান অক্ষুন্ন থাকবে।

২. পাঠ্যপুস্তকে কোন গবেষক/লেখক/কবি/সাহিত্যিক/প্রাবন্ধিকদের সংকলিত রচনায় উল্লিখিত বানানরীতি প্রযোজ্য হবে।

৩. বানানে ব্যঞ্জনবর্ণ যথাযথ এবং সুস্পষ্ট চিহ্নিত করতে হবে। যুক্তাক্ষরসমূহে প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনবর্ণ যেন স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়, সেভাবে অক্ষর বিন্যাস করতে হবে।

৪. সংস্কৃত শব্দ ছাড়া কোন ক্ষেত্রে 'ণত্ব' বিধান এবং 'ষত্ব' বিধানের নিয়ম পালন করা হবে না এবং বিদেশী শব্দের বানানে 'র' ও 'স' এর পরে 'ন' হবে। যেমনঃ ইরানি, জার্মানি, বদরুন ইত্যাদি।

৫. তদ্ভব শব্দে মূলের কাছাকাছি বানান ব্যবহার করা হবে। যেমন- রানী।

৬. স্ত্রীবাচক শব্দের শেষ বর্ণে প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই (ি) কার হবে। যেমন; মুরগি, গাভি, হরিণী।

৭. বিশেষণবাচক 'আলি, প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই (ি) কার হবে। যেমন- রূপালি, সোনালি।

৮. পদাশ্রিত নির্দেশ টিতে ই (ি) কার হবে। যেমন- একটি, এটি, ওটি,

৯. অক্ষয়, ক্ষেত, ক্ষেত্র, ইত্যাদি বানানের মূল অবয়বে 'ক্ষ' হবে।

১০. ইসলাম ধর্মীয় শব্দের বেলায় আরবি ج (জিম)-এর জন্য জ (যেমন-জুম্মা (جمعة), মসজিদ(مسجد) এবং ض (যোয়াদ) ও ظ (যোয়া)-এর ক্ষেত্রে য (যেমন- আযান, ওযু, রমযান, নামায, রোযা, যাকাত, হযরত) ব্যবহার করা হবে। অন্যত্র আরবি, ফারসি, শব্দের ক্ষেত্রে তদ্ভব রীতি অনুযায়ী বাংলা বানান লেখা হবে। যেমন- (জাদু, জাদুঘর, জমি, জাদুকর)।

১১. পাঠ্যপুস্থক সর্বত্র মুহম্মদ (সাঃ)-এর নামের সঙ্গে প্রথম বন্ধনী দিয়ে শ্রদ্ধাসূচক (সাঃ) লেখা হবে। এছাড়া ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নামের শেষে সম্মানসূচক (আঃ) অথবা (রাঃ) লেখা হবে।

১২. আরবি س এর জন্য বাংলায় 'স' ব্যবহার করতে হবে।

১৩. কুরআন শব্দের বানান বিভিন্ন রকম না লিখে 'কুরআন' লেখা হবে।

১৪. বিদেশী শব্দের শেষে ই (ি) অথবা ঈ (ী) থাকলে ই (ই) কার হবে। যেমনঃ জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, ইত্যাদি।

১৫. ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই (ি) অথবা ী) থাকলে সর্বত্রই (ি) হবে। যেমনঃ জাপানি, তুর্কি, ফরাসি, জার্মানি, ইংরেজি ইত্যাদি।

www.pathagar.com

১৬. ইংরেজি S এর স্থলে স হবে। ইংরেজি শব্দের শেষে CEAN, TION, SSION, প্রভৃতি অংশে যদি 'শন' এর মতো উচ্চারিত হয় তবে বাংলা বানান 'শ' দিয়ে লিখতে হবে। যেমন- ইনস্টিটিউট, ওশান, নেশন, সেশন ইত্যাদি। তেমনি Policeশব্দ পুলিশ রূপে লেখা হবে।

১৭. সাধারণত জিজ্ঞাসা অর্থে 'কি' শব্দের ই (ি) কার হবে। তবে সর্বনাম পদে বস্তু বা বিষয় বুঝাতে প্রয়োজনমতো কী ঈ (ী) কার ব্যবহার করা হবে। যেমন: তুমি কি করছ? (জিজ্ঞাসাবাচক), তুমি কী খাচ্ছ? (বস্তুবাচক সর্বনাম)।

১৮. ব্যঞ্জণবর্ণের সঙ্গে উ (ু) অথবা (ূ) কার যুক্ত হলে এই স্বরবর্ণটি নিচে বসবে। যেমন- শু, গু, রু, সু ইত্যাদি।

১৯. অনিবার্য কারণ ছাড়া হসন্ত ও উর্ধ কমা চিহ্ন ব্যবহার প্রয়োজন নেই।

২০. বেশী, তৈরী, দেরী, এসব শব্দের বানানে ই (ি) কার ব্যবহার হবে।

২১. সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত অথবা বাংলা রূপে ঈ (ী) কার স্থলে ই (ি) কার ব্যবহার করতে হবে। যেমন- পাখি, বাড়ি, হাতি, ইত্যাদি।

২২. রেফের পরে দ্বিত্ববর্ণ বর্জন করতে হবে। যেমন; কর্ম, ধর্ম, চর্ম ইত্যাদি।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুলিখন বা প্রতিবর্ণায়ন সম্পর্কীয় নির্দেশাবলী

১. 'আরবী, ফারসী, উরদু শিরোনামগুলো বাংলা অক্ষরে লিখে বন্ধনীতে মূল ভাষার অক্ষরে লিখতে হবে।যেসকল শব্দ শিরোনামে প্রতিবর্ণায়িত হয়নি, সেগুলো বন্ধনীতে 'আরবী হরফে লেখার পর প্রতিবর্ণায়নের নিয়ম অনুসারে বাংলা অক্ষরে লিখতে হবে। যেমন: আল-মসজিদুল হারাম (المسجد الحرام) ; স.ালাত (صلوة); স.াওম (صوم): হুদাইবিয়া (هديبية- হুদায়বিয়া (তাহারা: (طهارة তাহারা), ইজমা (إجماع : ইজমা) ইসতিহসান (إستحسان; ইসতিহসান) ইত্যাদি। শিরোনামের বাংলা বানান এবং প্রতিবর্ণায়নে প্রয়োজন নেই। যথা, জান্নাত (جنة); জাহান্নাম (جهنم); আবজাদ (ابجد); এই প্রতিবর্ণায়ন উচ্চারণ- ভিত্তিক হবে। যথা, আবদুল্ল-াহ (عبدالله) আবদুর রাহমান (عبد الرحمان); আবদুল গফুর (عبدالغفور) আবদুল গফুর; আবুল হাসান (أبوالحسن আবুল হাসান); আবু মুহাম্মদ (أبو محمد: আবু মুহাম্মাদ)।

২. ইবন-যুক্ত নামে ইবন এর পরবর্তী অংশের হারাকাত ও ইরাব (حركات وإعراب) আরবী ব্যাকরণের নিয়মানুসারে দেখাতে হবে। যথা, 'আলী ইবন আবী তালিব, উমার ইবন 'আবদিল-'আযীয।

www.pathagar.com

৩. কিতাবের নামে বা অন্য কোনো নামে ইযাফত বা সিফাত থাকলে এর প্রতিবর্ণায়ন, উচ্চারণ ও ব্যাকরণের নিয়মানুসারে লিখতে হবে। যথা- তারীখুর রুসলি ওয়াল মূলূক, বুগওয়াতুল মূলতাসিম ফী তারীখি রিজালি আহলিল আনদালুস, নুযহাতুল আলিববা ফী তাবাকাতিল উদাবা ইত্যাদি। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে বন্ধনীর মধ্যেও 'আরবী হরফে এ ধরনের নাম লেখা যেতে পারে। যথা- ইসতিসলাহ (استصلاح, তাওয়াফ طواف)।

৪. ফারসী নামের ইযাফত নিম্নরূপে দেখাতে হবে। যথা: জুগ'রাফিয়াঃ-ই-ইরান, মাছ্নাবী-ই-রূমী, গুলদাশতাহ্-ই-রিয়াদ-ই 'ইর্পান ইত্যাদি।

৫. বাংলাদেশী লেখকরা তাঁদের নাম যেভাবে লিখেছেন তাঁদের নাম সেভাবেই লিখতে হবে। যেমন: কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা ইত্যাদি। লেখকরা তাঁদের গ্রন্থের নাম যে বানানে লিখেছেন, সে বানানেই লিখতে হবে। যথা:শরীয়তে ইসলাম, তাজরীদুল বুখারী, ইত্যাদি।

৬. প্রবন্ধের ভিতরেও একই নিয়ম অনুসৃতহবে। তবে বন্ধনীতে উচ্চারণের ভিত্তিতে প্রতিবর্ণায়নের নিয়মানুসারে লিখতে হবে। যথা- أبو نصر محمد وحيد (আবু নাসর মুহাম্মাদ ওয়াহীদ)।

৭. যে সব্দ শব্দ বহুল ব্যবহারের দরুন বাংলা ভাষায় বিশেষরূপ পরিগ্রহ করেছে,সেগুলো অপরিবর্তিত থাকবে। যথা,আইন-কানুন, আমল-আখলাক, আসল-নকল, ইরান, ইরাক, ওয়াকিফহাল, কবর, কলম, কাযী, কুফা, খান, গযব, জওয়ান, জনাব, তরজমা, তারীখ, দফ্তর, দরুদ, দলীল, দাবি, দুনিয়া, নবী, নযর, নজীর, পয়গাম্বর, ফকীর, ফরয, ফরমান, রমযান, বসরা, মওলবী, মক্কা, মকতব, মদীনা, মশগুল, মসজিদ, মুসুল্লী, মহল, মাওলানা, মারফত, মাফ, মালিক, মেয়াদ, মেযাজ, মিম্বার, মিসর, ওয়াকিফ, মুসলমান, রাওযা, শহীদ, শরীফ, সাহেব, শয়তান, সিপাহী, সুপারিশ, হক, হযরত, হুকুম, জান্নাত, জাহান্নাম।

৮. নামের সঙ্গে পরবর্তীতে যুক্ত শব্দ অথচ মূল নামের অংশ নহে, যা পরিচয় জ্ঞাপক অথবা উপাধি বিশেষ, যা একটি আলাদা শব্দ হিসাবে বিবেচিত হয়, তা উচ্চারণ ভিত্তিক প্রতিবর্ণায়িত হবে। অর্থাৎ নামের সংগে যুক্ত (ال) গণ্য হবে না। যথা: আবুল হাসান আল আশ'আরী 'আব'দুর-রহমান আদ্ দাখিল, হিবাতুল্লাহ আল-মুবারাক, ফাখরু'দ্-দীন আর রাযী, আবু হামিদ আল-গাযালী ইত্যাদি।

www.pathagar.com

৯. কিন্তু যদি বাক্যে বা বাক্যাংশে উপরোক্ত রূপ শব্দের ব্যবহার হয় এবং তার পূর্বেকার অথবা পরবর্তী অথবা উভয় শব্দ প্রতিবর্ণায়িত হয়, তবে নিয়মানুযায়ী তাও প্রতিবর্ণায়িত হবে।

১০. প্রবন্ধের বক্ষে ও গ্রন্থপঞ্জীতে 'আরবী, ফারসী, নামগুলোর অনুলিখন উচ্চারণ ভিত্তিক হবে। যথা : সালাহু'দ্-দীন, মু'জামু'ল-বুল্-দান ইত্যাদি।

১১. গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ইত্যাদি অপরিচিত বর্ণে লিখিত শব্দের বেলায় অর্থ বা তথ্যগত কোন অসংগতি বা অসম্পূর্ণতা না ঘটলে তা বাদ দিতে হবে, আর অসংগতি বা অসম্পূর্ণতা না ঘটলে তার লিখিত রূপ অবিকল নকল করে দিতে হবে।

ইসলামী বিশ্বকোষ লেখার রীতি

১. নিবন্ধের সর্বত্র সাধু ভাষা ব্যবহার করতে হবে এবং বাংলা শব্দের জন্য সাধারণত: বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান বা সংসদ বাংলা অভিধান এর বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে।

২. ইসলামী বিশ্বকোষ সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত 'আরবী, ফারসী ও উরদূ' শব্দের অনুলিখন পদ্ধতি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে।

৩. 'আরবী, ফারসী ও উরদূ' নামের বেলায় প্রতিবর্ণায়নের রীতি অনুসারে বাংলায় নামগুলি লিখতে হবে এবং ইংরেজী, ফরাসী ও ল্যাটিন নামের শেষে রোমান (ইংরেজী) হরফে তা পুণরায় বন্ধনীর মধ্যে লিখতে হবে।

৪. যে সমস্থ আরবী অক্ষর নির্দেশ করতে বাংলা অক্ষরে বিশেষ চিহ্ন বিন্দু (.) ব্যবহার করা হয়, সে চিহ্ন অক্ষরের অব্যবহিত পরেই (আকার, দীর্ঘ ঈকার ইত্যাদির পূর্বে) মাত্রা বরাবর বসাতে হবে। যথা, قاري ক.ারী, حافظ হ.াফিজ, غفار গ.াফফার, صحيح স.াহীহ ইত্যাদি।

৫. 'আরবী হরফের বাংলা প্রতিবর্ণায়নে যুক্তাক্ষর ব্যবহার বর্জনীয়, তবে দ্বিত্ব ব্যবহার চলবে। যথা, مصطفى মুসতাফা (মুস্তফা নয়)।

৬. প্রতিটি নিবন্ধের শেষে একটি পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী থাকবে। এই গ্রন্থপঞ্জীতে প্রত্যেকটি গ্রন্থের নাম, ক্রমিক নম্বর দিয়ে পরপর লিখতে হবে।

৭. মৌলিক প্রবন্ধের বেলায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের বরাত প্রবন্ধের অভ্যন্তরে এবং গ্রন্থপঞ্জীতে নিম্নলিখিত ক্রমে উল্লেখ করতে হবেঃ রচয়িতার নাম, পুস্তক বা প্রবন্ধের নাম, প্রকাশের স্থান ও সন, সাল দেওয়া না থাকেলে তা.বি (তারিখ বিহীন), খন্ড ও পৃষ্ঠা (যথা ১খ.২৪), সাময়িকীর প্রবন্ধের বেলায় সাময়িকীর নাম বা সাংকেতিক আদ্যক্ষর (যথা– ZDMG), সংখ্যা, বা বৎসর, পৃ. ইত্যাদি প্রয়োগ অনুসারে লিখতে হবে। প্রকাশের স্থান ও সনের মাঝে কমা (,) হবে না।

www.pathagar.com

আল-কুরআন বিশ্বকোষ প্রণয়নের নীতিমালা

১. আল-কুরআনুল কারীম বিশ্বকোষের ভাষা হবে চলতি।

২. প্রবন্ধের শিরোনাম হলো প্রথমে আল-কুরআনের আরবী বর্ণমালা ভিত্তিক শব্দ, যা বাংলা বর্ণমালা ভিত্তিক উচ্চারণ অর্থ ও আয়াত নম্বরসহ সাজানো হয়েছে।তারপর আল-কুরআনের আলোচ্য শব্দের শব্দগত ও ভাবগত অর্থের সাথে মিল রেখে এক বা একাধিক বিষয়ের পরিপূর্ণ শিরোনাম তৈরী করা হয়েছে। শিরোনামটির বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিবন্ধটি কম্পিউটার কম্পোজকৃত চার থেকে পাঁচ পৃষ্ঠার মধ্যে হতে হবে।

৩. ডবল স্পেস সহকারে চলতি ভাষায় লিখে প্রবন্ধটি সফট্ কপিসহ (পেন ড্রাইভ/সিডি) ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিশ্বকোষ বিভাগে জমা দিতে হবে।

৪. শব্দের (আভিধানিক ও পারিভাষিক) বিশ্লেষণ আবশ্যক।

৫. প্রবন্ধে ইসলামী 'আকীদা, তাহ্যীব-তামাদ্দুন, ইতিহাস-সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থানের বিবরণ, বৈজ্ঞানিক ও নৃ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সামাজিক আচার-আচরণ, সাহিত্যিক, অর্থনৈতিক ও ফিকহী বিষয়াদিসহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো সংক্ষিপ্তাকারে স্থান পাবে ।

৬. প্রবন্ধে ইসলামী 'আকীদা পরিপন্থী, আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের মূলনীতি পরিপন্থী বিষয়গুলো আলোচনায় না আনা এবং বিতর্কিত গ্রন্থ ও বিষয়গুলো পরিহার করা প্রয়োজন।

৭. প্রবন্ধ রচনায় সর্বাধিক তথ্য ও উপাত্ত আল-কুরআনুল কারীম হতে সংগ্রহের সর্বশেষ চেষ্টা চালাতে হবে এবং প্রয়োজনে সীমিত আকারে বিষয়টির সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত আল-হাদীস, তাফসীর, ইতিহাস, ফিকহ্, ভূগোল, সমাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, নৃ-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থ হতেও তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে।

৮. প্রবন্ধে আল-কুরআনের আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়নে বাংলায় বর্ণের উচ্চারণে বিশেষ চিহ্নগুলো ব্যবহার করতে হবে।

উল্লেখ্য উপরে বর্ণিত বিধিমালা যাই থাকুক না কেন,এগুলো আল-কুরআন ও আল-হাদীস বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। কেননা বাংলা একাডেমির নিয়ম অনুযায়ী সকল বিদেশী শব্দের দীর্ঘ-ঈ-কার "ী "কার, হ্রস্ব-ই-"ি" কার হিসাবে লিখা হয়। আল-কুরআন ও আল-হাদীসের বর্ণের বাংলা প্রতিবর্ণায়ন আরবী বানান অনুযায়ী লিখতে হবে। অন্যথায় অর্থের তারতম্য হবে। যেটা আল-কুরআন ও আল-হাদীস বিকৃতির নামান্তর।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

বিরাম চিহ্ন

একনযরে বিরাম চিহ্ন
বিরাম চিহ্নর ব্যবহার
আরবী প্রতিবর্ণায়ণ
বাংলা প্রতিবর্ণায়ণ

আল-কুরআন বিশ্বকোষে আল-কুরআনের
আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়ন

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়
বিরাম চিহ্ন/Punctuation Marks/علامة الترقيم

এক নযরে বিরামচিহ্ন

ক্রমিক	বিরাম চিহ্ন আরবী	বিরাম চিহ্ন বাংলা	বিরাম চিহ্ন ইংরেজী	চিহ্ন
১	الفاصلة	কমা	Comma	(،)
২	الفاصلة المنقوطة	সেমিকোলন	Semi-Colon	(;)
৩	النقطة	দাঁড়ি	Full Stop	(.)
৪	النقطتان الرأسيتان	কোলন চিহ্ন	Colon	(:)
৫	الشرطة	হাইফেন	Dash	(-)
৬	الشرطتان	হাইফেন	Dash	(--)
৭	علامة التنصيص	উদ্ধৃতকরণ চিহ্ন	Quotation Mark	(" ")
৮	القوسان	বন্ধণী চিহ্ন	Parentheses	( )
	القوسان المركبان	বন্ধণী চিহ্ন	Brackets	[]
৯	علامة الاستفهام	প্রশ্নবোধক চিহ্ন	Question Mark	(?)
১০	علامة التعجب/إشارة الانفعال	আশ্চর্যবোধক চিহ্ন	Exclamation Mark	(!)
১১	علامة الحذف/النقط الأفقية	বিলোপ চিহ্ন	Marking Omissions	(...)

বিরাম চিহ্ন/Punctuation Marks/علامة الترقيم-এর ব্যবহার
কমা/Comma/ الفاصلة (,)

নিম্নের স্থানগুলোতে কমা (,) ব্যবহৃত হয়।

ক. ছোট বাক্যের মাঝে। যেমন:. إنما الأعمال بالنيات، و إنما لكل امريء ما نوي

খ. প্রকারভেদ বুঝাতে। যেমন: .الكلمة ثلاثة أقسام: الإسم و الفعل و الحرف

গ. একই বাক্যে কয়টি ক্রিয়া আসলে প্রথম ক্রিয়ার পর কমা হয়। যেমন:
الطالب يقرأ، و يكتب ويشرح

ঘ. শর্তের جواب দীর্ঘ হলে شرط ও جواب-এর মাঝখানে কমা হয়। যেমন:
.إذا المدرس يدرس ، يسمع درسه الطالب

www.pathagar.com

ঙ. أمر ও جواب-এর মাঝে جواب দীর্ঘ হলে, أمر ও جواب-এর মাঝে কমা হয়। যেমন: إرحم من في الأرض، يرحمك من في السماء.

চ. جملة حالية-এর পূর্বে কমা হলে। যেমন: إقرأ، و أنت نشيطا.

ছ. قسم ও جواب-এর মাঝে কমা হয়। যেমন: والله، لأضربنه.

জ. جملة وصفية-এর পূর্বে যেমন: كتبت بالقلم، لونه أخضر.

ঝ. خبر দীর্ঘ হলে। যেমন: خبر ও مبتداء এর মাঝে। যেমন: بعض الشر، أهون من بعض.

সেমিকোলন/Semi-Colon/ الفاصلة المنقوط (;)

দ্বিতীয় বাক্যটি, প্রথম বাক্যের কারণ হলে। যেমন: اجتنبوا الكذب، فإنه يدل إلي الإثم.

দাঁড়ি /Full Stop/ النقطة (.)

পূর্ণ বাক্যের শেষে দাড়ি ব্যবহৃত হয়। যেমন: الله خالق كل شئ .

কোলন /Colon/النقطتان (:)

ক. قول এর পরে। যেমন: قال رسول الله صعلم: إنما الأعمال بالنيا ت

খ. قول এর অর্থে ব্যবহৃত فعل এর পরে। যেমন:
جاء في القرآن:إنما يخشئ الله من عباده العلماء

গ. عدد বা সংখ্যার পর। যেমন: للمتقي عشر صفات :أولها:الإيمان بالله.

ঘ. শ্রেণী ও প্রকার বুঝাতে। যেমন: الكلمة ثلاثة أقسام:الإسم-الفعل-الحرف

ঙ. যেমন (نحو مثل) এর পরে। যেমন: علامة المضارع أربعة : نحو: ا- ت-ي- ن-

চ. উক্তির পূর্বে। যেমন: قال رسول الله صلعم: بنى الإسلام على خمس.

হাইফেন/Dash الشرطة (-)

ক. সংখ্যার পরে যেমন–
الأسماءالمرفوعات ثمانية: ١- المبتدا ٢- الخبر

গ. حرف এর পরে যেমন- آجب عن الأسئلة المتعلقة
الف- أكتب سبب نزول الأية

গ. قول ও قول অর্থে ব্যবহৃত শব্দের স্থলে (কথোপকথনের ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহৃত হয়)। যেমন: قالت رحيمة لفاطمة - كيف أنت؟

www.pathagar.com

হাইফেন/ Dash/الشرطتان (--)

جملة معترضة -এর ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যবহৃত হয়।

ক. দুআর বাক্যে। যেমন: - قال رسول الله- صلي الله عليه وسلم

খ. ব্যখ্যার ক্ষেত্রে। যেমন: الكعبة - هي بيت الله-

গ. কসমের ক্ষেত্রে। যেমন: -والله- لن أشربن الخمر

উদ্ধৃতকরণ চিহ্ন/Quotation Mark/علامة التنصيص

কারো উক্তি হুবহু বর্ণনার ক্ষেত্রে এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন:

"إِنَّمَا الأعمال بالنيات "

বন্ধনী চিহ্ন/ Brackets/ القوسان ()

ক. শব্দের অর্থ বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত হয়: যেমন:

فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ (رمضان) فَلْيَصُمْهُ

খ. তথ্য বিবরণের জন্য। যেমন: قال حافظ إبراهيم (شاعر النيل)

প্রশ্নবোধক চিহ্ন/ Question Mark/ علامة الإستفهام (?)

প্রশ্নবোধক বাক্যের পরে ব্যবহৃত হয়। যেমন: كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ؟

আশ্চার্যবোধক চিহ্ন/ Exclamation/ علامة التعجب (!)

আশ্চার্য ও বিস্ময় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন:

ক. আশ্চার্যবোধক বাক্যের পর: ما أحسنه وأحسن الوردة !

খ. উৎসাহের পর:! الصلاة الصلاة

গ. ভীতি প্রদর্শনের পর: إياك إياك !

ঘ. আকাংখার পর: ليت الشباب يعود !

ঙ. আনন্দের পর: وأ مرحباه !

চ. দোয়ার পর: يا الله !

ছ. ফরিয়াদের পর: ياكلماء !

জ. শোক বিলাপের পর: أسغاء !

বিলুপ্ত চিহ্ন / Marking Omissions/ علامة الحذف :

বক্তব্যে পুরো বাক্যের অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু অনুল্লেখের ক্ষেত্রে এ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন: قال تعالي: ذالك الكتاب لاريب....

www.pathagar.com

আরবী প্রতিবর্ণায়ণ/Transliteration..........Arabic

আরবী বর্ণ	বাংলা উচ্চারণ	ইংরেজী উচ্চারণ	আরবী স্বরবর্ণ	বাংলা স্বরবর্ণ	ইংরেজী উচ্চারণ
ب	(বা) = ব	b	◌َ (যবর)	অ / আ	a
ت	(তা) = ত	t	◌ِ- (যের)	ি/ ই	i/e
ث	(সা) = স / ছ	chh	◌ُ- (পেশ)	ু / উ	o
ج	(জীম) = জ	g/z	و	ূ / ঊ	u
ح	(হা) = হ	h	إِي	ী / ঈ	ee
خ	(খা) = খ	kh	أا	আ’	a
د	(দাল) = দ	d	إِى	ই’	i/e
ذ	(যাল) = য / জ	j	◌ً	অন্/ আন	an
ر	(রা) = র	r	◌ٍ	ইন্	en
:	(যা) = য/ঝ	jh	◌ٌ	উন্	un
س	(সীন) = স	s	◌ّ	দ্বিত বর্ণ বা ‘্য’	double
ش	(শীন) = শ / স	sh	◌ْ	হস চিহ্ন	
ص	(সোয়াদ) = স / ছ	s	◌ً	আন্/অন	an
ض	(দোয়াদ) = দ/ দ্ব/য	d/j	◌ٍ	ইন্	en
ط	(ত্বোয়া) = ত / ত্ব	t	◌ٌ	উন্	un
ظ	(জ্বোয়া) = য / জ	z	◌ْ	হস্ চিহ্ন	
ع	(‘আইন)=‘(উল্টোকমা’)	a/ ‘	أ / إ /	া আ	a
غ	(গাইন) = গ	g	آ	আ	a
ف	(ফা) = ফ	f	◌ِى	ঈ, ী	Ee/i
ق	(ক্বাফ) = ক/ ক্ব	k/q	◌ُو	উ, ু	o

www.pathagar.com

আরবী বর্ণ	বাংলা উচ্চারণ	ইংরেজী উচ্চারণ	আরবী স্বরবর্ণ	বাংলা স্বরবর্ণ	ইংরেজী উচ্চারণ
ك	(কাফ) = ক	k/q	وْ◌َ	ঔ, ৌ	u
ل	(লাম) = ল	l	يْ◌َ	ঐ, ৈ	w
م	(মীম) = ম	m			
ن	(নূন) = ন	n			
و	(ওয়াও) = ব /ভ/ও	o			
ه	(হা) = হ	h			
ة	(তা/ হা) = ত / হ্	t			
ء	(হামজা)='(উর্ধ্ব কমা)'	a/ '			

বাংলা প্রতিবর্ণায়ণ/Transliteration...............Bengali

অ = A	খ = kh	ঢ = dh	য়/য = y
আ = A	গ = g	ণ = n	র = r
ই = i	ঘ = gh	ত = t	ল = l
ঈ = ee	ঙ = ng	থ = th	ব = v
উ = u	চ = ch	দ = d	শ = sh
ঊ = u	ছ = chh	ধ = dh	ষ = sh
ঋ = ri	জ = j	ন = n	স = s
এ = e	ঝ = jh	প = p	হ = h
ঐ = ai	ঞ = n	ফ = ph	ড় = r
ও = o	ট = t	ব = b	ঢ় = r
ঔ = au	ঠ = th	ভ = bh	ং = ing
ক = k	ড = d	ম = m	ঃ = h

আল-কুরআন বিশ্বকোষে আল-কুরআনের আরবী শব্দের প্রতিবর্ণায়ন

আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবী বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ
ا اِ ا	'আ, 'ই, 'ঈ, 'উ,	تَ تِ ت	তা, তি, তু	زَ زِ ز	যা, যি, যু
عَ ع ع	'আ, 'ই, 'ঈ, 'উ,	ث ثِ ث	ছা, ছি, ছু	ف فِ ف	ফা, ফি, ফু
ىَ يِ ى	ইয়া, ইয়ে, ইউ	حَ ح حُ	হ.া হি. হু.	قَ قِ ق	ক.া, কি., কু.
جَ ج ج	জা, জি, জু	ط طِ ط	ত.া, তি., তু.	كَ كِ كُ	কা, কি, কু
سَ سِ سُ	সা, সি, সু	ظ ظِ ظ	জ.া, জি., জু.	وَ وِ وُ	ওয়া, বি/ভি, বু/ভু
شَ شِ شُ	শা, শি, শু	دَ دِ د	দা, দি, দু	هَ هِ ه	হা, হি, হু
صَ صِ صُ	স.া, সি., সু.	ذ ذِ ذ	য.া, যি., যু.		
ضَ ضِ ضُ	দ.া, দি., দু.	رَ رِ ر	রা, রি, রু		

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জী পরিচিতি

গ্রন্থপঞ্জীর আবশ্যকতা

গ্রন্থপঞ্জীর উদ্দেশ্য

লেখক গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থপঞ্জী ও গ্রন্থসূচীর পার্থক্য

গ্রন্থপঞ্জী লেখার নিয়ম

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

গ্রন্থপঞ্জী/Bibliography/المراجع

গ্রন্থপঞ্জী পরিচিতি/ Identification of Bibliography

গবেষণা কাজ শুরু করার পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে গবেষক গবেষণা প্রস্তাবপত্র তৈরীতে অথবা গবেষণা পত্রে/ গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থ রচনায় যে সমস্ত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী অথবা অন্য কোন গবেষণা পত্র বা থিসিস ইত্যাদি অনুসরণ বা পর্যালোচনা করে থাকেন তার একটি তালিকা গবেষণা পত্রের সাথে পৃথক পৃষ্ঠায় জুড়ে দেয়া হয়। গ্রন্থের এ তালিকাই গ্রন্থপঞ্জী হিসাবে স্বীকৃত। এটি মূল গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

Cambridge Advanced Learners Dictionary-তে উল্লেখ আছে এভাবে: Bibliography is- *a list of the books and articles that have been used by someone when writing a particular book or article.*

গবেষককে Synopsis বা গবেষণা প্রস্তাবপত্র তৈরীতে বিষয় শিরোনামের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০-৫০টি মৌলিক গ্রন্থের একটি তালিকা প্রদান করতে হয়। যাতে বুঝা যায়, গবেষণার বিষয় সম্পর্কে গবেষকের ন্যূনতম অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু অনেক গবেষকই বিষয়টি স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অথবা না জানার কারণে অথবা এতদবিষয়ে তার তেমন ধারণা না থাকায় যেমন-তেমনভাবে তালিকাপূর্ণ করার জন্যে অপ্রাসঙ্গিক ১০/২০টি গ্রন্থের নাম দিয়ে গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করে থাকেন।

অনেক সময় দেখা যায়, গবেষক গবেষণা পদ্ধতি না জানার কারণে যথাযথগ্রন্থ সম্বলিত একটি গ্রন্থপঞ্জী তৈরী করতে পারেন না। এটি যেহেতু মূল গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই নিম্নের পদ্ধতির যে কোন একটি অনুসরণ করেই গ্রন্থপঞ্জী সাজাতে হবে। মনে রাখতে হবে, পদ্ধতি যেটাই অবলম্বন করা হোক না কেন, সর্বদা বর্ণানুক্রমিক সাজাতে হবে।

১. গ্রন্থাকারের পুরো নাম যেভাবে আছে হুবহু সেভাবে।

২. গ্রন্থাকার যে নামে পরিচিত সেভাবে।

www.pathagar.com

৩. গ্রন্থাকার শেষ নাম ধরে বর্ণানুক্রমিক।
৪. বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থের শিরোনাম আকারে।
৫. প্রকাশনার তারিখ অনুসারে।
৬. কাল/যুগ অনুসারে।
৭. বিষয়ভিত্তিক (একাধিক গ্রন্থ হলে বর্ণানুক্রমিক সাজাতে হবে)।

গবেষণা পত্রে/গবেষণা প্রতিবেদন/গ্রন্থ রচনায় যে সমস্ত বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, সাময়িকী অথবা অন্য কোন গবেষণা পত্র বা থিসিস ইত্যাদি যেমন তেমন করে উল্লেখ করে থাকেন। গ্রন্থপঞ্জী সাজানোর সময় নিম্নের পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়-

১. গ্রন্থাবলী/Books/الكتب
২. পাডুলিপিসমূহ/Manuscripts/المخطوطات
৩. গবেষণা পত্র বা থিসিসসমূহ/Thesis/Dessertation/الرسائل الجامعية
৪. বিশ্বকোষসমূহ/Encyclopedias/الموسوعات
৫. অভিধানসমূহ/Dictionaries/المعاجم
৬. প্রবন্ধাবলী/Articles/المقالات
৭. জার্নালসমূহ/Journals/المجلات
৮. পত্র-পত্রিকাসমূহ/News Papers/الجرائد
৯. প্রিন্ট মিডিয়ার বিবরণীসমূহ/Describtions of Print Media /الأحاديث الاذاعية
১০. সাক্ষাৎকারসমূহ/Interviews/المقابلات
১১. বক্তৃতাসমূহ/Lectures/المحاضرات
১২. পত্রাবলী/Letters/المراسلات
১৩. সরকারী তথ্যাবলী/Government Files/الوثائق الرسمية

গ্রন্থপঞ্জীর আবশ্যকতা/Neccesity of Bibliography/مستلزمة المراجع

১. বিশ্বের সব তথ্য একজন পাঠক ও গবেষক একত্রে পেতে পারেন গ্রন্থপঞ্জীর মাধ্যমে। গবেষণার ক্ষেত্রে প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে গ্রন্থপঞ্জীর সহায়তা ছাড়া গবেষণা কাজ চলতে পারে না। এক্ষেত্রে গ্রন্থপঞ্জী একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লেখার শেষে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া কেবল থিসিস বা ডিসারটেশনের বেলায় 'অত্যাবশ্যক' অন্য ক্ষেত্রে নয়।

www.pathagar.com

২. গ্রন্থপঞ্জী অন্যক্ষেত্রেও দেওয়া ভালো এবং বিশেষ ক্ষেত্রে দেওয়া আবশ্যিক। মূল রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে রেফারেন্স দেওয়ার হলে পরিশিষ্টে উপযুক্ত গ্রন্থপঞ্জী সংযোজন করে, সে অভাব আংশিকভাবে দূর করা যেতে পারে।
৩. গ্রন্থপঞ্জীতে গ্রন্থাদির 'পূর্ণ' বিবরণ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে লেখার 'ভেতরে' রেফারেন্স দেওয়ার সময় কেবল লেখক ও গ্রন্থাদির নাম এবং পৃষ্ঠা-সংখ্যা উল্লেখ করলেই চলবে।
৪. গ্রন্থের একাধিক সংস্করণ থাকলে ব্যবহৃত সংস্করণের সংখ্যা, প্রকাশনা সংস্থার নাম, প্রকাশের স্থান, সময় প্রভৃতি উল্লেখ করতে হবে। গ্রন্থে এগুলোর কোন একটা উহ্য থাকলে তাও বলতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জীর উদ্দেশ্য/Objectives of Bibliography/أهداف المراجع

গ্রন্থভিত্তিক জ্ঞান অন্বেষণকারীকে বিশ্বে প্রকাশিত জ্ঞানের সন্ধান দেওয়াই গ্রন্থপঞ্জীর উদ্দেশ্য। একজন গবেষক গ্রন্থপঞ্জীর মাধ্যমে জানতে পারেন তার গবেষণা কতটুকু এগিয়েছে, কতটুকু বাকি আছে ইত্যাদি।

১. গ্রন্থপঞ্জী কোন গ্রন্থ বা তথ্যপূর্ণ পত্র-পত্রিকার বিষয়ে সঠিক তথ্যের উৎস নির্দেশ করে।
২. গ্রন্থপঞ্জী টীকাযুক্ত হলে বিষয়ের পরিধি ও মান এবং প্রবন্ধটি গবেষণা কাজে উপযোগী কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে।

লেখক গ্রন্থপঞ্জী/Author Bibliography/مراجع المصنف

একজন নির্দিষ্ট লেখকের লিখিত বা প্রকাশিত রচনাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকাকে লেখক গ্রন্থপঞ্জী বলে। এতে নির্দিষ্ট লেখকের নিজস্ব লেখা পুস্তক, প্রকাশিত কোন প্রবন্ধ, সম্পাদিত কোন প্রকাশনা সব কিছুই অন্তর্ভূক্ত হয়।

গ্রন্থপঞ্জী ও গ্রন্থসূচীর পার্থক্য/Different of Bibliography and Booklist

গ্রন্থপঞ্জী হচ্ছে আধুনিক যুগের গ্রন্থের তালিকা। গ্রন্থপঞ্জী গ্রন্থাগারে সীমাবদ্ধ নয়। কিন্তু গ্রন্থসূচী শুধুমাত্র গ্রন্থাগারে সংগৃহীত সকল গ্রন্থের তালিকা, যা প্রত্যেক গ্রন্থাগারে সীমাবদ্ধ।

গ্রন্থপঞ্জী লেখার পদ্ধতি/Methods of Bibliography/منهج كتابة المراجع

১. গ্রন্থকারের নাম (প্রথমে শেষ নাম বা পারিবারিক নাম তারপর কমা "সিদ্দীকী, রহমত আলী" দিতে হবে।)

২. বাঙ্গালী গ্রন্থকারের বেলায় পুরো নাম লিখে কমা দিতে হবে।

৩. গ্রন্থ, প্রতিবেদন, গবেষণা প্রবন্ধ ইত্যাদির শিরোনাম লিখে তার নিচে দাগ "আল-কুরআনে প্রাণী প্রসঙ্গ", অথবা *Italic* অথবা **Bold** তারপর কমা দিতে হয়।

৪. প্রকাশের স্থান লিখে : (কোলন চিহ্ন) ব্যবহার করতে হবে।

৫. প্রকাশনা সংস্থার নাম, এরপর কমা ।

৬. প্রকাশের সাল এরপর দাঁড়ি বা কমা হবে।

৭. প্রয়োজন হলে মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা লিখে তারপর দাঁড়ি বা ফুলস্টপ হবে।

৮. লেখকের নাম আদ্যাক্ষরের বর্ণানুক্রমিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৯. লেখকের নামের মূল অংশ আগে আসবে, তারপর কমা বসিয়ে বাকী অংশ অথবা কেবল তার আদ্যক্ষর বসাতে হবে। যেমন-"হোসেন, ড. মোহাম্মদ লোকমান"

১০. 'বইয়ের' নামের আদ্যাক্ষরে ক্রম ব্যবহার না করে 'লেখকের' নামের আদ্যাক্ষরের ক্রম ব্যবহার করতে হবে। তবে একই নাম উল্লেখ করার পর, লেখকের বই উল্লেখ করা হলে- প্রথমবার লেখকের নাম উল্লেখ করার পর লেখকের নামের স্থলে ড্যাশ ও কমা (–,) ব্যবহার করতে হবে; এবং প্রকাশনার কাল অনুসারে তাঁর গ্রন্থের নাম লিখতে হবে।

১১. লেখকের নাম না থাকলে লেখক বাদে বাকীটুকু যেভাবে লেখা হত সেভাবেই লিখতে হবে।

১২. কোন লেখকের রচনা তার সংকলিত রচনার মধ্যে থাকলে প্রথমে লেখকের নাম লিখে কমা, এরপর সংকলকের নাম তারপর কমা, তারপর সংকলিত গ্রন্থের নাম লিখতে হবে।

১৩. গ্রন্থ/সাময়িকী আরবী, ফারসী ও উর্দূ হলে বাংলায় উচ্চারণ ভিত্তিক প্রতিবর্ণায়ন পদ্ধতি অনুসারে উপরোক্ত ক্রমে নাম ইত্যাদি লিখতে হবে।

১৪. গ্রন্থ সাময়িকী, ইংরেজী, ফারসী, জার্মান প্রভৃতি য়ুরোপীয় ভাষায় হলে, ইংরেজি (রোমান) হরফে নাম ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৫. অনূদিত গ্রন্থ হলে প্রথমে মূল গ্রন্থকার, গ্রন্থের ভাষা, প্রকাশনার স্থান ও সাল ইত্যাদি লিখতে হবে, অনূদিত গ্রন্থের নাম ভিন্ন হলে, সে নামটিও উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

১৬. অনূদিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রথমে লেখক এরপর গ্রন্থের নাম এরপর অনুবাদকের নাম (সাথে অনূদিত) উল্লেখ করার পর কমা বসবে।

১৭. আরবী, ফারসী, উর্দূ গ্রন্থের নাম খুব দীর্ঘ হলে মোটামুটি পাঁচ শব্দের বেশী হলে সংশ্লিষ্ট ভাষায় তার নাম লিখতে হবে।

১৮. ইংরেজী বর্ণে যে সকল পুস্তকের নাম লিপিবদ্ধ করা হবে, সেগুলির প্রকাশনার স্থান, সাল, খণ্ড, পৃষ্ঠা, ইত্যাদি অনুরপভাবে ইংরেজী বর্ণে যেভাবে ইংরেজী বিশ্বকোষে আছে (Diavertical Markসহ) লিখতে হবে।

১৯. গ্রন্থের নামের আগে A, An বা The (বাংলায় 'এক' একটি ইত্যাদি) থাকলে তা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

২০. জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের বেলায় প্রথমে লেখক, তারপর 'প্রবন্ধে'র নাম যুগ্ম উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে উল্লেখ করে এরপর জার্নালের পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে। যেমন- সিদ্দীকী, ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম,"তওফীক আল-হাকীম: আধুনিক আরবী নাটক রচনায় তাঁর অবদান" এ্যারারিক জার্নাল, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, খণ্ড-২০,সংখা-২,ডিসেম্বর, ২০০০।

২১. ইংরেজী গ্রন্থের নাম উল্লেখ করার সময় Articles, Prepositions ও Conjuctions (the, to, and ইত্যাদি) বাদে অন্যান্য শব্দের আদ্যক্ষর বড় হাতের হবে। যেমন- to the Moon. তবে নামের প্রথম শব্দ হলে এগুলোর আদ্যক্ষরও বড় হাতের হবে। যেমন-The History of Bengal.

২২. বাংলা বর্ণে লিখিত পুস্তকের বেলায় সাল, প্রকশনার স্থান, খন্ড,পৃষ্ঠা বাংলাতে লিখতে হবে। তবে যদি কোন পুস্তক পাশ্চাত্যে সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়, তবে সম্পাদক ও প্রকাশনার স্থানের নাম ইংরেজী বর্ণে দেওয়া যেতে পারে।

২৩. সম্পাদিত গ্রন্থের বেলায় সম্পাদকের নাম (সাথে সম্পাদিত) উল্লেখ করার পর কমা বসিয়ে 'ed.' (সম্পাদক একাধিক হলে eds.) অথবা 'সম.' লিখে দিতে হবে।

২৪. বিশ্বকোষে প্রকাশিত প্রবন্ধের বেলায় প্রথমে লেখক, তারপর প্রবন্ধের নাম যুগ্ম উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে উল্লেখ করে এরপর বিশ্বকোষের নাম, এরপর সংস্করণসহ খণ্ড ও পৃষ্ঠার উল্লেখ করতে হবে।

www.pathagar.com

যেমন- সিদ্দীকী, ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম "হোসেন, সৈয়দ মোয়াজ্জেম" বাংলাপিডিয়া, এসিয়াটিক সোসাইট অব বাংলাদেশ, ২০০০, ১ম সংস্করণ, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা, ১১২।

২৫. সাধারণত কোন গ্রন্থের অধ্যায়ের শিরোনাম উল্লেখ করা হয় না। উল্লেখ করলে, গ্রন্থকারের নামের পর সে শিরোনাম, গ্রন্থের নাম, অধ্যায়ের সংখ্যা, তারপর গ্রন্থ বিবরণীর অন্যান্য অংশ উল্লেখ করতে হবে।

২৬. সংস্থা/সংগঠন/প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাকারের মত হলে প্রথমে সংস্থা/সংগঠন/প্রতিষ্ঠান-এর নাম উল্লেখ করে কমা তারপর সাধারণ রেফারেন্সের মতই সব উল্লেখ করতে হবে।

২৭. প্রকাশিত রিপোর্ট হলে প্রথমে নিয়ম অনুযায়ী লেখকের নাম, তারপর রিপোর্টের শিরোনাম নাম, এরপর প্রতিষ্ঠানের নাম, এরপর প্রকাশিত মাসসহ সাল উল্লেখ করতে হবে।

২৮. প্রকাশিত রিপোর্টে চেয়ারম্যানের নাম দেয়া থাকলে, প্রথমে নিয়মানুযায়ী রিপোর্টের শিরোনাম নাম এরপর চেয়ারম্যানের নাম ও সাল উল্লেখ করতে হবে।

২৯. প্রকাশিত রিপোর্টের লেখক এসোসিয়েশন, বোর্ড বা কমিশন হলে প্রথমে এসোসিয়েশন, বোর্ড বা কমিশন কর্তৃক প্রণীত কমিটির রিপোর্ট এরপর সাল উল্লেখ করতে হবে।

৩০. সরকারী কোন বিভাগের বর্ষপঞ্জী হলে প্রথমে সে বিভাগের নাম, এরপর বর্ষপঞ্জী, এরপর সাল উল্লেখ করতে হবে।

৩১. সরকারী কোন বিভাগের বর্ষপঞ্জীতে কোন প্রবন্ধ হলে প্রথমে লেখকসহ প্রবন্ধের নাম, তারপর সে বিভাগের বর্ষপঞ্জী, এরপর সাল উল্লেখ করতে হবে।

৩২. অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি হলে প্রথমে নিয়মানুযায়ী গ্রন্থকারের নাম, তারপর পাণ্ডুলিপির শিরোনাম, সাল ও পাণ্ডুলিপিটি অপ্রকাশিত, এই কথাটি লিখতে হবে। যেমন- হাসানাত, ড. শরীফা সুলতানা (২০১১), "মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার সোয়া দু'শ বছর" অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি।

www.pathagar.com

৩৩. অপ্রকাশিত থিসিস হলে প্রথমে নিয়মানুযায়ী লেখকের নাম, থিসিসের শিরোনাম, অপ্রকাশিত থিসিস, যে বিভাগে ও যে প্রতিষ্ঠানে এ শিরোনামে গবেষণা হয়েছে তার নাম লিখতে হবে। যেমন- হাসানাত, ড. শরীফা সুলতানা (২০১১), "আরবী ও ইসলামী শিক্ষা চর্চায় বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা" অপ্রকাশিত থিসিস, আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

৩৪. উল্লেখকৃত অংশ অধ্যায় না হয়ে লেকচার হলে Chap.-এর জায়গায় লিখতে হবে Lect.(বহুবচনে Lects.)। বই বা পত্রিকার নামের নীচে 'রেখা' অথবা *Italic* অথবা **Bold** করতে হবে।

৩৫. কথার ভেতর ফাঁক (Gape) বোঝাবার জন্য সমরূপ ব্যবধানে তিনটা বিন্দু ব্যবহার করবেন। নমুনা : "Knowledge is power....we must remember this." এখানে 'power'-এর কাছাকাছি বিন্দুটা ফুলস্টপ। পরবর্তী তিনটা বিন্দুতে বোঝা যাচ্ছে যে, বাক্য দু'টোর মাঝে কিছু কথা বাদ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি বাক্যই অবশ্য পুরোপুরি উদ্ধৃত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী বিন্যাস পদ্ধতি/Methods of Arregment of Bibliography/ منهج تركيب المراجع

'গ্রন্থপঞ্জী' সবসময় ঠিক একইভাবে তৈরি হয় না। তবে একইভাবে তৈরী হওয়া বাঞ্ছনীয়। গবেষণা শেষে থিসিসে ব্যবহৃত গ্রন্থগুলো নিম্নলিখিত ধারা অনুযায়ী সাজাতে হয়।

- শিরোনাম অনুসারে
- নামের ক্যাটালগ অনুসারে
- বিষয় অনুসারে
- বিষয়ের বর্ণানুক্রমিক অনুসারে
- অভিধান অনুসারে
- ভৌগলিক অনুসারে
- ভাষা অনুসারে
- বাৎসরিক প্রকাশনা অনুসারে
- পিরিওড বা সময় অনুসারে
- বিষয় শিরোনাম অনুসারে/বিষয় শ্রেণী অনুসারে।

এভাবে 'গ্রন্থপঞ্জী' রচনা করলে গবেষণা মান সম্মত হবে। অন্যথায় নয়।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

হিজরী সালকে খ্রীষ্টাব্দে পরিণত করার পদ্ধতি
হিজরী/খ্রীষ্টাব্দ সালের তালিকা
খলীফাদের নাম ও কার্যকাল

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

হিজরী সালকে খ্রীষ্টাব্দে পরিণত করার পদ্ধতি

(منهج كتابة السنة الهجرية الي الميلادية)

আমরা জানি যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর তিরোধানের তারিখ হতে খ্রীষ্টাব্দ সাল গণনা শুরু হয়। আর হিজরী সাল গণনা শুরু হয় মুহাম্মদ (স.)-এর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের তারিখ হতে। কিন্তু হিজরী সাল মুহাম্মদ(স.)-এর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের তারিখ হতে শুরু হলেও এর গণনা শুরু হয় খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা.) এর খিলাফত কালে।

আমরা আরো জানি যে, চান্দ্র মাসের হিসাবে হিজরী বছর চান্দ্র মাসের গণনায় ৩৫৪ (কোন কোন সময় ৩৫৪+১ = ৩৫৫ দিন) দিনে পূর্ণ হয়। অথচ খ্রীস্টীয় সৌর সাল ৩৬৫ (কোন কোন সময় ৩৬৫+১= ৩৬৬) দিনে এক বছর ধরা হয়। ফলে হিজরী সাল প্রতি সৌর বছর হতে ১১ দিন কম থাকে।

হিজরী সাল ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই হতে গণণা করা হয়। এখন হিজরী সালকে খ্রীষ্টীয় সালে রূপান্তরিত করতে হলে, হিজরী সালের সংখ্যাকে ৩৩ দিয়ে ভাগ করে প্রাপ্ত ভাগফলকে, হিজরী সালের পূর্ণসংখ্যা হতে বাদ দিয়ে, তার সাথে ৬২২যোগ দিলে খ্রীষ্টীয় সাল পাওয়া যাবে। যেমন: হিজরী ৯৯০সালে খ্রীষ্টীয় কত সাল হবে? খ্রীষ্টীয় ১৫৮২ সাল হবে। অংকটি এভাবে কষতে হবে। ৯৯০÷৩৩=৩০। ৯৯০-৩০=৯৬০+৬২২=১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ। তবে কোন কোন সময় ১/২ বছর হেরফের হতে পারে।

বর্তমান যুগে খ্রীষ্টাব্দ সালের সাথে হিজরী সাল উল্লেখ গবেষণার ক্ষেত্রে একটি বড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের অনেক গবেষকের এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে খ্রীষ্টাব্দ সালের সাথে তারা হিজরী সাল উল্লেখ করতে পারেন না।তাই বিভিন্ন গ্রন্থের সহায়তায় এখানে ১/৬২২ সাল হতে ১৫৪১/ ২১২০ সাল পর্যন্ত হিজরী সালের সাথে খ্রীষ্টাব্দ সাল হিসাব করে দেখানো হলো।

www.pathagar.com

হিজরী/খ্রিষ্টাব্দ সালের তালিকা

১/৬২২ সাল হতে ১৫৪১/২১২০ সাল পর্যন্ত।

হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল
১/৬২২	২১/৬৪১	৪১/৬৬১	৬১/৬৮০	৮১/৭০০	১০১/৭১৯	১২১/৭৩৮
২/৬২৩	২২/৬৪২	৪২/৬৬২	৬২/৬৮১	৮২/৭০১	১০২/৭২০	১২২/৭৩৯
৩/৬২৪	২৩/৬৪৩	৪৩/৬৬৩	৬৩/৬৮২	৮৩/৭০২	১০৩/৭২১	১২৩/৭৪০
৪/৬২৫	২৪/৬৪৪	৪৪/৬৬৪	৬৪/৬৮৩	৮৪/৭০৩	১০৪/৭২২	১২৪/৭৪১
৫/৬২৬	২৫/৬৪৫	৪৫/৬৬৫	৬৫/৬৮৪	৮৫/৭০৪	১০৫/৭২৩	১২৫/৭৪২
৬/৬২৭	২৬/৬৪৬	৪৬/৬৬৬	৬৬/৬৮৫	৮৬/৭০৫	১০৬/৭২৪	১২৬/৭৪৩
৭/৬২৮	২৭/৬৪৭	৪৭/৬৬৭	৬৭/৬৮৬	৮৭/৭০৫	১০৭/৭২৫	১২৭/৭৪৪
৮/৬২৯	২৮/৬৪৮	৪৮/৬৬৮	৬৮/৬৮৭	৮৮/৭০৬	১০৮/৭২৬	১২৮/৭৪৫
৯/৬৩০	২৯/৬৫৯	৪৯/৬৬৯	৬৯/৬৮৮	৮৯/৭০৭	১০৯/৭২৭	১২৯/৭৪৬
১০/৬৩১	৩০/৬৫০	৫০/৬৭০	৭০/৬৮৯	৯০/৭০৮	১১০/৭২৮	১৩০/৭৪৭
১১/৬৩২	৩১/৬৫১	৫১/৬৭১	৭১/৬৯০	৯১/৭০৯	১১১/৭২৯	১৩১/৭৪৮
১২/৬৩৩	৩২/৬৫২	৫২/৬৭২	৭২/৬৯১	৯২/৭১০	১১২/৭৩০	১৩২/৭৪৯
১৩/৬৩৪	৩৩/৬৫৩	৫৩/৬৭২	৭৩/৬৯২	৯৩/৭১১	১১৩/৭৩১	১৩৩/৭৫০
১৪/৬৩৫	৩৪/৬৫৪	৫৪/৬৭৩	৭৪/৬৯৩	৯৪/৭১২	১১৪/৭৩২	১৩৪/৭৫১
১৫/৬৩৬	৩৫/৬৫৫	৫৫/৬৭৪	৭৫/৬৯৪	৯৫/৭১৩	১১৫/৭৩৩	১৩৫/৭৫২
১৬/৬৩৭	৩৬/৬৫৬	৫৬/৬৭৫	৭৬/৬৯৫	৯৬/৭১৪	১১৬/৭৩৪	১৩৬/৭৫৩
১৭/৬৩৮	৩৭/৬৫৭	৫৭/৬৭৬	৭৭/৬৯৬	৯৭/৭১৫	১১৭/৭৩৫	১৩৭/৭৫৪
১৮/৬৩৯	৩৮/৬৫৮	৫৮/৬৭৭	৭৮/৬৯৭	৯৮/৭১৬	১১৮/৭৩৬	১৩৮/৭৫৫
১৯/৬৪০	৩৯/৬৬৯	৫৯/৬৭৮	৭৯/৬৯৮	৯৯/৭১৭	১১৯/৭৩৭	১৩৯/৭৫৬
২০/৬৪০	৪০/৬৬০	৬০/৬৭৯	৮০/৬৯৯	১০০/৭১৮	১২০/৭৩৭	১৪০/৭৫৭

www.pathagar.com

হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল
১৪১/৭৫৮	১৭১/৭৮৭	২০১/৮১৬	২৩১/৮৪৫	২৬১/৮৭৪	২৯১/৯০৩	৩২১/৯৩৩
১৪২/৭৫৯	১৭২/৭৮৮	২০২/৮১৭	২৩২/৮৪৬	২৬২/৮৭৫	২৯২/৯০৪	৩২২/৯৩৩
১৪৩/৭৬০	১৭৩/৭৮৯	২০৩/৮১৮	২৩৩/৮৪৭	২৬৩/৮৭৬	২৯৩/৯০৫	৩২৩/৯৩৪
১৪৪/৭৬১	১৭৪/৭৯০	২০৪/৮১৯	২৩৪/৮৪৮	২৬৪/৮৭৭	২৯৪/৯০৬	৩২৪/৯৩৫
১৪৫/৭৬২	১৭৫/৭৯১	২০৫/৮২০	২৩৫/৮৪৯	২৬৫/৮৭৮	২৯৫/৯০৭	৩২৫/৯৩৬
১৪৬/৭৬৩	১৭৬/৭৯২	২০৬/৮২১	২৩৬/৮৫০	২৬৬/৮৭৯	২৯৬/৯০৮	৩২৬/৯৩৭
১৪৭/৭৬৪	১৭৭/৭৯৩	২০৭/৮২২	২৩৭/৮৫১	২৬৭/৮৮০	২৯৭/৯০৯	৩২৭/৯৩৮
১৪৮/৭৬৫	১৭৮/৭৯৪	২০৮/৮২৩	২৩৮/৮৫২	২৬৮/৮৮১	২৯৮/৯১০	৩২৮/৯৩৯
১৪৯/৭৬৬	১৭৯/৭৯৫	২০৯/৮২৪	২৩৯/৮৫৩	২৬৯/৮৮১	২৯৯/৯১১	৩২৯/৯৪০
১৫০/৭৬৭	১৮০/৭৯৬	২১০/৮২৫	২৪০/৮৫৪	২৭০/৮৮৩	৩০০/৯১২	৩৩০/৯৪১
১৫১/৭৬৮	১৮১/৭৯৭	২১১/৮২৬	২৪১/৮৫৫	২৭১/৮৮৪	৩০১/৯১৩	৩৩১/৯৪২
১৫২/৭৬৯	১৮২/৭৯৮	২১২/৮২৭	২৪২/৮৫৬	২৭২/৮৮৫	৩০২/৯১৪	৩৩২/৯৪৩
১৫৩/৭৭০	১৮৩/৭৯৯	২১৩/৮২৮	২৪৩/৮৫৭	২৭৩/৮৮৬	৩০৩/৯১৫	৩৩৩/৯৪৪
১৫৪/৭৭০	১৮৪/৮০০	২১৪/৮২৯	২৪৪/৮৫৮	২৭৪/৮৮৭	৩০৪/৯১৬	৩৩৪/৯৪৫
১৫৫/৭৭১	১৮৫/৮০১	২১৫/৮৩০	২৪৫/৮৫৯	২৭৫/৮৮৮	৩০৫/৯১৭	৩৩৫/৯৪৬
১৫৬/৭৭২	১৮৬/৮০২	২১৬/৮৩১	২৪৬/৮৬০	২৭৬/৮৮৯	৩০৬/৯১৮	৩৩৬/৯৪৭
১৫৭/৭৭৩	১৮৭/৮০২	২১৭/৮৩২	২৪৭/৮৬১	২৭৭/৮৯০	৩০৭/৯১৯	৩৩৭/৯৪৮
১৫৮/৭৭৪	১৮৮/৮০৩	২১৮/৮৩৩	২৪৮/৮৬২	২৭৮/৮৯১	৩০৮/৯২০	৩৩৮/৯৪৯
১৫৯/৭৭৫	১৮৯/৮০৪	২১৯/৮৩৪	২৪৯/৮৬৩	২৭৯/৮৯২	৩০৯/৯২১	৩৩৯/৯৫০
১৬০/৭৭৬	১৯০/৮০৫	২২০/৮৩৫	২৫০/৮৬৪	২৮০/৮ ৯৩	৩১০/৯২২	৩৪০/৯৫১
১৬১/৭৭৭	১৯১/৮০৬	২২১/৮৩৫	২৫১/৮৬৫	২৮১/৮৯৪	৩১১/৯২৩	৩৪১/৯৫২
১৬২/৭৭৮	১৯২/৮০৭	২২২/৮৩৬	২৫২/৮৬৬	২৮২/৮৯৫	৩১২/৯২৪	৩৪২/৯৫৩
১৬৩/৭৭৯	১৯৩/৮০৮	২২৩/৮৩৭	২৫৩/৮৬৭	২৮৩/৮৯৬	৩১৩/৯২৫	৩৪৩/৯৫৪
১৬৪/৭৮০	১৯৪/৮০৯	২২৪/৮৩৮	২৫৪/৮৬৮	২৮৪/৮৯৭	৩১৪/৯২৬	৩৪৪/৯৫৫
১৬৫/৭৮১	১৯৫/৮১০	২২৫/৮৩৯	২৫৫/৮৬৮	২৮৫/৮৯৮	৩১৫/৯২৭	৩৪৫/৯৫৬
১৬৬/৭৮২	১৯৬/৮১১	২২৬/৮৪০	২৫৬/৮৬৯	২৮৬/৮৯৯	৩১৬/৯২৮	৩৪৬/৯৫৭
১৬৭/৭৮৩	১৯৭/৮১২	২২৭/৮৪১	২৫৭/৮৭০	২৮৭/৯০০	৩১৭/৯২৯	৩৪৭/৯৫৮
১৬৮/৭৮৪	১৯৮/৮১৩	২২৮/৮৪২	২৫৮/৮৭১	২৮৮/৯০০	৩১৮/৯৩০	৩৪৮/৯৫৯
১৬৯/৭৮৫	১৯৯/৮১৪	২২৯/৮৪৩	২৫৯/৮৭২	২৮৯/৯০১	৩১৯/৯৩১	৩৪৯/৯৬০
১৭০/৭৮৬	২০০/৮১৫	২৩০/৮৪৪	২৬০/৮৭৩	২৯০/৯০২	৩২০/৯৩২	৩৫০/৯৬১

www.pathagar.com

হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল
৩৫১/৯৬২	৩৮১/৯৯১	৪১১/১০২০	৪৪১/১০৪৯	৪৭১/১০৭৮	৫০১/১১০৭	৫৩১/১১৩৬
৩৫২/৯৬৩	৩৮২/৯৯২	৪১২/১০২১	৪৪২/১০৫০	৪৭২/১০৭৯	৫০২/১১০৮	৫৩২/১১৩৭
৩৫৩/৯৬৪	৩৮৩/৯৯৩	৪১৩/১০২২	৪৪৩/১০৫১	৪৭৩/১০৮০	৫০৩/১১০৯	৫৩৩/১১৩৮
৩৫৪/৯৬৫	৩৮৪/৯৯৪	৪১৪/১০২৩	৪৪৪/১০৫২	৪৭৪/১০৮১	৫০৪/১১১০	৫৩৪/১১৩৯
৩৫৫/৯৬৫	৩৮৫/৯৯৫	৪১৫/১০২৪	৪৪৫/১০৫৩	৪৭৫/১০৮২	৫০৫/১১১১	৫৩৫/১১৪০
৩৫৬/৯৬৬	৩৮৬/৯৯৬	৪১৬/১০২৫	৪৪৬/১০৫৪	৪৭৬/১০৮৩	৫০৬/১১১২	৫৩৬/১১৪১
৩৫৭/৯৬৭	৩৮৭/৯৯৭	৪১৭/১০২৬	৪৪৭/১০৫৫	৪৭৭/১০৮৪	৫০৭/১১১৩	৫৩৭/১১৪২
৩৫৮/৯৬৮	৩৮৮/৯৯৮	৪১৮/১০২৭	৪৪৮/১০৫৬	৪৭৮/১০৮৫	৫০৮/১১১৪	৫৩৮/১১৪৩
৩৫৯/৯৬৯	৩৮৯/৯৯৮	৪১৯/১০২৮	৪৪৯/১০৫৭	৪৭৯/১০৮৬	৫০৯/১১১৫	৫৩৯/১১৪৪
৩৬০/৯৭০	৩৯০/৯৯৯	৪২০/১০২৯	৪৫০/১০৫৮	৪৮০/১০৮৭	৫১০/১১১৬	৫৪০/১১৪৫
৩৬১/৯৭১	৩৯১/১০০০	৪২১/১০৩০	৪৫১/১০৫৯	৪৮১/১০৮৮	৫১১/১১১৭	৫৪১/১১৪৬
৩৬২/৯৭২	৩৯২/১০০১	৪২২/১০৩০	৪৫২/১০৬০	৪৮২/১০৮৯	৫১২/১১১৮	৫৪২/১১৪৭
৩৬৩/৯৭৩	৩৯৩/১০০২	৪২৩/১০৩১	৪৫৩/১০৬১	৪৮৩/১০৯০	৫১৩/১১১৯	৫৪৩/১১৪৮
৩৬৪/৯৭৪	৩৯৪/১০০৩	৪২৪/১০৩২	৪৫৪/১০৬২	৪৮৪/১০৯১	৫১৪/১১২০	৫৪৪/১১৪৯
৩৬৫/৯৭৫	৩৯৫/১০০৪	৪২৫/১০৩৩	৪৫৫/১০৬৩	৪৮৫/১০৯২	৫১৫/১১২১	৫৪৫/১১৫০
৩৬৬/৯৭৬	৩৯৬/১০০৫	৪২৬/১০৩৪	৪৫৬/১০৬৩	৪৮৬/১০৯৩	৫১৬/১১২২	৫৪৬/১১৫১
৩৬৭/৯৭৭	৩৯৭/১০০৬	৪২৭/১০৩৫	৪৫৭/১০৬৪	৪৮৭/১০৯৪	৫১৭/১১২৩	৫৪৭/১১৫২
৩৬৮/৯৭৮	৩৯৮/১০০৭	৪২৮/১০৩৬	৪৫৮/১০৬৫	৪৮৮/১০৯৫	৫১৮/১১২৪	৫৪৮/১১৫৩
৩৬৯/৯৭৯	৩৯৯/১০০৮	৪২৯/১০৩৭	৪৫৯/১০৬৬	৪৮৯/১০৯৫	৫১৯/১১২৫	৫৪৯/১১৫৪
৩৭০/৯৮০	৪০০/১০০৯	৪৩০/১০৩৮	৪৬০/১০৬৭	৪৯০/১০৯৬	৫২০/১১২৬	৫৫০/১১৫৫
৩৭১/৯৮১	৪০১/১০১০	৪৩১/১০৩৯	৪৬১/১০৬৮	৪৯১/১০৯৭	৫২১/১১২৭	৫৫১/১১৫৬
৩৭২/৯৮২	৪০২/১০১১	৪৩২/১০৪০	৪৬২/১০৬৯	৪৯২/১০৯৮	৫২২/১১২৮	৫৫২/১১৫৭
৩৭৩/৯৮৩	৪০৩/১০১২	৪৩৩/১০৪১	৪৬৩/১০৭০	৪৯৩/১০৯৯	৫২৩/১১২৮	৫৫৩/১১৫৮
৩৭৪/৯৮৪	৪০৪/১০১৩	৪৩৪/১০৪২	৪৬৪/১০৭১	৪৯৪/১১০০	৫২৪/১১২৯	৫৫৪/১১৫৯
৩৭৫/৯৮৫	৪০৫/১০১৪	৪৩৫/১০৪৩	৪৬৫/১০৭২	৪৯৫/১১০১	৫২৫/১১৩০	৫৫৫/১১৬০
৩৭৬/৯৮৬	৪০৬/১০১৫	৪৩৬/১০৪৪	৪৬৬/১০৭৩	৪৯৬/১১০২	৫২৬/১১৩১	৫৫৬/১১৬০
৩৭৭/৯৮৭	৪০৭/১০১৬	৪৩৭/১০৪৫	৪৬৭/১০৭৪	৪৯৭/১১০৩	৫২৭/১১৩২	৫৫৭/১১৬১
৩৭৮/৯৮৮	৪০৮/১০১৭	৪৩৮/১০৪৬	৪৬৮/১০৭৫	৪৯৮/১১০৪	৫২৮/১১৩৩	৫৫৮/১১৬২
৩৭৯/৯৮৯	৪০৯/১০১৮	৪৩৯/১০৪৭	৪৬৯/১০৭৬	৪৯৯/১ ০৫	৫২৯/১১৩৪	৫৫৯/১১৬৩
৩৮০/৯৯০	৪১০/১০১৯	৪৪০/১০৪৮	৪৭০/১০৭৭	৫০০/১১০৬	৫৩০/১১৩৫	৫৬০/১১৬৪

হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল
৫৬১/১১৬৫	৫৯১/১১৯৪	৬২১/১২২৪	৬৫১/১২৫৩	৬৮১/১২৮২	৭১১/১৩১১	৭৪১/১৩৪০
৫৬২/১১৬৬	৫৯২/১১৯৫	৬২২/১২২৫	৬৫২/১২৫৪	৬৮২/১২৮৩	৭১২/১৩১২	৭৪২/১৩৪১
৫৬৩/১১৬৭	৫৯৩/১১৯৬	৬২৩/১২২৬	৬৫৩/১২৫৫	৬৮৩/১২৮৪	৭১৩/১৩১৩	৭৪৩/১৩৪২
৫৬৪/১১৬৮	৫৯৪/১১৯৭	৬২৪/১২২৬	৬৫৪/১২৫৬	৬৮৪/১২৮৫	৭১৪/১৩১৪	৭৪৪/১৩৪৩
৫৬৫/১১৬৯	৫৯৫/১১৯৮	৬২৫/১২২৭	৬৫৫/১২৫৭	৬৮৫/১২৮৬	৭১৫/১৩১৫	৭৪৫/১৩৪৪
৫৬৬/১১৭০	৫৯৬/১১৯৯	৬২৬/১২২৮	৬৫৬/১২৫৮	৬৮৬/১২৮৭	৭১৬/১৩১৬	৭৪৬/১৩৪৫
৫৬৭/১১৭১	৫৯৭/১২০০	৬২৭/১২২৯	৬৫৭/১২৫৮	৬৮৭/১২৮৮	৭১৭/১৩১৭	৭৪৭/১৩৪৬
৫৬৮/১১৭২	৫৯৮/১২০১	৬২৮/১২৩০	৬৫৮/১২৬৯	৬৮৮/১২৮৯	৭১৮/১৩১৮	৭৪৮/১৩৪৭
৫৬৯/১১৭৩	৫৯৯/১২০২	৬২৯/১২৩১	৬৫৯/১২৬০	৬৮৯/১২৯০	৭১৯/১৩১৯	৭৪৯/১৩৪৮
৫৭০/১১৭৪	৬০০/১২০৩	৬৩০/১২৩২	৬৬০/১২৬১	৬৯০/১২৯১	৭২০/১৩২০	৭৫০/১৩৪৯
৫৭১/১১৭৫	৬০১/১২০৪	৬৩১/১২৩৩	৬৬১/১২৬২	৬৯১/১২৯১	৭২১/১৩২১	৭৫১/১৩৫০
৫৭২/১১৭৬	৬০২/১২০৫	৬৩২/১২৩৪	৬৬২/১২৬৩	৬৯২/১২৯২	৭২২/১৩২২	৭৫২/১৩৫১
৫৭৩/১১৭৭	৬০৩/১২০৬	৬৩৩/১২৩৫	৬৬৩/১২৬৪	৬৯৩/১২৯৩	৭২৩/১৩২৩	৭৫৩/১৩৫২
৫৭৪/১১৭৮	৬০৪/১২০৭	৬৩৪/১২৩৬	৬৬৪/১২৬৫	৬৯৪/১২৯৪	৭২৪/১৩২৩	৭৫৪/১৩৫৩
৫৭৫/১১৭৯	৬০৫/১২০৮	৬৩৫/১২৩৭	৬৬৫/১২৬৬	৬৯৫/১২৯৫	৭২৫/১৩২৪	৭৫৫/১৩৫৪
৫৭৬/১১৮০	৬০৬/১২০৯	৬৩৬/১২৩৮	৬৬৬/১২৬৭	৬৯৬/১২৯৬	৭২৬/১৩২৫	৭৫৬/১৩৫৫
৫৭৭/১১৮১	৬০৭/১২১০	৬৩৭/১২৩৯	৬৬৭/১২৬৮	৬৯৭/১২৯৭	৭২৭/১৩২৬	৭৫৭/১৩৫৬
৫৭৮/১১৮২	৬০৮/১২১১	৬৩৮/১২৪০	৬৬৮/১২৬৯	৬৯৮/১২৯৮	৭২৮/১৩২৭	৭৫৮/১৩৫৬
৫৭৯/১১৮৩	৬০৯/১২১২	৬৩৯/১২৪১	৬৬৯/১২৭০	৬৯৯/১২৯৯	৭২৯/১৩২৮	৭৫৯/১৩৫৭
৫৮০/১১৮৪	৬১০/১২১৩	৬৪০/১২৪২	৬৭০/১২৭১	৭০০/১৩০০	৭৩০/১৩২৯	৭৬০/১৩৫৮
৫৮১/১১৮৫	৬১১/১২১৪	৬৪১/১২৪৩	৬৭১/১২৭২	৭০১/১৩০১	৭৩১/১৩৩০	৭৬১/১৩৫৯
৫৮২/১১৮৬	৬১২/১২১৫	৬৪২/১২৪৪	৬৭২/১২৭৩	৭০২/১৩০২	৭৩২/১৩৩১	৭৬২/১৩৬০
৫৮৩/১১৮৭	৬১৩/১২১৬	৬৪৩/১২৪৫	৬৭৩/১২৭৪	৭০৩/১৩০৩	৭৩৩/১৩৩২	৭৬৩/১৩৬১
৫৮৪/১১৮৮	৬১৪/১২১৭	৬৪৪/১২৪৬	৬৭৪/১২৭৫	৭০/৪১৩০৪	৭৩৪/১৩৩৩	৭৬৪/১৩৬২
৫৮৫/১১৮৯	৬১৫/১২১৮	৬৪৫/১২৪৭	৬৭৫/১২৭৬	৭০৫/১৩০৫	৭৩৫/১৩৩৪	৭৬৫/১৩৬৩
৫৮৬/১১৯০	৬১৬/১২১৯	৬৪৬/১২৪৮	৬৭৬/১২৭৭	৭০৬/১৩০৬	৭৩৬/১৩৩৫	৭৬৬/১৩৬৪
৫৮৭/১১৯১	৬১৭/১২২০	৬৪৭/১২৪৯	৬৭৭/১২৭৮	৭০৭/১৩০৭	৭৩৭/১৩৩৬	৭৬৭/১৩৬৫
৫৮৮/১১৯২	৬১৮/১২২১	৬৪৮/১২৫০	৬৭৮/১২৭৯	৭০৮/১৩০৮	৭৩৮/১৩৩৭	৭৬৮/১৩৬৬
৫৮৯/১১৯৩	৬১৯/১২২২	৬৪৯/১২৫১	৬৭৯/১২৮০	৭০৯/১৩০৯	৭৩৯/১৩৩৮	৭৬৯/১৩৬৭
৫৯০/১১৯৩	৬২০/১১২৩	৬৫০/১২৫২	৬৮০/১২৮১	৭১০/১৩১০	৭৪০/১৩৩৯	৭৭০/১৩৬৮

www.pathagar.com

হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল
৭৭১/১৩৬৯	৮০১/১৩৯৮	৮৩১/১৪২৭	৮৬১/১৪৫৬	৮৯১/১৪৮৬	৯২১/১৫১৫	৯৫১/১৫৪৪
৭৭২/১৩৭০	৮০২/১৩৯৯	৮৩২/১৪২৮	৮৬২/১৪৫৭	৮৯২/১৪৮৬	৯২২/১৫১৬	৯৫২/১৫৪৫
৭৭৩/১৩৭১	৮০৩/১৪০০	৮৩৩/১৪২৯	৮৬৩/১৪৫৮	৮৯৩/১৪৮৭	৯২৩/১৫১৭	৯৫৩/১৫৪৬
৭৭৪/১৩৭২	৮০৪/১৪০১	৮৩৪/১৪৩০	৮৬৪/১৪৫৯	৮৯৪/১৪৮৮	৯২৪/১৫১৮	৯৫৪/১৫৪৭
৭৭৫/১৩৭৩	৮০৫/১৪০২	৮৩৫/১৪৩১	৮৬৫/১৪৬০	৮৯৫/১৪৮৯	৯২৫/১৫১৯	৯৫৫/১৫৪৮
৭৭৬/১৩৭৪	৮০৬/১৪০৩	৮৩৬/১৪৩২	৮৬৬/১৪৬১	৮৯৬/১৪৯০	৯২৬/১৫১৯	৯৫৬/১৫৪৯
৭৭৭/১৩৭৫	৮০৭/১৪০৪	৮৩৭/১৪৩৩	৮৬৭/১৪৬২	৮৯৭/১৪৯১	৯২৭/১৫২০	৯৫৭/১৫৫০
৭৭৮/১৩৭৬	৮০৮/১৪০৫	৮৩৮/১৪৩৪	৮৬৮/১৪৬৩	৮৯৮/১৪৯২	৯২৮/১৫২১	৯৫৮/১৫৫১
৭৭৯/১৩৭৭	৮০৯/১৪০৬	৮৩৯/১৪৩৫	৮৬৯/১৪৬৪	৮৯৯/১৪৯৩	৯২৯/১৫২২	৯৫৯/১৫৫১
৭৮০/১৩৭৮	৮১০/১৪০৭	৮৪০/১৪৩৬	৮৭০/১৪৬৫	৯০০/১৪৯৪	৯৩০/১৫২৩	৯৬০/১৫৫২
৭৮১/১৩৭৯	৮১১/১৪০৮	৮৪১/১৪৩৭	৮৭১/১৪৬৬	৯০১/১৫৯৫	৯৩১/১৫২৪	৯৬১/১৫৫৩
৭৮২/১৩৮০	৮১২/১৪০৯	৮৪২/১৪৩৮	৮৭২/১৪৬৭	৯০২/১৫৯৬	৯৩২/১৫২৫	৯৬২/১৫৫৪
৭৮৩/১৩৮১	৮১৩/১৪১০	৮৪৩/১৪৩৯	৮৭৩/১৪৬৮	৯০৩/১৪৯৭	৯৩৩/১৫২৬	৯৬৩/১৫৫৫
৭৮৪/১৩৮২	৮১৪/১৪১১	৮৪৪/১৪৪০	৮৭৪/১৪৬৯	৯০৪/১৪৯৮	৯৩৪/১৫২৭	৯৬৪/১৫৫৬
৭৮৫/১৩৮৩	৮১৫/১৪১২	৮৪৫/১৪৪১	৮৭৫/১৪৭০	৯০৫/১৪৯৯	৯৩৫/১৫২৮	৯৬৫/১৫৫৭
৭৮৬/১৩৮৪	৮১৬/১৪১৩	৮৪৬/১৪৪২	৮৭৬/১৪৭১	৯০৬/১৫০০	৯৩৬/১৫২৯	৯৬৬/১৫৫৮
৭৮৭/১৩৮৫	৮১৭/১৪১৪	৮৪৭/১৪৪৩	৮৭৭/১৪৭২	৯০৭/১৫০১	৯৩৭/১৫৩০	৯৬৭/১৫৫৯
৭৮৮/১৩৮৬	৮১৮/১৪১৫	৮৪৮/১৪৪৪	৮৭৮/১৪৭৩	৯০৮/১৫০২	৯৩৮/১৫৩১	৯৬৮/১৫৬০
৭৮৯/১৩৮৭	৮১৯/১৪১৬	৮৪৯/১৪৪৫	৮৭৯/১৪৭৪	৯০৯/১৫০৩	৯৩৯/১৫৩২	৯৬৯/১৫৬১
৭৯০/১৩৮৮	৮২০/১৪১৭	৮৫০/১৪৪৬	৮৮০/১৪৭৫	৯১০/১৫০৪	৯৪০/১৫৩৩	৯৭০/১৫৬২
৭৯১/১৩৮৮	৮২১/১৪১৮	৮৫১/১৪৪৭	৮৮১/১৪৭৬	৯১১/১৫০৫	৯৪১/১৫৩৪	৯৭১/১৫৬৩
৭৯২/১৩৮৯	৮২২/১৪১৯	৮৫২/১৪৪৮	৮৮২/১৪৭৭	৯১২/১৫০৬	৯৪২/১৫৩৫	৯৭২/১৫৬৪
৭৯৩/১৩৯০	৮২৩/১৪২০	৮৫৩/১৪৪৯	৮৮৩/১৪৭৮	৯১৩/১৫০৭	৯৪৩/১৫৩৬	৯৭৩/১৫৬৫
৭৯৪/১৩৯১	৮২৪/১৪২১	৮৫৪/১৪৫০	৮৮৪/১৪৭৯	৯১৪/১৫০৮	৯৪৪/১৫৩৭	৯৭৪/১৫৬৬
৭৯৫/১৩৯২	৮২৫/১৪২১	৮৫৫/১৪৫১	৮৮৫/১৪৮০	৯১৫/১৫০৯	৯৪৫/১৫৩৮	৯৭৫/১৫৬৭
৭৯৬/১৩৯৩	৮২৬/১৪২২	৮৫৬/১৪৫২	৮৮৬/১৪৮১	৯১৬/১৫১০	৯৪৬/১৫৩৯	৯৭৬/১৫৬৮
৭৯৭/১৩৯৪	৮২৭/১৪২৩	৮৫৭/১৪৫৩	৮৭৮/১৪৮২	৯১৭/১৫১১	৯৪৭/১৫৪০	৯৭৭/১৫৬৯
৭৯৮/১৩৯৫	৮২৮/১৪২৪	৮৫৮/১৪৫৪	৮৮৮/১৪৮৩	৯১৮/১৫১২	৯৪৮/১৫৪১	৯৭৮/১৫৭০
৭৯৯/১৩৯৬	৮২৯/১৪২৫	৮৫৯/১৪৫৪	৮৮৯/১৪৮৪	৯১৯/১৫১৩	৯৪৯/১৫৪২	৯৭৯/১৫৭১
৮০০/১৩৯৭	৮৩০/১৪২৬	৮৬০/১৪৫৫	৮৯০/১৪৮৫	৯২০/১৫১৪	৯৫০/১৫৪৩	৯৮০/১৫৭২

www.pathagar.com

হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল
৯৮১/১৫৭৩	১০১১/১৬০২	১০৪১/১৬৩১	১০৭১/১৬৬০	১১০১/১৬৮৯	১১৩১/১৭১৮	১১৬১/১৭৪৮
৯৮২/১৫৭৪	১০১২/১৬০৩	১০৪২/১৬৩২	১০৭২/১৬৬১	১১০২/১৬৯০	১১৩২/১৭১৯	১১৬২/১৭৪৮
৯৮৩/১৫৭৫	১০১৩/১৬০৪	১০৪৩/১৬৩৩	১০৭৩/১৬৬২	১১০৩/১৬৯১	১১৩৩/১৭২০	১১৬৩/১৭৪৯
৯৮৪/১৫৭৬	১০১৪/১৬০৫	১০৪৪/১৬৩৪	১০৭৪/১৬৬৩	১১০৪/১৬৯২	১১৩৪/১৭২১	১১৬৪/১৭৫০
৯৮৫/১৫৭৭	১০১৫/১৬০৬	১০৪৫/১৬৩৫	১০৭৫/১৬৬৪	১১০৫/১৬৯৩	১১৩৫/১৭২২	১১৬৫/১৭৫১
৯৮৬/১৫৭৮	১০১৬/১৬০৭	১০৪৬/১৬৩৬	১০৭৬/১৬৬৫	১১০৬/১৬৯৪	১১৩৬/১৭২৩	১১৬৬/১৭৫২
৯৮৭/১৫৭৯	১০১৭/১৬০৮	১০৪৭/১৬৩৭	১০৭৭/১৬৬৬	১১০৭/১৬৯৫	১১৩৭/১৭২৪	১১৬৭/১৭৫৩
৯৮৮/১৫৮০	১০১৮/১৬০৯	১০৪৮/১৬৩৮	১০৭৮/১৬৬৭	১১০৮/১৬৯৬	১১৩৮/১৭২৫	১১৬৮/১৭৫৪
৯৮৯/১৫৮১	১০১৯/১৬১০	১০৪৯/১৬৩৯	১০৭৯/১৬৬৮	১১০৯/১৬৯৭	১১৩৯/১৭২৬	১১৬৯/১৭৫৫
৯৯০/১৫৮২	১০২০/১৬১১	১০৫০/১৬৪০	১০৮০/১৬৬৯	১১১০/১৬৯৮	১১৪০/১৭২৭	১১৭০/১৭৫৬
৯৯১/১৫৮৩	১০২১/১৬১২	১০৫১/১৬৪১	১০৮১/১৬৭০	১১১১/১৬৯৯	১১৪১/১৭২৮	১১৭১/১৭৫৭
৯৯২/১৫৮৪	১০২২/১৬১৩	১০৫২/১৬৪২	১০৮২/১৬৭১	১১১২/১৭০০	১১৪২/১৭২৯	১১৭২/১৭৫৮
৯৯৩/১৫৮৫	১০২৩/১৬১৪	১০৫৩/১৬৪৩	১০৮৩/১৬৭২	১১১৩/১৭০১	১১৪৩/১৭৩০	১১৭৩/১৭৫৯
৯৯৪/১৫৮৫	১০২৪/১৬১৫	১০৫৪/১৬৪৪	১০৮৪/১৬৭৩	১১১৪/১৭০২	১১৪৪/১৭৩১	১১৭৪/১৭৬০
৯৯৫/১৫৮৬	১০২৫/১৬১৬	১০৫৫/১৬৪৫	১০৮৫/১৬৭৪	১১১৫/১৭০৩	১১৪৫/১৭৩২	১১৭৫/১৭৬১
৯৯৬/১৫৮৭	১০২৬/১৬১৭	১০৫৬/১৬৪৬	১০৮৬/১৬৭৫	১১১৬/১৭০৪	১১৪৬/১৭৩৩	১১৭৬/১৭৬২
৯৯৭/১৫৮৮	১০২৭/১৬১৭	১০৫৭/১৬৪৭	১০৮৭/১৬৭৬	১১১৭/১৭০৫	১১৪৭/১৭৩৪	১১৭৭/১৭৬৩
৯৯৮/১৫৮৯	১০২৮/১৬১৮	১০৫৮/১৬৪৮	১০৮৮/১৬৭৭	১১১৮/১৭০৬	১১৪৮/১৭৩৫	১১৭৮/১৭৬৪
৯৯৯/১৫৯০	১০২৯/১৬১৯	১০৫৯/১৬৪৯	১০৮৯/১৬৭৮	১১১৯/১৭০৭	১১৪৯/১৭৩৬	১১৭৯/১৭৬৫
১০০০/১৫৯১	১০৩০/১৬২০	১০৬০/১৬৫০	১০৯০/১৬৭৯	১১২০/১৭০৮	১১৫০/১৭৩৭	১১৮০/১৭৬৬
১০০১/১৫৯২	১০৩১/১৬২১	১০৬১/১৬৫১	১০৯১/১৬৮০	১১২১/১৭০৯	১১৫১/১৭৩৮	১১৮১/১৭৬৭
১০০২/১৫৯৩	১০৩২/১৬২২	১০৬২/১৬৫১	১০৯২/১৬৮১	১১২২/১৭১০	১১৫২/১৭৩৯	১১৮২/১৭৬৮
১০০৩/১৫৯৪	১০৩৩/১৬২৩	১০৬৩/১৬৫২	১০৯৩/১৬৮২	১১২৩/১৭১১	১১৫৩/১৭৪০	১১৮৩/১৭৬৯
১০০৪/১৫৯৫	১০৩৪/১৬২৪	১০৬৪/১৬৫৩	১০৯৪/১৬৮২	১১২৪/১৭১২	১১৫৪/১৭৪১	১১৮৪/১৭৭০
১০০৫/১৫৯৬	১০৩৫/১৬২৫	১০৬৫/১৬৫৪	১০৯৫/১৬৮৩	১১২৫/১৭১৩	১১৫৫/১৭৪২	১১৮৫/১৭৭১
১০০৬/১৫৯৭	১০৩৬/১৬২৬	১০৬৬/১৬৫৫	১০৯৬/১৬৮৪	১১২৬/১৭১৪	১১৫৬/১৭৪৩	১১৮৬/১৭৭২
১০০৭/১৫৯৮	১০৩৭/১৬২৭	১০৬৭/১৬৫৬	১০৯৭/১৬৮৫	১১২৭/১৭১৫	১১৫৭/১৭৪৪	১১৮৭/১৭৭৩
১০০৮/১৫৯৯	১০৩৮/১৬২৮	১০৬৮/১৬৫৭	১০৯৮/১৬৮৬	১১২৮/১৭১৫	১১৫৮/১৭৪৫	১১৮৮/১৭৭৪
১০০৯/১৬০০	১০৩৯/১৬২৯	১০৬৯/১৬৫৮	১০৯৯/১৬৮৭	১১২৯/১৭১৬	১১৫৯/১৭৪৬	১১৮৯/১৭৭৫
১০১০/১৬০১	১০৪০/১৬৩০	১০৭০/১৬৫৯	১১০০/১৬৮৮	১১৩০/১৭১৭	১১৬০/১৭৪৭	১১৯০/১৭৭৬

www.pathagar.com

হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল
১১৯১/১৭৭৭	১২২১/১৮০৬	১২৫১/১৮৩৫	১২৮১/১৮৬৪	১৩১১/১৮৯৩	১৩৪১/১৯২২	১৩৭১/১৯৫১
১১৯২/১৭৭৮	১২২২/১৮০৭	১২৫২/১৮৩৬	১২৮২/১৮৬৫	১৩১২/১৮৯৪	১৩৪২/১৯২৩	১৩৭২/১৯৫২
১১৯৩/১৭৭৯	১২২৩/১৮০৮	১২৫৩/১৮৩৭	১২৮৩/১৮৬৬	১৩১৩/১৮৯৫	১৩৪৩/১৯২৪	১৩৭৩/১৯৫৩
১১৯৪/১৭৮০	১২২৪/১৮০৯	১২৫৪/১৮৩৮	১২৮৪/১৮৬৭	১৩১৪/১৮৯৬	১৩৪৪/১৯২৫	১৩৭৪/১৯৫৪
১১৯৫/১৭৮০	১২২৫/১৮১০	১২৫৫/১৮৩৯	১২৮৫/১৮৬৮	১৩১৫/১৮৯৭	১৩৪৫/১৯২৬	১৩৭৫/১৯৫৫
১১৯৬/১৭৮১	১২২৬/১৮১১	১২৫৬/১৮৪০	১২৮৬/১৮৬৯	১৩১৬/১৮৯৮	১৩৪৬/১৯২৭	১৩৭৬/১৯৫৬
১১৯৭/১৭৮২	১২২৭/১৮১২	১২৫৭/১৮৪১	১২৮৭/১৮৭০	১৩১৭/১৮৯৯	১৩৪৭/১৯২৮	১৩৭৭/১৯৫৭
১১৯৮/১৭৮৩	১২২৮/১৮১৩	১২৫৮/১৮৪২	১২৮৮/১৮৭১	১৩১৮/১৯০০	১৩৪৮/১৯২৯	১৩৭৮/১৯৫৮
১১৯৯/১৭৮৪	১২২৯/১৮১৩	১২৫৯/১৮৪৩	১২৮৯/১৮৭২	১৩১৯/১৯০১	১৩৪৯/১৯৩০	১৩৭৯/১৯৫৯
১২০০/১৭৮৫	১২৩০/১৮১৪	১২৬০/১৮৪৪	১২৯০/১৮৭৩	১৩২০/১৯০২	১৩৫০/১৯৩১	১৩৮০/১৯৬০
১২০১/১৭৮৬	১২৩১/১৮১৫	১২৬১/১৮৪৫	১২৯১/১৮৭৪	১৩২১/১৯০৩	১৩৫১/১৯৩২	১৩৮১/১৯৬১
১২০২/১৭৮৭	১২৩২/১৮১৬	১২৬২/১৮৪৫	১২৯২/১৮৭৫	১৩২২/১৯০৪	১৩৫২/১৯৩৩	১৩৮২/১৯৬২
১২০৩/১৭৮৮	১২৩৩/১৮১৭	১২৬৩/১৮৪৬	১২৯৩/১৮৭৬	১৩২৩/১৯০৫	১৩৫৩/১৯৩৪	১৩৮৩/১৯৬৩
১২০৪/১৭৮৯	১২৩৪/১৮১৮	১২৬৪/১৮৪৭	১২৯৪/১৮৭৭	১৩২৪/১৯০৬	১৩৫৪/১৯৩৫	১৩৮৪/১৯৬৪
১২০৫/১৭৯০	১২৩৫/১৮১৯	১২৬৫/১৮৪৮	১২৯৫/১৮৭৮	১৩২৫/১৯০৭	১৩৫৫/১৯৩৬	১৩৮৫/১৯৬৫
১২০৬/১৭৯১	১২৩৬/১৮২০	১২৬৬/১৮৪৯	১২৯৬/১৮৭৮	১৩২৬/১৯০৮	১৩৫৬/১৯৩৭	১৩৮৬/১৯৬৬
১২০৭/১৭৯২	১২৩৭/১৮২১	১২৬৭/১৮৫০	১২৯৭/১৮৭৯	১৩২৭/১৯০৯	১৩৫৭/১৯৩৮	১৩৮৭/১৯৬৭
১২০৮/১৭৯৩	১২৩৮/১৮২২	১২৬৮/১৮৫১	১২৯৮/১৮৮০	১৩২৮/১৯১০	১৩৫৮/১৯৩৯	১৩৮৮/১৯৬৮
১২০৯/১৭৯৪	১২৩৯/১৮২৩	১২৬৯/১৮৫২	১২৯৯/১৮৮১	১৩২৯/১৯১১	১৩৫৯/১৯৪০	১৩৮৯/১৯৬৯
১২১০/১৭৯৫	১২৪০/১৮২৪	১২৭০/১৮৫৩	১৩০০/১৮৮২	১৩৩০/১৯১১	১৩৬০/১৯৪১	১৩৯০/১৯৭০
১২১১/১৭৯৬	১২৪১/১৮২৫	১২৭১/১৮৫৪	১৩০১/১৮৮৩	১৩৩১/১৯১২	১৩৬১/১৯৪২	১৩৯১/১৯৭১
১২১২/১৭৯৭	১২৪২/১৮২৬	১২৭২/১৮৫৫	১৩০২/১৮৮৪	১৩৩২/১৯১৩	১৩৬২/১৯৪৩	১৩৯২/১৯৭২
১২১৩/১৭৯৮	১২৪৩/১৮২৭	১২৭৩/১৮৫৬	১৩০৩/১৮৮৫	১৩৩৩/১৯১৪	১৩৬৩/১৯৪৩	১৩৯৩/১৯৭৩
১২১৪/১৭৯৯	১২৪৪/১৮২৮	১২৭৪/১৮৫৭১	১৩০৪/১৮৮৬	১৩৩৪/১৯১৫	১৩৬৪/১৯৪৪	১৩৯৪/১৯৭৪
১২১৫/১৮০০	১২৪৫/১৮২৯	২৭৫/১৮৫৮	১৩০৫/১৮৮৭	১৩৩৫/১৯১৬	১৩৬৫/১৪৪৫	১৩৯৫/১৯৭৫
১২১৬/১৮০১	১২৪৬/১৮৩০	১২৭৬/১৮৫৯	১৩০৬/১৮৮৮	১৩৩৬/১৯১৭	১৩৬৬/১৯৪৬	১৩৯৬/১৯৭৬
১২১৭/১৮০২	১২৪৭/১৮৩১	১২৭৭/১৮৬০	১৩০৭/১৮৮৯	১৩৩৭/১৯১৮	১৩৬৭/১৯৪৭	১৩৯৭/১৯৭৬
১২১৮/১৮০৩	১২৪৮/১৮৩২	১২৭৮/১৮৬১	১৩০৮/১৮৯০	১৩৩৮/১৯১৯	১৩৬৮/১৯৪৮	১৩৯৮/১৯৭৭
১২১৯/১৮০৪	১২৪৯/১৮৩৩	১২৭৯/১৮৬২	১৩০৯/১৮৯১	১৩৩৯/১৯২০	১৩৬৯/১৯৪৯	১৩৯৯/১৯৭৮
১২২০/১৮০৫	১২৫০/১৮৩৪	১২৮০/১৮৬৩	১৩১০/১৮৯২	১৩৪০/১৯২১	১৩৭০/১৯৫০	১৪০০/১৯৭৯

হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল	হিজরী/সাল
১৪০১/১৯৮০	১৪২২/২০০১	১৪৪৩/২০২১	১৪৬৪/২০৪২	১৪৮৫/২০৬২	১৫০৬/২০৮২	১৫২৭/২১০৩
১৪০২/১৯৮১	১৪২৩/২০০২	১৪৪৪/২০২২	১৪৬৫/২০৪২	১৪৮৬/২০৬৩	১৫০৭/২০৮৩	১৫২৮/২১০৪
১৪০৩/১৯৮২	১৪২৪/২০০৩	১৪৪৫/২০২৩	১৪৬৬/২০৪৩	১৪৮৭/২০৬৪	১৫০৮/২০৮৪	১৫২৯/২১০৫
১৪০৪/১৯৮৩	১৪২৫/২০০৪	১৪৪৬/২০২৪	১৪৬৭/২০৪৪	১৪৮৮/২০৬৫	১৫০৯/২০৮৫	১৫৩০/২১০৬
১৪০৫/১৯৮৪	১৪২৬/২০০৫	১৪৪৭/২০২৫	১৪৬৮/২০৪৫	১৪৮৯/২০৬৬	১৫১০/২০৮৬	১৫৩১/২১০৭
১৪০৬/১৯৮৫	১৪২৭/২০০৬	১৪৪৮/২০২৬	১৪৬৯/২০৪৬	১৪৯০/২০৬৭	১৫১১/২০৮৭	১৫৩২/২১০৭
১৪০৭/১৯৮৬	১৪২৮/২০০৭	১৪৪৯/২০২৭	১৪৭০/২০৪৭	১৪৯১/২০৬৮	১৫১২/২০৮৮	১৫৩৩/২১০৮
১৪০৮/১৯৮৭	১৪২৯/২০০৮	১৪৫০/২০২৮	১৪৭১/২০৪৮	১৪৯২/২০৬৯	১৫১৩/২০৮৯	১৫৩৪/২১০৯
১৪০৯/১৯৮৮	১৪৩০/২০০৯	১৪৫১/২০২৯	১৪৭২/২০৪৯	১৪৯৩/২০৭০	১৫১৪/২০৯০	১৫৩৫/২১১০
১৪১০/১৯৮৯	১৪৩১/২০০৯	১৪৫২/২০৩০	১৪৭৩/২০৫০	১৪৯৪/২০৭১	১৫১৫/২০৯১	১৫৩৬/২১১১
১৪১১/১৯৯০	১৪৩২/২০১০	১৪৫৩/২০৩১	১৪৭৪/২০৫১	১৪৯৫/২০৭২	১৫১৬/২০৯২	১৫৩৭/২১১২
১৪১২/১৯৯১	১৪৩৩/২০১১	১৪৫৪/২০৩২	১৪৭৫/২০৫২	১৪৯৬/২০৭৩	১৫১৭/২০৯৩	১৫৩৮/২১১৩
১৪১৩/১৯৯২	১৪৩৪/২০১২	১৪৫৫/২০৩৩	১৪৭৬/২০৫৩	১৪৯৭/২০৭৪	১৫১৮/২০৯৪	১৫৩৯/২১১৪
১৪১৪/১৯৯৩	১৪৩৫/২০১৩	১৪৫৬/২০৩৪	১৪৭৭/২০৫৪	১৪৯৮/২০৭৫	১৫১৯/২০৯৫	১৫৪০/২১১৫
১৪১৫/১৯৯৪	১৪৩৬/২০১৪	১৪৫৭/২০৩৫	১৪৭৮/২০৫৫	১৪৯৯/২০৭৫	১৫২০/২০৯৬	১৫৪১/২১১৬
১৪১৬/১৯৯৫	১৪৩৭/২০১৫	১৪৫৮/২০৩৬	১৪৭৯/২০৫৬	১৫০০/২০৭৬	১৫২১/২০৯৭	১৫৪২/২১১৭
১৪১৭/১৯৯৬	১৪৩৮/২০১৬	১৪৫৯/২০৩৭	১৪৮০/২০৫৭	১৫০১/২০৭৭	১৫২২/২০৯৮	১৫৪৩/২১১৮
১৪১৮/১৯৯৭	১৪৩৯/২০১৭	১৪৬০/২০৩৮	১৪৮১/২০৫৮	১৫০২/২০৭৮	১৫২৩/২০৯৯	১৫৪৪/২১১৯
১৪১৯/১৯৯৮	১৪৪০/২০১৮	১৪৬১/২০৩৯	১৪৮২/২০৫৯	১৫০৩/২০৭৯	১৫২৪/২১০০	১৫৪৫/২১২০
১৪২০/১৯৯৯	১৪৪১/২০১৯	১৪৬২/২০৪০	১৪৮৩/২০৬০	১৫০৪/২০৮০	১৫২৫/২১০১	১৫৪৬/২১২১
১৪২১/২০০০	১৪৪২/২০২০	১৪৬৩/২০৪১	১৪৮৪/২০৬১	১৫০৫/২০৮১	১৫২৬/২১০২	১৫৪৭/২১২২

খলীফাদের নাম ও কার্যকাল

গবেষণা করতে গেলে বিশেষতঃ ইতিহাস বিষয়ক গবেষণায় খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া খলীফা এবং আব্বাসীয় খলীফাদের নাম এসে যায়। তাঁদের নাম উল্লেখ করতে গেলে আমাদেরকে তাঁদের নামের পাশে রাজত্বকাল হিজরী/খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখ করতে হয়। তখন ইতিহাসের বই খোঁজে একসঙ্গে হিজরী/খ্রীষ্টাব্দ সহ প্রত্যেকের নাম পাওয়া দুষ্কর হয়। পাওয়া গেলেও অনেক সময় নষ্ট করতে হয়। এজন্যে গবেষকদের সুবিধার্থে এখানে খোলাফায়ে রাশেদীন, উমাইয়া খলীফা এবং আব্বাসীয় খলীফাদের নাম তাঁদের খিলাফতকালসহ দেখানো হলো :

www.pathagar.com

খোলাফায়ে রাশেদীন

খলীফাদের নাম	খিলাফতকাল
১. হযরত আবু বকর সিদ্দীক	১১/ ৬৩২-১৩/ ৬৩৪
২. হযরত উমর ফারূক	১৩/ ৬৩৪-২৪/৬৪৪
৩. হযরত উসমান গনী	২৪/৬৪৪-৩৫/৬৫৬
৪. হযরত আলী মুরতাযা	৩৫/৬৫৬-৪১/ ৬৬১

উমাইয়া খলিফাগণ

খলীফাদের নাম	খিলাফতকাল
প্রথম মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান	৪১/ ৬৬১-৬১/৬৮০
১. প্রথম ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া	৬১/৬৮০-৬৪/৬৮৩
২. দ্বিতীয় মুয়াবিয়া বিন ইয়াযিদ	৬৪/৬৮৩
৩. প্রথম মারওয়ান বিন হাকার	৬৪/৬৮৩-৬৫/৬৮৫
৪. আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান	৬৫/৬৮৫-৮৬/৭০৫
৫. প্রথম আল ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক	৮৬/৭০৫-৯৬/৭১৫
৬. সুলায়মান বিন আব্দুল মালিক	৯৬/৭১৫-৯৯/৭১৭
৭. উমার বিন আব্দুল আযীয	৯৯/৭১৭-১০১/৭২০
৮. দ্বিতীয় ইয়াযিদ	১০১/৭২০-১০৫/৭২৪
৯. হিশাম বিন আব্দুল মালিক	১০৫/৭২৪-১২৫/৭৩৪
১০. দ্বিতীয় ওয়ালিদ	১২৫/৭৩৪-১২৬/৭৪৪
১১. তৃতীয় ইয়াযিদ	১২৬/৭৪৪-
১২. ইবরাহীম	১২৬/৭৪৪-১২৭/৭৪৪
১৩. দ্বিতীয় মারওয়ান	১২৭/৭৪৪-১৩১/৭৫০

আব্বাসীয় খলীফাগণ

খলীফাদের নাম	খিলাফতকাল
১. আবুল আব্বাস আব্দুলাহ আল সাফাহ	১৩১/৭৫০-১৩৬/৭৫৪
২. আবু জাফর আব্দুলাহ আল মানসুর	১৩৬/৭৫৪-১৫৮/৭৭৫
৩. আবু আব্দুলাহ মুহাম্মদ আল মাহদী	১৫৮/৭৭৫
৪. আবু মুহাম্মদ মুসা আল হাদী	১৬৯/৭৮৫-১৭০/৭৮৬
৫. আবু জাফর হারন-আর-রশীদ	১৭০/৭৮৬-১৯৩/৮০৯
৬. আবু মুসা মুহাম্মদ আল-আমীন	১৯৩/৮০৯-১৯৮/৮১৩
৭. আবু জাফর আব্দুলাহ আল মামুন	১৯৮/৮১৩-২১৮/৮৩৩
৮. আবু ইসহাক মুহাম্মদ আল মুতাসিম বিল্লাহ	২১৮/৮৩৩-২২৭/৮৪২

www.pathagar.com

৯. আবু জাফর হারুন আল ওয়াসিক বিল্লাহ	২২৭/৮৪২-২৩২/৮৪৭
১০. আবুল ফযল জাফর আলমুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ	২৩২/৮৪৭-২৪৭/৮৬১
১১. আবু জাফর মুহাম্মদ আল মুনতাসির বিল্লাহ	২৪৭/৮৬১-২৪৮/৮৬২
১২. আবুল আব্বাস আহমদ আল মুসতাইন বিল্লাহ	২৪৮/৮৬২-২৫২/৮৬৬
১৩. আবু আব্দুলাহ মুহাম্মদ আল মুতায বিল্লাহ	২৫২/৮৬৬-২৫৫/৮৬৯
১৪. আবু ইসহাক মুহাম্মদ আল মুহতাদী বিল্লাহ	২৫৫/৮৬৯-২৫৬/৮৭০
১৫. আবুল আব্বাস আহমদ আল মু'তামিদ আলাল্লাহ	২৫৬/৮৭০-২৭৯/৮৯২
১৬. আবুল আব্বাস আহমদ আল মু'তাযিদ বিল্লাহ	২৭৯/৮৯২-২৮৯/৯০২
১৭. আবু মুহাম্মদ আলী আল মুকতাফী বিল্লাহ	২৮৯/৯০২-২৯৫/৯০৮
১৮. আবুল ফযল আবু জাফর আল মুকতাদি বিল্লাহ	২৯৫/৯০৮-৩২০/৯৩২
১৯. আবু মনসুর মুহাম্মদ আল কাহির বিল্লাহ	৩২০/৯৩২-৩২২/৯৩৪
২০. আবুল আব্বাস আহমদ আল রাযী বিল্লাহ	৩২২/৯৩৪-৩২৯/৯৪০
২১. আবু ইসহাক ইবরাহীম আল মুত্তাকী বিল্লাহ	৩২৯/৯৪০-৩৩৩/৯৪৪
২২. আবুল কাসিম আব্দুলাহ আল মুসতাকফী বিল্লাহ	৩৩৩/৯৪৪-৩৩৪/৯৪৬
২৩. আবুল কাসিম আল ফযল আল মুতী বিল্লাহ	৩৩৪/৯৪৬-৩৬৩/৯৭৪
২৪. আবুল ফযল আব্দুল কারীম আল তায়ী	৩৬৩/৯৭৪-৩৮১/৯৯১
২৫. আবুল আব্বাস আহমদ আল কাদির বিল্লাহ	৩৮১/৯৯১-৪২২/১০৩১
২৬. আবু জাফর আব্দুলাহ আল কারিম ফি আমানিল্লাহ	৪২২/১০৩১-৪৬৭/১৪৭৫
২৭. আবদুল্লাহর আল মুকতাদী আমরিল্লাহ	৪৬৭/১৪৭৫-৪৮৭/১০৯৪
২৮. আবুল আব্বাস আহমদ আল মুসতাযহির বিল্লাহ	৪৮৭/১০৯৪-৫১২/১১১৮
২৯. আবু মনসুর আল ফযল আল মুশতারশিদ বিল্লাহ	৫১২/১১১৮-৫২৯/১১৩৫
৩০. আবু ছাফর আল মানসুর আল রাশিদ বিল্লাহ	৫২৯/১১৩৫-৫৩০/১১৩৬
৩১. আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল মুকতাফী লি-আমরিল্লাহ	৫৩০/১১৩৬-৫৫৫/১১৬০
৩২. আবুল মুযাফ্ফর ইউসুফ আল মুসতানযিদ বিল্লাহ	৫৫৫/১১৬০-৫৬৬/১১৭০
৩৩. আবু মুহাম্মদ আল হাসান আলমুসতাযী বি-আমরিল্লাহ	৫৬৬/১১৭০-৫৭৫/১১৮০
৩৪. আবুল আব্বাস আহমদ আল নাসির লিদিনিল্লাহ	৫৭৫/১১৮০-৬২২/১২২৫
৩৫. আবু নসর মুহাম্মদ আর জাহির বি-আমবিল্লাহ	৬২২/১২২৫-৬২৩/১২২৬
৩৬. আবু জাফর আল মানসুর আল মুসতানসির বিল্লাহ	৬২৩/১২২৬-৬৪০/১২৪২
৩৭. আবু আহমদ আব্দুলাহ আল মুসতাসিম বিল্লাহ	৬৪০/১২৪২-৬৫৬/১২৫৮

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গবেষণার ইতিহাস

বাংলাদেশে গবেষণা

গবেষণা পদ্ধতির ইতিবৃত্ত

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গবেষণার ইতিহাস/History of Research/تاريخ البحث

বাংলাদেশে গবেষণা

বাংলাদেশে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে গবেষণা কবে শুরু হয়েছে, তা গবেষণা ছাড়া বলা কঠিন। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোন বিষয়ে প্রথম গবেষণা হয়েছে সেটা বলা যেতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রথম গবেষণা শুরু এদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২১)। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে দেখা যায় সর্বপ্রথম পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন বিনয়তোষ ভট্টাচার্য ১৯২৫ সালে। ধরে নেয়া যায় তিনি আরো তিন বছর পূর্বে গবেষণা শুরু করেন। তার মানে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম গবেষণা শুরু হয় ১৯২২ সালে এ কথাটি নির্দ্বিধায় বলা যায়।

আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ হতে মাজহারুল ইসলাম "Special Studies in Heyat Mamud, a Poet of Bengali Literture in the Eighteenth Century A.D." বিষয়ে ১৯৬৫ সালে সর্বপ্রথম পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিষয়ে ড. আফতাব আহমদ রহমানী ১৯৬৭ সালে "হাফিজ ইবন হজর আল আসকালানী : হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান" বিষয়ে প্রথম গবেষণা করেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ হতে ইকরাম হোসেন "Econometric Analysis of the Economic Structure and Planning Decisions in Bangladesh." বিষয়ে ১৯৭২ সালে সর্ব প্রথম পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহাম্মদ আব্দুর রহমান আনওয়ারী ১৯৯৪ সালে "ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্যনীতি" বিষয়ে থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ হতে প্রথম এম.ফিল. এবং আল কানুন ওয়াশ শরীয়াহ্ অনুষদ হতে মোঃ মহবুব -উল-হক জোয়ার্দ্দার ১৯৯৫ সালে "Development of Laws of the Universities of Bangladesh: A Comparative Study" বিষয়ে প্রথম পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন। আর থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ হতে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে ২০০৫ সালে শরীফা সুলতানা হাসানাত "আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার ভূমিকা" বিষয়ে প্রথম এম. ফিল. এবং ২০১১ সালে "আরবী ও ইসলামী শিক্ষা চর্চায় বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভূমিকা" বিষয়ে প্রথম পিএইচ. ডি. ডিগ্রী অর্জন করেন।

www.pathagar.com

গবেষণা পদ্ধতির ইতিবৃত্ত

History of Research Methodolgy

تاريخ مناهج البحث

গবেষণার উৎপত্তি ও বিকাশের তেমন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। আমার কাছে বাংলা, ইংরেজী এবং আরবী মিলে ১৫৬ টি গ্রন্থের তালিকা এবং গোটা বিশেক গবেষণা বিষয়ক গ্রন্থ সংগ্রহে আছে কিন্তু কোথাও এতদ্বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা নেই। তবে আমার গবেষণায় স্পষ্টতঃ হয়েছে যে, গবেষণা পদ্ধতির ইতিহাসের সূচনা ১৯১১ সালে। **K.M. Evan**-এর Planning Small Scale Research, গ্রন্থটি Windser, N.F.E.R থেকে ১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়।

আর গবেষণা পদ্ধতির ইতিহাস বিষয়ে আরবী ভাষায় প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়- ১৯৩৯ সালে। ড. সুরাইয়া মালহাস-এর "মানহাজুল বহুছ আত-তারীখী (গবেষণা পদ্ধতির ইতিহাস)" ও সুরাইয়া আব্দুল ফাত্তাহ মালহাস-এর "মানহাজুল বহুছ আল-ইলমিয়্যা লিত্তুল্লাবিল জামিঈয়্যিন (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ইসলামী গবেষণা পদ্ধতি)" গ্রন্থদ্বয়ে আরবী ভাষায় গবেষণার বিকাশ বিষয়ে যৎসামান্য আলোকপাত করেছেন। সেখানে তাঁরা আরবী ভাষায় প্রথম গবেষণা বিষয়ক গ্রন্থ বলতে লেবানন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ড. আসাদ রুস্তম-এর "মুস্তালাহুত তারীখ (পরিভাষার ইতিহাস)"-এর কথা উল্লেখ করেছেন। যে গ্রন্থটি ১৯৩৯ সালে বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়। আর গবেষণা পদ্ধতির ইতিহাসের উপর বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ সত্তর দশকে রচিত অধ্যাপক আব্দুল মতিনের 'শিক্ষা সহায়িকা'।

আমি বাংলা, ইংরেজী এবং আরবী মিলে দেড় শতাধিক গ্রন্থের সন্ধান পেয়েছি। তা দেখে বাংলা, ইংরেজী এবং আরবী বিষয়ে গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থগুলো প্রতি দশক হিসাবে সাজিয়ে গবেষণা পদ্ধতির ইতিহাস বিষয়ে যৎসামান্য আলোকপাতের চেষ্টা করেছি।

www.pathagar.com

১৯১০-৪০

১৯১১ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Evan, K.M.** এর Planning Small Scale Research.

১৯২৩ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Redman, L.V. and Morry, A.V.H.**-এর The Romance of Research.

১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Reeder, Ward**-এর How to Write a Thesis, Illinois.

১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Stevenson, M. Slesinger D.**-এর Research Encyclopedia of the Social Science.

১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়-

১. ড. আসাদ রুস্তম-এর (مصطلح التاريخ) মুস্তালাহুত তারীখ (ইতিহাসের পরিভাষা)।

১৯৪০ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Williams, C. & Allan Stevenson,** -এর A Research Manual for College Studies & Papers,

১৯৪১-৫০

১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Felts, Hesting,** এর Writing a Thesis,

২. ড.হাসান উসমান-এর منهج البحث التاريخي (মানহাজুল বহছ আত-তারীখী (ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতির))।

১৯৪৭ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Chapin. Stuart**-এর Experimental Designs in Sociological Research.

১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Gee**-এর Social Science Research Method.

১৯৫১ -৬০

১৯৫১ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Huart, Peyton**-এর Bibliography and Footnotes ও

২. **Jahoda, M.** et.al-দের Research Methods in Social Relations.

www.pathagar.com

১৯৫২ সালে প্রকাশিত হয়-

১. ড.আহমদ শালাবী-এর كيف تكتب بحثا أو رسالة (কাইফা তুকতাব বহছান আও রিসালাতান (কিভাবে গবেষণা বা থিসিস লেখা হয়)

২. **Ball, John and Williams, C.B**-এর Report Writing.

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Doby, John, T. Wofford, C.**-এর An Introduction to Social Research

২. **Festinger, L**, এর Research Methods in the Behavioral Sciences.

১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Moser, C.A Kolton G.**-এর Survey Methods in Social Investigation.

১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়-

১. ড.কুস্তান্তীন যুরাইক-এর نحن و التاريخ (নাহনু ওয়াত তারীখ (আমরা ও ইতিহাস)) ।

১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়-

১. ড. সুরাইয়া মালহাস-এর منهج البحث (মানহাজুল বহছ (গবেষণা পদ্ধতি) ও منهج البحوث العلمية للطلاب الجامعيين (মানহাজুল বহুছ আল-ইলমিয়্যা লিত্তুল্লাবিল জামিঈয়্যিন (বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি) ।

২. **Polansky**-এর Social Work Research

১৯৬১-৭০

১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Yong Pouling V.**-এর Scientific Social Surveys and Reachers

২. **Young, P.V.**-এর Scientific Social Survey and Research.

১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Borg, Walter R.**-এর Educational Research : An Introduction.

২. **Mouly, George J.**, এর The Science of Educational Research.

www.pathagar.com

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Cicourel, A.V.**-এর Methods and Measurement in Sociology.

১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Gopal, M.H.**-এর Introduction to Research Procedures in Social Science.

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Ghosh B.N.**-এর Scientific Method and Social Research

২. **The International Encyclopedia of Social Reacherch.**

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Berry, Ralph**-এর How toWrite Research Paper,

২. **Bogardus, E.**-এর The Development of Social Thought.

৩. **Caltung, J.** -এর Theory & Methods of Social Research.

৪. **Ford, L.J.Pick & Smith; E.W.**-এর A Student Handbook on Note Taking Essay-Writing Special Study and Thesis Presentation,

৫. **Hubbel, Goerge Shelton**-এর Writing Term Papers and Reports.

১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Milizr, Delbert. C.**-এর Handbook of Research Design and Social Measurement.

১৯৭১-৮০

১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Balalock, Hubert M. (Jr) and Blalock, A. B** (eds)-এর Methodology in Social Research,

২. **Moser, C. A. and Kalton, G**-এর Survey Methods in Social Investigation,

৩. **Roberta H.Markman & Mani L.Wadell**-এর 10 Steps in Research Writing,

www.pathagar.com

১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Shaw, C.R.**-এর Case Study Method.

২. **Goode, Willaim J. and Hatt Paoul K.**-এর Methods of Social Research.

৩. **Good. E.V& Scates,** D.E.-এর Methods of Research : Educational. Psychological and Sociological.

৪. শওকী যায়ফ-এর البحث الأدبي- طبعيته و مناهجه- أصوله- مصادره (আল বহছিল আদবী-তবীয়তুহু ওয়া মানাহিজুহু-অসূলুহ -মাসাদিরুহু (সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা প্রকৃতি ও পদ্ধতি-নীতি-উৎস)) ।

১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয়-

১. সুরাইয়া মূলহিস ও আব্দুল ফাত্তাহ-এর منهج البحث العلمية (মানহাজুল বহছ আল ইলমিয়্যা (বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি))

২. **Kat L. Turabian**-এর A Manual For Writers of Term Papers, Thesis and Dissertations.

১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Bogdan, Robert and Steven J. Taylor**-এর Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Science.

২. **Johnson, J. M.**-এর Doing Field Research.

৩. **Babbie, E. R.**-এর The Practice of Social Research.

১৯৭৬ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Lin, Nan**-এর Fundamentals of Social Research.

২. **Selltij, C.** et.al (ed.)-এর Research Methods in Social Relation.

৩. **Selltz, Clair and Others** (e.d)- দের Research Methods in Social Relation.

৪. **Black, James A & Champion, Dean J.**-দের Methods and Issues in Social Research.

১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Burjun, Jaques & Graff.H.F.**-দের The Modern Research.

www.pathagar.com

১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Mcguigan**-এর Experimental Psychology: A Methodological Approach.

২. **Achlup, Fritz**-এর Methodology of Economics and Other Social Science.

৩. **Baily, Kenneth D.**-এর Methods of Social Research.

৪. **Pelto, Perli** ও **J Gretel H. Pelto**-দের Anthropological Research: The Structure of Inquiry.

১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Maclean, Mavis** ও **Genn, Hazel**-এর Methodological Issues in Social Surveys.

২. **Marsh, C.**-এর Problems with surveys: Methods or Epistemology, Sociology.

৩. **Srinivas** et.al. দের The Field Worker and the Field.

৪. **Raj, H**-এর Theory and Practice in Social Research.

১৯৮১-৯০

১. **হারুন, আব্দুস সালাম,** তাহকীকুন নসূস ওয়া নশরুহা।

২. **হামাদাহ, ড. ফারুক,** আল-মানহাজুল ইসলামীফিল জারহি ওয়াত তা'দীল: দিরাসাহ মানহাজিয়অ্যা ফী উলূমিল হাদীস।

৩. **আল-বুশিখী, ড. শাহেদ,** মুসতালাহাতুন নকদিল আরাবী।

৪. **ড.আব্দুল হাদী,** তাহকীকুত তুরাছ, মাকত্কাতুল কালাম।

১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Aginhotri, V**-এর Techniques of Social Research.

২. **Shadhu, A. N.** ও **Singh, A.**-দের Research Methods in the Social Sciences.

১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Schearer, S. B.**-এর The Value of Focus Group Research for Social Action Programs.

২. **Scott**-এর Research in Social Science

www.pathagar.com

৩. **Jensen, A and Morck, K**-এর Method and Fieldwork in Village Level Research : The Bangladesh Case.

৪. **Nachmias,** Chava & Nachmias, David-এর Research Methods Social Science.

১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Bailey, Kenneth D.**-এর Methods of Social Research.

২. **Blalock, Hubert M, and Blalock**, Ann B.-এর Methodology in Social Research.

৩. **Blalock, A. B and Blalock, H. M.** Introduction to Social Research.

৪. **Marsh,** C.-এর The Survey Method.

১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Srinivas, M.N.** (ed.)-এর Methods in Social Anthropology : Selected Essay, s

১৯৮৪ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Wilkinson, T.S. Bhandarker, P.L.**-এর Methodology and Techniques of Social Research.

২. **Winkinson T.S. Bhandarker,** P.L.-এর Methodology and Techniques of Social Research.

৩. **Sevilla** CG. et, al-এর.An Introduction to Research Methods.

৪. **Nagel, S.S. & Neef M.**-এর Operations Research Methods,

৫. **LiwisBeek. Michael S.**-এর Research Practice.

৬. **Bryman, Alan**-এর The Debate about Quantitative and Qualitative Research: A Question on Method or Epistemology.

৭. **Rayer,** A.-এর Methods in Social Science: A Realistic Approach

১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Sharma, B.A.V** et.al-দের Research Methods in Social Science.

www.pathagar.com

২. **Shadhu, K. S.**-এর Methodology of Research in Education.

৩. **Chandra, K. Ravi,** et.al (ed.) -দের Research Design in Sharma.

৪. **Chandra, K. Ravi**-এর Research Methods in Social Science.

৫. **Chambers, R.** ও **Shortcut** -এর Methods of Gathering Social Information for Rural Development Project.

৬. **Ramchander** et.al-দের Survey in Sharma .

৭. B.A.V. et al (ed.)-এর Research Methods in Social Science.

৮. **Mann, Peter H.**-এর Methods of Social Investigation.

৯. **Phillips, B.**-এর Sociological Research Methods.

১০. **Adams G.R. & Schvaneveldt, J.D.**-এর Understanding Research Methods.

১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Kothari, C.R.**-এর Research Methodology: Methods and Techniques.

২. **Kidder, L.H** et.al (ed.). এর Research Methods in Social Relations.

৩. ড.আব্দুর রহমান ওমায়রা-এর أضواء علي البحث والمصادر (আযওয়াউ আলাল বাহছ ওয়াল মাসাদির (গবেষণা ও তথ্যের আলোকে)) ।

১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়-

৪. বেগম নাজমির নুর-এর সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ।

৫. মোসলেউদ্দিন, এম ও কবীর এম, এর সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান ।

৬. **Raz, Hans**, এর Theory and Practice in Social Research,

৭. **Baker, Therese L.Doing,** এর Social Research,

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Gupta, Achintya Das,** এর The Qualitative Approach to Social Research.

www.pathagar.com

১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয়-

২. **Kothari, C.R.,** এর Research Methodology: Methods and Techniques,

১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়-

৩. **Mohammed, Ali,** এর RRA: Concepts, Methods and Applications,

৪. **Sing R.A.P,** এর Methods in Social Research,

৫. তাহের ও আযীয, আল-মানাহিজুল ফালসাফিয়্যা।

১৯৯১-২০০৫

১৯৯১ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Allan, G. and Skinner c.** (eds), এর Handbook for Research Students in the Social Sciences,

২. **Franfort, N.C. and Nachmias, David,** এর Research Methods in the Social Sciences,

৩. **Aminuzzaman, Salauddin M.,** এর Introduction to Social Research,

৪. **Ahamed, Iftekhar Uddin,** এর Basic Methodology in Business Research.

১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **এ এস এম আতীকুর রহমান ও সৈয়দ শওকতুজ্জামান**-এর সমাজ গবেষণা পদ্ধতি।

১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Bulmer, Martin** et.al-এর Social Research in Developing Countries,

২. **আল-জাববুরী, ড.ইয়াহইয়া ওয়ায়েব,** মানহাজুল বহছ ওয়া তাহকীকুন নসূস।

১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Bernard, H.Russel**-এর Research Methods in Anthropology : Qualitative and Quantatives Approaches.

২. **শালাবী, ড.আহমদ,** ফিকরুল মুসলিম আল মুআসির।

www.pathagar.com

১৯৯৫ সালে প্রকাশিত হয়-

১. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও সাইফুর রশীদ-এর নৃ-বিজ্ঞান উদ্ভব, বিকাশ ও গবেষণা পদ্ধতি.

২. **হারুনুর রশিদ, মু,** মসজিদ ও মাদ্রাসা লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ।

১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **আল-ফযলী,** ড. **আব্দুল্লাহ আশশরীফ,** মানহাজুল বহছ আল ইলিমিয়্যা ।

১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়-

১. আতার, ড. **নুরুদ্দীন,** মানহাজুন নকদী ফী উলূমিল হাদীস ।

২. **আল-খতীব, মুহাম্মদ উজ্জাজআল-আনসারী,** ড.**আল ফরীদ,** আবজাদিয়্যাতুল বাহাছ ফী উলূমিশ শরইয়্যাহ ।

২০০০ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Russell, Bernard H.**-এর Social Research Methods: Quantitative Approaches, .

২০০১ সালে প্রকাশিত হয়-

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন ।

২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়-

১. **Ahamed, Alim al-Ayyub**-এর Research Methodology in Education.

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

এম.ফিল./পিএইচ.ডি.-এর সংক্ষিপ্ত নীতিমালা

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

এম.ফিল./পিএইচ.ডি.-এর সংক্ষিপ্ত নীতিমালা

Ordinence of M.Phil and Ph.D.

قوانين الماجستير في الفلسفة و الدكتوراه

ভর্তির যোগ্যতা ঃ (Qualifications for Admission)

এম. ফিল. ও পিএইচ. ডি. কোর্সে রেজিস্ট্রেশন পেতে প্রার্থীর নিম্ন লিখিত যোগ্যতা থাকতে হবে ঃ

১. অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশিষ্ট বিষয়ে (Related) অথবা সমপ্রাসঙ্গিক (Relevant) বিষয়ে কমপক্ষে ৫০% (কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৫%)/ **CGPA 3.00** সহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ।

২. পাশ কোর্সের প্রার্থীর জন্য স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর যে কোন স্তরে প্রথম বিভাগ /শ্রেণী/ **CGPA 3.50** থাকতে হবে ।

৩. কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ কোর্সের প্রার্থীর জন্য স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর উভয়স্তরে ৫০%/সমপরিমাণ **CGPA** থাকতে হবে ।

৪. ৩য় বিভাগপ্রাপ্ত প্রার্থীর জন্যে স্নাতক (সন্মান)/স্নাতকোত্তর স্তরে **CGPA** ৩.৫০ সহ প্রথম শ্রেণী এবং সংশিষ্ট গবেষণা ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান (Outstanding Contribution); কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান হলো এধরণের প্রার্থী বিশেষ বিবেচনায় রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবেন তবে-

   ক. ডিগ্রী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে ৫ বছর/গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।

   খ. মানসন্মত জার্নালে প্রকাশিত কমপক্ষে ৩ (তিনটি) গবেষণা প্রবন্ধ ।

   গ. কোনক্রমেই তিনি পিএইচডিতে স্থানান্তর হতে পারবেন না ।

৫. এমবিবিএস ও বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিধারীদের ৪র্থ বিষয় ব্যতীত(কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০%) CGPA ৩.৫০ হতে হবে ।

৬. চাকুরীরতদের অবশ্যই একবছরের শিক্ষা ছুটি নিতে হবে অন্যথায় এম.ফিল. কোর্সে যোগদান করতে করতে পারবেন না । কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান হলো ২য় বর্ষে উন্নীত হতে পারবেন না ।

৭. কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান হলো ৩ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে কোর্স ওয়ার্ক করতে হবে না ।

www.pathagar.com

পিএইচ. ডি. কোর্সের জন্য অতিরিক্ত যোগ্যতা

১. অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.ফিল. ডিগ্রি।

২. অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানে ২ (দুই) বছরের শিক্ষকতা/গবেষণা অভিজ্ঞতা।

৩. মানসন্মত জার্নালে প্রকাশিত কমপক্ষে ২ (দুটি) গবেষণা প্রবন্ধ।

শিক্ষার্থীর জন্য পিএইচ.ডি. ডিগ্রী অর্জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে থিসিস সম্পাদন করার জন্য বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে থাকে। এজন্য সময়সীমা ও বিভিন্ন হয়ে থাকে, তবে মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জনের পর তিন বছরের কমে হয় না। এছাড়া শিক্ষা পদ্ধতির ভিন্নতার জন্য গবেষণার নিয়মনীতিও ভিন্ন হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা লিপিবদ্ধ করার জন্য নিম্নোক্ত পাঠ্যক্রম গবেষককে অতিক্রম করতে হয়।

১. যে বিষয়ে গবেষণা করার সংকল্প করবে সে ক্ষেত্রে বিশেষ তথ্য অনুসন্ধান করবে, যাতে করে উক্ত শিরোনামে মোটামুটি পটভূমি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জিত হয়। সাধারণতঃ শিক্ষার্থী গবেষকের জন্য তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক উপকারী বিশেষ বিশেষ তথ্য নির্ভর শিরোনাম নির্বাচন করে দিবেন।

২. যে শাখায় গবেষণা করতে চান, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। উক্ত পরীক্ষাটি লিখিত ও মৌখিক দু'ভাগে নিতে হবে। আর নির্বাচনী পরীক্ষাটি তত্ত্বাবধায়ক সহ সর্বনিম্ন চারজনের তত্ত্বধানে পরিচালিত হবে।

৩. গবেষককে গবেষণার একটি রূপরেখা প্রস্তুত করতে হবে, যেটি প্রস্তুতের প্রতি স্তরে বিশেষ ও তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে এবং এই রূপরেখার ভিত্তিতে পরবর্তী বিস্তারিত গবেষণার কাজ সম্পন্ন হবে।

৪. অতঃপর গবেষক বিশেষজ্ঞ শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে অভিসন্দর্ভ লিপিবদ্ধ-করণের কাজ শুরু করবে। আর এটি ১ থেকে ২ বছরের মধ্যেই প্রস্তুত করতে হবে।

৫. থিসিস লিপিবদ্ধকরণের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর তত্ত্বাবধায়ক সহ তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটির মাধ্যমে মূল্যায়ন করার পূর্বে এটি প্রকাশ্যভাবে পর্যালোচনা করতে হবে।

ইউরোপ ও ইংল্যান্ডের পদ্ধতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ তত্ত্বাবধায়কের তত্ত্বাবধানের সাথে উক্ত বিষয়ের সংশ্লিষ্ট কিছুসংখ্যক শিক্ষকের সহযোগিতার মাধ্যমে থিসিসটি সম্পন্ন হতে হবে।

www.pathagar.com

কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত মোতাবেক গবেষককে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জনের কাজ শুরু করার পূর্বে মাস্টার্স স্তরের ডিগ্রী অবশ্যই অর্জন করতে হবে। ডক্টরেট থিসিসটি যেসব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত হবে তা নিম্নরূপ-

১. সাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নবনব উদ্ভাবিত চিন্তা-চেতনার মাধ্যমে অগ্রগতির পথে এগিয়ে আনবে।
২. এ ধরণের গবেষণা গবেষকের কর্মজীবনে নিত্য-নতুন সমস্যা সমাধানে যোগ্যতা বৃদ্ধি করবে।
৩. ডক্টরেট থিসিসটির সমস্যা সমাধানে দক্ষতা ও ব্যাপক তথ্যসূত্রের সুবিন্যাস, যথাযোগ্য শিরোনামের ভিত্তিতে সম্পাদিত হবে। যা গবেষকের জন্য গবেষণায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের এবং শিক্ষামূলক সমাধানের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শনস্বরূপ প্রমাণিত হবে।

রেজিস্ট্রেশন (Registration)

আবেদনকারীর আবেদনপত্র গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক, সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় একাডেমিক কমিটি, অনুষদ, বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজ, একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেট সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন হলেই আবেদনকারী এ কোর্সে রেজিস্ট্রেশনের জন্য বিবেচিত হবেন। শিরোনাম অথবা তত্ত্বাবধায়কের নাম পরিবর্তনের জন্যও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

একজন গবেষক একই সাথে একাধিক প্রতিষ্ঠান হতে একাধিক এম.ফিল./ পিএইচ.ডি. ডিগ্রী নিতে পারবেন না।

আবেদন ঃ

১. গবেষকের প্রতিটি আবেদনে তত্ত্বাবধায়কের ও বিভাগীয় সভাপতির স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।
২. গবেষকের বিভাগ পরিবর্তনের আবেদনে তত্ত্বাবধায়কের ও উভয় বিভাগের সভাপতির স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।
৩. গবেষকের তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তনের আবেদনে উভয় তত্ত্বাবধায়কের ও বিভাগীয় সভাপতির স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।
৪. রেজিস্ট্রেশনের আবেদনে তত্ত্বাবধায়কের ও বিভাগীয় সভাপতি ছাড়াও প্রভোষ্টের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।
৫. সার্টিফিকেট উঠানোর আবেদনে বিভাগীয় সভাপতি ও প্রভোষ্টের স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে।

www.pathagar.com

ফি ঃ

একজন এম.ফিল./পিএইচ.ডি. গবেষককে নিম্ন হারে ফি দিতে হবে (বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে এ পরিমাণ কম বেশী হতে পারে)।

নং	এম. ফিল.		পিএইচ. ডি.
১	রেজিস্ট্রেশন ফি	১২, ০০০/=	১২, ০০০/=
২	টিউশন ফি	১২, ০০০/ =(১৬, ০০০/=বিজ্ঞান অনুষদ)	১৮, ০০০/= (২৪, ০০০/= বিজ্ঞানঅনুষদ)
৩	থিসিস পরীক্ষা ফি	১২, ০০০/=	১৫, ০০০/=
৪	কোর্স ফি	৯, ০০০/=	
৫	মোট	৪৫, ০০০/= (৪৯, ০০০/=বিজ্ঞান অনুষদ)	৪৫,০০০/= (৫১,০০০/=বিজ্ঞান অনুষদ)

এম. ফিল. কোর্সের জন্য তিন বছর এবং পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশন পাঁচ বছর (রেজিস্ট্রেশনের দিন হতে গণনা হবে) বহাল থাকবে। এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে থিসিস জমাদানে ব্যর্থ হলে রেজিস্ট্রেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বাতিল হয়ে যাবে। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সুপারিশে সর্বোচ্চ দু'বছর বৃদ্ধি করা যাবে।

একজন প্রার্থী রেজিস্ট্রেশনের দিন হতে (২) দুই বছরের মধ্যে থিসিস জমা দিতে পারবেন না (বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে এ সময় কমবেশী হতে পারে)। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ রেজিস্ট্রেশনের দিন হতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিঃপ্রাপ্তগণ রেজিস্ট্রেশনের দিন হতে ৯(নয়) মাসের মধ্যে থিসিস জমা দিতে পারবেন।

কোর্স অব স্টাডিজ ঃ (Course of Studies)

১. এম.ফিল. গবেষককে প্রথমপর্বে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পূর্ণকালীন শিক্ষার্থী (চাকুরীজীবীদেরকে অনুপস্থিত ছুটি/শিক্ষাছুটি নিতে হবে) হিসাবে প্রতি কোর্স ১০০ x ৩=৩০০+মৌখিক ৫০=৩৫০ নাম্বারের পরীক্ষায় পাশ করতে হবে (বিশ্ববিদ্যালভেদে নাম্বার কমবেশী হতে পারে)।

২. পাস নাম্বার ৫০%। প্রতিটি কোর্সের Qualifying নাম্বার ৪০%(কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪৫%) ফলাফল প্রকাশের ছয় মাসের মধ্যে অনুত্তীর্ণ বা অংশগ্রহণে ব্যর্থ পরীক্ষার্থীকে আরেকবার পরীক্ষার সুযোগ দেয়া হবে (বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে নাম্বার কমবেশী হতে পারে)।

www.pathagar.com

৩. এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক পূর্ণকালীন ছাত্র না হয়েও এম.ফিল. কোর্সে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে দু'বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন শিক্ষক সংশিষ্ট বিভাগীয় একাডেমিক কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে এম.ফিল. কোর্স ওর্য়াক থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন (বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে এ বিধান প্রযোজ্য)।

পিএইচ. ডি. কোর্সে স্থানান্তর ঃ (Transfer to the PhD Course)

১. এম.ফিল. কোর্স পরীক্ষায় ৬০% গড় নাম্বার থাকতে হবে।
২. মানসম্মত জার্নালে প্রকাশিত কমপক্ষে ২ (দুটি) গবেষণা প্রবন্ধ।
৩. বিষয়সংশ্লিষ্ট একটি সেমিনার দিতে হবে।
৪. নতুন পিএইচ.ডি. প্রস্তাবনা (Synopsis) জমা দিতে হবে (বিশ্ববিদ্যালয়-ভেদে এ বিধান প্রযোজ্য)।

গবেষণা কর্ম ঃ (Dissertation)

তত্ত্বাবধায়ক ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের মাধ্যমে চার/পাঁচ/ছয় কপি থিসিস পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসে জমা দিতে হবে।

তত্ত্বাবধান ঃ (Supervision)

১. এম.ফিল.-এর জন্যে তত্ত্বাবধায়ক কমপক্ষে এম.ফিল. ডিগ্রীধারী সহকারী অধ্যাপক হবেন।
২. আর পিএইচ.ডি.-এর জন্যে পিএইচ.ডি. ডিগ্রীধারী সহযোগী অধ্যাপক।
৩. একজন সহকারী অধ্যাপক একসাথে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) জন, সহযোগী ৭ জন ও অধ্যাপক ১০ জন গবেষকের তত্ত্বাবধান (কো-তত্ত্বাবধায়কও গণনযোগ্য) করতে পারবেন।
৪. মূল তত্ত্বাবধায়ক একজন আর কো-তত্ত্বাবধায়ক দুজনের বেশী হতে পারেবেন না।
৫. ভিসি, প্রো-ভিসি এবং ট্রেজারারগণও তত্ত্বাবধায়ক ও কো-তত্ত্বাবধায়ক হতে পারবেন।
৬. ছ মাসের অধিককাল ছুটি নিয়ে বাংলাদেশে থাকলে তত্ত্বাবধায়ক ও কো-তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।
৭. প্রেষণে থাকলেও তত্ত্বাবধায়ক ও কো-তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করতে পারেবেন।

www.pathagar.com

৮. তত্ত্বাবধায়কের ছুটির ছ মাসের মধ্যে গবেষক থিসিস জমা দিলে তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন করতে হবে না। এর বেশী হলে তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন করতে হবে।

৯. কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬৫ বছর বয়সের পর কোন শিক্ষক মূল তত্ত্বাবধায়ক থাকতে পারবেন না। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কগণ যতদিন ইচ্ছা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে থাকতে পারবেন।

১০. তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর এমিরিটাস হলে যতদিন ইচ্ছা তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে থাকতে পারবেন।

সেমিনার (Seminer)

এম.ফিল. থেকে পিএইচ. ডি. তে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ১টি সেমিনার করতে হয়। এটি এম.ফিল. প্রথম পর্ব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর এটি করতে হয়। আর পিএইচ. ডি. কোর্সে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর থিসিস জমাদানের পূর্বে ২টি সেমিনার করতে হবে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল./পিএইচ.ডি. উভয়টিতেই ১টি সেমিনার করতে হয়।

থিসিস পরীক্ষা (Examination of Dissertation)

এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি.-এর জন্যে তিন সদস্যের (তত্ত্বাবধায়ক ছাড়া একজন সভাপতি/আহবায়ক হবেন) সমন্বয়ে পরীক্ষা কমিটি গঠিত হবে- ১.তত্ত্বাবধায়ক (যৌথ তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে প্রধান তত্ত্বাবধায়ক) ২.স্ববিভাগ/ স্ববিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ও ৩. অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন।

পিএইচডি-এর ক্ষেত্রে বহির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন। (কিন্তু ঢাকা ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুযায়ী বহির্দেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য থাকা বাধ্যতামূলক নয়।)

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জী
তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী
মযহাব ভিত্তিক তাফসীর
উলূমুল কুরআন
ইযাযুল কুরআন
আল-কুরআনে বিজ্ঞান
উলূমুল হাদীস
তারীখ ইলমিল হাদীস
ইলমূল জারহ ওয়াত তাদীল
ইসলামের ইতিহাস(আরবী)
আরবী সাহিত্যের ইতিহাস
আরবী প্রবাদ
বাংলা ভাষায় আরবী গ্রন্থাবলী
আরবী অভিধান
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
বাংলা ভাষাতত্ত্ব
বাংলার লোক সাহিত্য
বাংলা প্রবাদ
বাংলাদেশের সামাজিক সংস্কৃতির ইতিহাস
দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ
সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাবলী
গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থপঞ্জী

Subjectwise Bibliography

المراجع الموضوعية

আমাদের নবীন গবেষকরা গবেষণার জন্য আবেদন করতে এসে প্রথমেই হোঁচট খেয়ে বসেন বিষয় নির্ধারণী বিষয়ে। যদিও বা সেটা দু চারজনের কাছে গিয়ে ঠিক করে নেন কিন্তু সে বিষয়ে আনুষঙ্গিক অথচ মৌলিক কিছু গ্রন্থের নামতো দেয়া চাই। তখন গবেষকগণ তাড়াহুড়ো করে অনানুষঙ্গিক কিছু গ্রন্থের নাম সিনোপসিসের সাথে জুড়ে দেন। বিভিন্ন বাছাই কমিটি বিষয়ের সাথে যখন গ্রন্থের সামান্যতম সম্পর্কও খুঁজে পান না, তখন আবেদনপত্রটি বাতিল তালিকাভূক্ত করে দেন।

গ্রন্থের তালিকা কয়েকভাবেই দেয়া যেতে পারে। যেমন-লেখকের নাম যেভাবে আছে হুবহু সেভাবে, লেখকের নামের মূল অংশ আগে দিয়ে, গ্রন্থের নাম আগে দিয়ে লেখকের নাম পরে দিয়ে কোথাও বা ঢালাওভাবে কোথাও বা ছকাকারে গ্রন্থগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। এ তালিকার সব স্থানে গ্রন্থপঞ্জীর পদ্ধতি প্রতিফলিত হয়নি। গবেষকদের সুবিধার্থে এখানে শুধু কয়েকটি বিষয়ে সহস্রাধিক গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হয়েছে মাত্র।

www.pathagar.com

তাফসীর বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

المراجع في التفسير

ফিকহী তাফসীর (হানাফী মযহাব)

التفاسير الفقهية للاحناف

١. أحكام القرآن لابى جعفر احمد بن محمد بن سلامة الازدى الطحاوى المتوفى ٣٢١هـ

٢. أحكام القرآن لابي الحسن علي بن موسي بن يزداد القمى المتوفى٣٠٥هـ

٣. أحكام القرآن للجصاص المتوفى ٣٧٠هـ

٤. أحكام القرآن لابى الحسن عباد بن عباس بن احمد بن ادريس المتوفى المتوفى ٤٥٧هـ

٥. تهذيب أحكام القرآن أوتلخيص أحكام القرآن لمحمد بن أحمد بن مسعود بن عبد الرحمن المتوفى ٧٧٠ هـ

٦. التفسيرات الاحمدية فى بيان الآيات الشرعية لاحمد بن ابى سعيد بن عبد الله المتوفى ١١٣٠هـ

٧. أحكام القرآن لمولانا اشرف على التهانوى حكيم الامة المتوفى ١٣٤٤ هـ

٨. تفسير أحكام القرآن(بنغلا) لمولانا شمس الحق دولت فورى المتوفى ١٤٣١هـ

٩. أحكام القرآن (اردو) لمولانا جلال الدين القادرى

ফিকহী তাফসীর (মালিকী মযহাব)

التفاسير الفقهية للمالكية

١٠. أحكام القرآن لابى عبد الله محمد بن سحنون بن سعيد المتوفى ٢٥٦هـ

١١. أحكام القرآن محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم المتوفى٢٦٨هـ

www.pathagar.com

١٢. أحكام القرآن لابى اسحاق اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد المتوفى٢٨٦هـ

١٣. أحكام القرآن لابى اسحاق محمد بن القاسم بن سفيان بن القراضى المتوفى٣٥٥هـ

١٤. أحكام القرآن ابو عبد الله محمد بن احمد بن عبد الله بن خويز منداد المتوفى ٣٩٠هـ

١٥. أحكام القرآن لابى بكر بن العربى المتوفى ٥٤٣ هـ

١٦. الجامع لأحكام القرآن للقرطبى المتوفى ٦٧١ هـ

আহকামূল কুরআন (শাফিঈ মযহাব)
التفاسير الفقهية للشافعية

١٧. أحكام القرآن للامام محمد بن ادريس الشافعى المتوفى ٢٠٤ هـ

١٨. أحكام القرآن للشافعى جمع وترتيب البيهقى المتوفى ٢٠٤هـ

١٩. أحكام القرآن لأحمد بن أحمد بن أخى الشافى المتوفى٣١٠هـ

٢٠. أحكام القرآن للكيا الهراسى المتوفى٥٠٤ هـ

٢١. أحكام الكتاب المبين لعلى ين عبد الله محمود القاضى المتوفى٩٠٠هـ

٢٢. الاكليل فى استنباط التنزيل للسيوطى المتوفى٩١١ هـ

ফিকহী তাফসীর (আহলে হাদীস)
التفاسير الفقهية لأهل الديث

٢٣. تفسير الخمس مائة اية من القرآن لمقاتل بن سليمان المتوفى١٥٠هـ

٢٤. أحكام القرآن لابى زكريا يحيى بن ادم بن سليمان المتوفى ٢٠٣هـ

٢٥. أحكام القرآن لابى ثور ابراهيم بن خالد الكلبى المتوفى٢٤٠ هـ

٢٦. نيل المرام من تفسير آيات الأحكام لنواب صديق حسن خان بهوبالى المتوفى ١٣٠٧ هـ غير مقلد

٢٧. آيات الأحكام الشريعة لنواب صديق حسن خان بهوبالى المتوفى ١٣٠٧ هـ غير مقلد

www.pathagar.com

ফিকহী তাফসীর (যাহিরী মযহাব)
التفاسير الفقهية للظاهرية

٢٨. أحكام القرآن لابى سليمان داود بن على بن داود بن خلف ٢٧٠هـ ظاهري

٢٩. أحكام القرآن لابى الحسن عبد الله بن احمد بن محمد بن المغلس المتوفى ٣٢٤هـ

٣٠. أحكام القرآن لابى الحكيم المنذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن المتوفى ٣٥٥هـ

٣١. الانباه عن الأحكام من كتاب الله لابى الحكيم المنذر بن سعيد بن عبد الله المتوفى ٣٥٥هـ

٣٢. أحكام القرآن محمد على بن حزم المتوفى ٤٥٦هـ ظاهري

ফিকহী তাফসীর (যাইদিয়্যা)
التفاسير الفقهية للزيدية

٣٣. الأنوار المضية فى تفسير الآيات الشرعية لمحمد بن هادى بن احمد بن محمد المتوفى ٧٢٠هـ

٣٤. الثمرات اليانعة والأحكام الواضحة القاطعة ليوسف بن احمد الثلائ المتوفى ٨٣٢هـ

٣٥. آيات أحكام الشرعية لابى عبد الله محمد بن ابراهيم بن على بن المرتضىالمتوفى ٨٤٠هـ

٣٦. شافى العليل فى شرح الخمسمأة اية من التنزيل لفخر الدين عبد الله بن محمد بن ابى القاسم المتوفى ٨٧٧هـ

٣٧. منتهى المرام فى شرح آيات الأحكام لمحمد بن الحسين بن القاسم المتوفى ١٠٦٧هـ

ফিকহী তাফসীর (অন্যান্য)
التفاسير الفقهية للاخر

٣٨. أحكام القرآن لابى النضر محمد بن السائب بن بشرالكلبى توفى ١٤٦هـ

٣٩. فقه القرآن لابى الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندى توفى ٥٧٣هـ

www.pathagar.com

٤٠. كنز العرفان فى فقه القرآن لمقداد بن عبد الله بن محمد بن حسين بن محمد المتوفى ٨٢٩هـ

٤١. آيات الأحكام لناصر بن عبد الله بن محمد المتوج البحرانى كان حيا سنة ٨٥٠

٤٢. آيات الأحكام لمحمد بن حسن الطبسى توفى سنة ٩٩٣هـ

٤٣. مفاتيح الأحكام فى شرح آيات الأحكام القرآنية للاردبيلى لمحمد سعيد بن قاسم المتوفى ١٠٩٢هـ

٤٤. قلائد الذروفى بيان آيات الأحكام بالاثر لاحمد بن اسماعيل الجزائرى المتوفى ١١٥٠هـ

٤٥. تقريب الافهام فى تفسير آيات الأحكام للسيد محمد على قلى بن محمد حسين الموسوى المتوفى ١٢٦٠هـ

٤٦. دلائل المرام فى تفسير آيات الأحكام للمولى محمد جعفر بن سيف الدين توفى سنة ١٢٦٣هـ

٤٧. الدرر الايتام فى تفسير آيات الأحكام لعالى شريعتمدارى بن محمد جعفر توفى ١٣١٥هـ

٤٨. تفسير القرآن العظيم لابن كثير، بيروت، دار المعرفة، ١٩٦٩م.

উলূমুল-কুরআন বিষয়ক গ্রন্থাবলী
المراجع في علوم القرآن

٤٩. أبو سليمان، صابر حسن محمد، روائع البيان في علوم القرآن، ط١ (المكتبة الإسلامي، بيروت، ١٤٠٨ه)

٥٠. أبو سليمان، صابر حسن محمد،مورد الظمآن في علوم القرآن , ط١ (الدار السلفية الهند , ١٤٠٤ه ١٩٨٤م)

٥١. أحمد علي داؤد،علوم القرآن والحديث، د.ط.(دار البشير، عمان، ١٩٨٤م)

٥٢. أديب علاف،البيان في علوم القرآن، ط١ (مكتبة الفارابي، دمشق، ١٤٢٠ه ١٩٩٩م)

www.pathagar.com

٥٣. أفغاني، شمس الحق صاحب، علوم القرآن (المطبعة العربية، لاهور، باكستان، د. ت.)

٥٤. ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد الحنبلي، البرهان في بيان القرآن، ط١(دار أشبيليا، الرياض، ١٤١٨هـ)

٥٥. البري، عبد الله خورشيد، د.، القرآن وعلومه في مصر :٢٠هـ-٣٥٨ هـ (دار المعارف بمصر، د. ت.)

٥٦. الحقاني، مولانا أبو محمد عبد الحق، البيان في علوم القرآن (مطبع سعيدي، قرآن محل، كراجي، د. ت.)

٥٧. الخياري، أحمد ياسين أحمد, محاضرات في علوم القرآن،ط١(مؤسسة المدينة للصحافة،دار العلم بجدة ١٩٩٣م)

٥٨. الذهبي، د. محمد حسين، التفسير والمفسرون، ط (دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٣٩٧هـ)

٥٩. الذهبي، محمد حسين، الوحي والقرآن الكريم، ط (مكتبة وهبة، مصر، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م)

٦٠. الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان : ط٣ (لبنان، بيروت، دار الفكر، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨ م)

٦١. الزركشي،بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن :(دار الجيل، بيروت، لبنان، ١٩٨٨م)

٦٢. السيوطي،جلال الدين عبد الرحمن، الإتقان في علوم القرآن:د.ت.(سهيل اكيد يمى، لاهور)

٦٣. الشيخ حسن أيوب , الحديث في علوم القرآن والحديث , ط١ (دار السلام , القاهرة , مصر، ١٤٢٢هـ٢٠٠٢م)

٦٤. الصابوني، محمد، -يجا : البيان في سور القرآن، ط٢ (دار الفتح الإسلامي بالاسكندرية، ١٣٩٩هـ)

٦٥. الصابوني،محمد علي، التبيان في علوم القرآن: ط٢ (مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، لبنان،١٩٨١م)

www.pathagar.com

٦٦. الصباغ، محمد بن لطفي، بحوث في أصول التفسير، ط١ (المكتب الإسلامي - بيروت، ١٤٠٨هـ)

٦٧. الصباغ، محمد لطفي، لمحات في علوم القرآن (مكتبة الإسلام، بيروت، د. ت.)

٦٨. الصباغ، محمد لطفي، لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير، ط٣(المكتب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٠م)

٦٩. الغزوزي، محمد العربي، دليل مباحث علوم القرآن المجيد، ط٢ (دار الهادي، بيروت، لبنان، ١٤١٠هـ)

٧٠. الغماري، أبو الفضل عبد الله محمد الصديق الحسنى، جواهر البيان في تناسب سور القرآن، د.ط. (مكتبة القاهرة، د.ت.)

٧١. الفتياني،خالد إبراهيم، الجنان في علوم القرآن الكريم، ط١ (دائرة المكتبة الوطنية،عمان، الأردن، ٢٠٠٤م)

٧٢. الفتياني، خالد إبراهيم، محاضرات في علوم القرآن، ط١(دار الإبداع للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ١٩٩٢م)

٧٣. القرعاوي، سليمان بن صالح،مصطلحات علوم القرآن، عرض وتحليل واستدراك،د.ط.(الملك فهد الوطنية،١٤٢٣هـ)

٧٤. الكرماني، محمود بن حمزة بن نصر البرهان في متشابه القرآن، ط١ (دار الوفاء، ١٤١١هـ)

٧٥. اللقاني، د. رشيدة عبد الحميد، في لغة القرآن الكريم،د.ط. (دار المعرفة الجامعية، اسكندرية، ١٩٩٤م)

٧٦. المنياوي، ناصف عوض، البيان في العلاج بالقرآن، ط٢ (مركز الكتاب للنشر، القاهرة، ١٤٢١هـ)

٧٧. المودودي، أبو الأعلى، المصطلحات الأربعة في القرآن، د.ط. (الدار الكوتية للطباعة النشر والتوزيع، د.ت)

٧٨. تقي عثماني، محمد، علوم القرآن ، ط١ (كتب خانة نعمية، ديوبند، ١٤١٤هـ! ١٩٩٣م)

www.pathagar.com

٧٩. حيدر، حازم سعيد، علوم القرآن بين البرهان والإتقان(دراسة مقارنة)د.ط.(مكتبة دار الزمان، المدينة المنورة، ١٤٢٠هـ)

٨٠. خورشيد، د. عبد الله البرى، القرآن وعلومه في مصر، د.ط. (دار المعارف بمصر، ١٩٧٠م)

٨١. خياطة، عبد اللطيف الشيخ نجيب، التبيان في تجويد القرآن، ط١ (مكتبة دار التراث، الكويت، ١٤٠٩هـ)

٨٢. الكومي، د. أحمد السيد، و القاسم، د.محمد أحمد يوسف، علوم القرآن، ط(مطبعة دار البيان، القاهرة، ١٩٨٢م)

٨٣. عبد العزيز، د. أمير، دراسات في علوم القرآن، ط١ (دار الفرقان، بيروت، لبنان، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م)

٨٤. زلط، د. القصبي محمود، التبيان في علوم القرآن، ط١ (دار الانتصار القاهرة، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م)

٨٥. زلط، د. القصبي محمود، مباحث في علوم القرآن، ط٣ (دار القلم، دولة الإمارات العربية المتحدة، ١٩٨٧م)

٨٦. عبيدو، د.حسن يونس حسن، خلاصة البيان في مباحث من علوم القرآن، د.ط.(دار ماجد للطباعة، القاهرة، ١٩٩٢م)

٨٧. العطار، د. داؤد، موجز علوم القرآن، ط٢ (بيروت، لبنان، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م)

٨٨. شلبي، د. رؤوف، جواهر العرفان في الدعوة وعلوم القرآن، ط١(دار الطباعة المحمدية القاهرة، ١٩٨٦م)

٨٩. معرفي، د. سليمان، في علوم القرآن (مجلس النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريف والنشر، الكويت، ٢٠٠٣م)

٩٠. محمود، د. عبد المجيد، في علوم القرآن، ط١ (مطبعة دار البيان، القاهرة، ١٩٧٥م)

٩١. النمر، د. عبد المنعم، علوم القرآن الكريم، ط١ (دار الكتاب المصري، القاهرة، ١٣٩٩هـ)

www.pathagar.com

٩٢. زرزور، د. عدنان، علوم القرآن، مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه، ط١ (المكتب الإسلامي، بيروت،١٩٨١م)

٩٣. عناية، د. غازي، هدى الفرقان في علوم القرآن، ط١ (عالم الكتب، بيروت، لبنان، ١٤١٦ﻫ)

٩٤. رضا، د. فؤاد علي، في علوم القرآن، ط٢ (دار إقرأ، بيروت، لبنان،١٤٠٣ﻫ ١٩٨٣م)

٩٥. عباس، د. فضل حسن، إتقان البرهان في علوم القرآن، ط١ (دار الفرقان، عمان، الأردن، ١٩٩٤م)

٩٦. إسماعيل، د. محمد بكر، دراسات في علوم القرآن، ط١ (دار المنار، القاهرة، مصر،١٤١١ﻫ١٩٩١م)

٩٧. الحسن، د.محمد علي، المنار في علوم القرآن , د.ط.(مطبعة الشرك ومكتبتها , شارع المحطة،عمان،١٩٨٣م)

٩٨. داود، أحمد محمد علي، علوم القرآن والحديث (دار البشرية، عمان، ١٩٨٤م)

٩٩. رمضان، د. محيي الدين عبد الرحمن، الجمان في علوم القرآن، ط١ (مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٦ﻫ)

١٠٠. صبحى الصالح، د.، مباحث في علوم القرآن ،ط١٦ (دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ١٩٨٥م)

١٠١. طنطاوي، محمد سيد، مباحث في علوم القرآن، ط١ (دار الشروق، القاهرة، ١٤١٩ﻫ ١٩٩٨م)

١٠٢. عبد الفتاح القاضي، من علوم القرآن، ط٢ (مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، ١٣٩٦ﻫ)

١٠٣. عبد القهار داؤد العاني، دراسات في علوم القرآن، ط١(مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٧٢م)

١٠٤. غانم قدّوري حمد، محاضرات في علوم القرآن (دار الكتاب للطباعة، بغداد، ١٩٨١م)

www.pathagar.com

١٠٥. غزلان، عبد الوهاب عبد المجيد، البيان في مباحث في علوم القرآن، د.ط.(دار التأليف بالقاهرة، ١٣٨٤هـ)

١٠٦. فاضل، شاكر أحمد و الوليد، فرج توفيق، المنتقى في علوم القرآن د. ط (مطبعة جامعة بغداد , ١٩٧٩م)

١٠٧. معبد، محمد أحمد، نفحات في علوم القرآن، ط١ (دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ١٣٩٢هـ)

ইজাযুল-কুরআন বিষয়ক গ্রন্থাবলী
المراجع في إعجاز القرآن

١٠٨. الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم، **إعجاز القرآن**، د.ط. (دار المعارف، ١٩٧٧م)

١٠٩. البرزة، د. أحمد مختار، **في إعجاز القرآن**، ط١ (دار المأمون للتراث، بيروت، ١٤٠٨هـ

١١٠. الخالدي،د.صلاح عبد الفتاح، **إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني**، ط١ (دار عمار، عمان،١٤٢١هـ)

١١١. الخطيب، عبد الكريم، **إعجاز القرآن ، الإعجاز في دراسات السابقين**، ط١ (دار الفكر العربي، ١٩٧٤م)

١١٢. الدباغ، مصطفى، **وجوه من الإعجاز القرآني**، ط١ (مكتبة المنار، الأردن، ١٩٨٢م)

١١٣. الرافعي، مصطفى صادق، **إعجاز القرآن والبلاغة النبوية**، ط٣ (دار الكتاب العربي، لبنان، د.ت.)

١١٤. الرماني، **النكت في إعجاز القرآن** (دار المعارف، القاهرة، د. ت.)

١١٥. الرماني والخطابي والجرجاني، **ثلاث رسائل في إعجاز القرآن** ، ط٤ (دار المعارف، القاهرة، د. ت.)

١١٦. السلامي، عمر، **الإعجاز الفني في القرآن**، د.ط. (مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، تونس، ١٩٨٠م)

www.pathagar.com

١١٧. السيد، د. عز الدين علي، **من روائع الإعجاز**، ط٢ (عالم الكتب، بيروت، ١٤١٧هـ)

١١٨. السيد محمد الحكيم، **إعجاز القرآن**، د.ط. (مطبعة دار التأليف، مصر، ١٣٩٨هـ)

١١٩. الشعراوي، محمد متولي، **معجزة القرآن**، (دار الكتب والوثائق القومية، د.ت.)

١٢٠. العمري، د. أحمد جمال، **مباحث في إعجاز القرآن الكريم**، د.ط. (مكتبة الشباب، ١٩٨٢م)

١٢١. بركة،د.عبد الغني محمد سعد، **الإعجاز القرآني ، وجوهه وأسراره**، ط١ (مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤٠٩هـ)

١٢٢. هنداوي، د. عبد الحميد، **الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم**، ط١ (الدار الثقافية للنشر، القاهرة، ١٤٢٥هـ)

١٢٣. عبد الرحمن، د. غائشة، **الإعجاز البياني للقرآن**، د.ط. (دار المعارف بمصر، ١٩٧١م)

١٢٤. مسلم، د. مصطفى، **مباحث في إعجاز القرآن**، ط١ (دار المنارة، جدة، ١٤٠٨هـ)

١٢٥. شيخون، د. محمود السيد، **الإعجاز في نظم القرآن**، ط١ (مكتبة الكليات الأزهرية، ١٣٩٨هـ)

١٢٦. صالح، د. سعد الدين السيد، **المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم**، ط٢ (دار المعارف، ١٩٩٣م)

١٢٧. ماردينى، عبد الرحيم، **موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، ط١ (دار المحبة، دمشق، ٢٠٠٢م)

١٢٨. عبد الوهاب، أحمد، **إعجاز النظام القرآني**، ط١ (مكتبة غريب، ١٤٠٠هـ)

١٢٩. عمار، د. أحمد سيد محمد، **نظرية الإعجاز القرآني**، ط١ (دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٩٩٨م)

www.pathagar.com

١٣٠. مجيب الرحمن، د. محمد ،إعجاز القرآن(إدارة البحوث الإسلامية،جامعة سلفية، بنارس، د. ت.)

١٣١. نصار، د. حسين، إعجاز القرآن ، التكرار، ط١ (مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٤٢٣هـ)

١٣٢. نعمت صديقي،معجزة القرآن، ط٢ (دار الاعتصام،١٣٩٨هـ)

আল-কুরআনে বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থাবলী
المراجع في العلوم في القرآن

١٣٣. أبو زهرة، محمد ، المعجزة الكبرى القرآن الكريم،د.ط(دار الفكر العربي د.ت.)

١٣٤. ابراهيم فواز عراجي، القرآن وعلوم العصر الحديثة، ط١ (دار النهضة العربية، بيروت، ١٤٠٩هـ)

١٣٥. خلف الله، أحمد عز الدين عبدالله،القرآن يتحدى، ط١ (مطبعة السعادة، ١٣٩٧هـ)

١٣٦. أبو السعود ، د. رفيق، إعجازات حديثة علمية ورقمية في القرآن،ط٣(دار المعرفة،دمشق،١٤١٣هـ)

١٣٧. العقاد ، عباس محمود ،الإنسان في القرآن، ط٢ (دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٦٩م)

١٣٨. الفندي، جمال الدين،القرآن والعلم، ط١ (دار المعرفة القاهرة، ١٩٦٨م

١٣٩. النجار،د.زغلول راغب النجار،المفهوم العلمي للجبال في القرآن الكريم،ط٤ (مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ١٤٢٤هـ)

١٤٠. خضر،دعبد العليم عبد الرحمن،الطبيعيات والإعجاز العلمي للقرآن الكريم،ط١ (الدار السعودية، جدة، ١٤٠٦هـ)

١٤١. زللي ، د. عبد البديع حمزة ،وجوه متنوعة من الإعجاز العلمي في القرآن والسنة،ط١(مكتبة الملك فهد الوطنية، ١٤١٩هـ

www.pathagar.com

١٤٢. عطية، د. حسين حامد. **خلق الإنسان بين العلم والقرآن**،ط(مؤسسة عبد الكريم بن عبد الله،تونس،١٩٨٧م)

١٤٣. شريف، د. عدنان، **من العلم الفلك القرآني**، ط١ (دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٩١م)

١٤٤. درويش، كمال محمد، **الإعجاز الإلهي في مراحل خلق الجنين**، ط١ (مطبعة المدينة، ١٤٠٦ه)

١٤٥. ماردیني، عبد الرحيم ،**سوعة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم**، ط (دار المحبة، دمشق، ٢٠٠٢م)

١٤٦. مهران، د. جمال الدين حسين، **النباتات في القرآن الكريم**، د.ط. (مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٩٩م)

দাওয়াহ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

المراجع في الدعوة

١٤٧. الخولي، البهي، **تذكرة الدعاة**، دمشق، دار العلم، ط ٥، ١٩٧٧م.

١٤٨. عبد الالوري، آدم، **تاريخ الدعوة الإسلامية من الأس إلى اليوم**، بيروت، دار مكتبة الحياة، بدون سنة.

١٤٩. العمري، السيد جلال الدين، **الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر**، ط ٢، بيروت، دار القرآن الكريم، ١٩٨٤م.

١٥٠. الجزائري، أبو بكر جابر، **عقيدة المؤمن**، ط ٢، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهر، ١٩٧٨م.

١٥١. ابن القيم، **زاد المعاد في هدى خير العباد**، ط ١، بيرروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٧٩م. مطالع العبيكان، ١٤٠٥هـ.

١٥٢. البيانونى، أحمد عز الدين، **الدعوة إلى الله واركانها**، ط ١، القاهرة، دار السلام، ١٩٨٥م.

١٥٣. حيدرآبان، أبو نصر الفارابي، **السياسة المدينة**، ط ١، طبع ونشر دائرة المعارف النظامية، بدون تاريخ.

www.pathagar.com

١٥٤. الديلمي، د.عبد الوهاب بن لطف، **معالم الدعوة في القصص القرآني**، ط ١، جدة، دار المجتمع، سنة ١٤٠٦هـ.

١٥٥. ابن تيمية، **الحسبة في الإسلام**، ط ١، القاهرة، مطبعة المؤيد، ب،ت.

١٥٦. توفيق الوعى، **الدعوة إلى الله**، ط ٦، الكويت، مكتبة الفلاح، ١٤٠٦هـ.

١٥٧. جمعة أمين، عبد العزيز، **الدعوة قواعد وأصول**، ط ٢، القاهرة، دار الدعوة، ١٩٨٩م.

١٥٨. حسنى أدهم، جرار، **الدعوة إلى الإسلام**، عمان، دار الضياء، ١٩٨٤م.

١٥٩. نجيب، د. عمارة، **فقه الدعوة والاعلام**، الرياض، مكتبة المعارف، ١٩٨٧م.

١٦٠. غلوس، د. أحمد أحمد، **الدعوة الإسلامية، أصولها ووسائلها**، بيروت، ط ١٠، دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٧م.

١٦١. شبلي، د. رؤف، **الدعوة الإسلامية في عهدها المكي مناهجها وغائتها**، ط ٣، الكويت، دار القلم، ١٩٨٢م.

١٦٢. الوعي، د. توفيق، **الدعوة إلى الله، الرسالة الوسيلة، الهدف**، ط ١، الكويت، مكتبة الفلاح، ١٩٨٦م.

١٦٣. غلوس، د. عبد الكريم زيدان، **أصول الدعوة**، ط ٣، القاهرة، مكتبة المنار الإسلامية، ١٩٨١م.

١٦٤. عمارة، د. محمود محمد، **نحو أسلوب أمثل للدعوة الإسلامية**، القاهرة، ط ٢، دار الرسالة، ١٩٨٦م.

١٦٥. الهلالي،د. مجد، **من ركائز الدعوة**، ط ١، مصر، دار النشر طنطا، ١٩٨٩م.

١٦٦. العمار، د. حمد بن ناصر، **أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة**، ط ١، الرياض، دار اشبليا، ١٩٩٦م.

١٦٧. الهى، د. فصل، **من صفات الداعية اللين والرفق**، ط ٢، الكويت، دار القلم، ١٤٠١هـ.

www.pathagar.com

١٦٨. بن نواب، د. عبد الرب، **أصول الدعوة وطرقها**، ط ١، الرياض، دار العاصمة، ١٤١٣هـ.

١٦٩. سعيد، د. همام عبد الرحيم، **قواعد الدعوة إلى الله**، ط ٢، عمان، دار العدوى، ١٩٨٥م.

١٧٠. العمار، د. حمد بن ناصر بن عبد الرحمن، **صفات الداعية**، ط ٣، الرياض، دار اشبيليا، ١٩٩٩م.

١٧١. الرحيلي، د.عبد الله، **دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوبا**، بيروت، دار القلم، ١٩٨١م.

١٧٢. القرضاوي، د. يوسف، **ثقافة الداعية**، ط ٦، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٣م.

١٧٣. بن القحطان، سعيد بن علي، **الحكمة في الدعوة إلى الله**، الرياض، مؤسسة الجريسي.

١٧٤. نواب الدين، عبد الرب ،**مدخل إلى علم الدعوة**، الرياض، دار العاصمة، ط ١، سنة ١٤١٣هـ.

١٧٥. الشاذلي، عبد الله، **الدعوة والإنسان**، القاهرة، المكتبة القومية الحديثة، بدون طبع و سنة.

١٧٦. المرشد، علي بن صالح ، **ستلزمات الدعوة في العصر الحاضر**، مصر، مكتبة لينة، ١٩٨٩م.

١٧٧. عبد الحميد البلالى، **فقه الدعوة في أفكار المنكر**، ط ١، الكويت، دار الدعوة، ١٩٦٨م.

١٧٨. علوان،عبد الله ناصح ،**أخلاق الداعية**، ط ١، القاهرة، دار السلام، ١٩٨٥م.

١٧٩. علوان،عبد الله ناصح ، **صفات الداعية النفسية**، ط ١، القاهرة، دار السلام، ١٩٩٥م.

١٨٠. علوان،عبد الله ناصح ، **ثقافة الداعية**، ط ١، القاهرة، دار السلام، ١٩٨٣م.

www.pathagar.com

١٨١. علوان،عبد الله ناصح ،كيف يدعو الداعية، ط ١، القاهرة، دار السلام، ١٩٨٥م.

١٨٢. علوان،عبد الله ناصح ،روحانية الداعية، ط ١، القاهرة، دار السلام، ١٩٨٥م.

١٨٣. النحوى، عدنان على رضا، دور المنهاج الرباني في الدعوة الإسلامية، ط ٤، القاهرة، العرزدق التجارية، ١٤٠٥هـ.

١٨٤. البلالى، عبد الحليم ، صفات الدعاة، ط ٤، الكويت، دار الدعوة، ١٤٠٥هـ.

١٨٥. فتحى يكن، مشكلات الدعوة والداعية، ط ٣، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٧٤م.

١٨٦. فتحي يكن، كيف ندعو إلى الإسلام، ط ٣، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٧٧م.

١٨٧. حسين، محمد الخضر، الدعوة إلى الاصلاح، القاهرة، المطبعة السلفية، ط ١٧، ١٣٤٦هـ.

١٨٨. الوكيل، محمد السيد، أسس الدعوة وآداب الدعاة، القاهرة، ب ت و ط .

١٨٩. الخطيب، محمد نمر، مرشد الدعاة، بيروت، دار المعرفة، ١٩٨١م.

١٩٠. محمد أبو الفتح، البيباني، المدخل إلى علم الدعوة، ط ١، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤١٢هـ.

١٩١. محمد، الروامى، الدعوة الإسلامية، دعوة عالمية، ط ٣، الرياض، مكتبة الرشد، ١٩٩١م.

١٩٢. مع الله، محمد الغزالي، دراسات في الدعوة والدعاة، ط ٥، القاهرة، مطبعة حسان، ١٩٨١م.

١٩٣. محمد السيد الوكيل، أسس الدعوة وآداب الدعاة، ط ١، القاهرة، دار الطباعة والنشر الإسلامية، ١٩٩٢م.

١٩٥. محمد الرواى، الدعوة الإسلامية، ط ٣، الرياض، مكتبة الرشد، ١٩٩١م.

١٩٦. يوسف،محمد خير رمضان، الدعوة الإسلامية الوسائل والأساليب، ط ١، الرياض، الفرزدق التجارية، ١٩٨٦م.

www.pathagar.com

١٩٧. البارودي، محمد سعيد ، الدعوة والداعية في ضوء القرآن، ط ١ ، جدة، دار الوفاء، ١٩٨٥م.
١٩٨. بن الحبيب، محمد بن سيدى، الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم، ط ١ ، جدة، دار الوفاء، ١٩٨٥م.
١٩٩. حسن، محمد الخضر، الدعوة إلى الإسلام، ط ١ ، القاهرة، المطبعة السلفية، ١٣٤٦م.
٢٠٠. حسن، محمد أمين، خصائص الدعوة الإسلامية، ط ١، الاردن، مكتبة المنار، ١٩٨٢م.
٢٠١. رمضان يوسف، محمد خير، الدعوة الإسلامية مفهوها وحاجة المجتمعات إليها، ط ١ ، الرياض، مطابع الفرزدق التجارية، ١٩٨٦م.

উলূমুল-হাদীস বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

المراجع في علوم الحديث

٢٠٢. الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث
٢٠٣. الحاكم النيسابوري المدخل في علوم الحديث
٢٠٤. الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية
٢٠٥. القاضي عياض اليحصبي، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع
٢٠٦. أبو عمرو ابن الصلاح ، المقدمة (علوم الحديث)
٢٠٧. الإمام النووي، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير
٢٠٨. ابن حجر العسقلاني ، نزهة النظر في شرح نخبة الفكر
٢٠٩. محمد السخاوي ، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٢١٠. عبدالحق الدهلوي، مقدمة في أصول الحديث
٢١١. حمال الدين القاسمي، قواعد التحديث
٢١٢. ظفر أحمد عثماني، قواعد في علوم الحديث
٢١٣. عبد الفتاح أبو غدة ، أربع رسائل في علوم الحديث
٢١٤. د. أكرم ضياء العمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة
٢١٥. سعدي ياسين ، الإيضاح في تاريخ الحديث وعلم الاصطلاح

www.pathagar.com

٢١٦. عبد العزيز بن راشد ، رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الآحاد
٢١٧. عبد الله بن جبرين، أخبار الآحاد في الحديث النبوي
٢١٨. د. محمد أديب الصالح، لمحات في أصول الحديث
٢١٩. د. محمد عجاج الخطيب ، أصول الحديث، علومه ومصطلحه
٢٢٠. عبد الكريم المراد و زميله، من أطيب المنح في علم المصطلح
٢٢١. د. مصطفى الأعظم ، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه
٢٢٢. محمد أبو شيبة، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث
٢٢٣. محمد عبد العزيز الخولي ، مفتاح السنة أوتاريخ فنون الحديث
٢٢٤. د. محمود الطحان، أصول التخريج و دراسة الأسانيد
٢٢٥. د. محمد بن مطر الزهراني ، علم الرجال نشأته وتطوره
٢٢٦. د. محمد مصطفى الأعظمي ، منهج النقد عند المحدثين
٢٢٧. د. مسفر غرم الله الرميني ، مقاييس نقد متون السنة
٢٢٨. سعدي ياسين ، الإيضاح في تاريخ الحديث وعلم الاصطلاح

হাদীস শাস্ত্রের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

المراجع في تاريخ علم الحديث

٢٢٩. أبو عبد الله البخاري، التاريخ الكبير
٢٣٠. مسلم بن الحجاج ، كتاب التمييز
٢٣١. الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية
٢٣٢. الإمام النووي، التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير
٢٣٣. زين الدين العراقي، فتح المغيث في شرح ألفية الحديث
٢٣٤. ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي
٢٣٥. حمال الدين القاسمي، قواعد التحديث
٢٣٦. محمد بن جعفر الكتاني، الرسالة المستطرفة
٢٣٧. د. أكرم ضياء العمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة
٢٣٨. دد. مصطفى الأعظمي، دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه
٢٣٩. د. محمد مصطفى الأعظمي، منهج النقد عند المحدثين

www.pathagar.com

ইলমুল-জারহ্ ওয়াততাদীল বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

المراجع في علم الجرح والتعديل

٢٤٠. د. محمد بن مطر الزهراني، علم الرجال نشأته وتطوره

٢٤١. علي بن المديني ، علل الحديث ومعرفة الرجال

٢٤٢. الإمام أبو عبد الله البخاري، الضعفاء الكبير

٢٤٣. الإمام أبو عبد الله البخاري ، الضعفاء الصغير

٢٤٤. الإمام مسلم بن الحجاج ، كتاب التمييز

٢٤٥. أبو إسحاق إبراهيم بن الجوزقاني، أحوال الرجال

٢٤٦. عبيد اله بن عبد الكريم الرازي ، الضعفاء والمتروكين

٢٤٧. أبو جعفر محمد بن عمرو العُقيلي، الضعفاء الكبير

٢٤٨. ابن أبي حاتم عبد الرحمن الرازي، الجرح والتعديل

٢٤٩. ابن حبان ، المجروحين من المحدثين

٢٥٠. ابن عدي ، الكامل في ضعفاء الرجال

٢٥١. أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني ، الضعفاء والمتروكون

٢٥٢. عبد الغني المقدسي ، الكمال في أسماء الرجال

٢٥٣. أبو الحجاج يوسف بن الزكي المزي ، تهذيب الكمال

٢٥٤. الذهبي ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال

٢٥٥. الذهبي ، تذهيب التهذيب

٢٥٦. ابن حجر العسقلاني ، تهذيب التهذيب

٢٥٧. ابن حجر العسقلاني ، تقريب التهذيب

٢٥٨. أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، الرفع والتكميل في الجرح والتعديل

٢٥٩. أمين أبو لاوي، علم أصول الجرح والتعديل

٢٦٠. محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، دراسات في الجرح والتعديل

٢٦١. محمد مصطفى الأعظمي ، منهج النقد عند المحدثين

٢٦٢. محمد بن طاهر المقدسي ، تذكرة الموضوعات

www.pathagar.com

٢٦٣. أبو الفرج ابن الجوزي، الموضوعات الكبرى
٢٦٤. أبو الفرج ابن الجوزي ، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية
٢٦٥. الحسن بن محمد الصنعاني ، الموضوعات
٢٦٦. ابن تيمية ، أحاديث القصاص
٢٦٧. ابن قيم الجوزية، المنار المنيف في الصحيح والضعيف
٢٦٨. أبوعبد الله الذهبي، مختصر الأباطيل والموضوعات
٢٦٩. الحافظ زين الدين العراقي، الباعث على الخلاص من حوادث القصاص
٢٧٠. جلال الدين السيوطي، اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة
٢٧١. جلال الدين السيوطي، النكت البديعات في الموضوعات
٢٧٢. نور الدين السمهودي، الغماز على اللماز في الموضوعات المشهورات
٢٧٣. الملا علي القاري، الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة
٢٧٤. الملا علي القاري، المصنوع في معرفة الحديث الموضوع
٢٧٥. علي بن محمد بن عراق الكناني، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة
٢٧٦. عبد الحي اللكنوي ، الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة
٢٧٧. محمد بن علي الشوكاني ، الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة
٢٧٨. محمد بن أحمد التميمي، النوافح العطرة في الأحاديث المشتهرة
٢٧٩. أبو إسحاق الجويني الأثري، النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة
٢٨٠. بكر بن عبد الله أبو زيد ، التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث
٢٨١. محمد ناصر الدين الألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة

ইতিহাস বিষয়ক আরবী গ্রন্থপঞ্জী
المراجع العربية في التاريخ

٢٨٢. ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد الجزري، **أسد الغابة في معرفة الصحابة**، تحقيق، محمد إبراهيم البنا، إعادة طبعه، دار إحياء التراث العربي، د.ت.

٢٨٣. ابن الأثير، عز الدين علي بن محمد الجزري، **الكامل في التاريخ**، بيروت، دار الكتاب العربي، ١٣٨٧هـ، الطبعة الثانية.

٢٨٤. أبو زهرة، محمد، **تاريخ المذاهب الإسلامية**، القاهرة، دار الفكر العربي، د. ت.كتبة الخانجي، د. ت.

٢٨٥. أحمد بن أبي يعقوب، **تاريخ اليعقوبي**، بيروت، دار صادر، ١٣٧٩هـ.

٢٨٦. الأربلي، أبو الحسن علي بن عيسى، **كشف الغمة في معرفة الأئمة**، علق عليه، هاشم الرسول المحلاتي، قم - إيران، مكتبة بني هاشم، طبع المطبعة العلمية، ١٣٨١هـ.

٢٨٧. الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الله، **حلية الأولياء**، بيروت، دار الكتاب العربي، د. ت، الطبعة الثالثة.

٢٨٨. الأفغاني، سعيد، **عائشة و السياسة**، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، ١٩٥٧م، الطبعة الثانية.

٢٨٩. البلاذري، أحمد بن يحي بن جابر، **فتوح البلدان**، تحقيق، رضوان محمد رضوان، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٤٠٣هـ.

٢٩٠. ابن حزم، علي بن أحمد الظاهري، **الفصل في الملل و الأهواء و النحل**، مصر، المطبعة الأدبية، ١٣٢٠هـ، ط١.

٢٩١. الحسيني، هاشم، **سيرة الأئمة الاثني عشر**، (بيروت، دار القلم، ط ٣، ١٩٨١م)، ج ١، ص٤٣٨.

٢٩٢. الحموي، ياقوت بن عبد الله، **معجم البلدان**، بيروت، دار صادر، ١٣٧٦/ ١٩٥٧م.

٢٩٣. الخضري بك، محمد، **تاريخ التشريع الإسلامي**، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٩٠هـ/١٩٧٠م، الطبعة التاسعة.

٢٩٤. ابن خلدون، ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد، **مقدمة ابن خلدون** (كتاب العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في أيام العرب و العجم والبربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)، بيروت، دار الجيل، د. ت.

www.pathagar.com

٢٩٥. ابن خلدون، ولي الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد، **تاريخ ابن خلدون**، بيروت، دار الكتاب اللبنانية، ١٩٥٧م، د. ط.

٢٩٦. خلاف،عبد الوهاب،**خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي**،الدار الكويتية للطباعة و النشر و التوزيع،١٩٦٨م، ط٢.

٢٩٧. ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر، **وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان**، تحقيق، محمد محي الدين عبد الحميد، مصر، مكتبة النهضة المصرية، د.ت.

٢٩٨. خليفة بن خياط، **تاريخ خليفة بن خياط**، دمشق، دار القلم، ١٣٩٧ا١٩٧٧م.

٢٩٩. الذهبي، د. محمد حسين، **التفسير و المفسرون**، القاهرة، مكتبة وهبة، ١٤٢٤هـ ا٢٠٠٣م، الطبعة الثامنة.

٣٠٠. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، **سير أعلام النساء**، تحقيق، محب الدين أبو سعيد عمر العمري، بيروت، دار الفكر، ١٤١٧ا ١٩٩٧م، الطبعة الأولى.

٣٠١. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، **تذكرة الحفاظ**، حيدر آباد ـ الدكن ـ الهند، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، ١٣٧٥هـا١٩٩٥م، الطبعة الثالثة.

٣٠٢. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، **تذكرة الحفاظ**، دار إحياء التراث العربي، د. ت.

٣٠٣. الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان، **تاريخ الإسلام و طبقات المشاهير و الأعلام**، القاهرة، مكتبة القدس، ١٣٦٧هـ.

٣٠٤. سعد يوسف أبو عزيز، **رجال و نساء حول الرسول**، تقديم الشيخ حسن أيّوب، القاهرة، دار الفجر للتراث، ٢٠٠٥م.

٣٠٥. ابن سعد،أبو عبد الله محمد، **الطبقات الكبرى**، بيروت،، دار صادر،١٣٧٦ا ١٩٥٧م، د. ط.

٣٠٦. ابن سعد، أبو عبد الله محمد، **الطبقات الكبرى**، مصر، طبعة دار التحرير،١٩٦٨ ـ ١٩٧٠م.

www.pathagar.com

٣٠٧. الطبري، محمد بن جرير، **تاريخ الأمم و الملوك**، بيروت، دار الكتب العلمية، ١٣٧٩هـ.

٣٠٨. الطبريسي، فضل بن حسن، **إعلام الورى بأعلام الهدى**، بيروت، دار المعرفة للطباعة و النشر، د. ت.

٣٠٩. ابن عبد ربه، أحمد بن محمد، **العقد الفريد**، مصر، المكتبة النهضة المصرية، ١٣٨١هـ، الطبعة الثانية.

٣١٠. العسقلاني، أحمد بن علي، ابن حجر، **الإصابة في تمييز الصحابة**، تحقيق، علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، ١٩٧٢.

٣١١. العسقلاني، أحمد بن علي، ابن حجر، **تهذيب التهذيب**، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند، بمحروسة حيدر آباد الدكن، ١٣٢٧هـ، الطبعة الأولى.

٣١٢. العسقلاني، أحمد بن علي، ابن حجر، **تقريب التهذيب**، بيروت، دار المعرفة، ١٩٧٥م، الطبعة الثانية.

٣١٣. ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي، **أعلام الموقعين عن رب العالمين**، تحقيق، عبد الرءوف سعيد، مكتبة الكليات الأزهرية، ١٩٦٨م.

٣١٤. ابن كثير، الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر، **البداية و النهاية**، بيروت، مكتبة المعارف، الرياض، مكتبة النصر، ١٩٦٦م، الطبعة الأولى.

٣١٥. ابن كثير، الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر، **السيرة النبوية**، بيروت، دار الكتب الإسلامية، د. ت.

٣١٦. كحالة، عمر رضا، **أعلام النساء في عالمي العرب و الإسلام**، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٩٩١، الطبعة العاشرة.

٣١٧. الماقاني، عبد الله، **تنقيح المقال في علم الرجال**، طبعة حجرية منسوخة بخط اليد، د. ت.

٣١٨. الماوردي، ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب، **الأحكام السلطانية و الولايات الدينية**، مصر، شركة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، عباس ومحمد محمود الحلبي و شركاهم إ خلفاء، ١٩٦٦م، الطبعة الثانية.

www.pathagar.com

٣١٩. المباركفوري، صفي الرحمن، **الرحيق المختوم**، جدة، مكتبة السودان للتوزيع، ١٩٧٦م.

٣٢٠. المبرد ،محمد بن يزيد ، **الكامل في الأدب**، تحقيق، محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته، مصر، دار نهضة، د.ت.

٣٢١. ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق، **الفهرست**، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، ١٩٩١م.

٣٢٢. ابن هشام، جمال الدين، أبو محمد عبد الله، **السيرة النبوية**، تحقيق، عبد الرءوف سعد، بيروت، دار الجيل، ١٤١١هـ.

সীরাত বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

المراجع في السير

৩২৩. আখলাকুন্নবী সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম ওয়া আদাবিহী, আবূ শায়খ ইবনে হাইয়ান আল ইসফাহানী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৪।

৩২৪. আল-দুরার ফী ইখসার আল মাগাজী ওয়াস সীরাহ, ইবনে আব্দুল বার আল কুরতুবী।

৩২৫. সীরাতু রাসূলিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক।

৩২৬. আয-যাখীরাত ফী মুখতাসারিস সীরাত, বুরহান উদ্দিন ইব্রাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল মুরহাল আশ-শাফী।

৩২৭. যাদুল মায়াদ, হাফিজ ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়া।

৩২৮. ইকতেফা ফি মাগাজিল মুস্তাফা ওয়াল খুলাফা ছালাছাহ, হাফিজ আবু বারী সুলায়মান ইবনে মুসা আল কালাঈ।

৩২৯. আল মুখতাসার ফি সীরাতে সাইয়িদিল বাশার, হাফিজ আব্দুল মুমিন দিময়াতি।

৩৩০. উয়ূনুল আছার ফি ফুনুনিল মাগাজী ওয়া আল শামাইল ওয়াস সীয়ার, মুহাদ্দিস ইবনু সাইয়িদিন্নাস।

৩৩১. আস্ সীরাত আল নববীয়্যাহ, হাফিজ যাহাবী।

৩৩২. আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া বিল মিনাহিল মুহাম্মাদিয়া,আহমদ ইবনুল মুহাম্মদ আল কুস্তলানী।

www.pathagar.com

৩৩৩. সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সীরাতি খাইরিল ইবাদ, মুহাম্মদ ইবনে ইউছুফ আল দিমাশকী ।

৩৩৪. খাসায়েসূল কুবরা, জালালুদ্দিন আব্দুর রহমান সুয়ুতি ।

৩৩৫. আল ওয়াদা আল হক ,ড. ত্বহা হোসাইন ।

৩৩৬. হায়াতু মুহাম্মদ, ড. মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কল ।

৩৩৭. আস সীরাতুন নববীয়াহ,সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী ।

৩৩৮. আর রাহীক আল মাখতুম, ছফিউর রহমান মোবারকপুরী ।

৩৩৯. নাদারাতুন নাঈম ফী মাকারিমে আখলাকির রাসুলিল কারীম(সীরাত বিশ্বকোষ) ।

৩৪০. মুনকাতাউন নকুল ফী সীরাতে আযামীর রাসূল, শেখ হামেদ মাহমুদ ইবনে মোহাম্মদ মনসুর লেমুদ ।

৩৪১. সীরাতুন নবীইল হাদীইর রহমত, আব্দুস সালাম হাশেম ।

৩৪২. সীরাত বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,ঢাকা ।

৩৪৩. মুহাম্মদ, মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল,কে পি কামাল উদ্দিন ও ডি এ কবির (অনুদিত) ।

৩৪৪. হযরত মুহাম্মদ [সা.] , ডাঃ আবুল কাসেম, কলকাতা, ১৯৩৪ ।

৩৪৫. সিরাজাম মুনীরা, ফররুখ আহমদ,তমুদ্দন প্রেস, ঢাকা, ১৯৫২ ।

৩৪৬. মহানবী, আব্দুর রশীদ ওয়াসেকপুরী, ঢাকা, ১৯৮০ ।

৩৪৭. হযরত মুহাম্মদ [সা.] এর জীবন চরিত ও ধর্মনীতি, শেখ আব্দুর রহিম, কলকাতা- ১৮৮৭ ।

৩৪৮. হালাতুন্নবী, মুন্সি বুরহান উলাহ ওরফে চেরাগ আলী, প্রকাশক, করিম বক্স, সিলেট- ১৮৯৬ ।

৩৪৯. মহাপুরুষ মহাম্মদ [সা.] ও তৎপ্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম, গিরিশ চন্দ্র সেন, ১৮৯৮ ।

৩৫০. সংক্ষিপ্ত মুহাম্মদ চরিত, আব্দুল আজীজ খান, মোহামেডান এসোসিয়েশন, কুষ্টিয়া-১৯০১ ।

৩৫১. সংক্ষিপ্ত মোহাম্মদ [সা.] চরিত, মোঃ আব্দুল আজিজ, কুষ্টিয়া-১৯০১ ।

৩৫২. হজরত মোহাম্মদ [সা.] এর জবিনী, মফিজ উদ্দিন আহমদ, প্রকাশক, গ্রন্থকার, বরিশাল- ১৯২৫ ।

৩৫৩. মোস্তফা চরিত, মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সি, কলকাতা- ১৯২৫ ।

www.pathagar.com

৩৫৪. হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা [সা.] এর জীবন চরিত, মুহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ, কলকাতা,১৯২৯।

৩৫৫. হজরত মোহাম্মদের জীবনী, অধ্যাপক ওসমান গণী, রাজার দেউড়ি, ঢাকা- ১৯৩১।

৩৫৬. মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য, মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মুহাম্মদী বুক এজেন্সি, কলকাতা,১৯৩২।

৩৫৭. বিশ্বনবী, কবি গোলাম মোস্তফা, মাহফুজা খাতুন, ভূদেব ভকন, চুঁচুড়া, ১৯৪২।

৩৫৮. মোহাম্মদ-র-রসুলুলাহ, কাজী আফসার উদ্দিন আহমদ, বলিয়াদি পাবলিশিং হাউস, ঢাকা,১৯৫১।

৩৫৯. আম্বিয়া চরিত, আলিম উদ্দিন আহমদ, ডোমিনিয়ন বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৫৯।

৩৬০. বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য, গোলাম মোস্তফা, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬০।

৩৬১. মুহাম্মদ চরিত, নাদের হাসেন জাফরী, ভেকুটিয়া, যশোহর,১৯৬০।

৩৬২. নবী মোস্তফা, সংকলন, তালিম হোসেন,পাকিস্তান পাবলিকেশন, কাকরাইল ঢাকা, ১৯৬৬।

৩৬৩. হযরত মুহাম্মদ ও ইসলাম, কাজী আব্দল ওদূদ, প্রকাশক, গ্রন্থকার, কলকাতা, ১৯৬৬।

৩৬৪. বিশ্বনবীর বিশ্ব সংস্কার, আবুল হোসেন ভট্টাচার্য,বগুড়া, ১৯৬৯।

৩৬৫. বিশ্বভ্রাতৃত্বে মোহাম্মদ [সা.], মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৬৯।

৩৬৬. মানব মর্যাদায় মহানবী [সা.], মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম, পাকিস্তান একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১।

৩৬৭. মহানবীর জীবন দর্শন ও দাম্পত্য জীবন, মোঃ আবিদ আলী, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা,১৯৮৩।

৩৬৮. জগৎগুরু মুহাম্মদ [সা.], মুহাম্মদ নুরল ইসলাম, সাহিত্য কুঠির , বগুড়া, ১৯৭৪।

৩৬৯. রসূলুলার ভবিষ্যদ্বাণী,মাওলানা আহমদ আলী, ইসলামী প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৭৬।

৩৭০. মহানবী ও ইসলাম, ড. এ.কে,এম. ইয়াকুব আলী, রাজশাহী, ১৯৭৪।

৩৭১. বিশ্বসভ্যতায় মহানবী [দ.] এর অবদান, মাওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম,কুমিল্লা, ১৯৭৫।

www.pathagar.com

৩৭২. পবিত্র কোরআন ও হাদীসে রাসুল [দ.], মাওলানা খ. মোঃ বশিরউদ্দিন [জ-১৯০৩] ।

৩৭৩. মহানবীর জীবন আদর্শ, মোঃ আবিদ আলী, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৭৬ ।

৩৭৪. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী ও ইসলাম,মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম,পলাশ পাবলিকেশন্স,ঢাকা, ১৯৭৬ ।

৩৭৫. শেষ নবী, মাওলানা মুহাম্মদ তাহের, মদীনা বুক ডিপো কলকাতা, ১৯৭৬ ।

৩৭৬. সংস্কারক হযরত মুহাম্মদ [সা.], মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহেদ,পলাশ পাবলিকেশন্স, ঢাকা,১৯৭৬ ।

৩৭৭. সিরাজাম মুনীরা [সংকলন], মুহাম্মদ আবুল আসাদ, খোশরোজ প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৭৬ ।

৩৭৮. বৈজ্ঞানিক মুহাম্মদ [দ.] মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম, সাহিত্য কুঠির , বগুড়া, ১৯৭৪-৯৪ ।

৩৭৯. হযরত মুহাম্মদ [দ.], নূরুদ্দিন আহমদ, জুয়েল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৭ ।

৩৮০. হযরত মুহাম্মদ [দ.], আব্দুল মালেক , স্বরূপকাঠি, বরিশাল, ১৯৭৮ ।

৩৮১. নবী করিম হযরত মুহাম্মদ [দ.], ড. মুহাম্মদ শহীদুলাহ, রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭৮ ।

৩৮২. বিশ্বনবী মোস্তফা [দ.], খঃ মোঃ বশির উদ্দিন, শাহজাহান বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৭৯ ।

৩৮৩. বিশ্বনবীর জীবনকথা, মাওলানা মোঃ তারিকউল ইসলাম, বিউটি বুকহাউস, ঢাকা, ১৯৭৯ ।

৩৮৪. মহানবী, মুজীবুর রহমান খাঁ, ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৯৮০ ।

৩৮৫. শাশ্বত নবী (সংকলন), অধ্যাপক আব্দুল গফুর, ই.ফা. বা. ঢাকা, ১৯৮০ ।

৩৮৬. মহানবী, ড. ওসমান গণী, মলিক ব্রাদার্স ,কলকাতা,১৯৮২ ।

৩৮৭. বিশ্বনবীর পরিচয়, ইসমাইল হোসেন ইসলামনগরী, রশীদ বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৮৩ ।

৩৮৮. হযরত মোহাম্মদ মোস্তফ, মীর রহমত আলী, বাংলাদেশ তাজ কোম্পানী, ঢাকা, ১৯৮৪ ।

৩৮৯. মহানবী মুহাম্মদ [দ.], সোহরাব উদ্দিন আহমদ, উম্মা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫ ।

৩৯০. হযরত মোহাম্মদ রাসুলুলাহ [সা.] আখেরী নবী, নাজিম উদ্দিন আহমদ, কোরান মঞ্জিল, ঢাকা, ১৯৮৫ ।

www.pathagar.com

৩৯১. বিশ্বনবী [দ.] জীবন, মাওলানা মাজহার উদ্দিন আহমদ, সালাউদ্দিন বই ঘর ঢাকা, ১৯৮৯।
৩৯২. বিশ্বনবীর জীবন কাহিনী, গোলাম মোস্তফা, ফেন্সি লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯০।
৩৯৩. বিশ্বনবীর জীবনী, মাওলানা খঃ মোঃ বশিরউদ্দীন, সালমা বুক ডিপো, ঢাকা, ১৯৯১।
৩৯৪. বিশ্বনবী মোহাম্মদ [সা.] জীবনী, আবু মোকাররম আমীন আহমদ, সুলেখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১।
৩৯৫. বিশ্বনবীর [সা.] জীবনী, হাফেজ শহীদুল্লাহ ফারুক, আলহেরা প্রকাশনী ঢাকা, ১৯৯২।
৩৯৬. শানে মোহাম্মদ [দ.], মাওলানা রেদওয়ানুল হক ইসলামাবাদী, রেদওয়ানিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯২।
৩৯৭. নূরনবী মুহাম্মদ মোস্তফা [সা.], মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন,কলাবাগান, ঢাকা, ১৯৯৬।
৩৯৮. বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ [সা.], মৌলভী আব্দুল গণী, হালিম বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৯৬।
৩৯৯. বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্বনবী, মুঃ আব্দুর রউফ।
৪০০. বিশ্বনবী জীবনে রাজনীতি,অধ্যপক গোলাম আযম, বই বিতান প্রকাশনী, ঢাকা।
৪০১. বিশ্বনবী মোস্তাফা [সা.], আশরাফ আব্দুলাহ মুজাহিদ,(অনুঃ মাওলানা শাহ ওয়ালী উলাহ), ১৯৮৯।
402. **Smith, Bosworth,** Mahomed and Mahomedanism, London- 1874.
403. **Dods, Marcus,** Mahomed , Budha, Christ.so. 1878.
404. **Margoliuth, D.S.**, Mahomed, London 1906.
405. **Lane poole, Stanley,** The prophet of Islam, London.
406. **Koell, S.W.**, Mohammed and Mohammedanism Critically Considered, 1888.
407. **Stone, Johan,** Mohammed and His Power, 1901.
408. **Renald, Bodley,** The Life of Mohammad The Messenger, 1940.
409. **Watt, Montgomery**, Muhammad at- Mecca, Oxford 1953.
410. **Watt, Montgomery**,Muhammad at- Medina, Oxford 1951.
411. **Watt, Montgomery**,Muhammad Prophet and Statesman 1961.

www.pathagar.com

412. **Prideux, Humphrey**, Life of Mahomet 1956.
413. **Gagnier, J.** , Lavie De Mahomet.
414. **Ali, Abdullah Yusof,** The Personal life of Muhammad.
415. **Iqbal, Sardar,** Muhammad The Prophet. 1932.
416. **Hamidullah, Dr. Mohammad,** Muhammad Rasulullah. 1947.
417. **Hamidullah, Dr. Mohammad,** Le Prophete d I` Islam, Vol- 2 Paris 1959.
418. **Pikethal, M.M.,** Life of the Holy Prophet of Mohammad Al-Amin. Karachi. 1959.
419. **Misari, Abdus Sima,** Muhammad The Prophet of Islam, Kairo 1968.
420. **Siddiqu,e Abdul Hamid,** Life of Muhammad, Lahor ,1969.
421. **Sarwar Mawlat,**The Life of Muhammad. 1976.

গবেষণা পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী
المراجع في مناهج البحث

422. **Adams G.R. & Schvaneveldt, J.D.,** Understanding Research Methods, Longman Inc, New York, 1985.
423. **Aminuzzaman, Salauddin M.,** Introduction to Social Research, Bangladesh Publishers, Dhaka, 1991.
424. **Ahamed, Iftekhar Uddin,** Basic Methodology in Business Research, Onmesha Publications, Dhaka, 1991.
425. **Ahamed, Alim al-Ayyub,** Research Methodology in Education, Provati Library, Dhaka, 2005.
426. **Allan, G. and Skinner c.** (eds), Handbook for Research Students in the Social Sciences, London, Falmer Press, 1991.
427. **Aginhotri, V,** Techniques of Social Research, New Delhi, M.N Publisher, 1980.
428. **Baily, Kenneth D.,** Methods of Social Research, New York, Free Pess, 1978.
429. **Baker, Therese L.Doing,** Social Research, New York, Macgraw Hill Book Company, 1988.

www.pathagar.com

430. **Ball, John and Williams, C.B,** Report Writing, New York, Ronald Company Unc, 1952.

431. **Bernard, H. Russel,** Research Methods in Anthropology : Qualitative and Quantatives Approaches, London, Sage Publications, 1994.

432. **Black, James A & Champion, Dean J.** Methods and Issues in Social Research, New York, John Wiley, 1976.

433. **Balalock. Hubert M.(Jr) and Blalock, A.B** (eds), Methodology in Social Research, London, McGraw Hill, 1971.

434. **Blalock, A. B and Blalock, H. M.** Introduction to Social Research, 2nd ed. New Jersey, Prentice Hall, 1982.

435. **Bogdan, Robert and Steven J. Taylor,** Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Science, New York, John Wiley & Sons, 1975.

436. **Bryman, Alan,** The Debate about Quantitative and Qualitative Research: A Question on Method or Epistemology, The British Journal of Sociology, Vol XXXV, No1, 1984.

437. **Bells, Hesting ,** Writing a Thesis.

438. **Brintor, C.W.** Graphic Methods of Presenting Facts.

439. **Bailey, Kenneth D.,** Methods of Social Research, The Free Press, London, 1982.

440. **Blalock, Hubert M, and Blalock,** Ann B., Methodology in Social Research. McGraw-Hill Book Company, New York, 1982.

441. **Borg,** Walter R., Educational Research : An Introduction, New York, David McKay Company, Inc. 1963.

442. **Babbie, E.R.** The Practice of Social Research, California; Wordswarh, 1975.

443. **Berry, Ralph,** How to Write Research Paper, Pergamon Press London, 1969.

www.pathagar.com

444. **Bogardus, E.,** The Development of Social Thought, New York; Longman, 1969.

445. **Bulmer, Martin** et.al, Social Research in Developing Countries, London:UCL, Press, 1993.

446. **Burjun, Jaques & Graff.H.F., The Modern** Research, New York, 1977.

447. **Chambers, R.,** Shortcut Methods of Gathering Social Information for Rural Development Project, London, Oxford University Press, 1985.

448. **Cicourel, A.V.,** Methods and Measurement in Sociology, New York, Free Press, 1964.

449. **Cole, Arther & Bigeleow, Karl,** A Manual for Thesis Writing.

450. **Chandra, K. Ravi,** et.al (ed.) Research Design in Sharma 1985.

451. **Chandra, K. Ravi,** Research Methods in Social Science. New Delhi: Starling, 1985.

452. **Caltung, J.** Theory & Methods of Social Research. London: Allen and Unwin, 1969.

453. **Chapin. Stuart,** Experimental Designs in Sociological Research, New York, 1947.

454. **Doby, John, T. Wofford, C.** An Introduction to Social Research, Pennsyvenia: Stakpole, 1954.

455. **Evan, K.M.** Planning Small Scale Research, Windser, N.F.E.R., 1911.

456. **Ehrlich, Eugene and Murphy, Saniel,** Writing and Researching Term Papers and Reports, 5th ed. New York.

457. **F.Whitney,** Element of Research, New York, 1946.

458. **Ford, L.J.Pick & Smith, E.W.,** A Student Hand Book on Note Taking Essay-Writing Special Study and Thesis Presentation, Gian & Company, 1969.

www.pathagar.com

459. **Festinger, L**, Research Methods in the Behavioral Sciences, London, Staples Press, 1954.

460. **Franfort, N.C. and Nachmias, David,** Research Methods in the Social Sciences, (fourth edition), New York, ST. Martin Press, 1991.

461. **Felts, Hesting,** Writing a Thesis, 1943.

462. **Fox, Jems Harl,** Criteria of Good Research".

463. **Gupta, Achintya Das,** The Qualitative Approach to Social Research, Dhaka, Worldview International Foundation, 1989.

464. **Gee,** Social Science Research Method, New York: Appletoucentury Croofts, 1950.

465. **Ghosh B.N.**, Scientific Method and Social Research, Stwiling Publishers Pvt., New Delhi, 1968.

466. **Gopal, M.H.**, Introduction to Research Procedures in Social Science, Asia Publishing House, Bombay, 1965.

467. **Goode, Willaim J. and Hatt Paoul K.,** Methods of Social Research, McGraw-Hill Book Company, INC, New York, 1972.

468. **Good. E.V& Scates,** D.E., Methods of Research : Educational. Psychological and Sociological, Appeiton Century Crofts, New York, 1972.

469. **Huart, Peyton,** Bibliography and Footnotes, Berkelly, 1951.

470. **Hubbel, Goerge Shelton,** Writing Term Papers and Reports, 4th ed. New York, 1969.

471. **Jahoda, M.** et.al, Research Methods in Social Relations, New York, Dyrden, 1951.

472. **Jensen, A and Morck, K,** Method and Fieldwork in Village Level Research : The Bangladesh Case, in Asian Affairs, Vol 3, No 1, 1981.

473. **Johnson, J.M.,** Doing Field Research. NY. The Free Press. 1975.

www.pathagar.com

474. **Kothari, C.R.,** Research Methodology: Methods and Techniques, 1990.

475. **Kat L. Turabian,** A Manual For Writers of Term Papers, Thesis and Dissertations, 4th ed. Chicago, 1973.

476. **Kothari, C.R.,** Research Methodology: Methods and Techniques, New Delhi, Wiley Eastern Ltd. 1986.

477. **Kidder, L.H** et.al (ed.). Research Methods in Social Relations. Japan: CBS Publishing, 1986.

478. **Lin, Nan,** Fundamentals of Social Research, New York: McGraw Hill, 1976.

479. **LiwisBeek. Michael S.** Research Practice. Vol.C. New Delhi: SAGA Publications.1984.

480. **Mann, Peter H.** Methods of Social Investigation. New York: Basil Blackwell, 1985.

481. **MiLIZr, Delbert. C.** Hand Book of Research Design and Social Measurement, New York: David Newway, 1970.

482. **Moser, C.A Kolton G.,** Survey Methods in Social Investigation, London: Meiniman Educational Book, 1958.

483. **Mudgett, Bruce,** Staticale Tables and Graphics.

484. **Machlup, Fritz,** Methodology of Economics and Other Social Science, New York, Academic Press, 1978.

485. **Maclean, Mavis & Genn, Hazel**, Methodological Issues in Social Surveys, London, Macmillan Press, 1979.

486. **Marsh, C.,** Problems with Surveys: Methods of Epistemology, Sociology, Vol-13, N-, 1979.

487. Marsh, C., The Survey Method, London, Allen and Unwin, 1982.

488. **Mohammed, Ali,** RRA: Concepts, Methods and Applications, Dhaka, Bangladesh Agricultural Research Council, 1990.

489. **Moser, C.A. and Kalton, G,** Survey Methods in Social Investigation, 2nd ed. London Heinemann Education Books, 1971.

www.pathagar.com

490. **Mcguigan,** Experimental Psychology: A Methodological Approach, Prentice Hall, INC., New Jersey. 1978.

491. **Mouly, George J**., The Science of Educational Research, New Delhi, Eurasia Publishing House (Pvt.) 1963.

492. **N.Polansky,** Social Work Research, Chicago, 1965.

493. **Nachmias,** Chava & Nachmias, David, Research Methods Social Science, Edward Arnold, Ltd. London, 1981.

494. **Nagel, S.S. & Neef M.,** Operations Research Methods, London, Sage, 1984.

495. **Newsom, N.W. & Wolk, G.,** Form and Standard for Thesis Writing .

496. **Phillips, B.** Sociological Research Methods. Illionis: Dorsey Press, 1985.

497. **Phillips, S.Bernard,** Social Research: Strategy and Tactices. New York: McMillan.1971.

498. **Pelto, Perli J and Gretel H. Pelto,** Anthropological Research: The Structure of Inquiry, London, Cambridge University Press, 1978.

499. **Polansky**, Norman A. (ed) Social Work Research, The University of Chicago Press Illinois, 1960.

500. **Raz, Hans**, Theory and Practice in Social Research, Surjeet Publication, Delhi, 1988.

501. **Russell**, Bernard H., Social Research Methods: Quantitative Approaches, Sage Publications, U.S.A, 2000.

502. **Raj, H**, Theory and Practice in Social Research, New Delhi, Surjeet Publications, 1979.

503. **Rayer, A**., Methods in Social Science: A Realistic Approach, Hutchinson, 1984.

504. **Reeder, Ward,** How to Write a Thesis, Illinois, 1925.

www.pathagar.com

505. **Ramchander** et.al, Survey in Sharma, B.A.V. et al (ed.) Research Methods in Social Science. New Delhi: Sterling, 1985.

506. **Redman L.V. and Morry A.V.H.** The Romance of Research, New York:Croffs and Co, 1923..

507. **Reeder, Word.** How to Write a Thesis.

508. **Roberta H.Markman & Mani L.Wadell,** 10 Steps in Research the Writing, Barron's Educational Series, Inc, New Yorks, 1971.

509. **Scott,** Research in Social Science, 2nd Edition, The Free Press, New York 1981.

510. **Selltz, Clair and others** (e.d) Research Methods in Social Relation, Holt, Rinehart and Winston Inc. New York 1976.

511. **Sevilla CG**. et, al. An Introduction to Research Methods. Manila: Rex Book Stor, 1984.

512. **Simpson and Kafka F**, Basic Statistics in India, Oxford and IBH , Calcutta 1971.

513. **Sing R.A.P,** Methods in Social Research, Print Well publishers , Jaipur 1990.

514. **Selltij, C.** et.al (ed.) Research Methods in Social Relation, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1976.

515. **Sharma, B.A.V** et.al, Research Methods in Social Science, New Delhi: Sterting, 1985.

516. **Stevenson, M. Slesinger D.** Research Encyclopedia of the Social Science, New York: MacMillan, 1934.

517. Shaw, C.R., Case Study Method, Chicago: University Press, 1972.

518. **Srinivas, M.N.** (ed.), Methods in Social Anthropology: Selected Essay, s by A.R. Radcliffe-Brown. Delhi: Hindustan Publishing, 1983.

519. Srinivas et.al. The Field Worker and the Field. Delhi; Oxford, 1979.

www.pathagar.com

520. **Schearer, S. B.,** The Value of Focus Group Research for Social Action Programs, Studies in Family Planning, Vol 12, No 12, 1981.

521. **Shadhu, A. N. & Singh, A.,** Research Methods in the Social Sciences, Bombay, Himalaya Publishing House, 1980.

522. **Shadhu, K. S.,** Methodology of Research in Education, New Delhi, Sterling Ins Publishing Pvt.Ltd.1985.

523. **Turabian,** A Manual For Writers of Term Papers Thesis and Dissertations, London, 1987.

524. **Williams, C. & Allan Stevenson, A** Research Manual for College Studies & Papers, New Yorks, London, 1940.

525. **Winkinson T.S. Bhandarker, P.L.** Methodology and Techniques of Social Research, Bombay: Himalayan Publishing House1984.

526. **Yong Pouling V.,** Scientific Social Surveys and Reachers, Prentice Hall of India, New Dellhi 1962.

527. **Young, P.V.,** Scientific Social Survey and Research, New Jersy: Prentice Hall, 1962.

528. **The International Encyclopedia of Social Reacherch,** vl-14, The McMillan Company & Free Press, USA, 1968.

৫২৯. **আবু তাহের, ড. মোঃ,** সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি।

৫৩০. **আতীকুর রহমান, এ এস এম, ও শওকতুজ্জামান সৈয়দ,** সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, প্রভাতী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

৫৩১. **আহমেদ, আলীম আল-আইয়ুব,** শিক্ষায় গবেষণা পদ্ধতি, প্রভাতী লাইব্রেরী, ১ম প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫।

৫৩২. **আব্দুল মতিন, অধ্যাপক,** শিক্ষা সহায়িকা, ঢাবি, ১৯৮০।

৫৩৩. **আব্দুল হাদী, ড., তাহকীকুত তুরাছ, মাকতকাতুল কালাম, ১ম সং, জিদ্দাহ, ১৯৮৯।**

৫৩৪. **আলী,** ড.এ.কে.এম.ইয়াকুব, মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯।

www.pathagar.com

৫৩৫. **আতার, ড. নুরুদ্দীন,** মানহাজুন নকদী ফী উলূমিল হাদীস, দারুল মুআসির, ৩য় সং, বৈরূত, ১৯৯৭।

৫৩৬. **আহমেদ, নাসির উদ্দীন ও মাহবুবুজ জামান, আ.ক.ম.** সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি, ঢাকা, ১৯৯৪।

৫৩৭. **ইব্রাহীম, ড. মোহাম্মদ,** নামাযিজু ফিল ইমলাই ওয়াত তারক্বীমি, শিব্বিয়া লাইব্রেরী, সিলেট ২০০৯।

৫৩৮. **উসমান, ড.হাসান,** মানহাজুল বহছ আত তারীখী, কায়রো, ১৯৪৩।

৫৩৯. **ওমায়রা, ড. আব্দুর রহমান,** আযওয়াউ আলাল বাহছ ওয়াল মাসাদির, দারুল জায়ল, বৈরুত, ১৯৮৬।

৫৪০. **খান, মোঃ আনসার আলী,** প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, **এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০৪।**

৫৪১. **খাফাজী, ড. আব্দুল মুনঈম ও শওক, ড. আব্দুল আজীজ,** কাইফা তুকতাব বহছান জামিইয়্যান, কায়রো, তাবি।

৫৪২. **খাফাজী, ড. আব্দুল মুনঈম,** আল-বহুছুল আদবিয়্যা, মানাহিজুহু ওয়া মাসাদিরুহু, দারুল কিতাবিল লুবনানী, বৈরূত, তাবি।

৫৪৩. **আল-খতীব, মুহাম্মদ উজ্জাজআল-আনসারী, ড.আল ফরীদ,** আবজাদিয়্যাতুল বাহাছ ফী উলূমিশ শরইয়্যাহ, দারুল বায়দা, **১ম সং,** কায়রো, ১৯৯৭।

৫৪৪. **খাফাজী, ড. আব্দুল মুনঈম ও শারাফ, ড. আব্দুল আযীয,** কাইফা তাকতুবু বহছান, মাকতাবাতুল আনজালুল মিসরিয়্যা, তাবি।

৫৪৫. **চৌধুরী, আনোয়ার উল্লাহ ও রশীদ সাইফুর,** নৃ-বিজ্ঞান উদ্ভব, বিকাশ ও গবেষণা পদ্ধতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, **১৯৯৫।**

৫৪৬. **আল-জাববুরী, ড. ইয়াহইয়া ওয়ায়েব,** মানহাজুল বহছ ওয়া তাহকীকুন নসূস, দারুল গারবিল ইসলামী, ১ম সং, বৈরূত, ১৯৯৩।

৫৪৭. **জিল্লুর রহমান, প্রফেসর ড. এস এম,** সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি।

৫৪৮. **জামান, জিনাত,** শিক্ষা গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল, এডমুভ লিমিটেড, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৭।

৫৪৯. **আত-তুনীজী, ড. মুহাম্মদ,** আল-মিনহাজ ফী তালিফিল বুহুছ ওয়া তাহকীকলি মাখতূতাত, আল আলামূল কুতুব, হলব, তাবি।

৫৫০. **তাহের ও আযীয**, আল-মানাহিজুল ফালসাফিয়্যা, নাশরুল মারকাযিছ ছাকাফী, ১ম সং, ১৯৯০ ।

৫৫১. **দাবীদারী, ড. রিযা ওয়াহিদ**, আল-বহছুল ইলমী, দারুল ফিকর, ৩য় সং, ২০০৫ ।

৫৫২. **নুর, বেগম নাজমির**, সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি, নলেজ ভিউ, ঢাকা, ১৯৮৮ ।

৫৫৩. **ফখরুজাজমান, ড.মীর**, পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান, বই বিতান, ঢাকা, ১৯৭৬ ।

৫৫৪. **আল-ফযলী, ড.আব্দুল্লাহ আশশরীফ**, মানহাজুল বহছ আল ইলিমিয়্যা, কায়রো, ১৯৯৬ ।

৫৫৫. **আল-বুশিখী, ড. শাহেদ**, মুসতালাহাতুন নকদিয়্যা ওয়া বালাগিয়্যা ।

৫৫৬. **আল-বুশিখী, ড. শাহেদ**, মুসতালাহাতুন নকদিল আরাবী, মাতবাআতুন নাজাহআল জাদীদা, ১মসং, রাবাত, ১৯৮৫ ।

৫৫৭. **বদর, ড. আহমদ**, উসূলুল বহছিল ইলমী ওয়া মানাহিজুহু, দারুল মাআরিফ, ৫ম সং, কায়রো, তাবি ।

৫৫৮. **মালহাস, ড.সুরাইয়া**, মানহাজুল বহছ, কায়রো, ১৯৬০ ।

৫৫৯. **মূলহিস, সুরাইয়া আব্দুল ফাত্তাহ**, মানহাজুল বহছ আল ইলিমিয়্যা, মাকতাবাতুল মাদরাসা ওয়া দারুল কিতাবিল লুবনানী, বৈরূত, ২য় সং, ১৯৭৩ ।

৫৬০. **মূসা, আশরাফ মুহাম্মদ**, আলকিতাবাতুল আরাবিয়্যা আল আদাবিয়্যা ওয়াল ইলমিয়্যা, মাকতাবাতুল খাঞ্জীকায়রো, তাবি ।

৫৬১. **মোসলেহ উদ্দিন, এম ও কবীর এম**, সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান, সোপিরেট, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা, ১৯৮৮ ।

৫৬২. **মুখোপধ্যায়, জগমোহন**, গবেষণা পত্র অনুসন্ধান ও রচনা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সং, ১৯৯২ ।

৫৬৩. **কলকাতা, যুরাইক, ড. কুস্তান্তীন**, নাহনু ওয়াত তারীখ, বৈরুত, ১৯৫৯ ।

৫৬৪. **রুস্তম, ড.আসাদ**, মুস্তালাহুত তারীখ, বৈরুত, ১৯৩৯ ।

৫৬৫. **রোজান্টাল, ফ্রান্স**, মানহিজুল উলাইল মুসলিমিন ফিল বহছিল ইলমী, দারুছ ছাকাফা, বৈরূত ।

৫৬৬. **শালাবী, ড.আহমদ**, কাইফা তুকতাব বহছান আও রিসালাতান, কায়রো, ১৯৫২ ।

৫৬৭. **শালাবী, ড.আহমদ**, কায়ফা ইউকতাবু বহছান আও রিসালাতান, ৬ষ্ট সং, মাকতাবাতুন নাহদা, মিসর, ১৯৬৮ ।

www.pathagar.com

৫৬৮. **শালাবী, ড.আহমদ,** ফিকবুল মুসলিম আল মুআসির, **১ম সং,** কায়রো,১৯৯৪ ।

৫৬৯. **শওকী যায়ফ**, আল বহছিল আদবী-তবীয়তুহু ওয়া মানাহিজুহু- অসূলুহ-মাসাদিরুহু, দারুল মাআরিফ, মিসর, ১৯৭২ ।

৫৭০. **হামাদাহ, ড.ফারূক,** আল-মানহাজুল ইসলামী ফিল জারহি ওয়াত তা'দীল: দিরাসাহ মানহাজিয়্যা ফী উলূমিল হাদীস, মাকতাবাতুল মাআরিফ বির রিবাত, ১ম সং, মরক্কো, ১৯৮২ ।

৫৭১. **হারূন, আব্দুস সালাম,** তাহকীকুন নসূস ওয়া নশরুহা, দারুল ফিকর, ২য় সং, বৈরূত, ১৯৮১ ।

৫৭২. গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০০১ ।

৫৭৩. আনাসিবুল বহছিল ইলমী ।

ফিকহ্ উসূলুল ফিক্‌হ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

/المراجع في الفقه و أصول الفقه

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৫৭৪.	আল-জাযাইরী, আব্দুর রহমান,	আল-ফিক্‌হ 'আলা মাযাহিবিল আরবা'আ	দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যা, বৈরুত	
৫৭৫.	আদ-দারদীর, আবুল বারাকাত সাইয়েদি আহমদ,	আশ শরহুল-কাবীর	তব'আ ঈসা আল-হালাবী, মিশর	
৫৭৬.	আশ শাইখ মাহমুদ শালতুত,	আল-মাসউলিয়্যাতুল মাদানিয়্যা ওয়াল জিনায়িয়াতু ফিল ফিকহিল ইসলামী		
৫৭৭.	ওয়াশ-শাইখ মুহাম্মদ আবু যাহ্‌রা, মালিক	হায়তুহু ওয়া আসরুহু ওয়া আরাযহু ওয়া ফিকহুহ	ত্বুবআ' জামে আতুল আযহার, মিশর	
৫৭৮.	ইবনুল হুমাম	শারহু ফাতহিল কাবীর	আল-মাত্‌বা' আতুল আমিরিয়া, ১ম সং	
৫৭৯.	ইবনুল জাওযী, মুহাম্মদ ইবনু আহমাদ আল-কেলাবী আল-গারনাত্বী,	আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা	বৈরুত	
৫৮০.	ইবনু তাইমিয়্যাহ, আহমাদ ইবনু তাইমিয়্যা, আবূ আব্বাস,	আস-সিয়াসাতুশ শাযিয়্যা ফী ইসলাহির রাযী ওয়ার রায়ীয়াহ	দারুশ শা'ব, মিশর	

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৫৮১.	ইবনু কুদামা, মুহাম্মদ আব্দুলাহ্ আহমদ আল মাক্বাদিসী, আল মুগনী	আল-ইহ্কাম ফি উসূলিল আহ্কাম	ত্বব'আতুস সা'আদা, ১ম সং, কায়রো	
৫৮২.	সালাম মাদকুর, ড.মুহাম্মদ,	আল মাদখাল লিল ফিকহিল ইসলামী	দারুল নাহদ্বাতিল আরাবিয়্যা, ২য় সং, মিশর	
৫৮৩.	আল-গাযালী, আবূ হামেদ ইবনু মুহাম্মদ,	আল-মুসতাফা মিন ইলমিল উসূল	মাতবা'আতুল আমী- রিয়্যাহ্, ১ম সং, মিশর	
৫৮৪.	আল-আমাদী, আলী ইবনু আলী, সাইফুদ্দীন আবুল হাসান,	আল-আহকাম ফী উসূলিল আহকাম	দারুল হাদীস, আল-আযহার শরীফ, কায়রো	
৫৮৫.	আশ-শাইখ যকীউদ্দীন শা'বান,	উসূলুল ফিকহিল ইসলামী	দারুত তা'লীফ, (কায়রো) ৩য় সং	
৫৮৬.	আল বরদেশী আশ শাইখ মুহাম্মদ যাকারিয়া,	উসূলুল ফিকহ	মাতবা'আতুল হুসাইনিয়া	

আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

المراجع في الأدب اللغة العربيتو التاريخ/

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৫৮৭.	আদ-দসূকী, 'ওমর	ফিল আদবিল হাদীছ ৭ম সং	বৈরূত	১৯৬৬
৫৮৮.	আদ-দামিশ্কী মুহম্মদ আতোয়া	কিতাবুল মুন্তাখাব ফী তারীখিল আদাবিল আরবী	মিসর	১৯১৩
৫৮৯.	আল-বুসতানী, বতরূস	মুনতাকিয়াতু উদাবাইল 'আরব'	দারূ মারূন গবৃদ	১৯৭৯
৫৯০.	আল-বুসতানী, বতরূস	উদাবাউল 'আরব ফিল জাহিলিয়্যা ওয়া সদরিল ইসলাম	বৈরূত	১৯৮৯
৫৯১.	আল-বুহতরী	হামাসাতুল বুহতরী	মিসর	১৯২৯
৫৯২.	আল-বগভী, হুসয়ন ইবন মাস'উদ	শরহুস সুন্না (সম্পাদনা যুহয়র আশ-শাভীশ ও শু'আয়র)	বৈরূত	১৯৮৩
৫৯৩.	আস-সাবা'ঈ, বিয়ওমী	তারীখুল আদাবিল 'আরবী ফিল 'আসরিল জাহিলী	মিসর	১৯৪৮

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৫৯৪.	আল-মাকদেসী আনীস	তাতাউরুল আসলীবিন নছবিয়্যাঃফিল আদবিল আরবী ৬ষ্ঠ সং	বৈরূত	১৯৭৯
৫৯৫.	আয-যয়্যাত, আহ্মদ হাসান	তারীখুল আদাবিল 'আরবী, ২৪তম সং	মিসর	
৫৯৬.	আল-মুতানাব্বী	দীওয়ানুল মুতানাব্বী	কায়রো	১৯৩৮
৫৯৭.	আল-মুতালম্মিস	দীওয়ানুল মুতালাম্মিস, সম্পাদনা হাসান কামিল সয়রাফী	মাহাদু মাখতুতা তিল আবিবিয়্যা	১৯৭০
৫৯৮.	আর রাফিঈ মুস্তফা সাদিক	তারীখু আদবিল 'আরবী, ১ম সং	কায়রো	১৯৫৩
৫৯৯.	আস-সুকরী, ইবন উবায়দিলাহ্	শরহু দীওয়ানি কা'ব ইবন যুহয়র	মিসর	১৯২৯
৬০০.	আলী, অধ্যাপক জাওয়াদ	আল-মুফাসসল ফী তারীখিল 'আরব কাবলাল ইসলাম	বৈরূত	১৯৭৬
৬০১.	আলী, মুহম্মদ উছমান	ফী আদব মা কাবলাল ইসলাম দিরাসাঃ ওসফিয়্যাঃ তাহ্লীলীয়্যাঃ	দারুল আওযাঈ	১৯৮৩
৬০২.	আবূ তাম্মাম	দীওয়ানু আবী তাম্মাম সম্পাদনা, আব্দুহু আযাম	মিসর	১৯৬৫
৬০৩.	আবূ নুওয়াস	দীওয়ানু আবী নুওয়াস, সম্পাদনা 'আব্দুল মজীদ আল-গাযালী	মিসর	১৯৫৩
৬০৪.	আবূ নাজী, ড. মাহমুদ হাসান	আশ্শানফারা শাইরুস্ সাহ্রাইল আবী	বৈরূত	১৯৮৩
৬০৫.	আদ্দব্বী, আল-মুফাদ্দল	আমছালুল 'আরব, সম্পাদনা ড. ইহ্সান আব্বাস	বৈরূত	১৯৮১
৬০৬.	'আব্বাস, ড. ইহ্সান,	তারীখুল আদবিল আন্দালুসী, ১ম সং	বৈরূত	১৯৬০
৬০৭.	আবশিহী, শিহাবুদ্দীন মুহম্মদ	আল-মুস্তাতরফ ফী কুলি ফন্নিল মুসতাযরাফ	দারু এহইয়া উত্তুরাস, মিসর	
৬০৮.	'আব্রাস 'উবয়দ ইবনিল	দীওয়ানু 'উবয়দ ইবনিল আব্রাস	মিসর	১৯৫৪
৬০৯.	আল-য়াসুঈ, আল-আব লুয়ূস চীখু	আনীসুল জুলাসা ফী শরহি দীওয়ানিল খান্সা	বৈরূত	১৮৯৬
৬১০.	আল-হাম্বলী,	শাযারাতুযযাহাব ফী আখবারি মান যাহাব	রিয়াদ	

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৬১১.	আল-হাসারী	যহরুল আদব ওয়া ছামরুল আলবাব	কায়রো	১৯৫৩
৬১২.	আল-হাশিমী আহমদ	জাওয়াহিরুল আদব ফী আদবিয়্যাতি ওয়া ইনশাইল লুঘাতিল আরব	মিসর	১৯৩৭
৬১৩.	আল-হুর ড. 'আব্দুল মজীদ	মা'আলিমুল আদবিল আমিলী	বৈরূত	১৯৮২
৬১৪.	ইবনুল আম্বরী	নুযহাতুল আলবা ফী তবকাতিল উদাবা সম্পাদনা, ড. ইব্রাহিম আস-সামিরাই	বাগদাদ	১৯৭০
৬১৫.	ইবন খলিকান	অফয়াতুল 'আইয়ান সম্পাদনা, ড. ইহ্সান 'আব্বাস	বৈরূত	১৯৬৮
৬১৬.	ইবন যায়ব	আল-ফিহরিস্ত	বাগদাদ	১৯৬২
৬১৭.	ইবন কুতাইবা	আদবুল কাতিব	লাউডেন	
৬১৮.	ইবন ছাবিত, হাস্সান	দীওয়ানু হাস্সান ইবনিছ ছাবিত সম্পাদনা, ড. ওয়ালীদ 'আরাফাত	বৈরূত	১৯৭৪
৬১৯.	ইবন নদীম	আল-ফিহরিস্ত সম্পাদনা রিয়া তাজাদ্দুদ	তেহরান	১৯৭১
৬২০.	ইবন রবী'আ লবীদ	দীওয়ানু লবীদ সম্পাদনা , ইহ্সান 'আববাস	কুয়েত	১৯৬২
৬২১.	Huart, Clement	A History of Arabic Literature.		
৬২২.	John, A.Haywood	Modern Arabic Literature	London	1965
৬২৩.	Margoliouth , D.S	Literatures on Arabic Historious	Delhi	1977
৬২৪.	Faizullah , Shaikh	An Essay on the Pre-Islamic Arabic Poetry	Bombay	1893
৬২৫.	Faizullah Bhai, Shaikh	An Essay on the Pre- Islamic Arabic Poety	Bombay	1843
৬২৬.	Fariq. K.A	History of Arabic Literature	Delhi	1972

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৬২৭.	Brugman, J.	An Intruduction of the History of Modern Arabic Literature in Egypt	Liden	1994
৬২৮.	Siddique, Dr.Abu Bakar	A Critical Study of Abu Mansur Al-Thaalibis Contribution to Arabic Literature.	Dhaka	1991
৬২৯.	Nicholon, R.A	A Literary History of the Arabs	Cambridge	1953
৬৩০.	Arbary, A.J.	The Seven Odes.	London	1967
৬৩১.	Badruddin	Arabian Poetry and Poets.	Aligarh	1924
৬৩২.	Bakalla , M.H	Arabic Culture	London	1984
৬৩৩.	Browns, E.G.	A Literary History of Persia	Cambridge	1953

আরবী প্রবাদ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

/المراجع في الأمثال العربية

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৬৩৪.	আল-আবদী	আল-আমছালুল 'আম্মিয়্যা	মিসর	১৯৫৯
৬৩৫.	আল-আযহারী	আল-আসাসুল মুব্‌তাকির	মিসর	১৯৫০
৬৩৬.	আল-'আস্‌কারী, আবূ হিলাল	জামহারাতু আমছালিল আরব	ইস্‌তাম্বুল	
৬৩৭.	আল-ইস্পাহানী, আবুশ শায়খ	কিতাবুল আমছাল ফিল হাদীছননবভী হামীদ হামিদ,	বোম্বে	১৯৮৭
৬৩৮.	আল-ইস্‌পাহানী, হামযা	আদ্‌দুররা আল-ফাখিরা ফী আমছালিস্ সাইরা, সম্পাদনা ড. 'আব্‌দুল মজীদ কাতামিশ	কায়রো	১৯৭১
৬৩৯.	আল-ঘরভী,	আল-আমছাল ফী কিতাবি নহজিল বালাঘা	কুম, ইরান	১৯৮১

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৬৪০.	জুলহায়েম	আল-আমছালুল আরাবিয়্যাতুল কাদীমাঃ আরবী অনুবাদ ড. রমযান আব্‌দুত তাওয়াব	বৈরূত	১৯৭৩
৬৪১.	আল-জওযিয়্যা, ইবনুল কায়্যিম	আল-আমছাল ফিল কুরআনিল করীম	তান্‌তা	১৯৮৬
৬৪২.	আল-ফাখুরী, হান্না	আল-হিকাম ওয়াল আমছাল	দারুল মা'আরিফ	১৯৮০
৬৪৩.	আল-বাকলী, মুহম্মদকিনদীল	ওয়াহ দাতুল আমছালুল আম্মিয়্যাঃ	কায়রো	১৯৬৮
৬৪৪.	আল-বকরী, আবু 'উবয়দ	ফসলুল মাকাল ফী শরহি কিতাবিল আমছাল	বৈরূত	১৯৭১
৬৪৫.	আল-ময়দানী, আবুল ফযল আহমদ ইবন মুহম্মদ	মাজামাউল আমছাল সম্পাদনা, মুহম্মদ মহিউদ্দীন 'আব্‌দুল হামীদ, ২য় সং	মিসর বৈরূত	১৯৫৬ ১৯৭২
৬৪৬.	মতর, ড. 'আবদুল আযীয	লাহনুল 'আম্মা ফী যুইদদিরাসাতিল লুঘাভিয়্যাতিল হাদীছ	আদ-দারুল কওমিয়্যা	১৯৬৬
৬৪৭.	আর-রাযী, শরীফ সম্পাদন, আবুল ফযল ইবরাহীম	নহজুল বালাঘাঃ	কায়রো	১৯৭৫
৬৪৮.	আর রাযী, মুহাম্মদ ইবন আবী বকর	কিতাবুল আমছালওয়াল হিকাম,সম্পাদনা আব্দুর রাযযাক হুসয়ন, ১ম সং	ওমান	১৯৮৬
৬৪৯.	'আব্‌দুত তাওয়াব, ড. রমযান	লাহনুল 'আম্মাতি ওয়াত তাতাউরুল লঘভী	দারুল মা'আরিফ	১৯৬৭
৬৫০.	'আবিদীন, ড. আব্‌দুল মজীদ	আল-আমছাল ফিন্ নছরিল 'আরবিইল কাদীম	আলেক্সান্দ্রিয়া	১৯৮৯
৬৫১.	আহমদ , মওলানা মুশতাক	তাসহীলু রওযাতিল আদব ফী তাসহীনি কালামিল 'আরব	ঢাকা	

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৬৫২.	আল-হানফী, আশশায়খ জালাল	আল-আমছালুল বাগদাদিয়্যা ঃ	বাগদাদ	১৯৬৪
৬৫৩.	ইবন সালাম, আবূ 'উবয়দ	কিতাবুল আমছাল সম্পাদনা, ড. আব্দুল মজীদ কাতামিশ	বৈরূত	১৯৮০
৬৫৪.	ফায়্যায, ড. জাবির	আল-আমছাল ফিল কুরআনিক করীম	রিয়াদ	১৯৯৫
৬৫৫.	মুরাদ আব্দুল হামীদ	মুজামুল আমছালিল 'আববিয়্যা	রিয়াদ	১৯৮৬
৬৫৬.	আয-যমখশরী, জারুল্লাহ	আল-মুস্তাক্সা ফী আমছালিল 'আরব	বৈরূত	১৯৮৮
৬৫৭.	আয-যমখশরী, জারুল্লাহ	আসাসুল বালাঘাঃ	কায়রো	১৯২২
৬৫৮.	আয-যমখশরী, জারুল্লাহ	নাওয়াবিঘুল কালিম	মিসর	
৬৫৯.	Ptah Hotep	Book of the Dead	Great Britain	1899
৬৬০.	Ali, Maulana Muhammad	The Religion of Islam Ist Indian ed.	**Delhi**	1994
৬৬১.	Savory, R.M.	Introduction to Islamic Civilization	Cambridge	1975
৬৬২.	Singer, A.P.	Arabic Proverbs	Egypt	1913
৬৬৩.	Santhi	Santhis 150 Proverbs.	Hydrabad	
৬৬৪.	Knappert, Jan.	The A-Z of African Proverbs	London	1989
৬৬৫.	Burckhardt, J.L.	Arabic Proverbs (The Manners and Customs of the Modern Egytian)	London	1984
৬৬৬.	Findlay, J.A	Jesus and His Parables 2nd ed.	London	1951
৬৬৭.	Freytag, G.W.	Arabum Proverbia	Bonnens	

www.pathagar.com

বাংলা/ইংরেজী ভাষায় আরবী গ্রন্থপঞ্জী

/المراجع في العربي في اللغة البنغالية

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৬৬৮.	সিদ্দীকী, ড.আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম	আরবী প্রবাদ সাহিত্য (বাংলাসহ ৯৩টি ভাষার ৩৫০০ প্রবাদ)	ইফা ঢাকা	২০০২ ২০০৫
৬৬৯.	সিদ্দীকী, ড.আবম সাইফুল ইসলাম ও অন্যান্য	ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি (প্রবন্ধ সংকলন)	ইফা ঢাকা	২০০৪
৬৭০.	ইবন খালদুন	আরবী কাব্যতত্ত্ব অনুবাদ আবু রূশদ	ঢাকা	১৯৬৪
৬৭১.	কোয়ায়শী, গোলাম সামদানী	আরবী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	ঢাকা	১৯৭৭
৬৭২.	মুছলেহ উদ্দীন, আতম	আরবী সাহিত্যের ইতিহাস	ইফা ঢাকা	১৯৮৫
৬৭৩.	মুছলেহ উদ্দীন, আতম	আরবী ছোট গল্প প্রসঙ্গ	ঢাকা	১৯৯৭
৬৭৪.	ড.মুস্তাক মোহাম্মদ ও এসএম মুহম্মদ আলী	আধুনিক আরবী সাহিত্যের ইতিহাস	কুষ্টিয়া	২০০৫
৬৭৫.	মওলা, ড.গোলাম	আলকুরআনের আলংকারিক বৈশিষ্ট্য	ইফা ঢাকা	২০০৫
৬৭৬.	ড. এসএম আব্দুছ ছালাম	আরবী সাহিত্য প্রতিভা	রাজশাহী	২০০৯
৬৭৭.	ফজলুর রহমান, ড.মুহাম্মদ	আরব মনীষা	ঢাকা	২০০৩
৬৭৮.	ফজলুর রহমান, ড.মুহাম্মদ	ক্বাছীদাতুল বুরদা	ঢাকা	২০০১
৬৭৯.	সাইয়েদ, ড. আহসান	তাওফীক আলহাকীমের নাটক	চট্টগ্রাম	২০০২
৬৮০.	সাইয়েদ, ড. আহসান	নাজীব মাহফুজের ছোট গল্প	চট্টগ্রাম	২০০১
৬৮১.	আব্দুল জলীল, ড.	কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল(সা.) ও সাহাবীদের মনোভাব	ঢাকা	২০০৪
৬৮২.	আব্দুল মোত্তালিব, ড.এম.এ	বাসর রাত	কুষ্টিয়া	২০০৫
৬৮৩.	ড.মোহাম্মদ ইউছুফ	আরবী ভাষায় দক্ষতা শিক্ষাদান পদ্ধতি	ঢাকা	২০০৮
৬৮৪.	শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ	প্রাচীন আরবী কবিতা	কলিকাতা	১৩৮৫
৬৮৫.	সিদ্দীক, ড.মোঃ আবু বকর	আরবী সাহিত্য সমালোচনা	ঢাকা	১৯৮৯
৬৮৬.	মজিবুর রহমান, ড.মুহম্মদ	সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য	ইফা ঢাকা	১৯৮৪
৬৮৭.	আবু বকর, ড. মোঃ	আরবী সাহিত্য সমালোচনা	ঢাকা	
৬৮৮.	আব্দুস সাত্তার	আধুনিক আরবী সাহিত্য	বাএ ঢাকা	১৯৭৪
৬৮৯.	আব্দুস সাত্তার	আরবী সাহিত্যে গল্প ঃ অতীত ও বর্তমান	ঢাকা	১৯৭৪

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৬৯০.	আব্দুস সাত্তার	আধুনিক আরবী গল্প	ঢাকা	১৯৭৫
৬৯১.	আব্দুস সাত্তার	শ্রেষ্ঠ আরবী গল্প	ঢাকা	১৯৮৮
৬৯২.	আব্দুস সাত্তার	আধুনিক আরবী কবিতা	ঢাকা	১৯৭৫
৬৯৩.	আব্দুস সাত্তার	আধুনিক আরবী নাটক	ঢাকা	১৯৭৫
৬৯৪.	শরফুদ্দিন, অধ্যক্ষ শায়খ	আরবী ভাষা ও সাহিত্য প্রাচীন যুগ	ঢাকা	১৯৮১
৬৯৫.	শরফুদ্দিন, অধ্যক্ষ শায়খ	আরবী ছোট গল্প	ঢাকা	১৯৯৮
৬৯৬.	আব্দুল-াহ্, ড.	বাংলাদেশের খ্যাতনামা আরবীবিদ	ইফা ঢাকা	১৯৯৬
৬৯৭.	নুরুদ্দীন, মওলানা	অস সবউল মুআলাকাত	বাএ ঢাকা	১৯৭৫
৬৯৮.	শায়লো, ইকবাল	সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকায় রোমান্টিসিজম	ঢাকা	১৯৮৮
৬৯৯.	মুতিউর রহমান, ড মুহাম্মদ	আরবী সাহিত্য ও কবি সাহিত্যিক	ঢাকা	২০০৩
৭০০.	মুতিউর রহমান, ড মুহাম্মদ	সপ্ত ঝুলন্ত গীতিকা	বিমক	২০১১
৭০১.	Khatun, Dr.Sahera	Persian's Contribution to Arabic Literature	ইফা ঢাকা	২০০৫
৭০২.	হক ড. মোঃ নুরুল,	The Original and Development of Arabic Grammar	ইফা ঢাকা	১৯৮৫

অভিধানপঞ্জী

المعاجم

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৭০৩.	আল-আযহারী, আলাউদ্দীন	আরবী-বাংলা অভিধান	ঢাকা	১৯৮৫
৭০৪.	আল-ইস্পাহানী, আর-রাগিব	আল-মুফরাদাত (আরবী-আরবী)		
৭০৫.	আমীন, ড. আহমদ	কামূসুল আদাত, ১ম সং	কায়রো	১৯৫৩
৭০৬.		আল-মুনজিদ (আরবী-আরবী) ৩০ সং		১৯৮৮
৭০৭.		আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দু)	কলিকাতা	১৯৮০
৭০৮.	আল-জওহরী	আস সিহাহ্	কায়রো	১৯৮৬
৭০৯.	আহমদ ফারিস	মু'জাম মাকাইসুল লুঘাঃ	কায়রো	১৯৪৬
৭১০.	ইবন মনযীর	লিসানুল আরব (আরবী-আরবী)		
৭১১.	ফিরোজ উদ্দীন	ফিরোজুল্লুঘা (উর্দু-উর্দু)	করাচী	১৯৮৩
৭১২.	করম, নজীব নজম	আল-কামূসুল 'আম্মা লিমিসর ওয়াস সুরিয়া	বৈরুত	১৯৩০

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৭১৩.	মুরতাযা, যুব আদী	তাজুল 'আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস (আরবী)	মিসর	১৮৮৯
৭১৪.	সম্পাদন পরিষদ	বাংলাদেশের ব্যবহারিক অভিধান	ঢাকা	১৯৭৪
৭১৫.	সাঈদী	সাঈদী ডিকশনারী	লক্ষ্ণৌ	
৭১৬.		নুতন বাংলা অভিধান	কলিকাতা	
৭১৭.	সুবল, চন্দ্র শ্রী	সরল বাংলা অভিধান	কলিকাতা	১৯০৯
৭১৮.	সাহিব, দিল মাহমুদ	লুঘাতি উর্দু (উর্দু-উর্দু)	লাহোর	
৭১৯.	হাভা, জে, জি	আল-ফাবাইদুদ দুররিয়্যা (আরবী-ইংরেজী)	বৈরুত	১৯১৫
৭২০.	Apperson , G.L.	The Wordsworth Dictionary of Proverbs	Great Britain	1993
৭২১.	Baa'labakki, Monir	Al-Mourid (English-Arabic)	Faimt	1985
৭২২.	Dev, Ashutosh	Students Favourite Dictionary		1996
৭২৩.	Field, Could	A Dictionary of Oriental Qutations	London	
৭২৪.	Wher, Hans	Dictionary of Modern Written Arabic (Arabic-English) 3rd ed.	Newyork	1976
৭২৫.	Wahba, Magdi	A Dictionary of Litterary Terms (Arabic-English-France)	Bairut	1974
৭২৬.	Lende, Paul and Wintle, Justise	A Dictionary of Arabic and Islamic Proverbs	London	1984
৭২৭.	Therodory Constanstine	A Dictionary of Modern Technical Terms (Ara-Eng)	Bairut	1995

বাংলা ভাষাতত্ত্বের গ্রন্থপঞ্জী

المراجع في فقه اللغة البنغالية/

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৭২৮.	মজুমদার, অতীন্দ্র	ভাষাতত্ত্ব		১৯৬৩
৭২৯.	আলী, আসকার	ভাষা বিজ্ঞান	আগমনী প্রকাশনী, ঢাকা	১৯৯৬
৭৩০.	আল আজাদ, আলাউদ্দিন	শিল্পের সাধনা এবং ভাষা প্রসঙ্গ	ঢাকা	১৯৫৩

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৭৩১.	আবদুল আউয়াল, মোহাম্মদ	ভাষাতত্ত্বের সহজ কথা	রাবি পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড	১৯৯০
৭৩২.	আবদুল হাই, মুহাম্মদ	ভাষা ও সাহিত্য		১৯৬০
৭৩৩.	আবদুল হাই, মুহাম্মদ	ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত	১৪৬৮ ও ঢাকা	১৯৬৭
৭৩৪.	মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর	আধুনিক ভাষাতত	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৭৫
৭৩৫.	সিরাজ, কাজী	আধুনিক ভাষাতত্ব ও ধ্বনি বিজ্ঞান	মুক্তধারা, ঢাকা	১৯৭৬
৭৩৬.	সিরাজ, কাজী	আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৭
৭৩৭.	গোস্বামী, ড. কৃষপদ	বাংলা ভাষা তত্বের ইতিহাস	করুনা প্রকাশনী, কলকাতা	২০০১
৭৩৮.	আলী, জীনাত ইমতিয়াজ	ধ্বনি বিজ্ঞানের ভুমিকা	মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা	২০০১
৭৩৯.	রায়, ড.জীবেন্দু	বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	সাহিত্যশ্রী, কলিকাতা	১৩৯৭
৭৪০.	দানীউল হক, মুহম্মদ	ভাষা বিজ্ঞানের সুক্ষতর প্রসঙ্গ	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৪
৭৪১.	দানীউল হক, মুহম্মদ	ভাষা বিজ্ঞানের কথা	মাওলা ব্রাদাস,১মসং	২০০২
৭৪২.	দানীউল হক, মুহম্মদ	ভাষার কথা	করিম বুক সেন্টার, ২য় সং,	১৯৯৩
৭৪৩.	সেন, দীনেশ চন্দ্র	বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য	পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা	১৯৪৯
৭৪৪.	মুসা, মনসুর	ভাষা চিন্তা ঃ প্রসঙ্গ ও পরিধি	বাংলা একাডেমী, ঢাকা,	১৯৯১
৭৪৫.	মুসা, মনসুর	ভাষা পরিকল্পনার সমাজ ভাষাতত	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৮৫
৭৪৬.	মুসা, মনসুর	বাংলা পরিভাষা ঃ ইতিহাস ও সমস্যা	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	
৭৪৭.	মুসা, মনসুর	প্রায়োগিক ভাষাতত্ত্বের রুপরেখা	গ্লোব লাইব্রেরী,ঢাকা	২০০০
৭৪৮.	মনিরুজ্জামান	ভাষা সমস্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	সিটি লাইব্রেরী,ঢাকা	১৯৬৯
৭৪৯.	মনিরুজ্জামান	ভাষাতত্ব অনুশীলন	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৮৫
৭৫০.	ভট্টাচায, পরেশচন্দ্র	ভাষা বিদ্যা পরিচয়, জয়দূর্গা	কলিকাতা	১৯৮৯
৭৫১.	সেন, শ্রী মুরারী মোহন	ভাষার ইতিহাস	এস ব্যানার্জী এণ্ড কোং, ৩য় সং, কলিকাতা	১৯৭১

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৭৫২.	মজুমদার, পরেশচন্দ্র	বাংলা ভাষা পরিক্রমা	দেশ পাবলিকেশন, কলিকাতা	১৯৮৯
৭৫৩.	ওায়, মোহিত কুমার	ভাষা বিজ্ঞানের গোড়ার কথা	মর্ডান বুক এজেন্সী, কলিকাতা	১৯৮৮
৭৫৪.	আলী, খন্দকার মোবারক	ভাষাতত্ত্ব	মুহাম্মদ ব্রাদার্স,ঢাকা	১৯৯১
৭৫৫.	রফিকুল ইসলাম	ভাষাতত্ত্ব	১ম প্রকাশ,নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা	১৯৭০
৭৫৬.	রফিকুল ইসলাম	ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৯৮
৭৫৭.	হুমায়ুন, রাজীব	সমাজ ভাষা বিজ্ঞান	দ্বীপ প্রকাশন, ঢাকা	১৯৯৩
৭৫৮.	হাবীব, ড.রহমান	আধুনিক বাংলা কথিকা, কথা সাহিত্য ও ভাষা বিজ্ঞানে লোক সংস্কৃতি	সাহিত্য প্রকাশণী, ঢাকা	২০০৭
৭৫৯.	ন্যায়রত্ন, রামগতি	বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব	চতুর্থ সং, কলকাতা	১৯৮৭
৭৬০.	শহীদুলাহ, ড.মুহাম্মদ	ভাষা ও সাহিত্য		১৯৩১
৭৬১.	শহীদুলাহ, ড.মুহাম্মদ	বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত	মাওলা ব্রাদার্স,ঢাকা,	১৯৯৮
৭৬২.	সরকার, শ্যামাচরণ	ভাষার ইতিবৃত্ত	ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা	১৯৭৫
৭৬৩.	মজুমদার, সমীরণ (সম্পাদিত)	প্রসঙ্গ ঃ ভাষাতত্ত্ব ও ভাষা বিজ্ঞান	অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ,মেদিনীপুর	১৯৯২
৭৬৪.	মুর্শেদ, সিকদার মনোয়ার ও অন্যান্য	ভাষা বিজ্ঞানের ভূমিকা ও বাংলা ভাষা	ঢাকা	২০০২
৭৬৫.	শিকদার, সেওরভ	ভাষা বিজ্ঞানের ভূমিকা ও বাংলা ভাষা	অনন্যা প্রকাশনী বাংলা বাজার, ১ম সং, ঢাকা	২০০২
৭৬৬.	কাদির, সাযযাদ	ভাষাতত্ত্ব পরিচয়	নিউ বুক সোসাইটি ঢাকা, ২য় সং	১৯৭৫/ ১৯৮৮
৭৬৭.	চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার	বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে	জিজ্ঞাসা এজেন্সি, ২য় সং, কলিকাতা	১৯৮৯
৭৬৮.	বিশ্বাস, সুকুমার	ভাষা বিজ্ঞান পরিচয়		১৯৬৮
৭৬৯.	সেন, শ্রী সুকুমার	ভাষার ইতিবৃত্ত	আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সং	১৯৯৩

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৭৭০.	দাস, শিশির কুমার	ভাষা জিজ্ঞাসা	প্যাপিরাস,কলিকাতা	১৯৯২
৭৭১.	সেন, শ্রীনাথ	ভাষাতত্ত্ব		১৯০৯
৭৭২.	শ্রী সাসন রক্ষিত ভিক্ষ	ভাষাতত্ত্ব সার, হারুন আরিফ	ঢাকা	১৯৭৭
৭৭৩.	পাল, হরেন্দ্রচন্দ্র	বাংলা সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দ	বাঙলা সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা	১৯৬৭
৭৭৪.	ন্যায়রত্ন, হলধর	বঙ্গাভিধান, অর্থাৎ বঙ্গদেশ প্রচলিত সংস্কৃতানুযায়ি সাধু শব্দ সন্দোহ	শ্রীরামপুর	১২৪৬
৭৭৫.	হাবিবুর রশীদ	ভাষা ও সাহিত্য ঃ পরিভাষাকোষ	বাংলা একাডেমী, ঢাকা	১৯৭০
৭৭৬.	হারুন-উর-রশিদ, মোহাম্মদ	ভাষা ঃ চিন্তায় ও কর্মে (অনূদিত)	মূলএসএস আই, হায়াকাওয়া	১৯৬৯
৭৭৭.	আজাদ, হুমায়ুন	তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান	বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯৮৬

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

المراجع في التارخ اللغة العربية

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৭৭৮.	সেন, সুকুমার	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১-৫খন্ড)		
৭৭৯.	শহীদুল্লাহ, ড. মুহম্মদ	বাংলা সাহিত্যের কথা (১-২খন্ড)		
৭৮০.	এনামুল হক, ড.মুহম্মদ	মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য		
৭৮১.	হালদার, গোপাল	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খন্ড)		
৭৮২.	চৌধুরী , ভূদেব	বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা		
৭৮৩.	আজহার ইসলাম	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)		
৭৮৪.	আবদুল হাই, মুহম্মদ ও আলী আহসান, সৈয়দ	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)		
৭৮৫.	বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৪-৬খন্ড)		
৭৮৬.	আবদুল মান্নান, কাজী	আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা		
৭৮৭.	হালদার, গোপাল	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (২য় খন্ড)		
৭৮৮.	চৌধুরী, ভূদেব	বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য় পর্যায়)		

www.pathagar.com

ফোকলোর বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী
المراجع في الاداب العامية

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৭৮৯.	ভট্টাচার্য, আশুতোষ	বাংলা লোকসাহিত্য		
৭৯০.	সিদ্দিকী, আশরাফ	লোকসাহিত্য (১-২খন্ড)		
৭৯১.	মযহারুল ইসলাম	ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন পাঠন		
৭৯২.	মযহারুল ইসলাম	লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস		
৭৯৩.	চক্রবর্ত্তী, বরুণ কুমার	বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ		
৭৯৪.	চক্রবর্ত্তী, বরুণ কুমার	বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস		
৭৯৫.	চক্রবর্ত্তী, বরুণ কুমার	লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার		
৭৯৬.	চক্রবর্ত্তী, বরুণ কুমার	বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ		
৭৯৭.	চট্টোপাধ্যায়, তুষার	লোক সংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান		
৭৯৮.	সেনগুপ্ত, পল্লব	লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ		
৭৯৯.	চৌধুরী, দুলাল (সম্পা.)	বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ		
৮০০.	আনোয়ারুল করিম	ফোকলোর : লোকসংস্কৃতির কথকতা		
৮০১.	আবদুল হাফিজ	বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য		
৮০২.	মনিরুজ্জামান	বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতি সন্ধান১৯৪৭-৭১		
৮০৩.	মনিরুজ্জামান	লোক সাহিত্যের ভিতর ও বাহির		
৮০৪.	চক্রবর্ত্তী, পবিত্র	বাংলার লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস		
৮০৫.	আবদুল জলিল, মুহম্মদ	বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস		
৮০৬.	আবদুল জলিল, মুহম্মদ	লোকসংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গ		
৮০৭.	আবদুল জলিল, মুহম্মদ	বাংলার ফোকলোর মনীষা		
৮০৮.	খান, শামসুজ্জামান (সম্পা.)	বাংলাদেশের লোক ঐতিহ্য		
৮০৯.	হোসেন, মো. জাহাঙ্গীর	বাংলাদেশের ফোকলোর সাধক		
৮১০.	আবদুল হাফিজ	লৌকিক সমাজ ও বাঙালী সমাজ		
৮১১.	আবদুল হাফিজ	লৌকিক সংস্কার ও মানবসমাজ		
৮১২.	চৌধুরী, দুলাল	বাংলার লোক উৎসব		
৮১৩.	চৌধুরী, মোমেন	লোকসংস্কার ও বিবিধ প্রসঙ্গ		
৮১৪.	চৌধুরী, মোমেন	বাংলার লৌকিক আচার অনুষ্ঠান : জন্ম ও বিবাহ		

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৮১৫.	মুখোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার	মেলা ও উৎসবের দর্পণে বাংলার লোকসাহিত্য		
৮১৬.	সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ	ফোকলোর : উৎসব ও লোকসংস্কার		
৮১৭.	মযহারুল ইসলাম	আঙ্গিকতার আলোকে ফোকলোর		
৮১৮.	মজুমদার, দিব্যজ্যোতি	বাংলা লোককথার টাইপ মোটিফ ইনডেক্স		
৮১৯.	ওয়াকিল আহমদ	লোককলা তত্ত্ব ও মতবাদ		
৮২০.	ওয়াকিল আহমদ	লোককলা প্রবন্ধাবলি		
৮২১.	ওয়াকিল আহমদ	বাংলা লোকসংগীত : ভাওয়াইয়া		
৮২২.	ওয়াকিল আহমদ	বাংলা লোকসংগীত : ভাটিয়ালি		
৮২৩.	ওয়াকিল আহমদ	বাংলা লোকসংগীত : সারি গান		
৮২৪.	সেনগুপ্ত, পল্লব	লোকসংস্কৃতির স্বরূপ ও সীমানা		
৮২৫.	আবদুল হাফিজ	লোককাহিনীর দিকদিগন্ত		
৮২৬.	চট্টোপাধ্যায়, তুষার	লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান		
৮২৭.	সিরাজউদ্দীন, মোহাম্মদ	বাংলাদেশের লোকসংগীত পরিচিতি		
৮২৮.	আশরাফ সিদ্দিকী	লোকসাহিত্য		
৮২৯.	হাবিবুর রহমান, মো.	বাংলাদেশের লোকসংগীত ও ভৌগোলিক পরিবেশ		
৮৩০.	চৌধুরী, আবুল আহসান	বাংলাদেশের লোকসংগীতে প্রেমচেতনা		
৮৩১.	আবদুল জলিল, মুহম্মদ	বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের মেয়েলী গীত		
৮৩২.	মযহারুল ইসলাম	ঐতিহ্যবাহী লোকসংগীত : আলকাপ গান		
৮৩৩.	মযহারুল ইসলাম	লোককাহিনী সংগ্রহের ইতিহাস		
৮৩৪.	তাসাদ্দক আহমদ	নবাবগঞ্জ জেলার লোকসংগীত গম্ভীরা		
৮৩৫.	আনোয়ারুল করিম	বাংলাদেশের বাউল সমাজ, সঙ্গীত ও সাহিত্য		
৮৩৬.	সেনগুপ্ত, পলব	লোককথার অন্তর্লোক		
৮৩৭.	Stith Thompson	The Folktales		
৮৩৮.	Vladimir J. Prove	Morphology of the Folktales		

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৮৩৯.	Stith Thompson	Motif Index of Folk Literature		
৮৪০.	Maria Leach	Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend		
৮৪১.	Kenneth & Mary Clark	Introducing Folklore		
৮৪২.	Richard W. Edson	Studies in Folklore		
৮৪৩.	Richard M. Dorson	Folklore and Folk life: An Introduction		
৮৪৪.	Richard M. Dorson	Folklore: Selected Essays		
৮৪৫.	Edmonson Murnos	An Introduction to the Science of Folklore and Literature.		
৮৪৬.	Alan Dundes	Interpreting Folklore		
৮৪৭.	Alan Dundes	Analytic Essays in Folklore		
৮৪৮.	Alan Dundes	The Study of Folklore		
৮৪৯.	Krappe Alexander	The Science of Folklore		
৮৫০.	Saifuddin Chowdhury	Aspects of Material and Folk Culture in Bangladesh		

বাংলা প্রবাদ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী
المراجع في الأمثال البغالية

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৮৫১.	সিদ্দীকী, ড. আবম সাইফুল ইসলাম	আরবী প্রবাদ সাহিত্য (বাংলা সহ ৯৩টি ভাষার ৩৫০০প্রবাদ)	ইফা	২০০২, ২০০৫
৮৫২.	ইবন ইমাম	বিশ্বের প্রবাদ	কলিকাতা	১৩৭২বাং
৮৫৩.	আজমী, মাওলানা নূর মুহম্মদ	আঞ্চলিক প্রবাদ	ফেনী	১৯৭৩
৮৫৪.	খান, ফরহাদ	প্রতীচ্য পুরাণ ১ম সং	ঢাকা	১৯৮৪
৮৫৫.	চক্রবর্তী, ড. বরুণ কুমার	প্রগল্প	ঢাকা	১৯৮৬
৮৫৬.	জেমস লঙ, রেভারেন্ড	প্রবাদমালা	কলিকাতা	১৯৮
৮৫৭.	দে, সুশীল কুমার	বাংলা প্রবাদ	কলিকাতা	১৪০১বা
৮৫৮.	দাস, শ্রী গোপাল ও সেন, সত্যরঞ্জন	প্রবাদ প্রবচন	কলিকাতা	১৯৫৭
৮৫৯.	দীন মুহম্মদ, ড. কাজী	লোক সাহিত্যে ধাঁধাঁ ও প্রবাদ	ঢাকা	১৯৬৮
৮৬০.	পাঠান, হানিফ	বাংলা প্রবাদ পরিচিতি	ঢাকা	১৯৭৬

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৮৬১.	বসু, দ্বারকানাথ	প্রবাদ পুস্তক	অজ্ঞাত	১৮৯৩
৮৬২.	বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি	পবিত্র বাইবেল	ঢাকা	১৯৮৬
৮৬৩.	ভট্টাচার্য, শ্রী আশুতোষ	বাংলার লোক সাহিত্য	কলিকাতা	১৯৭২
৮৬৪.	ভট্টাচার্য, সুশীল কুমার	উত্তর বঙ্গের লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতি	কলিকাতা	
৮৬৫.	ভট্টাচার্য, ড. জয়শ্রী	বাংলার প্রবাদে নারীমন	কলিকাতা	
৮৬৬.	ভট্টাচার্য, ড. পাঁচু গোপাল	বাংলার বাগধারা ও তার ভাষা বৈজ্ঞানিক অধ্যায়ণ	কলিকাতা	১৯৯৪
৮৬৭.	মর্টন, উইলিয়াম	দৃষ্টান্ত বাক্য সংগ্রহ সম্পাদনা, ড. বরুণ কুমার	কলিকাতা	১৯৯০
৮৬৮.	মিত্র, সুবল চন্দ্র	বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন	ঢাকা	১৯৯৩
৮৬৯.	রহমান, মুহাম্মদ হাবিবুর	বচন ও প্রবচন	ঢাকা	
৮৭০.	সিদ্দীকী, আশরাফ	বাংলার লোক সাহিত্য	ঢাকা	১৯৬৩
৮৭১.	সেন, সেত্যরঞ্জন	প্রবাদ রত্নাকর	কলিকাতা	১৯৫৭

বাংলাদেশের সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলী

৮৭২.	রায়, নীহাররঞ্জন	বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব)
৮৭৩.	আবদুর রহিম, মুহম্মদ ও অন্যান্য	বাংলাদেশের ইতিহাস
৮৭৪.	সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত)	বাংলাদেশের ইতিহাস
৮৭৫.	রইসউদ্দিন, কে.এম.	বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা
৮৭৬.	চৌধুরী, সাইফুদ্দীন ও অন্যান্য (সম্পা.)	বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস
৮৭৭.	মুরশিদ, গোলাম	হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি
৮৭৮.	মজুমদার, রমেশচন্দ্র	বাংলাদেশের ইতিহাস
৮৭৯.	সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.)	বাংলাদেশের ইতিহাস
৮৮০.	সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য	বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস
৮৮১.	মাহবুবুর রহমান	বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)
৮৮২.	রায়, অতুল চন্দ্র	ভারতের ইতিহাস (২য় খন্ড)
৮৮৩.	কে এম রইসউদ্দিন	বাংলাদেশের ইতিহাস পরিক্রমা
৮৮৪.	এ কে এম শাহনাওয়াজ	বাংলার সংস্কৃতি- বাংলার সভ্যতা

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখকের নাম	গ্রন্থাবলী	প্রকাশক	খৃষ্টাব্দ
৮৮৫.	গোলাম মুরশিদ	হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি		
৮৮৬.	সম্পাদক পরিষদ	বাংলা পিডিয়া		
৮৮৭.	J. N Sarker	History of Bengal		
৮৮৮.	R. C. Mojumder	History of Bengal vol. 1		
৮৮৯.	A. M. Chowdhury	Dynastic History of Bengal		
৮৯০.	Saifuddin Chowdhury	Early Terracotta Figurines of Bangladesh		

দর্শন বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জী

المراجع في الفلسفة

ক্রমিক	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	খ্রীস্টাব্দ
৮৯১.	আবুল ফজল	দর্শনের ইতিকাহিনী	বাংলা একাডেমী	
৮৯২.	আমিনুল ইসলাম	প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন	বাংলা একাডেমী	১৯৮১
৮৯৩.	আমিনুল ইসলাম	সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শন	বাংলা একাডেমী	১৯৬৫
৮৯৪.	রায়, তারকচন্দ্র	পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ।	বাংলা একাডেমী	
৮৯৫.	রায়, তারকচন্দ	পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, আধুনিকযুগ	কলিকাত বিশ্ববিদ্যালয়	
৮৯৬.	মুখোপাধ্যায়, ফাল্গুনী	আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস,	রত্নাবলী, কলিকাতা	
৮৯৭.	আমিনুল ইসলাম	মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,	বাংলা একাডেমী	
৮৯৮.	আবদুল বারী, মুহম্মদ	দর্শনের কথা,	বাংলা বাজার, ঢাকা	
৮৯৯.	নুরনবী, মোহাম্মদ	দর্শনের সমস্যাবলী।		
৯০০.	রশীদুল আলম	দর্শনের ভূমিকা,	সাহিত্য কুটির, বগুড়া	
৯০১.	Sarwar, H.G	Philosophy of the Holy Quran		
৯০২.	Herchfeld. H.	New Researches into the Composition and Exegesis of the Quran.		

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	খ্রীস্টাব্দ
৯০৩.	Naish	The Wisdom of the Quran		
৯০৪.	Clemen, Cart	Religion of the World		
৯০৫.	Alexander, A.B.D.	A short History of Philosophy,	New york	1910
৯০৬.	Copleston, F.	A History of Philosophy	New york	1946
৯০৭.	Copleston, F.C.	Contemporary Philosophy	London	1985
৯০৮.	De Boer, T..	History of Philosophy in Islam	New Delhi	1983
৯০৯.	Dewan Mohammad	Philosophy of History	IFA Bangladesh	1981
৯১০.	Erdmann, J, E.	A History of Philosophy	New york	1913
৯১১.	Falekenberg, R.	History of Modern Philosophy	Calcutta	1969
৯১২.	Fescher, K.	History of Modern Philosophy	New york	1887
৯১৩.	Fuller, B.A.G.	A History of Philosophy,	Calcutta	1969
৯১৪.	Mayer, F	A Historo of Moderm Philosophy,	Delhi	
৯১৫.	Popkin, R.H.and stroll, A.	Philosophy Made eassy	London	
৯১৬.	Thilly, F.	A History of Philosophy	New york	
৯১৭.	Uberesweg, F.	History of Philosophy	New york	
৯১৮.	Wright, W, .K.	A History of Modern Philosophy	New york	
৯১৯.	Alexander, A.B.D.	A short History of Philosophy,	New york	1910
৯২০.	Copleston, F.	A History of Philosophy,	New york	1946
৯২১.	Copleston, F.C.	Contemporary Philosophy	London	1985
৯২২.	De Boer, T..	History of Philosophy in Islam	New Delhi	1983
৯২৩.	Dewan Mohammad	Philosophy of History	IFA Bangladesh	1981
৯২৪.	Erdmann, J, E.	A History of Philosophy	New york	1913
৯২৫.	Falekenberg, R.	History of Modern Philosophy	Calcutta	1969
৯২৬.	Fescher, K.	History of Modern Philosophy	New york	1887
৯২৭.	Fuller, B.A.G.	A History of Philosophy,	Calcutta	1969
৯২৮.	Mayer, F	A Historo of Modenn Philosophy,	Delhi	
৯২৯.	Popkin, R.H.and stroll, A.	Philosophy Made eassy	London	
৯৩০.	Thilly, F.	A History of Philosophy	New york	

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	খ্রীস্টাব্দ
৯৩১.	Uberesweg, F.	History of Philosophy	New york	
৯৩২.	Wright, W, .K.	A History of Modern Philosophy	New york	
৯৩৩.	Abdul Jaili Miah	AContemporary Philosophy of Religion	IFA Bangladesh	
৯৩৪.	Abernethy, George L.and thomas A	Philosophy of Religions:		
৯৩৫.	Burgh, W.G.	Towards a Religious Philosophy	New york	
৯৩৬.	Brightman, E.S.	A Philosophy of Religion	New york	
৯৩৭.	George Galloway	The Philosophy of Religion		
৯৩৮.	Harold Hoffiding	The Philosophy of Religion Eng.Tr. Macmillon,		
৯৩৯.	Hastings Rashdall	Philosophy and Religion Third impression,		
৯৪০.	Hegel	Philosophy of Religion		
৯৪১.	Smith, J.E.	Philosophy of Religion	New York	
৯৪২.	Thompson, F.M	A modern Philosophy of Religion	Boston	
৯৪৩.	Thoules, R.H.	An Introduction to the Psychology of Religion		
৯৪৪.	Tritton, A.S.	Muslim Theology		
৯৪৫.	Macdonald. D.B	Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory		
৯৪৬.	Watt, W.M.	Islamic Philosophy and Theology.		
৯৪৭.	De Boer, T.J.	History of Philosophy in Islam		
৯৪৮.	M.M. sharif (ed)	History of Muslim Philosophy		
৯৪৯.	Ahmed Foad El-Ehwany	Islamic Philosophy	Cairo	1957

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	খ্রীস্টাব্দ
৯৫০.	Parkinson	Essays on Islamic Philosophy		
৯৫১.	Wensinck, A.J.	The muslim Creed, its Genesis and Historical Development		
৯৫২.	Sweetman	Islam and Christian Theology		
৯৫৩.	Thomson, W.	Kharijitism and the Kharijites		
৯৫৪.	Donaldon, D.M	The shi'ite Religion		
৯৫৫.	Lewis, B.	The Origins of Ismailism		
৯৫৬.	Miller	Treatises on the Principal of the Shi'ites		
৯৫৭.	Sharif, M.M	Muslim Thought, Its Origin& Achievements.		
৯৫৮.	Muzaffaruddin Nadvi, S.Yamin Khan	Muslim Thought and its Source,God, Soul and Universe in Science and Islam		
৯৫৯.	Iqbal, Sir Muhammad	Reconstruction of Religious Thought in Islam		
৯৬০.	Mecarthy, R.J.	The Theology of al-Ash'ari		
৯৬১.	Nicholson, R.A.	The Mystics of Islam		
৯৬২.	Nieholson, R.A.	Studies in Islamic Mysticis		
৯৬৩.	Iqbal, Sir Muhammad	Development of Metaphysics in Persia		
৯৬৪.	Kamaluddin, K.	Sufism in Islam		
৯৬৫.	Margaret Smith	Readings from the Mystics of Islam		
৯৬৬.	Field, C.	Ghazali, the Alchemy of Happiness		
৯৬৭.	Umaruddin	Some Aspects of Ghazali		
৯৬৮.	Umaruddin	Ethical Philosophy of al-Ghazali		
৯৬৯.	Watt, W.M.	The Faith and Practice of al-Ghazali		
৯৭০.	Al-Ghazali	Tahafutu L-Falasifa,		
৯৭১.	Al-Ash'ari	Al-Ibana fi Usuli 'd-Diyana		

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	খ্রীস্টাব্দ
৯৭২.	Al-Ash'ari	Maqalatu '-Islamiyyin		
৯৭৩.	As-Shahrastani	Kitabu I-Milal wa 'n-Nihal		
৯৭৪.	As-Shahrastani	Nihayatu 'l-Iqdam		
৯৭৫.	Al-Baghdadi	Al-Farqu Bayna 'l-Firaq		
৯৭৬.	Al-Malati	Kitabu 't-Tanbih		
৯৭৭.	Sharif Jurjani	Sharh Mawaqif		
৯৭৮.	At-Taftazani	Aqaidu 'n-Nasafi		
৯৭৯.	Al-Khaiyat	Kitabu l-Intisar		
৯৮০.	Lutif Jama'	Tarikhu Falsafai Islam		
৯৮১.	Ibnu 'l-Qifti	Tarikhu 'l-Hukama		
৯৮২.	As-Sarraj	Kitabu l-Luma		
৯৮৩.	Al-Qushayri	Risalatu Qushayriyya		
৯৮৪.	Al-Ghazali	Ihyu-l-Ulum		
৯৮৫.	Suhrawardi	Awarifu l-ma Maarif		
৯৮৬.	Al-Ghazali	Cimiya-i-Sa'dat		
৯৮৭.	Al-Hujuiri	Kashfu l-Mahjub		
৯৮৮.	Faridu d-Din Attar	Tadhkiratu l-Awliya		
৯৮৯.	Shibli Numani	Maqalat-e-Shibli		
৯৯০.	Shibli Numani	Al-Kalam		
৯৯১.	Shibli Numani	Ilmu 'l-kalam		
৯৯২.	Shibli Numani	Al-Ghazali		
৯৯৩.	Abdul Majid	Tasawwuf-e-Islam		
৯৯৪.	Abdul Majid	Bajme-Sufiyan		
৯৯৫.	Abdus Salam Nadvi	Hukama-e-Islam		
৯৯৬.	Muhammad Hanif Nadvi	Afkar-e-Ghazali		
৯৯৭.	Dr. Mir Waliuddin	Quran awr Tasawwuf		
৯৯৮.	A.B. Keith	Indian Logic and Atomism		
৯৯৯.	B.M. Barua	A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy	Calcutta University	

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	খ্রীস্টাব্দ
১০০০.	Dakshinaranjan Shastri	A Short History of Indian Materialism	Book Company Calcutta	
১০০১.	Datta,D.M. and Chatterjee, S.C.	An Introduction Indian Philosophy	Calcutta University.	
১০০২.	Deussen	The Philosophy of The Upanisads		
১০০৩.	Hume	The Thirteen Principal Upanisads		
১০০৪.	J.C. Chatterji	The Hindu Realism	Indianpress, Allahabad.	
১০০৫.	Kokilesver, Sastri	The Introduction tio Advaita Philosophy	Calcutta	
১০০৬.	Mrs. Rhys Davids	Buddhism	Home University Library	
১০০৭.	M.Hiliyanna	Outlines of Indian Philosophy.		
১০০৮.	Nandalal Sinha	The Samkhya Philosophy.		
১০০৯.	N.K. Brahma	The Philosophy of Hindu Sadhana.		
১০১০.	Radhakrishnan, S.	Indian Philosophy.		
১০১১.	R.D. Ranad	Constructive survey of Upanisadi Philosophy	Poona	
১০১২.	S.N. Dasgupta	History of Indian Philosophy.		
১০১৩.	S.N.Dasgupta	The Study of Patanjali yoga as Philosophy and Religion		
১০১৪.	W.S. Urquhart	The vedanta and Modern Thought	Oxford University Press	
১০১৫.	Angus, S.	The Mystery Religions and Christianty,	New York	1925
১০১৬.	Agus, J.	Modern Philosophy of Judaism	New York	1941
১০১৭.	Yamakami Sogen	Systems of Buddhistic Thought	Calcutta University	

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	খ্রীস্টাব্দ
১০১৮.	Dhalla M.N.	History of Zoroastrianism	New York	1938
১০১৯.	Dhalla M.N.	Zoroastrian Theology,	New York	1917
১০২০.	Fairweather, W.	Origen and Greek patristic Theology	New York	1928
১০২১.	Husick, I.	A History of Medieval Jewish Philosophy	New York	1916
১০২২.	Altmann, Alexander	Judaism and World Philosophy		
১০২৩.	Husik, Jsac	Religious Philosophy in Judaism, Christianity and Islam	Cambridge Mass	1947
১০২৪.	Gilson	Philosophy of saint Bonaventuro		
১০২৫.	Inge, W.R.	Chirition Mysticism,		
১০২৬.	Boring, E.G.	A History of Experi-mental Psychology	New York	1958
১০২৭.	Coleman, J.C.	Abnormal Psychology and Modern Liffe		1956
১০২৮.	Cronbach, L.J.	The Psychology of Perception		1960
১০২৯.	Hilgard:	Introduction to Psychology	New York	1963
১০৩০.	James, W.	Principles of Psychology.		
১০৩১.	Knight. R.M.	Modern Introduction to Psychology.		
১০৩২.	Klineberg. (O	Social Psychology	New York	1954
১০৩৩.	McDougell. W.	An Outline of Psychology.		
১০৩৪.	Mrgan C.T. and King	Infroduction to Psychology		
১০৩৫.	Murphy, C.T.	An Introduction to Psycholoty		
১০৩৬.	Ruch. F.L.	Psychology and life.	Ccot Fores - man and Co	1955
১০৩৭.	Sandiford	Educational Psychology.		
১০৩৮.	Skinner and Harriman	Chlid Psychology.		
১০৩৯.	Seashore and others	Fields of Psychology.		

www.pathagar.com

ক্রমিক	লেখক	গ্রন্থ	প্রকাশক	খ্রীস্টাব্দ
১০৪০.	Stout, G.F.	A manual of Psychology.		
১০৪১.	Stout.. G.F.	Ground work of Psychology.		
১০৪২.	Stevens S.S. (ed).	Hand Book of Experi-mentsl Psychology	New York	1951
১০৪৩.	Symonds, P.	Dynamic Psychology,		1949
১০৪৪.	Shaffer, J.A.	Philosophy of Mind		1960
১০৪৫.	Wenger, M. Jones F.and jones, M	Physiological Psychology	New York	1965
১০৪৬.	Russell, B.	History of Western Philosophy		
১০৪৭.	Perry, R.B.	Present philosophical Tendencies		
১০৪৮.	Perry, R.B.	Philosoph of the Recent past		
১০৪৯.	Thilly, F.	History of Philosophy		
১০৫০.	Stace, W.T.	A critical History of Greek Philosophy		
১০৫১.	Wolf	History of Scholastic Philosophy		

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

অনাপত্তি প্রত্যয়নপত্রের আবেদনের নমুনা কপি
অনাপত্তি প্রত্যয়নপত্র এর নমুনা কপি
কোর্সে যোগদান পত্র এর নমুনা কপি
শিরোনাম পরিবর্তনের আবেদন পত্র এর নমুনা কপি
তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তনের আবেদন পত্র এর নমুনা কপি
বিভাগ পরিবর্তনের আবেদন পত্র এর নমুনা কপি
সময় বৃদ্ধির আবেদন পত্র এর নমুনা কপি
গবেষকের ঘোষণাপত্র (বাংলা) এর নমুনা কপি
গবেষকের ঘোষণাপত্র (আরবী) এর নমুনা কপি
তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন পত্র (বাংলা) এর নমুনা কপি
তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন পত্র (আরবী) এর নমুনা কপি
কৃতজ্ঞতা (বাংলা) এর নমুনা কপি
কৃতজ্ঞতা (আরবী) এর নমুনা কপি
যোগদানপত্রের নমুনা কপি
আবেদনপত্রের নমুনা কপি
কর্তৃপক্ষের অনুমতিপত্রের নমুনা কপি
শিরোনাম পরিবর্তনের আবেদনের কপি
সিনোপসিসের নমুনা কপি
সেমিনারের চিঠির নমুনা কপি
সেমিনারের প্রবন্ধের নমুনা কপি
সেমিনারের প্রবন্ধের সমালোচনা নমুনা কপি
থিসিস মূল্যায়নের সম্মতিপত্রের নমুনা কপি
থিসিস মূল্যায়নের নমুনা কপি
মৌখিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণী পত্রের নমুনাকপি
এক নযরে গবেষণা

www.pathagar.com

ষোড়শ অধ্যায়

পরিশিষ্ট/Appendix/ضميمة

অনাপত্তি প্রত্যয়ন পত্রের আবেদনের নমুনা কপি

বরাবর
অধ্যক্ষ
কুষ্টিয়া সিটি কলেজ,কুষ্টিয়া ।

বিষয় ঃ **অনাপত্তি প্রত্যয়নপত্রের জন্য আবেদনের** ।

জনাব,
আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনার কলেজের **ইসলাম শিক্ষা** বিষয়ের একজন প্রভাষক। আমি ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ায় পিএইচ.ডি. কোর্সে আবেদন করতে চাই। এ মর্মে আমার কর্মরত প্রতিষ্ঠানের অনাপত্তি প্রত্যয়নপত্রের প্রয়োজন।

অতএব, মহোদয় সমীপে বিনীত আরজ এই যে, আমাকে উক্ত অনাপত্তি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করতে আপনার মর্জি হয়।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত
(শরীফা সুলতানা হাসানাত)
প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা
কুষ্টিয়া সিটি কলেজ,কুষ্টিয়া ।

তারিখঃ ১০.০৬.২০০৭ ইং

www.pathagar.com

অনাপত্তি প্রত্যয়ণপত্র (Non objecton cirtificate)-এর নমুনা কপি

অনাপত্তি প্রত্যয়ন পত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, **শরীফা সুলতানা হাসানাত**, প্রভাষক, ইসলাম শিক্ষা, কুষ্টিয়া সিটি কলেজ, কুষ্টিয়া অত্র কলেজের ১৯৯৮ সালের ২০ আগষ্ট হতে অদ্যাবধি সুনামের সাথে অধ্যাপনা করে আসছেন। তিনি ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়ায় পিএইচ.ডি. কোর্সে রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হলে তাঁর কোর্স পরিচালনার বিষয়ে বা শিক্ষা ছুটি প্রদানে কর্তৃপক্ষের কোন আপত্তি থাকবেনা। আমি তাঁর জীবনের সার্বিক মঙ্গল কামনা করছি।

(মোঃ কামরুজ্জামান)
অধ্যক্ষ
কুষ্টিয়া সিটি কলেজ,কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

পিএইচ.ডি. কোর্সের যোগদান পত্রের নমুনা কপি

বরাবর
উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মাধ্যম ঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয় ঃ **২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে পিএইচ.ডি. কোর্সে যোগদান প্রসঙ্গে।**

জনাব,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনার অফিস কর্তৃক ইস্যকৃত পত্র (নং-ইবি/শিক্ষা/২০০৭/১২৩০, তারিখঃ ০৫.০৬.২০০৭ ইং) মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ফি পরিশোধ করে অদ্য **"আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূমিকা (ROLE OF PUBLIC UNIVERSITIES OF BANGLADESH IN SPREADING ARABIC AND ISLAMIC STUDIES))"** শিরোনামে পিএইচ.ডি. কোর্সে যোগদান যোগদান করলাম।

অতএব মহোদয় সমীপে বিনীত আরজ এই যে, আমার যোগদান পত্র গ্রহণ করতে মর্জি হয়।

ধন্যবাদান্তে আপনার বিশ্বস্ত

(শরীফা সুলতানা হাসানাত)
তারিখঃ ১৫.০৬.২০০৭ ইং পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং-৩ শিক্ষাবর্ষঃ ২০০৫-০৬
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

শিরোনাম পরিবর্তনের আবেদন পত্রের নমুনা কপি

বরাবর
উপ-রেজিস্ট্রার(শিক্ষা)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মাধ্যম ঃ **যথাযথ কর্তৃপক্ষ**।

বিষয় ঃ **পিএইচ.ডি. শিরোনাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে**।

জনাব,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের একজন পিএইচ.ডি. গবেষক। আমার গবেষণার শিরোনাম অত্যন্ত ব্যাপক বিধায় এতদ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা করা খুবই দুরূহ হয়ে পড়েছে। তাই আমি বর্তমান শিরোনামঃ **আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূমিকা (ROLE OF PUBLIC UNIVERSITIES OF BANGLADESH IN SPREADING ARABIC AND ISLAMIC STUDIES))**-এর পরিবর্তে নিম্ন শিরোনাম "**আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা (ROLE OF ISLAMIC UNIVERSITY IN SPREADING ARABIC AND ISLAMIC STUDIES))**-এ গবেষণা করতে চাই।

অতএব মহোদয় সমীপে বিনীত আরজ এই যে, এতদ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমার গবেষণার পথ সুগম করতে আজ্ঞা হয়।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত

(শরীফা সুলতানা হাসানাত)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং-৩ শিক্ষাবর্ষঃ ২০০৫-০৬
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

তারিখঃ ১৫.০৬.২০০৮ ইং

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তনের আবেদন পত্রের নমুনা কপি

বরাবর
উপ-রেজিস্ট্রার (শিক্ষা)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।

মাধ্যম ঃ **যথাযথ কর্তৃপক্ষ** ।

বিষয় ঃ **পিএইচ.ডি. গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক পরিবর্তন প্রসঙ্গে** ।

জনাব,

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের একজন পিএইচ.ডি. গবেষক (শিরোনামঃ **আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূমিকা (ROLE OF PUBLIC UNIVERSITIES OF BANGLADESH IN SPREADING ARABIC AND ISLAMIC STUDIES)**) আমার তত্ত্বাবধায়ক আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. ..... আমার গবেষণা তত্ত্বাবধানে অপারগতা প্রকাশ করায় তাঁর পরিবর্তে আমি আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. ..... -এর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করতে চাই ।

অতএব মহোদয় সমীপে বিনীত আরজ এই যে, এতদ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমার গবেষণার পথ সুগম করতে আজ্ঞা হয় ।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত

(শরীফা সুলতানা হাসানাত)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং-৩ শিক্ষাবর্ষঃ ২০০৫-০৬
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।

তারিখঃ ১৫.০৬.২০০৯ ইং

বি. দ্র. এ আবেদনে উভয় বিভাগের সভাপতির দস্তখত লাগবে

www.pathagar.com

বিভাগ পরিবর্তনের আবেদন পত্রের নমুনা কপি

বরাবর
উপ-রেজিস্ট্রার(শিক্ষা)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।

মাধ্যম ঃ **যথাযথ কর্তৃপক্ষ** ।

বিষয় ঃ **বিভাগ পরিবর্তন প্রসঙ্গে** ।

জনাব,
আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের একজন পিএইচ.ডি. গবেষক (শিরোনাম ঃ **হাদীছ চর্চায় বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূমিকা** **(ROLE OF PUBLIC UNIVERSITIES OF BANGLADESH IN SPREADING HADITH)** আমি আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পরিবর্তে আল-হাদীস এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে গবেষণা করতে চাই ।

অতএব মহোদয় সমীপে বিনীত আরজ এই যে, এতদ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমার গবেষণার সুযোগ দানে আজ্ঞা হয় ।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত

(মোঃ আব্দুর রহীম)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং-১০ শিক্ষাবর্ষঃ ২০০৫-০৬
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।

তারিখ ঃ ১৫.০৬.২০০৮ ইং

বি. দ্র. এ আবেদনে উভয় বিভাগের সভাপতির দস্তখত লাগবে

www.pathagar.com

সময় বৃদ্ধির আবেদন পত্রের নমুনা কপি

বরাবর
উপ-রেজিস্ট্রার(শিক্ষা)
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মাধ্যম ঃ **যথাযথ কর্তৃপক্ষ** ।

বিষয় ঃ **পিএইচ.ডি. গবেষণায় সময় বৃদ্ধি প্রসঙ্গে** ।

জনাব,
আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের একজন পিএইচ.ডি. গবেষক(শিরোনামঃ **আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূমিকা(ROLE OF PUBLIC UNIVERSITIES OF BANGLADESH IN SPREADING ARABIC AND ISLAMIC STUDIES)**) । আগামী ৩০.০৬.২০০৯ তারিখ আমার গবেষণার মেয়াদ শেষ হবে। ইতোমধ্যে আমার গবেষণার কাজ তিন চতুর্থাংশ সমাপ্ত হয়েছে। বাকী কাজ শেষ করতে ০১.০৭.২০০৯- ৩০.০৬.২০১০ পর্যন্ত আরো এক বছর সময় বৃদ্ধির প্রয়োজন।

অতএব মহোদয় সমীপে বিনীত আরজ এই যে, এতদ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমার গবেষণার পথ সুগম করতে আজ্ঞা হয়।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত

(শরীফা সুলতানা হাসানাত)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজিঃ নং-৩ শিক্ষাবর্ষঃ ২০০৫-০৬
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

তারিখঃ ০১.০৬.২০০৯ ইং

www.pathagar.com

গবেষকের ঘোষণা পত্রের নমুনা কপি (বাংলা)

আমি এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্যে উপস্থাপিত **"আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূমিকা (ROLE OF PUBLIC UNIVERSITIES OF BANGLADESH IN SPREADING ARABIC AND ISLAMIC STUDIES)"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব লিখিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে এ শিরোনামে বাংলা বা ইংরেজী ভাষায় পিএইচ.ডি.ডিগ্রী অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয় নি। আমার এ গবেষণা কর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক আমি কোথাও প্রকাশ করি নি।

(শরীফা সুলতানা হাসানাত)
পিএইচ.ডি. গবেষক
রেজি নং-৩ (শিক্ষাবর্ষ -২০০৫-২০০৬)
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

গবেষকের ঘোষণাপত্রের নমুনা কপি (আরবী)

شهادة الاعتراف

أشهد بأن الرسالة العلمية " علوم القرآن بالعربية : نشأته وتطوره" قد أتممتها تحت إشراف مباشر لفضيلة الأستاذ الدكتور أبو البشر محمد سيف الإسلام صديقي ، قسم القرآن والدراسات الإسلامية ، الجامعة الإسلامية ،كوشتيا ، بنغلاديش . وأعترف كذلك بأن هذه الرسالة من نتائج دراستي العميقة وجهودي المواصلة ، ولم أقدّمها في أي معهد علمي لنيل أية شهادة أكاديمية فيما قبل .

الباحث

محمد عطاء الرحمن

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন পত্রের নমুনা (বাংলা)

প্রত্যায়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব আবুল বাশার মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী কর্তৃক পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্যে দাখিলকৃত 'মাছাল (আরবী প্রবাদ) সাহিত্য' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতঃপূর্বে এ শিরোনামে বাংলা বা ইংরেজী বা আরবী ভাষায় পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যান্ত পাঠ করেছি এবং পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্যে অনুমোদন করছি।

(আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন)
সহযোগী অধ্যাপক (সুপার নিউমারারী)
আরবী বিভাগ,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়ন পত্রের নমুনা (আরবী)

شهادة الإشراف

أشهد بأن محمد نور الأمين نوري، باحث الدكتوراه لقسم القرآن و الدراسات الإسلامية تحت كلية أصول الدين و الدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية، كوشتيا ـ بنغلاديش، قد قدم الرسالة الميمونة، العلمية ذات الصلة بتفسير القرآن الكريم في موضوع " منهج عائشة رض في تفسيرها و اجتهاداتها: دراسة تحليلية" تحت إشرافي المباشر حسب منهج البحث العلمي لنيل شهادة الدكتوراه (Ph.D.)، و إني أعترف بأن هذه رسالة قيمة، ممتازة، علمية، متعلقة بتفسير القرآن الكريم، و أعتقد بأن هذه الرسالة من ثمرات جهوده الوحيدة و عبقريته الفذة، و قد قرأتها من البداية إلى النهاية حرفا حرفا بدقة تامة و نظر عميق، و ذهن ثاقب، حيث علمت بأن الباحث قد وفّق من لدن حكيم عليم، قد أتى بمعلومات جديدة و نتائج مرجوة، و ثمرات نادرة، وفق منهج البحث العلمي، فأعتقد بأن هذه الرسالة جديرة تامة، و أهلية كاملة، و مستحقة حق التقدير لنيل شهادة الدكتوراه.

و أسأل الله العظيم، الرحمن الرحيم، القادر المطلق الحليم أن يلهمنا الرشد و الهداية، و يوفقنا جميعا لكل ما يحبه و يرضى من القول و العمل و الهدي، هذا و أوصيه و نفسي بتقوى الله و العمل بما علمنا، و أتمني للباحث النشيط التام مستقبلا زاهيا، و الفلاح الكامل، و التوفيق و التقدم في مراحل الحياة كلها في عاجلها و آجلها، و أن يوفقه للخير و البر، و يقبل جميع جهوده لخدمة الإسلام و المسلمين.

و صلى الله على خير خلقه محمد و آله و أصحابه أجمعين.

(الأستاذ الدكتور أبو البشر محمد سيف الإسلام صديقي)

مشرف رسالة الدكتوراه
قسم القرآن و الدراسات الإسلامية
الجامعة الإسلامية، كوشتيا ـ بنغلاديش.

التاريخ: الجامعة الإسلامية
٢٢ محرم، ١٤٢٩هـ
٣١ يناير، ٢٠٠٨م
١٨ ماغ، ١٤١٤ بـ

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞতা পত্র/Acknowledgement/كلمة الشكر-এর নমুনা (বাংলা)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই আমি মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি যিনি আমাকে এ দূরূহ কাজ করার তৌফিক দান করেছেন। এরপর আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার পিএইচ.ডি. গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুযোগ্য অধ্যাপক ড. মোঃ লোকমান হোসেনকে, যাঁর সময়োপযোগী সুপরামর্শ আমার "**আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে বাংলাদেশের সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ভূমিকা** (ROLE OF PUBLIC UNIVERSITIES OF BANGLADESH IN SPREADING ARABIC AND ISLAMIC STUDIES)" শীর্ষক গবেষণা কর্মকে করেছে ত্বরান্বিত।

গবেষণা কর্মটি সম্ভাব্য তথ্যভিত্তিক করার জন্য যাঁরা বিভিন্ন তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে আমাকে চির ঋণী করেছেন তাদের নাম আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। এঁরা হলেন- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের শাখা কর্মকর্তা জনাব লিয়াকত আলী (১৯৭৩-২০০৮ পর্যন্ত প্রায় সকল বার্ষিক বিবরণীর মূল ও ফটোকপির ব্যবস্থা করেন) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) জনাব রেজাউর রহমান, জনসংযোগ বিভাগের কর্মকর্তা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব বাহালুল হক মিরাজ, শাখা কর্মকর্তা আব্দুর রউফ, আরবী বিভাগের শাখা কর্মকর্তা হাফেজ শিহাব উদ্দীন, জনাব মোঃ নাসিরুদ্দীন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও আল কুরআন বিভাগের ৩য় ব্যাচের ছাত্র ড.মঞ্জুর মাহমুদ, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ডিন ড. আরশেদ আলী মাতুব্বর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. রুহুল আমীন, আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান ড.শেখ মোঃ আব্দুছ সালাম, ড. ইফতিখার আলম মাসুদ, ড. মতিয়ার রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড.আ.সা.ম.আব্দুল মান্নান চৌধুরী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক ও আল কুরআন বিভাগের কৃতি ছাত্র ড.নুরুল আমীন নুরী, সাবেক ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড.মোহাম্মদ সোলায়মান, আরবী বিভাগের প্রফেসর ড.মোঃ তোজাম্মেল হোসেন, সহকারী রেজিস্ট্রার মোঃ নুরুল ইসলাম, কম্পিউটার অপারেটর জনাব মহিউদ্দীন এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরের জনাব মোঃ তালিশ রহমান।

www.pathagar.com

আল কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সভাপতিসহ বিভাগের সকল শিক্ষক যাঁরা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গবেষণা কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে কৃতার্থ করেছেন, তাঁদেরকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়া আমার পিএইচ.ডি. সেমিনারে উপস্থিত থেকে যাঁরা বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, তাদেরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমার শ্রেণীবন্ধুদের মধ্যে যারা কাছে ও দূর থেকে আমার গবেষণার কাজে উৎসাহ যুগিয়েছেন,তাদের মধ্যে উপাধ্যক্ষ ফরিদ উদ্দীন আহমেদ ও মেজর মুক্তাদিরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমার কর্মক্ষেত্র কুষ্টিয়া সিটি কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মুহাম্মদ কামরুজ্জামান সহ আমার সুপ্রিয় সহকর্মীবৃন্দের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। যাঁরা আমাকে বিভিন্ন সময় সুপরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে কৃতার্থ করেছেন।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ্জ্ব মুজিবুর রহমান (বিএ, বিএড), মাতা খালেদা রহমান, শ্বশুর আলহাজ্জ্ব মুরশাদুজ্জামান সরদার ও শাশুরী আনোয়ারা বেগম, আমার বড় ভাই মোস্তফা খালেদ আনসারী (এমএ, এমএড), ছোট ভাই মোঃ মর্তুজা তারেক ফারুকী (এমএ, বিএড), ভাশুর মোহাম্মদ জোবায়দুল ইসলাম (সহকারী অধ্যাপক, সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুর), দেবর আ.খ.ম. রফিকুল ইসলাম (প্রভাষক, জামালপুর ডিগ্রী কলেজ) মোঃ শফিকুল ইসলাম (সহকারী অধ্যাপক, দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয়) ও রিয়াজুল ইসলাম (এমএসএস)-কে স্মরণ করছি যাঁরা দূর থেকে প্রতিনিয়ত আমার গবেষণা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতেন এবং উৎসাহ যোগাতেন। তাঁদের এ ঋণ অপরিশোধ্য।

সবশেষে আমার স্বামী প্রফেসর ড.অ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকীর ঋণের উল্লেখ করে তাঁর অমর্যাদা করতে চাইনে। যিনি ছাত্রজীবন হতে অদ্যাবধি তাঁর সুদীর্ঘ তিরিশ বছরের তিল তিল করে জমানো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংগৃহীত তথ্যভান্ডার দিয়ে সহযোগিতা করে আমার অভিসন্দর্ভকে করেছেন সুসমৃদ্ধ।

আমার কলিজার টুকরো রাহিন সাইফ ও রাশাদ সাইফ কোন কিছুর আবদার বা বায়না ধরে আমার কাজে কখনো ব্যঘাত ঘটায়নি। তাদের এ সহযোগিতা দুর্লভতো অবশ্যই, স্মরণীয়ও বটে। আল্লাহ উভয়কে দ্বীন, দেশ ও জাতির খাদেম হওয়ার তৌফিক এনায়েত করুন। আমীন ।

গবেষক

www.pathagar.com

গবেষকের কৃতজ্ঞতা পত্র (আরবী)

كلمة الشكر

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام علي سيد المرسلين وعلي آله وأصحابه أجمعين . أوجه كلمة الشكر إلي ربي عز وجل الذي أتاح لي الفرصة لزيارة بلده الأمين والحرمين الشريفين .كنت أترقب لهذه الفرصة منذ :مان خاصة حينما سُجل اسمي في مرحلة الدكتوراه وعين موضوع البحث "علوم القرآن بالعربية: نشأته وتطوره " بدأت أتمنى أن أ :ور ذلك البلد الطيب الذي أنزل فيه القرآن وكنت أدعو الله عز وجل حتى تقبل الله مني وسهل لي الطريق إلي بلده الأمين . وفقني الله للحج والعمرة و :يارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم و :يارة الجامعات والمكتبات في المملكة العربية السعودية ، وهو الموفق الوحيد لكل بر ، أحاطني بتوفيقه وتغمدني برحمته وأدركتني عنايته الخاصة لإتمام هذه الرسالة لنيل شهادة الدكتوراه .

كما أقدم الشكر الجزيل والامتنان الوافر إلي مشرفي الدكتور أبو البشر محمد سيف الإسلام صديقي ، الأستاذ لقسم القرآن والدراسات الإسلامية الذي تفضل بالإشراف الخالص علي هذه الرسالة ، وتحمل مسئولية إعادة النظر في كل ما كتبت، ومتعني بالإفادة العلمية والمشاورات القيمة.

ثم أخص بالشكر أستاذي الكريم الدكتور أبو الفرح محمد أكبر حسين، الرئيس الحالي لقسم القرآن والدراسات الإسلامية وجميع الأساتذة الكرام لنفس القسم لإتاحة الفرصة لي بالبحث الممتع في ميدان علوم القرآن . كما أشكرجميع المسئولين لجامعة الإسلامية ،كوشتيا ، بنغلاديش .

وأقدم شكري للأستاذ أبو الكلام محمد شمس العالم ، قسم اللغة العربية ،جامعة راجشاهي، بنغلاديش على مساعدته القيمة بالنصح والإرشاد والتوجيه أثناء البحث .وأسجل شكري لمنسوبي مكتبة خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبد العزيز للجامعة الإسلامية بنغلاديش ، كوشتيا ، ومكتبة المؤسسة الإسلامية ، بنغلاديش ، ومكتبة جامعة

www.pathagar.com

دار الإحسان، بنغلاديش ، ومكتبة جامعة الملك سعود بالرياض، المملكة العربية السعودية ، ومكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ، وهم جميعا ساعدوني بإتاحة الفرصة للعمل في مكتبهم والتصوير منها حسب حاجاتي .ولا أستطيع أن أنسي في مجل الشكر كل المساعدة التي شرفني بها University Grants Commission of Bangladesh .

وأقدم شكري وامتناني إلى الأخ الدكتورمحمد عبد الرحمن أنواري ، الأستاذ لقسم الدعوة والدراسات الإسلامية والأخ الدكتورمحمد لقمان حسين ، الأستاذ لقسم القرآن والدراسات الإسلامية ، والأخ الدكتور محمد يعقوب علي ، الأستاذ لقسم القرآن والدراسات الإسلامية وكل من مدوا أيديهم إليّ بإعارة الكتب والمشاورات القيمة ، والتوجيهات العلمية .

وأتذكر بخالص الشكر والاحترام أبويّ الكريمين لما بذلا من جهودهما لحسن تعليمي وتربيتي، كما أشكر جميع أعضاء أسرتي وبالأخص :وجتي لتحملهم أعباء تنظيم الأسرة ، وتفريغي للعمل في الرسالة .ولا يفوتني أن أشكر أبوي :وجتي لما ساعداني بالحث والعون والنصح والمشاورة .

وخيرا أذكر بخالص الحب والدعاء ابني الكبير مطيع الرحمن فهد وابني الصغير جواد الرحمن جواد الذان كانا يبعدان عني كل ملل حصل من كثرة المطالعة ومواصلة الدراسة بالتبسم في وجهي المرافقة الودية .وأكرر شكري لكل من مد إليّ يد العون والمساعدة والنصح والإرشاد والتوجيه أثناء البحث وجمع المعلومات ومن كان له أدنى مساعدة في إتمام هذه الرسالة . فجزي الله الجميع خير الجزاء ووفقهم لما يحب ويرضاه .

وبالختام أسأل الله المولي الكريم أن يتقبل مني هذا الجهد ويجعل هذه الرسالة نافعة لي وللدارسين والباحثين ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه وسلم .

الباحث

محمد عطاء الرحمن

www.pathagar.com

সেমিনারের চিঠির নমুনা

আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ডীন/সভাপতি/পরিচালক, ...ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মহোদয়,

আগামী ০৯.০৪.২০১২ তারিখ রবিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০০৯-২০১০শিক্ষাবর্ষের পিএইচ.ডি. গবেষক জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান (পিএইচ.ডি. গবেষণার শিরোনামঃ বাংলা ভাষায় তাফসীর চর্চায় আলিমদের ভূমিকা রেজিঃ নং-২৩)-এর পিএইচ.ডি. গবেষণা কর্মের অংশ হিসেবে তাঁর প্রথম সেমিনার থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের অনুষদীয় সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সেমিনারে আপনাদের উপস্থিতি একান্তকাম্য।

প্রধান অতিথি	ঃ	প্রফেসর ড.আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী ডীন,থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ, ইবি।
বিশেষ অতিথি	ঃ	তত্ত্বাবধায়ক
সভাপতি	ঃ	প্রফেসর ড.হাফেজ আ.ন.ম.এরশাদ উল্লাহ সভাপতি, আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি।
১ম সেনিারের প্রবন্ধ	ঃ	মাওলানা মোহাম্মদ আমীনুল ইসলামের তাফসীরে নুরুল কুরআন ঃ পরিচিতি ও পর্যালোচনা
প্রধান আলোচক	ঃ	প্রফেসর ড. মোঃ লোকমান হোসোল আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি।
আলোচক	ঃ	ড.খান মোহাম্মদ ইলিয়াস সহযোগী অধ্যাপক, আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইবি।

(প্রফেসর ড. আ.ব.ম. ফারুক)
আহবায়ক, সেমিনার কমিটি
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

প্রবন্ধের কভার পৃষ্ঠার নমুনা

পিএইচ. ডি. সেমিনার-০১

প্রবন্ধের শিরোনাম

গবেষণা শিরোনাম উদ্দেশ্য যৌক্তিকতা ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ

পিএইচ. ডি. গবেষণার শিরোনাম

ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

গবেষক

মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী
পিএইচ.ডি. গবেষক (ইউজিসি)
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৫-২০০৬ রেজিঃ নং- ০৩
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ড. আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

স্থান: থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ সভাকক্ষ

তারিখ : ০৫/১১/২০০৮ইং

সময়: সকাল ১০.০০ ঘটিকা

www.pathagar.com

সেমিনারের প্রবন্ধের নমুনা

গবেষণা শিরোনাম উদ্দেশ্য

যৌক্তিকতা ও পদ্ধতি বিশ্লেষণ

ভূমিকা :

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।[১] মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে তার পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে কল্যাণমুখী নিয়ন্ত্রণের জন্যই ইসলামের আবির্ভাব। ইসলাম মানুষের জীবদ্দশায় যেমন তার যাবতীয় অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকে, তেমনি মৃত্যুর পরও তার রেখে যাওয়া যাবতীয় স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি (যাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় মিরাছ বলা হয়) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে তার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিলি-বন্টনের অনুপম ব্যবস্থা করেছে। ইসলামী আইনের পরিভাষায় এ ব্যবস্থার নাম 'উত্তরাধিকার আইন'।[২] তবে ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় একে 'ইলমুল ফারায়েয' বলা হয়। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য মহানবী (সা:) তাকিদ দিয়ে বলেছেন- "তোমরা উত্তরাধিকার বিষয়ে জ্ঞানার্জন কর এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও।' কেননা এটি সমস্ত জ্ঞানের অর্ধেক।"[৩]

সুতরাং উত্তরাধিকার ব্যবস্থা উত্তম ও সুষ্ঠু ধন-সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। উত্তরাধিকার প্রদানে সমাজে প্রতিটি মানুষ যদি পরিপূর্ণভাবে যত্নবান হয়, তবে এর ফলে দেশে আর্থ-সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা, ঝগড়া-ঝাটি হ্রাস পাবে এবং তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে ধন-সম্পদ কোথাও আটকে পড়বে না বরং উত্তরাধিকার প্রদানের সুবাদে সমাজে যাবতীয় ধন-সম্পদ হাত বদলের মাধ্যমে চক্রাকারে আবর্তনের দ্বারা দেশে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।

---

১. আল-কুরআন, ৫:৩।

২. হামিদ সাদেক, ড., *মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা,* (পাকিস্তান: ইদারাতুল কুরআন, তাবি), পৃ. ৩৪১।

৩. ইবন মাজাহ্, আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ইয়াযিদ, *সুনান,* খন্ড-৮, বাবু আল-হাস্সু 'আলা তা'য়ালীমিল ফারায়েদ, হাদিস নং-২৭১০, পৃ. ১৯৬, http://www. al-islamv:comv:

www.pathagar.com

এ দৃষ্টিকোণ থেকে "ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। বিধায় উপরোক্ত বিষয়ে কি কি কাজ হলে গবেষণা কর্মটি সমৃদ্ধ হবে তার প্রাথমিক দিকনির্দেশনা তুলে ধরা হলো।

❖ **গবেষণার যৌক্তিকতা:**

ইসলাম বিশ্বজনীন ধর্ম। আল্লাহ তা'আলার মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ জীবন বিধানের মূল সংবিধান মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন' সর্বকালে সর্বযুগে যুগ সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধান গ্রন্থ যাতে মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন এবং পারলৌকক জীবনের মুক্তির দিকনির্দেশনা রয়েছে। ইসলামে মালিকানা স্বত্বলাভের প্রধান মাধ্যম উত্তরাধিকার স্বত্ব। বিশ্বায়নের এ যুগে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট বণ্টন-নীতি প্রচলিত মুসলিম আইনের সাথে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। যা শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের প্রধান অন্তরায়। বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভে সাংবিধানিক ও প্রায়োগিক জটিলতা লক্ষণীয়, যার সুষ্ঠু সমাধান একান্ত বাঞ্ছণীয়। অন্যথায় ইসলামী উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ নীতি অতীতে যেমন উপেক্ষিত ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বিধায় প্রস্তাবিত "ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও যৌক্তিকতার দাবী রাখে।

একজন মুসলমান হিসাবে বিশেষ করে আল-কুরআন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রত্যাশি সচেতন নাগরিক হিসেবে "ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়টির যথাযথ গুরুত্ব অনুধাবন করে সামগ্রিক ভাবে জাতীয় চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ উন্নয়ন ও ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করণের প্রয়াস নিয়ে উপরোক্ত শিরোনামটি গবেষণার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

তাছাড়া আমার জানা মতে এ পর্যন্ত এ শিরোনামে কোন গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করা হয়নি। তবে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে সূরা নিসার আলোকে মীরাছ সম্পর্কে বিক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে, যা পূর্ণাঙ্গ ও পর্যাপ্ত নয়। আর বাংলা ভাষায় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত গ্রন্থ হলো-

www.pathagar.com

১. গাজী শামছুর রহমানের ‘ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ভাষ্য’[৪] ২. আলহাজ কাজী মোহাম্মদ গৌছ মিয়ার ‘ইসলাম ও উত্তরাধিকার আইন’[৫] ৩. এ.কে.এম. মনিরুজ্জামানের ‘ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট, ১৯২৫,’[৬] ৪. এ্যাডভোকেট নকীব উদ্দীন আহমদ-এর ‘মুসলিম, হিন্দু ও খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইন’[৭] নামে গুটি কয়েক গ্রন্থ আছে। যেগুলো উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্বল্পাকারে আলোচনা থাকলেও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে কোন আলোচনা সেখানে নেই। তাছাড়া এগুলোর কোনটিই গবেষণা গ্রন্থ নয়। বিধায় আমি এ গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে উক্ত বিষয়ের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ অভিসন্দর্ভ রচনা করার চেষ্টা করব।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

প্রস্তাবিত “ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ” শিরোনামে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যাবলী রয়েছে।

১. সর্বস্তরের জন সমাজের সামনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টির সঠিক রূপরেখা উপস্থাপন করা।

২. উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ সম্পর্কে ইসলাম অনভিজ্ঞদের ভুল ধারণা অপনোদনের চেষ্টা করা।

৩. ইসলামী আইন তথা আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও মানব রচিত আইনের তুলনামূলক আলোচনাপূর্বক উভয় প্রকার আইনের প্রকৃতি ও পরিধি বর্ণনা করার পাশাপাশি সঠিক তথ্য তুলে ধরা।

৪. ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের সার্বজনীনতা তুলে ধরা, যা কোন স্থান এবং কালের বিবর্তনে অচল ও অকার্যকর নয়। বরং বিশ্বজনীন তথা বিশ্বের সর্বত্র, সব ধর্ম ও গোত্রের মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

---

৪. শামছুর রহমান, গাজী, ***ইসলামী উত্তরাধিকার আইনের ভাষ্য,*** (ঢাকা: পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৮৮ইং), ১ম সংস্করণ।

৫. গৌছ মিয়া, আলহাজ কাজী মোহাম্মদ এ্যাডভোকেট, ***ইসলাম ও উত্তরাধিকার আইন,*** (ঢাকা: সিটি আর্ট প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫ইং)।

৬. মনিরুজ্জামান, এ.কে.এম., ***ফারায়েজ আইন এবং সাকসেশন এ্যাক্ট, ১৯২৫***, (ঢাকা: সামছ পাবলিকেশন্স, ২০০১ইং)।

৭. নকীব উদ্দীন আহমদ, এ্যাডভোকেট, *মুসলিম, হিন্দু ও খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইন,* (কুষ্টিয়া: গড়াই প্রিন্টার্স এ্যান্ড প্যাকেজস, ১৯৯৬ইং), ২য় প্রকাশ।

www.pathagar.com

৫. প্রচলিত অন্যান্য ধর্মে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ ও ইসলাম ধর্মে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ একটি তুলনামূলক আলোচনা পূর্বক ইসলামী আইনের উত্তরাধিকার স্বত্বলাভের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করা।

৬. বিশেষত বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সামনে সহজ বাংলায় এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তুলে ধরা। যাতে তারা ইসলামী উত্তরাধিকার সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করে নিজেদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সচেতন হতে পারে।

৭. ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ ও বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভের স্বরূপ ব্যাখ্যাপূর্বক সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে সমাধানের প্রস্তাবনা তুলে ধরা।

৮. এ গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্ম, গোত্র ও উপজাতীদের উত্তরাধিকার স্বত্বলাভের বাস্তব চিত্র তুলে ধরা।

৯. বিশেষ করে এ গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের অগণিত, অবহেলিত, উত্তরাধিকার বঞ্চিত মুসলিম নারীদের উত্তরাধিকার স্বত্বলাভের বাস্তব চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি সঠিক উত্তরাধিকার নীতি বাস্তবায়নের সুপারিশমালা পেশ করা।

সর্বোপরি পাঠকবৃন্দকে ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের প্রতি উৎসাহিত করার পাশাপাশি ইসলামী মূল্যবোধকে জাগ্রত করা এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য।

গবেষণা পদ্ধতি বিশ্লেষণ :

প্রস্তাবিত "ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি পূর্ণাঙ্গ অভিসন্দর্ভে রূপদানের ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতিতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে।

প্রথমত: তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকাশিত, অপ্রকাশিত বই, গবেষণা জার্নাল,পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, গ্যাজেট ব্যবহার করা হবে। এ ছাড়াও সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এক্ষেত্রে গবেষণা পদ্ধতিটি চলবে তিনটি ধারায় :

১. এতদ বিষয়ে নতুন অবকাঠামো দাঁড় করানো হবে।

২. এতদ বিষয়ে বিক্ষিপ্তভাবে থাকা তথ্য সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হবে।

৩. অথবা কোন বিষয়ে স্বল্প তথ্য রয়েছে, এমন বিষয়কে সংযোজনের মাধ্যমে তথ্য সমৃদ্ধ করা হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয়ত: মাঠ পর্যায়ে ৩০০ মুসলিম বাংলাদেশী মহিলার উপর একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালার[৪] ভিত্তিতে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ বিষয়ক তথ্য সংগৃহীত হবে।

---

৪. **মুসলিম মহিলার উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ বিষয়ক তথ্যের জন্য প্রশ্নমালা**
ব্যক্তিগত তথ্য
নামঃ
স্বামীর নামঃ
পিতার নামঃ
মাতার নামঃ
বর্তমান ঠিকানাঃ
জন্ম তারিখ/বয়সঃ
বৈবাহিক অবস্থা:বিবাহিতা/ অবিবাহিতা।
বর্তমান অবস্থাঃ বিধবা/পিতৃহীনা/মাতৃহীনা/সন্তানহীনা (যার সন্তান মারা গেছে)/অন্যান্য।
শিক্ষাগত যোগ্যতা : নিরক্ষর/ প্রাথমিক/এস এস সি /এইচ এস সি/ বি.এ./ এম.এ.।
পেশাঃ গৃহিনী/চাকুরীজীবী/অন্যান্য।

প্রশ্নমালা

১. ইসলামী উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কে আপনার ধারণা ?
(ক) ধারণা আছে (খ) ধারণা নেই (গ) অস্পষ্ট।

২. মৃত পিতা বা মাতার উত্তরাধিকার পেয়েছেন কি না?
(ক) হ্যাঁ (খ) না (গ) বর্ণনা করুণ।

৩. পেয়ে থাকলে কতটুকু?
(ক) পূর্ণ (খ) আংশিক (গ) বর্ণনা করুণ।

৪. মৃত স্বামী/সন্তানের উত্তরাধিকার পেয়েছেন কি না?
(ক) হ্যাঁ (খ) না (গ) বর্ণনা করুণ।

৫. সম্পত্তি পেয়ে থাকলে কত অংশ?
(ক) পূর্ণ (খ) আংশিক (গ) বর্ণনা করুণ ।

৬. মৃত ভাই/বোন এর উত্তরাধিকার পেয়েছেন কি না?
(ক) হ্যাঁ (খ) না (গ) বর্ণনা করুণ।

৭. যদি সম্পত্তি পেয়ে থাকেন তাহলে কতটুকু অংশ?
(ক) পূর্ণ (খ) আংশিক (গ) বর্ণনা করুণ ।

৮. উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার পিতার পরিবারের ভূমিকায় আপনি কি সন্তুষ্ট?
(ক) সন্তুষ্ট (খ) মোটামুটি সন্তুষ্ট (গ) সন্তুষ্ট না।

৯. মৃত স্বামীর উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার পরিবারের সদস্যদের ভূমিকায় আপনি কি সন্তুষ্ট?
(ক) সন্তুষ্ট (খ) মোটামুটি সন্তুষ্ট (গ) সন্তুষ্ট না।

১০. উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার আত্মীয়-পরিজন তথা সমাজের (ইমাম সহ গ্রামবাসীর) ভূমিকায় আপনি কি সন্তুষ্ট?
(ক) সন্তুষ্ট (খ) মোটামুটি সন্তুষ্ট (গ) সন্তুষ্ট না।

১১. উত্তরাধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের (ইউ.পি, থানা, আদালত), ভূমিকায় আপনি কি সন্তুষ্ট?
(ক) সন্তুষ্ট (খ) মোটামুটি সন্তুষ্ট (গ) সন্তুষ্ট না।

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যমূলকভাবে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নারী নির্বাচন করার পর তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হবে। সাক্ষাৎকারের যাবতীয় তথ্য ও উপাত্ত সম্পূর্ণভাবে গোপন রাখা হবে এবং এ জাতীয় তথ্য ও উপাত্ত কেবলমাত্র গবেষণার কর্মে ব্যবহার করা হবে।

*** প্রকল্পণের উপর মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষণ পদ্ধতিঃ**

ক. প্রশ্নমালা প্রণয়ন :

গবেষণা বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক রেখে বিজ্ঞ তত্ত্বাবধায়ক, দক্ষ গবেষক মন্ডলী, শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পরামর্শ অনুযায়ী একটি কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নমালা প্রস্তত করা হয়েছে। প্রশ্নমালাটি দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে থাকছে উত্তরদাতার ব্যক্তিগত পরিচয় যেমনঃ নাম, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় অংশে গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পনের উপর উত্তরদাতার ব্যক্তিগত মতামত চাওয়া হয়েছে।

খ. উত্তরদাতার নমুনা :

গবেষণা প্রকল্পের সাথে সম্পর্ক রেখে বিশেষকরে বাংলাদেশে মুসলিম নারীর উত্তরাধিকার প্রাপ্তির বাস্তবতাকে যাচাই করার লক্ষ্যে শুধুমাত্র মুসলিম নারীকে উত্তরদাতার শ্রেণীভূক্ত করা হবে। প্রকল্পের সমর্থনে/অসমর্থনে মতামত পেতে ধারাবাহিক গবেষণা পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহে অপর্যাপ্ততা পরিলক্ষিত হওয়ায় কেবল ঘটনা সংশ্লিষ্ট নির্বাচিত মুসলিম রমণীর উপর সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। সেকারণে মাঠ পর্যায়ে গবেষণার ভৌগলিক সীমানা বিস্তৃত হবে।

সময়ের স্বল্পতা ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে উত্তরদাতার শ্রেণী নির্ণয়ে তিনটি জেলার ১১টি গ্রামকে বেছে নেয়া হবে। মাঠ পর্যায়ে এ সমীক্ষণ কার্য পরিচালনার জন্য কয়েকজন প্রশিক্ষিত গবেষণা সহযোগীর সাহায্য নেয়া হবে।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও সময় :

প্রশ্নমালা প্রণয়নের পর উত্তরদাতাদের মধ্যে তা বন্টন করা হবে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য পাওয়ার জন্য তা পরবর্তীতে সংগ্রহ করা হবে। প্রশ্নমালার উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসা পদ্ধতিও গ্রহণ করা হবে। এ কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য নিজ উদ্যোগের পাশাপাশি কিছু প্রশিক্ষিত সহযোগীকে ব্যবহার করা হবে। প্রশ্নমালার বিষয়বস্তু সঠিক বোধগম্যতার জন্য প্রশ্নমালা ব্যাখ্যা করা হবে।

www.pathagar.com

যাতে উত্তরদাতা সঠিক উত্তর দিতে পারেন। উত্তরমালা যাতে তাৎপর্যপূর্ণ হয়, সেজন্য বিশেষ যত্ন নেয়া হবে। মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা কার্যটি যথাসময়ে সম্পাদিত হবে।

পরিশেষে প্রথমোক্ত ও দ্বিতীয়োক্ত পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তসমূহ বর্ণনামূলক পারিসংখ্যানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভে উপস্থাপন করা হবে।

❖ গবেষণার ক্ষেত্র :

ইসলামী উত্তরাধিকার বিধান বিষয়ের পরিধি অত্যন্ত ব্যপক। বিধায় আলোচ্য অভিসন্দর্ভে শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইসলামী উত্তরাধিকারের উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হবে।

❖ গবেষণা কাঠামো :

গবেষণা কর্মটি বাংলা ভাষায় সম্পন্ন করা হবে। এতে পাঁচটি অধ্যায় থাকবে। **প্রথম অধ্যায় ইসলামী আইনের স্বরূপ বিষয়ে**। এতে আইনের সংজ্ঞা ও পরিচিতি, ইসলামী আইনের সংজ্ঞা ও পরিচিতি, ইসলামী আইনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য এবং ইসলামী আইনের সূচনা ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে আলোচনা করা হবে। **দ্বিতীয় অধ্যায় ইসলামী আইনের উৎস বিষয়ে**। এতে ইসলামী আইনের ঐশরিক ভিত্তি, ইসলামী আইনের গবেষণা পদ্ধতি এবং ইসলামী আইনের সার্বজনীনতা বিষয়ে আলোচনা করা হবে। **তৃতীয় অধ্যায় ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ বিষয়ে**। এতে উত্তরাধিকার সংজ্ঞা ও পরিচিতি, উত্তরাধিকারীদের শ্রেণী বিভাগ, আল-কুরআন ও আল-হাদীসে উত্তরাধিকার বিধান এবং উত্তরাধিকারে মুসলিম আইনবিদগণের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায় অন্যান্য প্রচলিত ধর্মে উত্তরাধিকার আইন বিষয়ে। এতে হিন্দু ধর্মে উত্তরাধিকার আইন, বৌদ্ধ ধর্মে উত্তরাধিকার আইন, খ্রীষ্টান ধর্মে উত্তরাধিকার আইন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। **পঞ্চম অধ্যায় বাংলাদেশে উত্তরাধিকার আইনের স্বরূপ বিষয়ে**। এতে বাংলাদেশের আইনে উত্তরাধিকার স্বত্ব প্রসঙ্গ, ইসলামী উত্তরাধিকার আইন ও বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের তুলনামূলক আলোচনা, বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম ও গোত্রের উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ, বাংলাদেশী মুসলমানদের উত্তরাধিকার স্বত্বলাভের বাস্তব চিত্র এবং মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এছাড়া অভিসন্দর্ভটির ভূমিকা, উপসংহার ও প্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট সংযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

www.pathagar.com

উপসংহার : উপসংহারে বলা যায় প্রস্তাবিত "ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন হলে এবং গবেষণা কর্মের সুপারিশমালা সমাজে বাস্তবায়িত হলে, বাংলাদেশীরা সহ বাংলা ভাষাভাষীরা 'উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ' সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও জ্ঞানলাভ করতে পারবে। সাথে তারা আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ও রাসূল (সা:) কর্তৃক বাস্তবায়িত উত্তরাধিকার বন্টননীতির উপর একটি সঠিক দিক নির্দেশনা পাবে। এ বিষয়টি জনমনে গভীর প্রভাব ফেলবে এবং ইসলামী মূল্যবোধকে আরও আকর্ষণীয় করবে, যা শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়ক হবে। যেহেতু এটি মুসলিম পারিবারিক আইনবিষয়ক একটি অভিসন্দর্ভ, তাই এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে দেশ-বিদেশের বিচার বিভাগে নিয়োজিত সকল বিচারক ও আইনজীবিদের জন্যে একটি সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। পাশাপাশি এ দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ, আইন অনুষদ ও বাংলাদেশের মাদ্রাসা সমূহের সকল ফাযিল-কামিল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মূল অথবা সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে কাজে আসবে। এ গবেষণা কর্মটির মাধ্যমে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভের ত্রুটিসমূহ ও প্রয়োজনীয় জটিলতাসমূহ চিহ্নিত হবে, সাথে সুষ্ঠু সমাধানের একটি চমৎকার দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে, যা উন্নয়নশীল বাংলাদেশকে শান্তির নীড়ে রূপান্তরিত করবে। সর্বোপরি এ গবেষণা কর্মের সুপারিশমালা বর্তমান সমাজে বাস্তবায়িত হলে যেমনভাবে যৌতুক প্রথা বিলুপ্ত হবে, ঠিক তেমনিভাবে অভিভাবক ও ওয়ারিশগণ তাদের দায়িত্ববোধ ও নায্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ হবে হানাহানিমুক্ত হৃদ্যতাপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশ, এ আমার বিশ্বাস।

www.pathagar.com

সেমিনারের প্রবন্ধের উপর আলোচনার নমুনাকপি

পিএইচ. ডি. শিরোনাম ঃ

آلايات العلمية في القرآن الكريم: دراسة و تفسير

(আল-কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতঃ অধ্যয়ন ও তাফসীর)

প্রবন্ধের শিরোনাম ঃ

تفسير الآيات القرآنية في ضوء الحقائق العلمية

(বৈজ্ঞানিক সত্যতার আলোকে কুরআনের আয়াতের তাফসীর)

উন্মুক্ত আলোচক ঃ

প্রফেসর ড.আ.ব.ম.সাইফুল ইসলামী সিদ্দীকী। বক্তব্য ২৫মিনিট।

১. পিএইচডি-এর শিরোনাম বিষয়ে আলোচনা।

- পিএইচ.ডি. শিরোনাম যথার্থ হয়নি?

  কারণ এখানেالآيات العلمية في القرآن الكريم: دراسة وتفسير (আল-কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতঃ অধ্যয়ন ও তাফসীর) না হয়ে آية علمية في القرآن الكريم: دراسات علمية (আল-কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক একটি আয়াতঃ বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা) হওয়া দরকার ছিল।কারণ যত মুফাসসির আছেন সবাইতো বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াতের তাফসীর করেছেন, তাহলে আপনি কি করবেন? যদি دراسات علمية হতো তাহলে আপনি বিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াতগুলোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতেন। তাহলে গবেষণা শিরোনামটি মোটামুটি সঠিক হতো এবং আলোচনাও যথার্থ হতো।
- আল-কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ৭৩৫টি। ৭৩৫টি আয়াত লিখে অনুবাদ করলেইতো থিসিসের কলেবর দু'শতাধিক পৃষ্ঠা হবে।
- বিষয়টি এতো ব্যাপক যে বিজ্ঞানের একেকটি দিক নিয়ে গবেষণা করলে ২০টি পিএইচ.ডি. ডিগ্রী হবে। এতো ব্যাপক বিষয় একটি অভিসন্দর্ভে আলোচনা কি করে সম্ভব?

www.pathagar.com

- বিষয়টির সাথে বিভাগ ও তত্ত্বাবধায়কের মোটেই সংশ্লিষ্টতা নেই। আল-কুরআন বিভাগের একজনকে কো-গাইড রাখলে গবেষণা যথার্থ হতো।
- পিএইচ.ডি. শিরোনামটি হওয়া উচিৎ ছিল "আল-কুরআনের অমুক সূরা ঃ একটি সাহিত্যিক বিশ্লেষণ" তাহলে এ বিষয়টি বিভাগ ও তত্ত্বাবধায়কের সাথে সংশ্লিষ্ট হতো এবং গবেষণাও যথার্থ হতো।

২. প্রবন্ধের শিরোনাম বিষয়ে আলোচনা

- ক. প্রবন্ধের শিরোনাম যথার্থ হয়নি।

এখানে تفسير الآيات القرآنية في ضوء الحقائق العلمية (বৈজ্ঞানিক সত্যতার আলোকে কুরআনের আয়াতের তাফসীর) না হয়ে تفسير آية قرآنية في ضوء الحقائق العلمية (বৈজ্ঞানিক সত্যতার আলোকে কুরআনের একটি আয়াতের তাফসীর) হওয়া উচিৎ ছিল। কারণ আলকুরআনের ৬২৩৬ টি আয়াতের বৈজ্ঞানিক তাফসীর একটি প্রবন্ধে কি করে সম্ভব সেটা গবেষক ও তত্ত্বাবধায়কই ভাল জানেন।

- আর আল-কুরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক ৭৩৫টি আয়াতই যদি গবেষক তাঁর প্রবন্ধের আওতাভূক্ত করে থাকেন, তাহলেও কি এতগুলো বিজ্ঞান সম্পকির্ত আয়াতের বৈজ্ঞানিক তাফসীর একটি প্রবন্ধে করা সম্ভব?
- প্রবন্ধের বিষয়টি বিভাগ ও তত্ত্বাবধায়কের সাথে মোটেই সংশ্লিষ্টতা নেই। তাই প্রবন্ধটি হওয়া উচিৎ ছিল **"আল-কুরআনের অমুক আয়াতঃ একটি সাহিত্যিক বিশ্লেষণ"**তাহলে এবিষয়টি বিভাগ, গবেষক ও তত্ত্বাবধায়কের সাথে সংশ্লিষ্ট হতো এবং প্রবন্ধটিও যথার্থ হতো।

৩. প্রবন্ধের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা

مقدمة বা ভূমিকা যথার্থ হয়নি। ভূমিকায় কি ও কেন কথাটি স্পষ্ট হতে হবে। গবেষক তার প্রবন্ধের ভূমিকায় প্রবন্ধের শিরোনাম কি বিষয়ে এটি যেমন পরিস্কার করে উপস্থাপন করতে পারেন নি, তেমনি কেন এ বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে সেটিও স্পষ্ট করে বলতে পারেন নি।

www.pathagar.com

যেহেতু অধুনা যুগের অনেকেই স্বীকার করতে চাননা যে, আল-কুরআন শুধু অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের মতো নিছক একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নয়,এটি পার্থিব জীবনের সার্বিক বিষয়ের যেমন দিক নির্দেশক, তেমনি পরকালেরও মুক্তির সনদ।

তাদের মতে- আল-কুরআন অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের মতো একটি ধর্মীয় গ্রন্থ, তাই এর সাথে বিজ্ঞানের রয়েছে চরম সংঘর্ষ। তাদের এধরণের ভ্রম দূর করার জন্য আল-কুরআনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক যে একেবারে ঘনিষ্ট, এবিষয়ে দালিলিক প্রমানসহ দু'চার কথা তো অবশ্যই আলোচনার দরকার ছিল।

আল-কুরআনে বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত সংখ্যা ৭৩৫টি। আবার ৭৩৫টি আয়াতের শ্রেণী বিভাগ কতটি এ বিষয়টিও বলা দরকার ছিল। গবেষণা কর্মটি কোন পদ্ধতিতে হবে এ বিষয়গুলো ভূমিকায় আসা দরকার ছিল। প্রবন্ধটি কোন বিষয়ে রচিত এ ভূমিকা পড়ে কেউই তা উদ্ধার করতে পারবেন না। সুতরাং ভূমিকাটি যথার্থ হয়নি। ভূমিকাটি যথার্থ করতে অবশ্যই এখানে প্রবন্ধের সারাংশটি আসা উচিৎ ছিল।

৪. প্রবন্ধের উপসংহার বিষয়ে আলোচনা

প্রবন্ধের শেষে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে হয় যেটা সাধারণত উপসংহারে থাকে। সেটা এ প্রবন্ধের উপসংহারে অনুপস্থিত। এছাড়া প্রবন্ধের ফলাফল কি সেটিও উপসংহারে থাকতে হবে। কিন্তু সেটাও এখানে সঠিকভাবে ফুটে উঠেনি। অতএব প্রবন্ধটির উপসংহার যথার্থ হয়নি।

৫. প্রবন্ধের পাদটীকা সম্পর্কে আলোচনা

ইচ্ছামত লিখলেই টীকা হয় না। টীকা লেখার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। সাধারণত মূল বক্তব্যের অস্পষ্টতা দূর করতেই টীকা দেয়া হয়ে থাকে। মূল পাঠ্যে যা লিখলে অপ্রাসঙ্গিকতার কারণে লেখার সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়, সে কথাটি টীকায় লেখা হয়ে থাকে। অথবা মূল লেখায় কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি বা স্থানকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে টীকা রচনা করতে হয়। আলোচনায় অস্পষ্ট কোন বিষয় বা কোন ব্যক্তি বা স্থান বা কোন পরিভাষা (টার্ম) উপস্থাপিত হলে সংক্ষেপে টীকায় তার বিবরণ দিতে হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে সেটা সম্ভব না হলে মূল পাঠে অন্তত তার জন্ম-মৃত্যু অথবা মৃত্যুর তারিখ এবং রাজা বাদশাহদের ক্ষেত্রে তাদের রাজত্বকাল দিতে হয়।

www.pathagar.com

পাদটীকায় Research Methodology অনুসৃত হয়নি। যেখানে প্রাগুক্ত হওয়ার কথা সেখানে তা হয়নি। পাদটীকায় أنظر (দেখুন) বলা যাবে না। অথচ প্রবন্ধের বহুস্থানে أنظر (দেখুন) উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. প্রবন্ধের ষ্ট্যান্ডার্ড সাইজ

সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধের ষ্ট্যান্ডার্ড সাইজ হলো সর্বোচ্চ ১০ পৃষ্ঠা। এর বেশী হলে প্রবন্ধ উপস্থাপকের প্রবন্ধ উপস্থাপনে যেমন কষ্ট হয়, তেমনি উপস্থিত শ্রুতা ও আলোচকদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। সেমিনারের প্রবন্ধ সবসময় এক পৃষ্ঠায় ফটোকপি করতে হয়। উভয় পৃষ্ঠায় ফটোকপি না করাই বাঞ্ছনীয়।

৭. প্রবন্ধের কম্পোজ বিষয়ে আলোচনা

থিসিস/প্রবন্ধ/গবেষণামুলক প্রতিবেদনের জন্যে সবসময় অফসেট A4 সাইজের কাগজে, লেজার প্রিন্টে প্রিন্ট করতে হবে। কম্পিউটারে কম্পোজ করার পূর্বেই পৃষ্ঠা সেট করে নিতে হবে। আরবী/উর্দু/ফার্সী হলে ডান দিকে আর বাংলা/ইংরেজী/হিন্দী হলে বাম দিকে ১.৫ ইঞ্চি এবং বাকী তিন দিকেই ১ ইঞ্চি করে জায়গা রাখতে হবে। পৃষ্ঠার শেষে নতুন প্যারা অথবা কোন পয়েন্ট দিয়ে শুরু করলে ৩ লাইনের কম হলে অন্য পৃষ্ঠায় শুরু করতে হবে। একই বাক্যের অর্ধেক এ পৃষ্ঠায়, আর বাকি অর্ধেক অন্য পৃষ্ঠায় লেখা যাবে না। অনুরূপভাবে যদি কোন প্যারার তিন লাইনের বেশী হয়, তাহলে সে প্যারাটি পৃষ্ঠার শেষে না লিখে, অপর পৃষ্ঠায় লিখতে হবে।

৮. প্রবন্ধ সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা

- প্রবন্ধের শিরোনাম অনুযায়ী একটি আয়াতেরও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নমুনা গবেষক প্রবন্ধে উপস্থাপন করেন নি। তাহলে গবেষক কোন আয়াতটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা কি হবে, তার নমুনা আমরা এখানে দেখতে পেতাম।
- প্রবন্ধকার প্রবন্ধের ভূমিকায় কোন রেফারেন্স ছাড়াই বলেছেন আল-কুরআনে বিজ্ঞান বিষয়ক "হাজার আয়াত" আছে। আবার প্রবন্ধের মাঝে বলেছেন আল-কুরআনে বিজ্ঞান বিষয়ক "অনেক আয়াত" আছে। গবেষণা প্রবন্ধে এ ধরনের রেফারেন্স ছাড়া অন্ধকারে ঢিল ছুড়ার মত কোন কথা বলা যাবেনা। গবেষণায় রেফারেন্স ছাড়া কোন কথার মূল্য নেই। প্রবন্ধকারের এরকম লাগাম ছাড়া কথা দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যাচ্ছে যে, তার এ বিষয়ে ন্যুনতম ধারণা নেই। প্রকৃতপক্ষে আল-কুরআনে বিজ্ঞান বিষয়ক আয়াত হলো ৭৩৫টি।

www.pathagar.com

পরিশেষে গবেষক এবং তত্ত্বাবধায়ক মহোদ্বয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যাতে তারা এ ক্রটিগুলোর উর্ধ্বে ওঠে মূল থিসিসটি পরিশোধিত ও পরিমার্জিত করেন।

- গবেষণা কর্মটি বাংলা ভাষায় হওয়া প্রয়োজন। তাহলে এ থেকে বাংলা ভাষাভাষীরাও উপকৃত হতে পারতেন। তাছাড়া আরবী ভাষা হওয়ার কারণে Cut-Paste বেশী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যেমন আজকের প্রবন্ধে হয়েছে।

- জুরজী যায়দানের মতে-আল-কুরআন থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দুশতাধিক শাখা উৎসারিত হয়েছে। গবেষক এধরণের বিষয় নিয়ে সমুদ্রে হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। গবেষণার ক্ষেত্র অবশ্যই সীমাবদ্ধ হওয়া দরকার ছিল।

- আল-কুরআনে ৩১টি প্রাণীর নাম উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে بعوضة মাছি/মশার কথাও আল-কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে। সামুদ্রিক এক ধরণের মাছি/মশা ১৪দিনে যে ডিম দেয়, তা গণনার জন্যে আজকের এ ডিজিটাল যুগেও কোন যন্ত্র এখনও আবিস্কৃত হয়নি। সূরা ত্বহায় উল্লেখিত واضمم يدك আয়াতটি সার্চ লাইটের প্রতি ইঙ্গিতবহ। তাই শ্রুতা/পাঠকের বুঝার সুবিধার্থে এখানে এধরণের দুএকটি আয়াত যাতে সরাসরি বৈজ্ঞানিক সূত্রের উল্লেখ আছে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার ছিল।

www.pathagar.com

থিসিসের কভার পৃষ্ঠার নমুনা কপি (বাংলা)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী আইনে উত্তরাধিকার স্বত্বলাভ: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

গবেষক
মুহাম্মদ গোলাম রব্বানী
পিএইচ.ডি. গবেষক (ইউজিসি)
শিক্ষাবর্ষ:২০০৫-২০০৬, রেজিঃ নং-০৩
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড.আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

থিওলজি এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
২০০৮ইং

www.pathagar.com

থিসিসের কভার পৃষ্ঠার নমুনা (ইংরেজী)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ROLE OF PUBLIC UNIVERSITIES OF BANGLADESH IN SPREADING ARABIC AND ISLAMIC STUDIES

RESEARCHER:

SHARIFA SULTANA HASANAT
SESSION :2005-2006 REGISTRATION NO-03
DEPTT. OF AL-QURAN AND ISLAMIC STUDIES
ISLAMIC UNIVERSITY KUSHTIA

SUPERVISOR:

PROFESSOR DR. MD. LOQMAN HOSSAIN
DEPTT. OF AL-QURAN AND ISLAMIC STUDIES
ISLAMIC UNIVERSITY KUSHTIA

DEPTT. OF AL-QURAN AND ISLAMIC STUDIES
FECULTY OF THEOLOGY AND ISLAMIC STUDIES
ISLAMIC UNIVERSITY, KUSHTIA, BANGLADESH.

15 August 2010
10 Bhadro 1417
14 Ramadan 1431

www.pathagar.com

থিসিসের কভার পৃষ্ঠার নমুনা (আরবী)

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

بسم الله الرحمن الرحيم

علوم القرآن بالعربية : نشأته وتطوره

(رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه)

الباحث

محمد عطاء الرحمن

قسم القرآن والدراسات الإسلامية

الجامعة الإسلامية، كوشتيا، بنغلاديش

المشرف

الدكتور أبو البشر محمد سيف الإسلام صديقي

الأستاذ قسم القرآن والدراسات الإسلامية

الجامعة الإسلامية ، كوشتيا ، بنغلاديش

كلية أصول الدين والدراسات الإسلامية

الجامعة الإسلامية، كوشتيا، بنغلاديش

أغستس ٢٠٠٨م

شعبان ١٤٢٩هـ

www.pathagar.com

পরীক্ষা কমিটির সভাপতি/আহবায়ক/সদস্যের সম্মতি পত্রের নমুনা কপি

তারিখঃ ০৩/০৩/২০১১ইং

বরাবর
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া ।

বিষয় ঃ আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০০৬-২০০৭ শিক্ষা বর্ষের পিএইচ.ডি. গবেষক **জনাব মোঃ লোকমান হাকিম** (রেজিঃ নং-০১৭) **"ফিকহী তাফসীর ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ (FIQHI TAFSIR : ORIGIN AND DEVELOPMENT"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ মূল্যায়নের সম্মতি প্রদান প্রসঙ্গে ।

জনাব

আপনার পত্র(নং-পনি/ইবি-২০১১/৩১২,তারিখঃ৩০.০২.২০১১) পত্র মোতাবেক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদাধীন আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের **জনাব মোঃ লোকমান হাকিম** (রেজি ঃ ১৭) কর্তৃক উপস্থাপিত **"ফিকহী তাফসীরঃ উৎপত্তি ও বিকাশ (FIQHI TAFSIR: ORIGIN AND DEVELOPMENT"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ শীর্ষক অভিসন্দর্ভ মূল্যায়নের বিষয়ে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করছি ।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত

(প্রফেসর ড.আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী)
তত্ত্বাবধায়ক ও সদস্য
পিএইচ.ডি. থিসিস পরীক্ষা কমিটি
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।

www.pathagar.com

পিএইচ.ডি. মৌখিক পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণী পত্রের নমুনা কপি

বরাবর,
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ।

বিষয় ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ২০০৮-২০০৯ শিক্ষা বর্ষের পিএইচ.ডি. গবেষক **জনাব মোহাম্মদ আতিক উল্লাহ** (রেজিঃ নং-১৯)-এর মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, স্থান ও সময় নির্ধারণ প্রসঙ্গে ।

জনাব,

আপনার পত্র (নং-ঢাবি/শা-২প/২০১১/৩৪০,তারিখঃ২৬.০৭.২০১১) মোতাবেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের ২০০৮-২০০৯ শিক্ষা বর্ষের পিএইচ.ডি. গবেষক **জনাব মোহাম্মদ আতিক উল্লাহ** (রেজিঃ নং-১৯)-এর মৌখিক পরীক্ষা আগামী ২৮.০৮.২০১১ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ৪৪০ কক্ষে অনুষ্ঠানের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত

(প্রফেসর ড.আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী)
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
ও
আহবায়ক
পিএইচ.ডি. থিসিস পরীক্ষা কমিটি
আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধায়ক/পরীক্ষা কমিটির সদস্য কর্তৃক থিসিস বিষয়ে প্রদত্ত মূল্যায়ন রিপোর্টের নমুনা কপি

তারিখঃ ০৩/০৭/২০১১ইং

বরাবর
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া ।

বিষয় ঃ আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০০৬-২০০৭ শিক্ষা বর্ষের পিএইচ.ডি. গবেষক **জনাব মোঃ লোকমান হাকিম** (রেজিঃনং-০১৭) কর্তৃক উপস্থাপিত **"ফিকহী তাফসীর ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ (FIQHI TAFSIR : ORIGIN AND DEVELOPMENT"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ বিষয়ে মতামত প্রদান প্রসঙ্গে ।

জনাব,

আপনার পত্র(নং-পনি/ইবি-২০১১/৪১২,তারিখঃ৩০.০৫.২০১১)পত্র মোতাবেক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদাধীন আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের **জনাব মোঃ লোকমান হাকিম** (রেজিঃ১৭) কর্তৃক উপস্থাপিত **"ফিকহীতাফসীর ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ (FIQHI TAFSIR : ORIGIN AND DEVELOPMENT"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমি আদ্যান্ত পাঠ করে এতদ্বিষয়ে নিম্নরূপ মতামত প্রদান করছি ।

১. **"ফিকহী তাফসীর ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি বাংলা ভাষায় রচিত । এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-(১০+২৯৩+০৮)=৩১১ । এতে ৫টি অধ্যায়, একটি ভূমিকা, একটি উপসংহার, একটি পরিশিষ্ট ও ১৫৫টি গ্রন্থসম্বলিত একটি গ্রন্থপঞ্জী রয়েছে ।

২. অভিসন্দর্ভটিতে ৫টি অধ্যায়ের অধীনে ১২টি পরিচ্ছেদ রয়েছে । ১ম অধ্যায় ফিকহ শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে, ২য় অধ্যায় তাফসীর শাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে, ৩য় অধ্যায় ফিকহী তাফসীরের উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে, ৪র্থ অধ্যায় ফিকহী তাফসীরের পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং ৫ম অধ্যায় ফিকহী তাফসীরের তুলনা বিষয়ে আলোচনা রয়েছে ।

৩. অভিসন্দর্ভটি সাবলিল ও প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় রচিত । এতে প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে ।

www.pathagar.com

৪. অভিসন্দর্ভটিতে ণ-ত্ব বিধান ও ষ-ত্ব বিধান বিষয়ক কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। গবেষক আরেকটু আন্তরিক হলে এ ধরণের ত্রুটিগুলো এড়ানো সম্ভব হতো।

৫. অভিসন্দর্ভটিতে কিছু কম্পোজ প্রমাদও রয়েছে। প্রুফ দেখার ব্যাপারে গবেষক আরেকটু সতর্ক হলে অভিসন্দর্ভটির শ্রী আরো বৃদ্ধি পেত।

৬. **"ফিকহী তাফসীরঃ উৎপত্তি ও বিকাশ"** বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। তদুপরি গবেষক বিষয়টিকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপনে যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

৭. অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক ও তথ্যবহুল গবেষণা কর্ম। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়ার উপযোগী। গবেষণাকর্মটি বাংলাদেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অধীভুক্ত সকল ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য একটি Text Book হিসেবে কাজে আসবে। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ থিসিসটি অসামান্য অবদান রাখবে। এর দ্বারা দেশ-জাতি বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

অতএব আমি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের **জনাব মোঃ লোকমান হাকিম** (রেজিঃ নং-০১৭) কর্তৃক উপস্থাপিত **"ফিকহী তাফসীর ঃ উৎপত্তি ও বিকাশ (FIQHI TAFSIR: ORIGIN AND DEVELOPMENT)"** শীর্ষক মৌলিক অভিসন্দর্ভের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদানের জন্য সানন্দে সুপারিশ করছি।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত

(প্রফেসর ড.আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী)
তত্ত্বাবধায়ক ও সদস্য
পিএইচ.ডি. থিসিস পরীক্ষা কমিটি
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

এম.ফিল. পরীক্ষা কমিটির মৌখিক পরীক্ষা ও সমন্বিত রিপোর্টের নমুনা কপি

তারিখ ঃ ০৩/০৭/২০১১ইং

"আল-কুরআন ঃ উন্নত চরিত্র গঠনের মৌলিক উৎসকোষ" শীর্ষক এম. ফিল. পরীক্ষা কমিটির মৌখিক পরীক্ষা ও সমন্বিত রিপোর্ট

অদ্য ১১.১১.২০০৮ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০.০০ঘটিকায় আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২৪৪ নং কক্ষে ২০০৩-২০০৪ শিক্ষা বর্ষের আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল.গবেষক **জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ**(রেজিঃনং-১০৮) এর এম.ফিল. মৌখিক পরীক্ষার এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় পরীক্ষা কমিটি উপস্থিত সদস্যগণ আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০০৩-২০০৪ শিক্ষা বর্ষের এম.ফিল.গবেষক **জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ**-এর এম.ফিল. থিসিস পরীক্ষা কমিটির তিনটি রিপোর্ট পর্যালোচনা করেন। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরীক্ষা কমিটির তিন জন সদস্যই তাঁদের রিপোর্টে গবেষককে তাঁর থিসিসের জন্য এম.ফিল.ডিগ্রী প্রদানের জন্য সুপারিশ করেছেন। অদ্যকার সভায় এম.ফিল.থিসিস পরীক্ষা কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ গবেষককে তাঁর অভিসন্দর্ভ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। গবেষক তাঁর অভিসন্দর্ভ বিষয়ে অধিকাংশ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন।

অতএব অদ্যকার সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এম.ফিল. থিসিস পরীক্ষা কমিটির তিনটি ইতিবাচক রিপোর্ট ও গবেষকের মৌখিক পরীক্ষার সন্তোষ জনক উত্তরের ভিত্তিতে গবেষক জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ কে তাঁর "আল-কুরআনঃ উন্নত চরিত্র গঠনের মৌলিক উৎসকোষ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদানের জন্য সানন্দে সুপারিশ করছেন।

(প্রফেসর ড.এ. কে.এম.নজরুল আলম)
দাওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়,কুষ্টিয়া।
ও
সদস্য ও তত্ত্বাবধায়ক
এম.ফিল. থিসিস পরীক্ষা কমিটি
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক
স্টাডিজ বিভাগ,ইবি, কুষ্টিয়া

(প্রফেসর ড. রফিক আহমদ)
আরবী বিভাগ,চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সদস্য
এম.ফিল. থিসিস পরীক্ষা কমিটি, আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

(প্রফেসর ড.আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী
সভাপতি
এম.ফিল. থিসিস পরীক্ষা কমিটি
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক
স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

www.pathagar.com

এম.ফিল. পরীক্ষা কমিটির মৌখিক পরীক্ষা ও সমন্বিত রিপোর্ট প্রেরণের চিঠির নমুনা কপি

তারিখঃ ০৩/০৭/২০১১ইং

বরাবর
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া ।

বিষয় ঃ আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০০৩-২০০৪ শিক্ষা বর্ষের এম. ফিল. গবেষক **জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ** (রেজিঃ নং ১০৮)-এর এম. ফিল. মৌখিক পরীক্ষা কমিটির রিপোর্ট প্রদান প্রসঙ্গে ।

জনাব

আপনার পত্র (নং পনি/ইবি-১১/১১১৬ তারিখ ঃ ২২.০৬.২০১১)-এর আলোকে আল-কুরআন এণ্ড এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের ২০০৩-২০০৪ শিক্ষা বর্ষের এম.ফিল. গবেষক **জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ** (রেজিঃ নং ১০৮)-এর এম.ফিল. মৌখিক পরীক্ষা কমিটির রিপোর্ট এতদ সঙ্গে সংযুক্ত করে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রেরীত হলো ।

ধন্যবাদান্তে

আপনার বিশ্বস্ত

(প্রফেসর ড.আ.ব.ম.সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী)
সভাপতি
এম.ফিল. থিসিস পরীক্ষা কমিটি
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ।

www.pathagar.com

গবেষক তথ্যাবলী

গবেষকের নাম	:
ঠিকানা (মোবাইল নাম্বারসহ)	:
তত্ত্বাবধায়কের নাম ও মোবাইল নাম্বার	:
শিরোনাম (প্রস্তাবিত)	:
শিরোনাম (চূড়ান্ত)	:
আবেদনের তারিখ	:
বিভাগীয় একাডেমিক সভা	:
অনুষদীয় সভার তারিখ	:
বোর্ড অব এ্যাডভান্সড্ স্টাডিজ সভা	:
একাডেমিক কাউন্সিল সভার তারিখ	:
সিন্ডিকেট সভার তারিখ	:
সিন্ডিকেট নং	:
গবেষণায় যোগদানের তারিখ	:
মেয়াদ শুরুর তারিখ	:
মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ	:
শিরোনাম/গাইড পরিবর্তনের তারিখ	:
পরীক্ষা কমিটি গঠনের তারিখ	:
Concern Letter	:
তত্ত্বাবধায়কের সাথে সাক্ষাতের সময়	:
প্রথম সেমিনারের তারিখ	:
দ্বিতীয় সেমিনারের তারিখ	:
থিসিস জমাদানের তারিখ	:
থিসিস প্রেরণের তারিখ	:
মৌখিকপরীক্ষার তারিখ	:
ডিগ্রী(একাডেমিক কাউন্সিলের তারিখ)	:
ডিগ্রী (সিন্ডিকেট সভার তারিখ)	:

(তত্ত্বাবধায়ক)

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. **আবু তাহের, ড. মো:**, সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি ।

২. **আব্দুল মতিন, অধ্যাপক,** শিক্ষা সহায়িকা, ঢাবি, ১৯৮০ ।

৩. **আলী, ড.এ.কে.এম.ইয়াকুব,** মুসলিম মুদ্রা ও হস্তলিখন শিল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯ ।

৪. **আবু তালেব, মুহাম্মদ,** সাইন্স ফ্রম আল কুরআন, র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স ।

৫. **আরিফ, ডা. মুহাম্মদ বেলায়েত হোসাইন,** স্রষ্টার সৃষ্টি অপার বিস্ময়!, হেলথ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ।

৬. **আব্দুল মান্নান, ড. খন্দকার,** কম্পিউটার ও আলকুরআন,(কুরআন হাদীস রিসার্চ সেন্টার, মীরপুর, ঢাকা) ১৯৯৬ ।

৭. **ইব্রাহীম, ড.মোহাম্মদ,** নামাযিজু ফিল ইমলাই ওয়াত তারক্বীমি, শিব্বিয়া লাইব্রেরী, সিলেট ২০০৯ ।

৮. **উসমান, ড.হাসান,** মানহাজুল বহছ আত তারীখী, কায়রো, ১৯৪৩ ।

৯. **ওমায়রা, ড.আব্দুর রহমান,** আযওয়াউ আলাল বাহছ ওয়াল মাসাদির, দারুল জায়ল, বৈরুত, ১৯৮৬ ।

১০. **খাফাজী, ড.আব্দুল মুনঈম ও শওক, ড.আব্দুল আজীজ,** কাইফা তুকতাব বহছান জামিইয়্যান, কায়রো, তাবি ।

১১. **খাফাজী, ড.আব্দুল মুনঈম,** আল-বহুছুল আদবিয়্যা, মানাহিজুহু ওয়া মাসাদিরুহু, দারুল কিতাবিল লুবনানী, বৈরূত, তাবি ।

১২. **খান, মুহাম্মদ শাহজাহান,** কুরআন এক বিস্ময়কর বিজ্ঞান, সুলেখা প্রকাশনী ।

১৩. **গোলাম ছোবহান, অধ্যাপক,**আধুনিক বিজ্ঞান,ইতিহাস ও কুরআন ।

১৪. **গবেষণার ইসলামী দিকদর্শন,** ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকা, ২০০১ ।

১৫. **চৌধুরী, আনোয়ার উলাহ ও রশীদ সাইফুর,** নৃ-বিজ্ঞান উদ্ভব, বিকাশ ও গবেষণা পদ্ধতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫ ।

১৬. **জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী,**আল-মুযহির ফী উলুমিল লুঘা ওয়া আনওয়াইহা, দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যা, মিসর,তাবি,১ম খন্ড ।

১৭. **জাকারিয়া কামাল, মেজর মো:** জিন, মানুষ ও মহাবিশ্ব, (বাংলাবাজার, ঢাকা), ২০০০ ।

১৮. **জিল্লুর রহমান, প্রফেসর ড. এস এম,** সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি ।

www.pathagar.com

১৯. **দৌলতানা, মমতাজ**, আল-কুরআন এক মহাবিজ্ঞান, (বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৯৯৯)।

২০. **নুর, বেগম নাজমির**, সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি, নলেজ ভিউ, ঢাকা, ১৯৮৮।

২১. **নূরুল ইসলাম, মুহাম্মদ**, বিজ্ঞান না কোরআন।

২২. **মরিস বুকাইলি**, ড., (অনু. আখতারুল আলম) বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান, জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

২৩. **মানিক, নূরুল ইসলাম**, আমাদের এই পৃথিবী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

২৪. **মুলহিস, ড. সুরাইয়া**, মানহাজুল বহুছ, কায়রো, ১৯৬০।

২৫. **মুলহিস, ড.সুরাইয়া ও আব্দুল ফাত্তাহ**, মানহাজুল বহছ আল ইলিমিয়্যা, মাকতাবাতুল মাদরাসা ওয়া দারুল কিতাবিল লুবনানী, বৈরূত, ২য় সং, ১৯৭৩।

২৬. **মোসলেউদ্দিন, এম ও কবীর এম**, সমাজবিজ্ঞান গবেষণা পদ্ধতি ও পরিসংখ্যান, সোসাইটি ফর প্রজেক্ট ইমপিমেন্টেশন রিসার্চ ইভালুয়েশন ও ট্রেনিং (সোপিরেট) সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা, ১৯৮৮।

২৭. **রহমান, এ এস এম আতীকুর ও শওকতুজ্জামান সৈয়দ**, সমাজ গবেষণা পদ্ধতি, প্রভাতী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২।

২৮. **রোজান্টাল, ফ্রান্জ**, মানাহিজুল উলামাইল মুসলিমিন ফিল বহছিল ইলমী, দারুছ ছাকাফা, বৈরূত।

২৯. **রুস্তম, ড. আসাদ, মুস্তালাহুত তারীখ**, বৈরুত, ১৯৩৯।

৩০. **যুরাইক, ড. কুস্তান্তীন**, নাহনু ওয়াত তারীখ, বৈরুত, ১৯৫৯।

৩১. **শালাবী, আহমদ**, কায়ফা ইউকতাবু বহছান আও রিসালাতান, ৬ষ্ট সং, মাকতাবাতুন নাহদা, মিসর, ১৯৬৮.

৩২. **শালাবী, ড.আহমদ**, কাইফা তুকতাব বহছান আও রিসালাতান, কায়রো, ১৯৫২।

৩৩. **শওকী যায়ফ**, আল বহছিল আদবী-তবীয়তুহু ওয়া মানাহিজুহু-অসূলুহ-মাসাদিরুহু, দারুল মাআরিফ, মিসর, ১৯৭২।

৩৪. আনাসিবুল বহছিল ইলমী।

৩৫. **সালেহ, ড.এমএ**, কুরআন ও বিজ্ঞান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১৯৮৬।

www.pathagar.com

৩৬. **সিদ্দীকী, ডঃ মাযহার উদ্দীন**, কুরআনের ইতিহাস দর্শন।
৩৭. **হারুনুর রশিদ, মু**, মসজিদ ও মাদ্রাসা লাইব্রেরী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১ম সং, ১৯৯৫।
৩৮. **জেমস হ্যারল্ড ফক্স** "Criteria of Good Research.
৩৯. **Abu Taleb,** M. Al-Quran is All Sciences.
৪০. **Alim al-Ayyub Ahamed,** Research Methodology in Educationcation, Provati Library, Dhaka, 2005.
৪১. **Ahamed, Iftekhar Uddin**, Basic Methodology in Business Research, Onmesha Publications, Dhaka, 1991.
৪২. **Arther Cole & Karl Bigeleow,** A Manual for Thesis Writing.
৪৩. **Bakalla, M.H.**: Arabic Culture, London, 1984.
৪৪. **Bucaille, Maurice** The Bible, The Quran And Science.
৪৫. **Bruce Mudgett,** Staticale Tables and Graphics.
৪৬. **C.W.Brintor**, Graphic Methods of Presenting Facts.
৪৭. **Hesting Bells,** Writing a Thesis.
৪৮. **Hokings, Stifen W.,** A Brief History of Time, Calcatta, 1993.
৪৯. Scientific Indications in the Holy Quran, Islamic Foundation Bangladesh.
৫০. **Muazzem, Dr. M.G.** Science and the Quran.
৫১. **N.W.Newsom & G.Wolk,** Form and Standard for Thesis Writing.
Syed Qutub: In the Shade of Al-Quran, An Abridged Edition, Islamic Foundation Bangladesh, 1981.
৫২. The New Standered Encyclopedia, V. 3-4.
৫৩. The Advanced Learner Dictionary of Current English.
৫৪. **Word Reeder**, How to Write a Thesis.
৫৫. World Vision 1998.
৫৬. **Zubaid Ahmad, M.G.,** The Contribution of Indo-Pakistan to Arabic Literature, Lahore, 1988.

www.pathagar.com

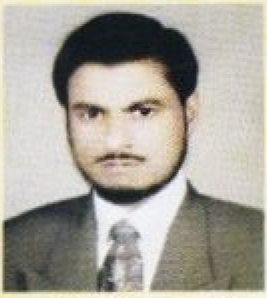

লেখক পরিচিতি

ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী ষাটের দশকে জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার ঢেংগার গড় গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আলহাজ্ব মুরশাদুজ্জামান সরদার ও মরহুমা জামিলা খাতুনের দ্বিতীয় পুত্র।

ড. সিদ্দীকী ছাত্র জীবনে বরাবর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। তিনি মাদ্রাসা-ই-আলীয়া ঢাকা হতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে কামিল আদব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে প্রথম শ্রেণীসহ বিএ (অনার্স), এমএ ডবল (আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ) এবং ১৯৯৯ সালে ইউজিসি ফেলোশীপসহ আরবী প্রবাদ সাহিত্যের উপর পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন।

তিনি ১৯৮৯ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ঢাকার সহকারী পরিচালক এবং ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমী ভাটিয়ারী চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন পদ মর্যাদায় ইনস্ট্রাক্টর (আরবী) হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯১ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় আল-কুরআন ওয়া উলূমুল কুরআন বিভাগে প্রভাষক, ১৯৯৪ সালে আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক, ১৯৯৯ সালে সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০০৪ সালে প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ২০০১-২০০৪ সাল পর্যন্ত বিভাগীয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০১২ সাল হতে অদ্যাবধি থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদের ডীন হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ড. সিদ্দীকী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক হিসাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ইতোমধ্যে তাঁর অধীনে ৪ জন এম. ফিল. এবং ৬ জন পিএইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। তন্মধ্যে ২০০৯ সালে ২০২তম সিন্ডিকেট সভায় একসাথে ৫ জন গবেষককে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী প্রদান করে তিনি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে রেকর্ড সৃষ্টি করেন। বর্তমানে তাঁর অধীনে ৫ জন পিএইচ. ডি. এবং ৫ জন এম. ফিল. গবেষক গবেষণারত আছেন। দেশী-বিদেশী ১০টি জার্নালে প্রায় অর্ধশত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ইসলামী বিশ্বকোষ, কুরআন বিশ্বকোষ, সীরাত বিশ্বকোষ, সমাজ বিজ্ঞান প্রকল্প এবং বাংলাপিডিয়ায় সমসংখ্যক গবেষণা প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি ইতোমধ্যে দু'শতাধিক পিএইচ. ডি./ অন্যান্য সেমিনারে প্রধান অতিথি/বিশেষ অতিথি/ প্রবন্ধকার/ আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ করেন এবং অর্ধশত এম. ফিল. ও পিএইচ. ডি. পরীক্ষা কমিটির আহবায়ক/সভাপতি/সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ২০০১-২০০২ ও ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আর্থিক সহযোগিতায় "আরবী চরিতাভিধান" ও "ওলামা চরিতাভিধান" শীর্ষক দু'টি প্রজেক্ট সম্পন্ন করেন। তিনি ২০০৫ সালে Bangladesh National Curriculam Board (NCTB)-এর নবম দশম শ্রেণীর ইসলামী শিক্ষা গ্রন্থের রচয়িতা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত "আরবী প্রবাদ সাহিত্য" (২য় সংস্করণ ২০০৫ সাল) তাঁর অন্যতম গবেষণা গ্রন্থ। তিনি ইতোমধ্যে আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদও সমাপ্ত করেন।

তিনি একজন কলামিস্ট। পঞ্চাশোর্ধ দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা, স্মারক ও বিভিন্ন সংকলনে সমসাময়িক উচ্চ শিক্ষা সমস্যা বিষয়ক তাঁর অনেক প্রবন্ধ ও নিবন্ধ এবং বিভিন্ন ভাষা হতে অনুদিত কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি অনুষদীয় গবেষণা জার্ণাল "THE ISLAMIC UNIVERSITY STUDIES"-এর সম্পাদক। বিভাগীয় গবেষণা জার্ণাল THE QURANIC STUDIES-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের ১৩ টি গবেষণা জার্ণালের সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ও রিভিউয়ার।

ISBN NO - 978-984-33-6463-0

www.pathagar.com